



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
July 2017

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববারার প্রথম শ্রীমৎ হল ভোরবেলা উঠে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের তরী তীরে পৌঁছে যাবে।"

প্রশ্ন:- উদারচিত্ত বাচ্চাদের লক্ষণ কেমন হয়?

উত্তর:- ১) তারা অপরেরও কল্যাণ করতে থাকে। তাদের দান করার শখ থাকে। এই সময়ে যে দান করে তারই পুণ্য জমা হয়।

২) উদারচিত্ত বাচ্চারা ভোলানাথ বাবার মতই উদার হয়। তারা যজ্ঞে দধিচী ঋষির মত নিজের অস্থি পর্যন্ত দান করে।

গীত:- কে এসেছ আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের জন্য কে এসেছেন? তাকে ভোরের সাঁই (মালিক) বলা হয়। কারণ তিনি রাত্রিকে সকালে পরিবর্তিত করেন। রাবণ হল রাত্রির সাঁই। এটা ভালো ভাবে নোট করলে তবেই বুদ্ধিতে বসবে। বুদ্ধির মধ্যেও পার্থক্য আছে। বুদ্ধি সতোপ্রধান, সতো, রজো এবং তমোগুণী হয়। কেউ তো ইশারাতেই বুঝে যায়। তোমরা বুঝতে পারছ যে ইনিই হলেন ভোরের সাঁই যিনি রাত্রিকে দিনে পরিবর্তিত করেন। তিনি তোমাদেরকে এখন দিনের মালিক অর্থাৎ নতুন দুনিয়ার মালিক বানাচ্ছেন। কিন্তু মালিক তখনই হবে যখন শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকবে। ব্যবসায়ীরা সকালবেলা দোকান খোলার সময়ে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। মন্দিরেও এইরকম করে। দোকানের সামনে প্রণাম করে তারপর ভেতরে ঢোকে, কারণ ওই দোকান থেকে তার উপার্জন হয়। তারা প্রার্থনা করে - হে প্রভু, একজন ভালো খরিদার পাঠিয়ে দাও যাতে সকালবেলা আমার ভাল উপার্জন হয়.... এইরকম অনেক কিছুই বলে। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে তিনি কে। আমরা আত্মারা জানি যে উনি হলেন আমাদের পিতা। তিনি রাত্রিকে দিনে পরিবর্তিত করেন তাই তিনি হলেন সাঁইবাবা। আজকাল তো অনেক সাঁইবাবা বেরিয়ে গেছে। আসলে সাঁইবাবা তো একজনই যিনি রাত্রিকে দিনে পরিবর্তিত করেন, তিনি খুবই ভোলা। তাঁর নামই হল ভোলানাথ। ভোলাভালা মাতা এবং কন্যাদের ওপর তিনি জ্ঞানের কলসী রাখেন, তাদেরকে উত্তরাধিকার দিয়ে বিশ্বের মালিক বানান। তোমরা যদি ভোরবেলা উঠে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে তোমাদের তরী তীরে পৌঁছে যাবে। তিনি কোনও পরিশ্রম করছেন না। কেবল এই কারবার করছেন যে সবাইকে তাঁর পরিচয় দিতে থাক। সবাইকে বল, যিনি রাতকে দিন বানান অর্থাৎ নরককে স্বর্গ বানান তিনি বলছেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। বার্তা দিতে হবে, আগেও তোমরা সবাইকে বার্তা দিয়েছিলে। তোমরা বোঝাতে পারো যে ভগবান অর্থাৎ বাবা এসেছেন উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। বেহদের বাবা নিশ্চয়ই স্বর্গের উত্তরাধিকারই দেবেন। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ভোলা মাতাদের জন্য তিনি কতই না সহজ পদ্ধতি বলছেন। মিষ্টি মিষ্টি মাতারা এবং মিষ্টি মিষ্টি কন্যারা, তোমাদেরকে আর কোনো পরিশ্রম করাচ্ছি না। কেবল অন্যসব সঙ্গ ত্যাগ কর। ভক্তিমার্গে তুমি কথা দিয়েছিলে - তুমি এলে আমি তোমারই হয়ে যাব। আমার জীবনে তো কেবল শিববাবাই আছেন, আর কেউই নেই। গিরিধর গোপালের মহিমা করা হয় কিন্তু সেটা তো বাবাই। দুনিয়ার

মানুষ কৃষ্ণকে গোপাল বলে দিয়েছে। বাস্তবে এরাই হল আসল গরু, শিববাবা জ্ঞানের দ্বারা এদেরকে পালন করেন, জ্ঞান ঘাস খাওয়ান। কৃষ্ণের আত্মাও এখন তার অনেক জন্মের মধ্যে অন্তিম জন্মে আছে। প্রতি জন্মতেই নাম-রূপ-দেশ-কাল পৃথক হয়। তোমরাই শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ এবং তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হও। একে রাধা-কৃষ্ণের বংশাবলীও বলা যাবে, আবার বিষ্ণুর বংশাবলীও বলা যাবে। তোমরাই বিষ্ণুর বিজয়মালা বা রাধা-কৃষ্ণের বিজয়মালা ছিলে। তারপর অনেক জন্মের চক্র অতিক্রম করে এখন এইরকম হয়েছে। এইবার তোমরা ব্রাহ্মণরা পুনরায় দেবতা হবে। ক্রমানুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে সত্যযুগের রাজা, রানী, প্রজা ইত্যাদি সবাই তৈরি হবে। বাবা বলছেন, যতটা সম্ভব শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। তাঁর প্রথম শ্রীমৎ হল "ভোরবেলা উঠে ভোলানাথ সাঁই বাবাকে স্মরণ কর। বাবা বলছেন তোমরা তো আত্মা, শরীর ধারণ করে অভিনয় করছ। তোমরা আত্মারা ওপরে থাক। তোমরা জানো যে আমাদের বাবা এখন আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। প্রতি কল্পের সঙ্গমে কেবলমাত্র একবারই শিববাবা আসেন" । এক কল্প সময় (৫০০০ বছর) পরে তোমাদেরকে পুনরায় এইটা নিশ্চয় করতে হবে যে আমি হলাম আত্মা। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে দৈত্যের উদাহরণ দেওয়া হয়। দৈত্য বলত, আমাকে কাজ দাও নাহলে তোমাকে খেয়ে নেব। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ না করলে দৈত্যরূপী মায়া এসে খেয়ে নেবে। তবে এমনও নয় যে সর্বদাই তোমাদের স্মরণ থাকবে। তোমরা তো এখন পুরুষার্থী। এটা হল সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞান। এর দ্বারা সুস্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি দুটোই পাওয়া যায়। মন্মনা ভব এবং মধ্যাজী ভব। বাবা বলছেন আমাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। কেন শুধু শুধু নিজের সময় নষ্ট করবে? অর্ধেক কল্প ধরে তো ভক্তি করে নিজের সময় নষ্ট করেছে। অর্ধেক কল্প হল ব্রহ্মার দিন এবং অর্ধেক কল্প হল ব্রহ্মার রাত্রি। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ কল্পের আয়ু অনেক বড় দেখিয়ে দিয়েছে, কলিযুগের আয়ু এত হাজার বছর, সত্যযুগের আয়ুও অনেক হাজার বছর। কিন্তু তাহলে তো অর্ধেক অর্ধেক হওয়া সম্ভব নয়। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, প্রথমে ছিল অব্যাভিচারী ভক্তি, পরে ব্যাভিচারী হয়ে গেছে। ভূত পূজা অর্থাৎ পঞ্চতন্ত্রেরও পূজা করা শুরু করেছে। বাবা দেখেছেন যে গঙ্গার তীরে গিয়ে নিজের পূজা করায়। সাঁইবাবাও অনেক রকমের আছে। এই বাবা তো অত্যন্ত গুপ্ত। তোমাদের হৃদয়ই তাকে চিনতে পারে। বাবা বলছেন, আমি হলাম তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা, তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। যেহেতু তিনি হেভেনলি গড ফাদার তাই তিনি অবশ্যই স্বর্গেরই স্থাপনা করবেন। রাবণ এসে নরক স্থাপন করে। এটাও তোমরা বোঝো। মানুষ তো কেবল কথার কথা বলে, বোঝেনা কিছুই। তারা এও বলে যে এটা হল উল্টো বৃক্ষ বা কল্পবৃক্ষ। কিন্তু এর আয়ু কত সেটা বলতে পারবে না। কোনও বৃক্ষের আয়ু তো লক্ষ বছর হতে পারেনা, সেটা অসম্ভব। বাবা কত ভালোবেসে বোঝাচ্ছেন। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা । যেমন লৌকিক বাবা ভালোবেসে বোঝায় যে স্কুলে যাও, এটা করো-ওটা করো। এখন তমোপ্রধান অবস্থা। রাজোপ্রধান অবস্থাতেও শিক্ষক ভাল শিক্ষা দিত এবং মা-বাবাও ভাল শিক্ষা দিত। সুখের আশাতেই তো সন্তানের রচনা করে। বলে যে একজন পুত্র তো অবশ্যই দরকার। আবার পুত্র থাকলে বলবে একজন কন্যাও প্রয়োজন নাহলে ঘরে লক্ষ্মী আসবে না। এখন তো খুবই খারাপ অবস্থা, সন্তানরাই মা-বাবার জীবনে অনেক সমস্যার কারণ হয়। সত্যযুগে এইরকম হয়না।

তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এখন স্বর্গের বাদশাহী নিচ্ছ। তোমরা বোঝো যে মানুষ এখন কত পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে। নিজের বাবাকেই জানেনা। তোমাদের মধ্যেও ক্রমানুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে এইসব জানো। বাবাকে স্মরণ করা খুবই পরিশ্রমের, প্রতি মুহূর্তেই ভুলে যাও। আজকে তোমরা তাকে

চেনো কিন্তু কালকে আবার এইরকম বলোনা যে আমি তাঁর সন্তান নয়। তাহলে তো অযোগ্য সন্তান বলা হবে। অযোগ্য সন্তানকে বাবা কখনই তাঁর সম্পত্তি দেয় না। মানুষ ভক্তিমার্গে জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি যা কিছু করেছে তার ফলে তারা আরও পতিত হয়েছে। ভক্তি তো মানুষ অনেক করে। তা সত্ত্বেও এইরকম অবস্থা কেন? ভারতে অনেক ভক্তি করা হয়। বাবা বলছেন - যারা পুরাতন ভক্ত, যারা শুরু থেকে শিববাবার ভক্তি করে এসেছে তারাই ক্রমশঃ নীচে নামতে নামতে পতিত হয়ে গেছে। কল্পবৃক্ষের ছবিতেও দেখ যে প্রথমে সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশীরা ছিল, তারপরে ভক্তিমার্গ দেখানো হয়েছে। ভক্তিমার্গের শেষে একেবারে কালো হয়ে যায়। সমগ্র দুনিয়াই কালো লৌহযুগী হয়ে যায়। এটাই নাটকের খেলা। অর্ধেক কল্প ধরে জ্ঞান এবং অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি অবশ্যই চলবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ। ভোরের সাঁই এসে জ্ঞান দিচ্ছেন। দুনিয়াতে তো অনেক রকমের সাঁই আছে। তোমরা যদি দুনিয়ার বড় বড় দেশে ঘুরে আসো, বিচার করলে দেখতে পাবে যে প্রত্যেক জায়গাতেই এই ধরনের অনেক মানুষ আছে, যাদের সম্বন্ধে লোকে বলবে যে ইনি তো যেন সাক্ষাৎ সাঁইবাবা। সদগুরু তো সদগতিই দেবেন। সদগুরু তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানান। এই সকল কথা কে বোঝাচ্ছেন? আত্মা বলে - বাবা, তুমি সত্যি কথাই বলছ, আমরা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে তোমাকেই স্মরণ করব। প্রতি কল্পেই আমরা তোমাকে স্মরণ করে তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই। আগেও বহুবার তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছি, এখন পুনরায় নিচ্ছি। এটাও স্মরণে রাখতে হবে যে বরাবর আমরা বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিই। তারপর ৫ হাজার বছর পরে এইভাবেই সব হারিয়ে ফেলব এবং তুমি আবার আসবে আর আমরা উত্তরাধিকার নেব। কতই না সহজ কথা। পুরাতন ঘরে থেকেই তো নতুন ঘর বানানো হয়। তার জন্য সময় তো লাগে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা নতুন ঘর বানাচ্ছেন। এখন পুরাতন ঘরের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করতে হবে। সত্যযুগ হল নতুন ঘর। ওখানে গিয়ে আমরা রাজত্ব করব। ওটা হল বেহদের নতুন ঘর আর এই দুনিয়া হল বেহদের পুরাতন ঘর যার প্রতি তোমাদের বেহদের বৈরাগ্য আছে। কলিযুগের পুরাতন ছি-ছি সম্বন্ধ থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এখন সত্যযুগের সুন্দর সম্বন্ধের জন্য পুরুষার্থ করছি। তাহলে পুরুষার্থও খুব ভালো করে করতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আত্মাদের কতই না ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য কোনো কিছুর প্রতি ভালোবাসা না রেখে এক বাবার প্রতি ভালোবাসা রাখতে হবে। সকল দ্রোপদী এখন গ্লান হওয়ার থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা করছে। তাদের ওপর অনেক অত্যাচার করে। বাবা বলছেন, এত পাপ করলে তবেই না পাপের ঘড়া পূর্ণ হবে। এটাও নাটক অনুসারেই হচ্ছে। এতে জানোয়ার, পাখি ইত্যাদি সকলেরই পার্ট আছে। আজকে যেটা হল সেটা আগের কল্পেও হয়েছিল। খবর কাগজে লেখে গত ১০০ বছরের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে... কিন্তু সেটা তো সহজ, তাদের কাছে সমস্ত ইতিহাস তো থাকেই। সেখান থেকে মুখ্য মুখ্য কথা লিখে দেয়। তোমরাও এইরকম লিখতে পার যে হুবুহু ৫ হাজার বছর আগে কি হয়েছিল। খবরের কাগজে তো অনেক কিছুই লেখে। ৫ হাজার বছর আগে কি হয়েছিল সেটা বোঝাতে হবে। দুনিয়াতে যেসব ঘটনা ঘটেছে, বল যে সেইসব ৫ হাজার বছর আগেও ঘটেছিল। মুখে সবাই বলে যে ভারত আগে স্বর্গ ছিল, কিন্তু তোমরা সেটা প্রমাণ করে দেখাবে। বল যে সেই ভারতই এখন একেবারে কাঙাল হয়ে গেছে। এইসব লড়াই কোনো নতুন ঘটনা নয়। প্রতি কল্পেই এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু তোমাদের কথা কেউ মানতে চাইবে না। তবে কেউ না কেউ এমন আসবে যে এইসব কথা বুঝবে। এটাও বুঝতে পারে যে মৃত্যু নিকটেই। কেউ কেউ আছে যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইসব বোমা ইত্যাদি তৈরি করে। বেচারী মানুষরা একেবারে ঘন অন্ধকারে আছে। কিছুই বোঝে না, মুখে যা আসে তাই বলে দেয়। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে। তোমরা জানো যে এইসব তো বিনাশ হয়ে

যাবে। বাবা বলছেন, হাহাকারের পরে জয়জয়কার হবে। তখন সকলে ভগবানকেই স্মরণ করবে। যে যার ইষ্টদেবতা সে তাকেই স্মরণ করবে। ভগবানকে তো জানেই না। তোমরা জানো যে ভগবান হলেন বিন্দুর মত। এটা কতই না আশ্চর্যের যে তিনি কত ছোট বিন্দু। তোমরা তো এই কথা বলবে না যে তিনি এত বড় লিঙ্গ। তোমরা বলবে যে তিনি তারার মত। আত্মাও তারার মতো। আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এইসব কত সূক্ষ্ম বিষয়। ঝট করে কাউকে এইসব বলা যাবে না। প্রথমে বলতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার পাবে। কতই না গুপ্ত কথা। সেইজন্যই বলা হয় আজ তোমাকে গুপ্ত কথা শোনাও। কতরকমের যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়। বাবা রাত্রিবেলা প্রশ্ন করেছিলেন যে বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়ে আসতে ব্রহ্মার কত সময় লাগে আর ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হওয়ার জন্য কত সময় লাগে? কালকে আমরা কত অজ্ঞানী ছিলাম আর আজকে আমরা কত জ্ঞানী। খুবই আশ্চর্যের বিষয়। বিচক্ষণতার ক্ষেত্রেও ভ্রম থাকে। তোমরা বাচ্চারা টেপের সাহায্যেও বাবার মুরলী শোনো। বাচ্চারা চায় যে আমরা টেপে প্রতিটা অক্ষর ভালো করে শুনব। যার শখ থাকবে, ধনবান এবং উদারচিত্ত হবে সে অপরেরও কল্যাণ করবে। যে এইসময়ে দান করবে, তারই পুণ্য জমা হবে। কিন্তু কলিযুগে যেসব দান করা হয় তার দ্বারা তো আরও পাপ আত্মা হয়ে যায়। আমাদের সাঁইবাবা কত ভোলানাথ এবং উদারচিত্ত। তোমাদেরকেও উদারচিত্ত হতে হবে। যজ্ঞে দধিচী ঋষির মত অস্থি পর্যন্ত দান করতে হবে। বাবা বলছেন, তোমরা হলে দুনিয়ার মধুরতম এবং সবথেকে ভাগ্যশালী সন্তান। তোমরাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষ্ছ। আত্মা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) একমাত্র বাবার প্রতিই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। কলিযুগের পতিত সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করতে হবে। এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি বেহদের বৈরাগ্য রাখতে হবে।

২) আমরা হলাম দুনিয়ার মধ্যে সবথেকে ভাগ্যশালী সন্তান যারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষ্ছ - এই নেশাতে থাকতে হবে। উদারচিত্ত হতে হবে।

বরদান:- পরখ করার শক্তি দ্বারা কুসঙ্গ অথবা ব্যর্থ সঙ্গ থেকে দূরে থেকে শক্তিশালী আত্মা হও

কোনো কোনো বাচ্চা কুসঙ্গ অর্থাৎ খারাপ সঙ্গ থেকে তো বেঁচে যায় কিন্তু ব্যর্থ সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায় কারণ ব্যর্থ কথাবার্তা বাইরে থেকে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয়। তাই বাপদাদার শিক্ষা হল - ব্যর্থ শুনোনা না, ব্যর্থ বোলো না, ব্যর্থ কর্ম করো না, ব্যর্থ দেখোনা না এবং ব্যর্থ কিছু চিন্তাও করোনা না । এমন শক্তিশালী হও যাতে এক বাবা ছাড়া অন্য কোনও সঙ্গের রং প্রভাবিত করতে না পারে। পরখ করার শক্তি দ্বারা খারাপ অথবা ব্যর্থ সঙ্গকে আগে থেকেই পরখ করে পরিবর্তন করে দাও - তাহলেই শক্তিশালী আত্মা বলা যাবে।

স্লোগান:- সর্বদা হালকা থাকার অনুভব করতে হলে বালক এবং মালিকদের মধ্যে ভারসাম্য রাখা।

সঙ্গমযুগী স্বরাজ্য দরবারই সর্বশ্রেষ্ঠ দরবার

আজ বাপদাদা কোন্ দরবারে এসেছেন ? আজকের এই সমাবেশে বাপদাদা বিশ্বরাজ্য স্থাপনার কার্যে সহযোগী নিজের বাচ্চাদের অর্থাৎ রাজকার্যের সকল দায়িত্ব পালনকারী, রাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের দেখছেন । তিনি স্বরাজ্যের সঙ্গমযুগী দরবার দেখছেন । তিনি তাঁর স্বরাজ্য দরবারে চতুর্দিকের সবরকম সহযোগী আত্মাদের দেখছেন । এই স্বরাজ্য দরবারের বিশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নসকল, বাপদাদার থেকে তাঁদের সাকার রূপে দূরে হতে পারে কিন্তু বাবা তাঁর সামনে সিংহাসনে রাজ্য অধিকারীদের মালারূপে দেখছেন । তোমরা প্রত্যেক রাজ্য অধিকারী সহযোগী আত্মা, তোমাদের নিজ নিজ বিশেষত্বের চমকে দীপ্তিমান । প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন গুণের অলংকারে সজ্জিত । সিংহাসনের রাজচিহ্ন কি ? তোমরা সবাই তো দরবারে বসে আছ, তাই না ! তোমরা কেউ সামনে কেউ পিছনে বসে আছ, কিন্তু সবাই দরবারেই আছ । সিংহাসনের রাজচিহ্ন, রাজছত্রটি চমত্কারভাবে আলোকোজ্জ্বল দেখাচ্ছে । তোমরা প্রত্যেকে ডাবল ছত্রধারী । একটা হল ক্রাউন অফ লাইট, ফরিস্তা স্বরূপের চিহ্ন এবং আরেকটা বিশ্ব কল্যাণের বেহদের সেবার তাজ । তোমাদের সবার তাজ আছে, কিন্তু নম্বর ক্রমানুসারে । তোমাদের কারও কারও দুটো তাজই সমান । কারও একটা থেকে আরেকটা বড়, কারও আবার দুটোই ছোট । ঠিক তেমনই, তোমরা যারা রাজ্য অধিকারী, তোমাদের পিওরিটির পার্সোনালিটিও নিজের । প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক রয়্যালটি দৃশ্যমান, নম্বরের ভিত্তিতে । বাবা এইরকম স্বরাজ্য অধিকারী সহযোগী আত্মাদের দরবার দেখছেন । সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ দরবার আর ভবিষ্যৎ রাজ্য দরবারের মধ্যে কত পার্থক্য ! এই সময়ের দরবার জন্ম জন্মান্তরের দরবারের ফাউন্ডেশন । বর্তমান দরবারের রূপরেখা ভবিষ্যৎ দরবারের রূপরেখা গঠন করবে । রাজ্য অধিকারী সহযোগী আত্মাদের দরবারে তোমার স্থান কোথায়, দেখতে পাচ্ছ ? চেক করার যন্ত্র সবার কাছে আছে ? সায়েন্টিস্টরা নতুন নতুন উদ্ভাবনী যন্ত্র দ্বারা ধরণীর উপরস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলীর ছবি তুলতে পারে, সেখানকার বায়ুমণ্ডলের তথ্য যোগাড় করে তোমাদের দিতে পারে, তত্ত্বের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ইন অ্যাডভান্স সংবাদ এনে তোমাদের দিতে পারে, তবে যাদের কাছে বাবার অথরিটি আছে সেই সর্বশক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আত্মারা নিজের দিব্য বুদ্ধি যন্ত্রের দ্বারা তিনকালের নলেজের আধারে নিজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল জানতে পারবেনা? তোমাদের সবার কাছেই তো যন্ত্র আছে তাই না ! তোমরা সবাই দিব্য বুদ্ধি লাভ করেছ । তোমরা জানো, কিভাবে এবং কোথায় দিব্য বুদ্ধির যন্ত্র ইউজ করতে হয় অর্থাৎ কোন্ স্থিতিতে তোমরা নিজেরা স্থিত হয়ে এটা ইউজ করবে । ত্রিকালদর্শীর স্থানে স্থিত হয়ে তিনকালের নলেজের আধারে এই যন্ত্র ব্যবহার করো । তোমরা কি জানো, কিভাবে এটা ইউজ করতে হয় ? সবার আগে, তোমরা কি জানো, তোমার নিজের স্থিতিতে নিজেকে কিভাবে স্থিত করতে হয় ? অর্থাৎ তোমরা কি জানো কিভাবে নির্দিষ্ট স্থিতিতে নিজেকে স্থিত করবে ? তাহলে এই যন্ত্র দ্বারা নিজেকে চেক করে দেখ তোমার নম্বর কোনটা ! বুঝতে পেরেছ তোমরা ?

বাবা আজ সর্বস্ব ত্যাগী সম্বন্ধে তোমাদের বলছেন না । এখন লাস্ট কোর্স বাকি রয়েছে । আজ বাপদাদা রাজদরবারে উপনীত তাঁর সকল সাথীদের দেখছেন । আজকের সভায় বিশেষ স্নেহশীল আত্মারা বেশী আছে । তাই তোমাদের স্নেহের রিটার্ন দিতে বাপদাদাও এই স্নেহশীল দরবারে এসেছেন । মিলন মেলা উদযাপন করার উদ্যম-উত্সাহ তোমরা-আত্মাদের মধ্যে আছে । বাপদাদাও তোমাদের

সাথে মিলন উদযাপন করতে বাচ্চাদের উৎসাহপূর্ণ উৎসবে এসেছেন। এটা ভালবাসার সাগর আর নদী সমূহের মেলা। মিলন উদযাপন অর্থাৎ উত্সব উদযাপন। আজ, বাপদাদাও এই প্রসিদ্ধ মেলায় উপনীত হয়েছেন। যে আত্মারা মেলা উদযাপন করছে বাপদাদা তাদের দেখে আনন্দিত - এমন বিশাল বেহদ বিশ্বের এমন বিপুল জনসংখ্যার মাঝে বৈচিত্রময় আত্মারা, যারা স্নেহভাগ্য লাভ করেছে, মিলনের ভাগ্য প্রাপ্ত করেছে। বিশ্বে যে আত্মাদের কাছে কোনো আশা ছিলনা, তারা তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার ভাগ্য লাভ করেছে, যেখানে বিশ্বের খ্যাতনামা আত্মারা, যাদের উচ্চাশা আছে তারা ভাবতে থাকে আর খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে তারা তার মধ্যে গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। যাই হোক, তোমরা অনুরাগী আত্মারা তোমাদের অনুরাগের আধারে ঈশ্বর লাভ করেছে। সুতরাং, শ্রেষ্ঠ কে? কেউ কেউ শাস্ত্র নিয়ে বিতর্ক করতে করতে তার পেছনেই পড়ে থাকে, শাস্ত্রের মধ্যেই হারিয়ে যায়। কেউ কেউ মহান আত্মা হয়েও আত্মা এবং পরমাত্মার তুচ্ছ বিভ্রমকে আঁকড়ে ধরার কারণে তাদের ভাগ্য বঞ্চিত হয়েছে। তারা বাবার বাচ্চা হওয়া থেকে এবং তাঁর থেকে অধিকার লাভ করা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের গবেষণার মধ্যে গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়। রাজনীতিকেরা তাদের যোজনা তৈরিতেই হারিয়ে যায়। সরল সাধাসিধে ভক্তরা কণায় কণায় ভগবানের খোঁজে ভাবাবেগে আক্লুত হয়। এখনও পর্যন্ত তাঁকে কে লাভ করেছে? ভোলানাথের ভোলে বাচ্চারা! চাতুর্যপূর্ণ বুদ্ধিতে তাঁকে পাওয়া যায়না কিন্তু সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে লাভ করা যায়। এই কারণে কথায় আছে - সত্য হৃদয়ে প্রভু সদা সদয় হন ("সম্মে দিল পর সাহেব রাজি")। তোমরা তোমাদের সরল হৃদয়ে, হৃদয়-সিংহাসনে বসতে পারো। তোমাদের সহৃদয়তায় তোমরা দিলারাম বাবাকে নিজের করে নিতে পারো। সদাশয় ব্যতীত দিলারাম বাবা এক সেকেণ্ডও তোমাদের স্মৃতিশক্তির নাগালে থাকতে পারেননা। সৎ হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকল্পরূপী আশা-আকাঙ্ক্ষা সহজেই পূর্ণ হয়ে যায়। হৃদয়বান সদাসর্বদা সাকার -আকার - নিরাকার তিন রূপে বাবার সাথে অনুভব করে। আচ্ছা।

এইরকম সদা স্নেহের সাগরের সাথে মিলিত বহতা গঙ্গা, সদা স্নেহের আধারে বাপদাদাকে সর্ব সন্মুখে অনুভবকারী, ভোলানাথ বাবার সাথে সর্বকালের সওদা করে, এমন স্নেহশীল সহৃদয় শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

টিচারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:

১) তোমরা সেবাধারীরা তোমাদের বুদ্ধিতে সদা কি রাখ? শুধু সেবা নাকি স্মৃতি আর সেবা? যখন স্মৃতি এবং সেবা, এই দুইয়ের ব্যালাপ্স হবে তখন নিজে থেকেই বৃদ্ধি হতে থাকবে। বৃদ্ধির সহজ উপায়ই হলো ব্যালাপ্স। বর্তমান সময়ে সব আত্মাদের শান্তির আকুল আকাঙ্ক্ষা থাকে। সেইজন্যে তোমরা যেখানেই দেখ, দেখবে সার্ভিস বৃদ্ধি হচ্ছে না, সেবাকেন্দ্রে আগে যেমন ছিলো তেমনই রয়ে গেছে, সেখানকার বায়ুমণ্ডল এমন তৈরি করো যেন শান্তিকুণ্ড। একটা বিশেষ ঘরের বায়ুমণ্ডল এবং নকশা বানাও, যেমনভাবে বাবার ঘর বানাও সেইভাবেই বানাও, যাতে পারিপার্শ্বিক অস্থিরতার মধ্যেও একটা শান্তিপূর্ণ কোন্ দেখা যায়। যখন তোমরা এইরকম বায়ুমণ্ডল তৈরি করো তা শান্তির অনুভূতি করালে, সেবা সহজে বৃদ্ধি হবে। মিউজিয়াম সুন্দর কিন্তু এটা শোনার এবং দেখার সাধন। মিউজিয়াম তাদের জন্য সুন্দর যারা শুনতে চায়, আরও দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ অনেক শুনে শুনে ক্লান্ত, তাই তাদের জন্য শান্তির স্থান বানাও। মেজরিটি বলে, "তোমাদের সবকিছু

দেখেছি, শুনেছি" , কিন্তু কেউ বলেনা, "আমরা সবকিছু পেয়েছি" । এখনও তারা বলেনা, তারা কিছু অনুভব করেছে, কিছু পেয়েছে । তাদের কিছু অনুভব করানোর উপায় হলো, তাদের স্মরণে বসাও এবং তাদের শান্তির অনুভব করাও । তারা যদি দু'মিনিটও শান্তির অনুভব করে তবে ছাড়তে পারবেনা । অতএব, উভয় সাধনই বানাতে হবে । শুধু মিউজিয়াম নয় শান্তিকুণ্ডের স্থানও । আবুতে মিউজিয়ামও সুন্দর, শান্তিস্থলও আকর্ষণীয় । তারা ছবির মাধ্যমে বুঝতে না পারলে, তাদের কয়েক মুহূর্ত স্মরণে বসালে তাদের ইমপ্রেশন এবং চাওয়া বদলে যাবে । তারা তখন বুঝতে পারে, এখান থেকে তারা কিছু পেতে পারে, প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে । যেখানে পাওয়ার ইচ্ছা উত্পন্ন হয় সেখানে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ করাও সহজ হয়ে যায় । সুতরাং, এমন বৃদ্ধির সাধন আপন করে নাও ।

যাই হোক, সেবাধারী যখন তাদের নিজেদের প্রতি এবং সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তখন সেবার, সহযোগের উত্সাহ-উদ্দীপনা নিজে থেকেই হয় । তোমাদের কিছু বলতেও হবেনা, করাতেও হবেনা, সন্তুষ্টি সহজেই উত্সাহ উদ্দমে নিয়ে আসে । একজন সেবাধারীর বিশেষ লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন, কিভাবে সন্তুষ্টিতে থেকে অন্যকে সন্তুষ্ট করা যায় ।

২) সদাসর্বদা সাগরের তীরে থাকা হোলিহংস তোমরা। হংস সবসময় সাগরের তীরে থাকে এবং অনুষ্ণ সাগর তরঙ্গে খেলা করে । নিজেকে অনুরূপ হোলিহংস অনুভব কর ? যারা সদা তাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানরত্ন কুড়িয়ে তুলছে অর্থাৎ জ্ঞানরত্ন ধারণ করছে, তাদের বুদ্ধি সবসময় জ্ঞানরত্নে ভরপুর । বাকি যা কিছু ব্যর্থ পরিবেশ, দৃশ্য আছে ; সব কাঁকর হয়ে গেছে । রাজহংস কখনও কাঁকর তোলেনা, তারা সদা রত্ন কুড়িয়ে নেয় । অতএব, কখনও যেন কোনো কিছুর ব্যর্থ প্রভাব না পড়ে । যদি তার দ্বারা প্রভাবিত হও, তবে সেটাই তুমি মনন আর বর্ণন করতে থাকবে । তোমার মনন, বর্ণনের দ্বারা বায়ুমণ্ডলও সেইরকম হয়ে যাবে । সাময়িক অবস্থা হয়তো তেমন কিছু হবেনা কিন্তু বায়ুমণ্ডল এমন হয়ে যাবে, যেন বিশাল কোনও পাহাড় ভেঙে পড়েছে । যদি তোমার মনে মনন চলে বা মুখে কিছু বলো, তাহলে নিতান্ত সাধারণ জিনিসও অনেক বড় পাহাড় হয়ে যায়, কারণ তা' বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে । যাই হোক, যদি তোমরা সেই অবস্থাকে অন্তর্লীন করে নিতে পারো এবং সাক্ষী হয়ে জয় করে নিতে পারো তবে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সর্ষেদানার মতো ছোট হয়ে যাবে । সুতরাং, তোমরা হলে হোলিহংস যারা নিরন্তর সাগরের তীরে বাস করছ । সদা এই স্মৃতিস্বরূপে থাকো ।

৩) সেবাধারীদের সদা সফলতা স্বরূপ থাকার জন্য বাবার সমান হতে হবে । একটাই শব্দ স্মরণে রেখো, ফলো ফাদার ! যে কর্মই করো চেক করো যে এটা বাবার কাজ । যদি এটা বাবার হয় তবে তোমারও, বাবার না হলে তোমারও নয় । সদা এইভাবে চেকিং করতে কষ্ট পাথর ব্যবহার করো । সুতরাং ফলো ফাদার অর্থাৎ যা বাবার সংকল্প তাই আমার সংকল্প, যা বাবার কথা তা' আমার কথা । এর ফলাফল কি হবে ? বাবা যেমন সদা সফলতা স্বরূপ, নিজেও তেমন সফলতা স্বরূপ হয়ে যাবে । সুতরাং, বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো । যখন কেউ এগিয়ে চলে, তখন যদি তুমি তার পিছু পিছু চলতে থাকো তো সহজেই তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে । সুতরাং, যারা ফলো ফাদার করে তারা মেহনত থেকে নিস্তার পেয়ে যাবে এবং নিরন্তর সহজ প্রাপ্তির অনুভূতি হতে থাকবে ।

কুমারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ

১) কুমারীদের লক্ষ্য কি ? নিজেকে সেবায় যুক্ত করার আগে নিজের মধ্যে সকল প্রাপ্তির অনুভব করেছ ? কেননা, তোমার নিজের মধ্যে অনেক ধনসম্পদ আছে, সেই অনুসারে তুমি সেইসব অন্যকে দিতে পারবে। তুমি রোজ এই রুহানী পড়ায় অ্যাটেনশন দাও ? পড়ার সাথে সাথে সেবার যে কোনো চাপসই তোমরা নাও। নিরন্তর নিজেকে গডলি স্টুডেন্ট মনে করে স্টাডিতে অ্যাটেনশন দাও। স্টাডিতে যত বেশী অ্যাটেনশন রাখবে, ততোই তোমরা অনুভাবী হয়ে অন্যকে স্টাডি করাতে পারবে। বর্তমান সময় অনুসারে গৃহস্থ জীবন কেমন সেটাও দেখছ। গৃহস্থ জীবন মানে অন্তহীন এক জেলে আটকে থাকা। তোমরা এখন ফ্রি, তাই না ! তোমরা এখন অনেকরকম বন্ধন থেকে মুক্ত। সুতরাং, নিরন্তর এইরকম বন্ধন মুক্ত এবং জীবনমুক্ত স্থিতিতে স্থিত থাকতে হবে। কখনও যেন গৃহস্থ জীবন কেমন তা দেখার বা অনুভব করার সংকল্প মনে না আসে। তোমরা ভাগ্যবান, সেইজন্যে তোমরা কুমারী জীবনে বাবার হয়েছ। সুতরাং, রাইট হ্যান্ড হতে হবে, লেফ্ট হ্যান্ড নয়।

২) তোমরা কুমারীরা সকলে বাবার সাথে স্থিরসংকল্প কারবার করেছ ? কি কারবার করেছ ? তুমি বলেছ, "বাবা আমি তোমার হয়েছি", বাবা বলেছেন, "আমার বাচ্চা" ! এই সওদা পাকা করেছ ? আর তো কোনো সওদা করবেনা, করবে ? দুই নৌকায় পা রেখে যারা চলবে, তাদের হাল কি হবে ! তারা না হবে এখানের, না হবে ওখানের। তাহলে কারবারে তোমরা খুব ইঁশিয়ার, তাই না ! দেখ, কি দিচ্ছ তোমরা ! পুরানো একটা শরীর যা সঁচ দিয়ে নিরন্তর সেলাই করে যাচ্ছ, আর কি দিচ্ছ ! না, দুর্বল মন, যাতে কোনরকম শক্তি নেই আর দিচ্ছ কালো ধন। আর পরিবর্তে কি লাভ করছ ? ২১ জন্মের গ্যারান্টেড রাজস্ব। এইরকম সওদা সারা কল্পে তোমরা কখনও করনি ! তাহলে, এই সওদা পাকা করেছ তো ? তোমরা এগ্রিমেন্ট লিখেছ ? কুমারীরা বাপদাদার খুব প্রিয়, কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সারেন্ডার করে দেয় আর টিচার হয়ে যায়। কুমাররা সারেন্ডার হলেও তাদের টিচার বলা হবেনা ; বলা হবে সেবাধারী। কুমারীরা টিচারের সীট পায়। আজ কুমারী, কাল সবাই তাকে বাবা সমান নিমিত্ত শিক্ষকের নজরে দেখে। তাহলে তো তুমি শ্রেষ্ঠ হয়ে গেলে, তাই না ?

৩) কুমারী বা সেবাধারীর পরিবর্তে মনোযোগ সহকারে নিজেকে শক্তিস্বরূপ ভাবো। সদা তোমার শিবশক্তি স্বরূপ স্মৃতিতে থাকে ? শক্তি স্বরূপ ভাবলে, তুমি যে সেবা করছ তার থেকে অবিরত শক্তিশালী আত্মাদের বৃদ্ধি হতে থাকবে। জমি যেমন হবে ফসলও তেমনই ফলবে। যেমনই হোক, তুমি তোমার স্টেজ এবং বায়ুমণ্ডলকে যেমন শক্তিশালী বানাবে, আত্মারাও সেইরকমই আসবে। তানাহলে, দুর্বল আত্মারা আসবে এবং তাদের জন্য তোমাদের অনেক মেহনত করতে হবে। সুতরাং, সদাসর্বদা তোমার শিবশক্তি স্বরূপ স্মৃতিতে রাখো ! তুমি কুমারী নও, তুমি সেবাধারী নও, তুমি শিবশক্তি। সেবাধারী অনেক আছে। আজকাল অনেকে এই টাইটেল পেয়েছে, তবুও যতই হোক, তোমার বিশেষত্ব কস্মাইন্ড শিবশক্তি হওয়া। এই বিশেষত্ব স্মরণে রেখো, তুমি সহজে সেবার বৃদ্ধি আর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভব করবে। সেবা করার গিফটের লিফটকে একটা রিটার্ন তো দিতে হবে ! রিটার্ন কি ? সফলতার শক্তিশালী প্রতিমূর্তি ! আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

বরদানঃ- স্বমানে স্থিত থেকে হৃদের ইচ্ছাকে সমাপ্ত করে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ভব

যে স্বমানে স্থিত থাকে তার হৃদের মানপ্রাপ্তির ইচ্ছা হয় না। যখন হৃদের সমস্ত ইচ্ছা তোমার স্বমানে অন্তর্লীন হয়ে যায় তখন কোনকিছু চাওয়ার আর প্রয়োজন থাকেনা। হৃদের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হয়না,

হদের একটা ইচ্ছা অনেক ইচ্ছার জন্ম দেয়, যেখানে স্বপ্নমান সব ইচ্ছাকে সহজে পরিপূর্ণ করে । এইজন্য তোমার স্বপ্নমান রক্ষা করো, সর্বপ্রাপ্তির স্বরূপ হয়ে যাবে, অপ্রাপ্তি বা যেকোনও ইচ্ছা অজানা থেকে যাবে ।

স্লোগানঃ- সবরকম পরিস্থিতিতে নিজেকে যারা মোড় করে নিতে সমর্থ, তারাই রিয়েল গোল্ড ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কোনো দেহধারীর প্রতি দৈহিক প্রেম রেখো না, এক বাবার প্রতিই প্রেম রাখো, অশরীরী হওয়ার সম্পূর্ণ অভ্যাস করো ।"

প্রশ্ন :- দয়ালু বাচ্চাদের কর্তব্য কি ?

উত্তর :- যখন কেউ ফালতু কথা বলে, তখন সেই অপ্রয়োজনীয় কথা না শুনে তার কল্যাণের জন্য বড়দের জানানো উচিত -- এ হলো সদয় বাচ্চাদের কর্তব্য । যার মধ্যে কোনো পুরানো অভ্যাস আছে, তা দূর করে সহযোগী হওয়াই হলো দয়ালু হওয়া ।

প্রশ্ন :- কোন্ উপাধি কোনো দেহধারীকে দেওয়া যাবে না কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে দেওয়া যাবে ?

উত্তর :- "শ্রী" এই উপাধি । কেননা "শ্রী" অর্থ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পবিত্র । কোনো দেহধারীকেই এই উপাধি দেওয়া যাবে না কেননা তারা ব্রষ্টাচারের মাধ্যমে জন্ম নেয় । ব্রহ্মা বাবাকে "শ্রী" বলা হয় কারণ তাঁর জন্ম ছিলো দিব্য বা অলৌকিক ।

গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝে গেছো, অর্থাৎ বুঝদার হয়ে গেছো, তাহলে অবশ্যই আগে অবুঝ ছিলে । এও কারোর বুদ্ধিতে আসে না যে এই দুনিয়া পতিত, আর এই ভারতেই দেবী - দেবতার রাজ্য ছিল, সেখানে সবাই পবিত্র এবং সুখী ছিল । সেখানে দুঃখের কোনো কথাই ছিল না । কিন্তু শাস্ত্রের কোনো কোনো কথা শোনার কারণে মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না যে স্বর্গে সবসময়ের জন্য সুখ ছিল । কেউই স্বর্গের খবর জানে না । তারা ভাবে যে সেখানেও দুঃখ ছিল, এ সবই না বোঝার কারণে । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝদার হয়েছো । বাবা এসেই তোমাদের বুঝিয়েছেন, তাই তোমরা তাঁর শ্রীমতে চলছো । এ হলো পতিত দুনিয়া, আর স্বর্গে ছিলো পবিত্র দুনিয়া । পবিত্র দুনিয়ায় যদি দুঃখ থাকে, তাহলে তাকেও দুঃখের দুনিয়াই বলবে । তাহলে এই গানও ভুল প্রমাণিত হয় । এই কথাও মানুষ বলে যে, হে বাবা, এমন জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে আরাম, সুখ আর শান্তি আছে । বাচ্চারা এও জানে যে স্বর্গে এমন সুখ যা সোনার পাখির তুল্য ছিলো । সেখানে দেবী - দেবতারা ছিলো । তাঁরা কেউই কখনো কাউকেই দুঃখ দিতেন না । এই গানও তারা গাইতেন, তবুও শাস্ত্রে এমন কথা লেখা থাকে যে মানুষ ভাবে যে, এ পরম্পরা ধরে চলে আসছে । কৃষ্ণের উপরও মিথ্যা কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে । বলা হয় যে যেমন দৃষ্টি, তেমন সৃষ্টি । তারা ভাবে যে সারা সৃষ্টিই পতিত । এখন তাদের সকলের দৃষ্টিই পতিত, তাই সারা সৃষ্টিকেই পতিত ভাবে । তারা আরো ভাবে যে পরম্পরা ধরে এই পতিত বৃত্তি চলে আসছে । এখন বাচ্চারা, তোমাদের এই বোধ এসেছে যে, এও পুরুষার্থের ক্রমানুসারে । পরম পিতা পরমাত্মার বাচ্চারা নির্দেশ পেয়ে থাকে । বাবা বসে আত্মাদের বোঝান । সকল আত্মাই পতিত, তাই পতিত আত্মা আর পুণ্য আত্মা, এই কথা বলা হয় । বাবা আত্মাদের সাথে বসে কথা বলেন । তোমরা আমার অবিনাশী বাচ্চা, আবার তোমরাই মাঝমা - বাবা বলে থাকো । এই দুনিয়ায় কাউকেই "পিতাশ্রী" বলা যায় না । শ্রীর অর্থ শ্রেষ্ঠ । এখন একজন মানুষও শ্রেষ্ঠ নেই । মহিমা একমাত্র একজনেরই হতে পারে । এখানে সবাই ব্রষ্টাচারের মাধ্যমে

জন্ম নেয়, তাই "শ্রী" বলা যাবে না । যদিও তোমরা ওনাকে এইসময় বলতেও পারো কারণ উঁনি সন্ন্যাস নিয়েছেন -- শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য । তোমরা জানো যে, আমরা এখন ফরিস্তা হতে চলেছি । ব্রষ্টকে শ্রী বলা যায় না । শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাধা, শ্রী কৃষ্ণ -- এইভাবে বলা হয় । মন্দিরেও এনাদের মহিমাই গাওয়া হয় । নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো, ভারত একসময় শ্রেষ্ঠ ছিলো, সৃষ্টিও শুদ্ধ ছিলো । এখন সৃষ্টি পতিত, পতিতকেই ব্রষ্টাচারী বলা হয় । দুনিয়ার মানুষ ব্রষ্টাচারীদের শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য সভার আয়োজন করে থাকে । কিন্তু এই দুনিয়াই ব্রষ্টাচারী, তাই কিভাবে কেউ কাউকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাবে ।

বরাবর এ হলো রাবণ রাজ্য । যেই কারণে রাবণকে বর্ষ বর্ষ জ্বালানো হয় । কিন্তু তা জ্বলে শেষ হয় না আবার দাঁড়িয়ে যায় । এও মানুষ বুঝতে পারে না যে যাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাকে আবার নতুন করে কেন বানায় ? এর থেকে সিদ্ধ হয় যে রাবণ রাজ্য শেষ হয় নি । স্বর্গে যখন রাম রাজ্য থাকে তখন সেখানে কোনো কুশপুতলিকা বানানো হয় না । বলা হয় যে রাবণকে জ্বালানোর পর লক্ষ্মাকে লুঠ করা হয়েছিলো । বলা হয় যে রাবণের ছিল সোনার লক্ষা । কিন্তু এমন হয় না । এখন সারা দুনিয়াই লক্ষা । রাবণ রাজ্যে তো সবকিছুই থাকে, কিন্তু ওই শ্রীলক্ষা তো আইল্যান্ড । দেখানোও হয়েছে, এ ভারতেরই পুচ্ছ । কিন্তু সেখানে রাবণ রাজ্য তো নেই তাই না ? রাবণ রাজ্য তো এখন সারা বিশ্বে, এও তোমরা জানো । কলেজে কোনো অবুঝ গিয়ে বসলে সে কি বুঝতে পারবে ? কিছুই বুঝতে পারবে না । কেবল সময়ই নষ্ট করবে । এ হলো ঈশ্বরীয় কলেজ, এখানে নতুন কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না । সাত দিন আলাদাভাবে বসাতে হবে, যতক্ষণ না উপযুক্ত হয় । তবুও ভালো মানুষ যারা ধর্মপ্রাণ হয়, তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত -- পরমপিতা পরমাত্মা তোমার কে হন ? তিনি হলেন আত্মাদের পিতা, আর প্রজাপিতাও তো বাবাই হলেন । এই পয়েন্টস খুব সুন্দর, কিন্তু বাচ্চারা সম্পূর্ণ হর্ষিত থাকতে পারে না । বাবা বলেন যে তোমাদের আমি নতুন নতুন পয়েন্টস শোনাই যাতে তোমাদের নেশা বৃদ্ধি পায় । কাউকে বোঝানোর যুক্তিও তোমরা পাও । ফর্ম পূরণ করার সময় এই প্রশ্নই প্রথমে করতে হবে যে - পরমপিতা, তাহলে তিনি তো পিতাই হলেন, তাই না ? সেই সময় তখন সর্বব্যাপীর জ্ঞান উড়ে যাবে । তোমরা যখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, তখন বলবে, উঁনি তো বাবা । আমরা সবাই তাঁর বাচ্চা । এতটা যদি মেনে নেয় তাহলে ঝট করে লিখে নেওয়া উচিত । তোমরা প্রজাপিতারও সন্তান হলে । তখন শিব হলেন দাদু আর উঁনি বাবা । শিববাবাই স্বর্গের স্থাপন করেন, তাই অবশ্যই তাঁর থেকেই বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় । সহজ থেকে সহজ কথা তো বের করতে হবে । খুবই সহজ কথা । মিত্র সম্বন্ধীদের কাছেও যাও, তাদেরও এইকথা বোঝাও । এ তো নেশা - আমরা বাবার দ্বারা দাদুর থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পাচ্ছি । বাপদাদার থেকে বর্সা পাওয়া যায়, কিন্তু মায়ের থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় না । বাবাকেই তো স্বর্গের স্থাপনা করতে হবে, তাই না ? তিনিই তো মালিক । যেমন তাঁর দাদুর থেকে বর্সা বা সম্পত্তির অধিকার আছে, তেমনই পৌত্র - পৌত্রীদেরও একই অধিকার আছে । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । আমি তো কখনোই বলি না যে এই দেহধারীদের স্মরণ করো । বাবা সামনে বসেই কথা বলেন । পূর্বকল্পেও তিনি এমন ভাবেই বুঝিয়েছিলেন । তোমরা বর্সা বা সম্পত্তিও বাপদাদার থেকে পেয়ে থাকো । এমন নয় যে তোমরা মায়ের থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পাও । তোমাদের দেহ - অভিমান অনেক পরিমাণে এসে যায় । দেহধারীদের সাথে ভালোবাসার বন্ধন তৈরী হয়ে যায় । হে আত্মারা, তোমরা একা এবং শূন্য হাতে এসেছিলে তারপর এই অভিনয় করতে করতে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো । এখন আমি বলি যে তোমাদের ফিরে যেতে হবে । আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । দেহধারীদের

স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না । তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে বাবা, আমরা আপনাকেই স্মরণ করবো । তোমাদের এই পুরোনো দুনিয়াতে থাকা চলবে না, এখানে কোনো শান্তি নেই, তাই তোমরা বলো, এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে সুখ, শান্তি পাওয়া যাবে । তোমরা বলো যে, আমরা আগে শান্তিধামে যাবো, যেখানে শান্তি আর শান্তি থাকবে । তারপর সেখান থেকে সুখধামে যাবো, যেখানে শান্তি আর সুখ দুইই আছে । যখন দুঃখ থাকে তখন সেখানে অশান্তিও থাকে । সুখের সময় তো শান্তিই থাকে । কিন্তু ওই শান্তি নয় । শান্তিধাম হলো আত্মাদের মিষ্টি ঘর । বাবা সমস্ত আদি - মধ্য এবং অন্ত জানেন ।

এখন তোমাদের বাচ্চাদের কাজই হলো নিজে পড়া এবং অন্যদের পড়ানো, আর নিজের শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে । তোমরা জানো যে, আমরা এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে চলে যাবো ভায়া শান্তিধাম । এইকথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে । যতক্ষণ না মৃত্যু আসবে, এই পড়া পড়তে হবে । এইকথা তো মনে রাখতে পারো । এখন আমাদের নিজের ঘরে যেতে হবে । এই দুনিয়া, এই সমস্ত কিছুই ছাড়তে হবে, তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । এই বেহদের নাটকের রহস্য তোমরা বুঝে গেছো । হদের নাটক সম্পূর্ণ হলে মানুষ পোশাক পরিবর্তন করে ঘরে চলে যায় । তেমনই আমাদের এখন যেতে হবে । ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে । মানুষ স্মরণও করে যে, হে পতিত - পাবন এসো । স্মরণ তো শিববাবাকেই করবে । একদিকে বলে পতিত পাবন এসো, অন্যদিকে বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী । কোনো অর্থই হয় না । বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বোঝানো হয় যে শান্তিধামকে স্মরণ করো, এ হলো দুঃখধাম । তোমরা ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরা ছাড়া কোনো গুরু - গোঁসাই এই কথা বলবে না । এই দুঃখধামের বিনাশও সামনেই দণ্ডায়মান । এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই । ইউরোপবাসী যাদবরাও আছে আর কৌরব - পাণ্ডব ভাই - ভাইও আছে । একই ঘরের সবাই । ভাই - ভাইয়ে কখনো যুদ্ধ হতে পারে না । এ কোনো যুদ্ধের কথা নয় । এও এক আশ্চর্য । মানুষ কি না করতে পারে । যে বিষয় হয়ই নি, তাও বানিয়ে বানিয়ে একে অপরকে বলে সকলের মন খারাপ করে দিয়েছে । ব্যাস ভগবানের কাজও দেখো কেমন ? মানুষের কাজই হলো একে অপরের সাথে লড়াই লাগিয়ে দেওয়া । এ তো এক রীতি রেওয়াজ হয়ে গেছে । সবাই একে অপরের শত্রু হয়ে যায় । বাচ্চারাও বাবার শত্রু হয়ে যায় । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে কি আছে দেখো আর শাস্ত্রতে কি লিখে দিয়েছে । মানুষ এই শাস্ত্রকে কত সম্মান করে । বড় পরিক্রমাও লাগায় । দেবতাদের মূর্তিকে রথে বসিয়ে বড় পরিক্রমা করানো হয় । তারপর তাদের সমুদ্রে বিসর্জন দেয় । এই মৃত্যুলোকের রীতি রেওয়াজ এক এক জনের তাদের নিজেদের মতো । বাবার প্ল্যান দেখো কতো বড় । তিনি সকলের প্ল্যান শেষ করে সুখধামের স্থাপনা করেন । বাকি সকলকে শান্তিধামে পাঠিয়ে দেন । তোমরা বাচ্চারা দেখো কার সামনে বসে আছে । তোমরা নিশ্চিত যে - পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর । তিনি এনার শরীরের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান দিয়ে থাকেন । আর এমন কোনো সত্সঙ্গ হবে কি ? এখন বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । তোমরা জানো যে বাবা বাবা আমাদের আত্মার সাথে কথা বলেন, আর আমরা কান দিয়ে তা শুনি । বাবা এই দাদার মুখ দিয়ে সব বলেন । যে রক্ত বাবার মুখ দিয়ে নির্গত হয়, তাই তোমাদের বাচ্চাদের মুখ দিয়ে নির্গত হওয়া উচিত । অপ্রয়োজনীয় কথা শুনেও শুনো না । কেউ আবার বসে খুশী হয়ে শোনে । বাবা বলেন এমন কথা শুনোও না । দয়ালু হয়ে কারোর মধ্যে কোনো পুরোনো সংস্কার যদি থাকে তা দূর করতে হবে । হ্যাঁ বলে শোনা উচিত নয় । যে বাবা আমাদের সুখধামের মালিক বানান, এমন বাবার গ্লানি তো আমরা শুনবোই না । আমাদের তো শিববাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি নেওয়া উচিত । আর অন্য বিষয়ের সঙ্গে আমাদের

কি সম্বন্ধ । কেউ শুনুক বা না শুনুক, আমরা তো জ্ঞানের কাজল পড়ে নিয়েছি । কেউ জ্ঞানের অঞ্জন লাগায় আবার কেউ বা ধুলোর অঞ্জন লাগায় । এতে কখনোই তৃতীয় নয়ন খোলে না । বাবা কত সহজ করে বোঝান । যেমনই হোক - রোগী, অন্ধ, কুন্ডা তারাও বুঝে যায় । অন্ধ (আল্লা), বে (বাদশাহী) এই দুটিই মাত্র শব্দ । কেবলমাত্র জিঞ্জেস করো, পরম পিতা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ ? এই প্রশ্ন সবথেকে ভালো । তাহলেই সর্বব্যাপীর জ্ঞান একদম দূর হয়ে যাবে । মিত্র বা সম্বন্ধীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদেরও বোঝাও । খুব মিষ্টি হও । তোমাদের কাজই হলো পরিচয় দেওয়া । যদি কেউ শত্রুও হয় তাদের সাথেও মিত্রতা রাখতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা আসুরী মতে চলে আমাকে অপমান করেছে । তোমরা ঈশ্বরের কতো অপকার করেছে তবুও ঈশ্বর তোমাদের উপকার করেন । ঈশ্বরের এই উপকারও নাটকে নিহিত আছে , তবেই তো বলা হয় -- যদা যদা হি ধর্মস্ব তিনি ভারতেই এসেছেন । তিনিই বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । প্রতিটা কথা খুব ভালোভাবে বোঝার । কারোর ভাগ্যে না থাকলে সে আগের সংস্কার অনুযায়ী কাজ করতে থাকে । এখান থেকে বাইরে গেলেই এইসব কথা ভুলে যায় । অপরের নিন্দা করতে করতেই আজ এই হাল হয়ে গেছে । এখন এই নিন্দা করা বন্ধ করো, কেবল পণ্ডিত হলেই হবে না ।

তোমরা হলে প্রকৃত রাজযোগী । এমনভাবে বোঝালে তীর লেগে যাবে । নিজের মধ্যে কমতি থাকলে অন্যকে বোঝাতে পারবে না । অন্তরে পাপ খেতে থাকবে । বাবা প্রতিটা কথা খুব ভালো করে বোঝান । পূর্বকল্পেও তিনি এইভাবেই বুঝিয়েছিলেন এইকথা ভুলে যেও না । এই স্মরণ করতে করতে অন্ত মতি , সেই গতি হয়ে যাবে । ভোরবেলা উঠে বাবাকে এমনভাবে স্মরণ করো যাতে অন্তিম সময়ে দেহের কথা মনেও না আসে । আমরা হলাম আত্মা । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যে রক্ত বাবার মুখ থেকে নির্গত হয়, তাই তোমাদের মুখ থেকেও নির্গত হওয়া উচিত । ব্যর্থ কথা বলবেও না বা শুনবেও না । জ্ঞানের কাজলই পড়তে হবে ।

২) সবার সাথে সত্যিকারের মিত্রতা রাখতে হবে । খুবই মিষ্টিভাবে হর্ষিত মুখ হয়ে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । অপকারীর উপরও বাবার মতন উপকারী হতে হবে ।

বরদান :- বিশ্ব - কল্যাণকারী হয়ে অশান্ত আত্মাদের শান্তির দান করে মাস্টার দাতা হও ।

দুনিয়াতে যখন হাস্যামা হবে বা লড়াই - ঝগড়া হবে, তখন তোমরা সেই অশান্তির সময় মাস্টার শান্তি দাতা হয়ে অন্যকে শান্তির দান দাও, ঘাবড়ে যেও না, কেননা তোমরা জানো যে, যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে, যা হবে তা আরো ভালো হবে । বিকারের বশে মানুষ তো লড়াইতেই থাকবে । তাদের কাজই এই, কিন্তু তোমরা বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মারা সর্বদা মাস্টার দাতা হয়ে শান্তির দান দিতে থাকো । এই তোমাদের সেবা ।

স্লোগান :- নিজের সর্ব প্রাপ্তিকে যদি সামনে রাখো তাহলে দুর্বলতা সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীরের ভাব ভুলতে থাক, এখন ঘরে ফিরতে হবে তাই অশরীরী হওয়ার পরিশ্রম কর।"

প্রশ্ন:- কেবলমাত্র তোমরা আস্তিক বাচ্চারাই কোন্ শব্দটি বলতে পার ?

উত্তর:- ভগবান হলেন আমাদের বাবা - এই কথা কেবল আস্তিক বাচ্চারাই বলতে পারবে কারণ তাদের কাছেই বাবার পরিচয় আছে। নাস্তিকরা তো বাবাকে জানেই না। আস্তিক বাচ্চারাই বলবে - আমার জীবনে কেবল শিববাবাই আছে, আর কেউ নেই।

প্রশ্ন:- তীর পুরুষার্থী হওয়ার জন্য কোন্ স্থিতি প্রয়োজন?

উত্তর:- সাক্ষী স্থিতি। সাক্ষী হয়ে নাটকে প্রত্যেকের ভূমিকা দেখ এবং পুরুষার্থ করতে থাক।

গীত:- তোমার গলিতেই আমার মরণ...

ওম্ শান্তি। এটা কে বলল? জীব আত্মারা বলল যারা সম্মুখে বসে আছে। এখানে এটা বলা যাবে না যে আত্মারা বসে আছে। না, বলা উচিত যে জীব আত্মারা বসে আছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে আত্মাই শরীরের দ্বারা প্রত্যেক কাজ করে। একেই দেহী-অভিমানী বলা হয়। দেহে অবস্থানকারী আত্মারা তাদের পরমপ্রিয় পরমাত্মাকে বলে যে আমরা আত্মারা তোমার গলার হার হব। অর্থাৎ আমরা এই শরীর ত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যাব। বাবা বুঝিয়েছেন, এটা মানুষের বংশাবলীর বৃক্ষের মত। ব্রহ্মা-সরস্বতী অর্থাৎ আদম-ইভের বংশাবলী তৈরি হয়। সেইরকম তোমরা দেখেছ যে মূলবতনেও বৃক্ষ রয়েছে। সবার প্রথমে আছেন শিববাবা। তোমরা আত্মারা কিভাবে আমার গলার হার হবে? আমাকে স্মরণ করলে। যে যত আমাকে স্মরণ করে, সে তত জোরে দৌঁড়ায়। আমার প্রতি অনেক প্রেম রয়েছে তাদের। আমার কাছে না এসে থাকতেই পারেনা। কারণ আত্মা এই শরীরের দ্বারা সুখ পায়না, দুঃখই পায়। ভগবান তো নিরাকার। তিনি নিরাকার আত্মাদের সাথেই কথা বলেন। সেই পরমপিতা পরমাত্মাই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানেন, তিনি হলেন ত্রিকালদর্শী। অন্য কোনও মানুষ, সে যত বড় পণ্ডিত হোক, বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র পড়ে থাকুক, কিন্তু তার কাছে এই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান নেই। নাস্তিক হওয়ার জন্য তারা ত্রিকালদর্শী হয়না। তোমরা বাচ্চারা এখন আস্তিক। বাবা তোমাদেরকে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। তাই তোমাদেরই বাবা বলে ডাকার অধিকার রয়েছে। ওরা তো পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেয়, কিন্তু এর থেকে প্রাপ্তি কি হবে? কিছুই নয়। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি কখনও বলেন না যে আমি সর্বব্যাপী। তাহলে তো সকলেই পিতা হয়ে যাবে। সবাইকে কি বাবা বলা হয়? সকলেই এক বাবার সন্তান। তাঁকে প্রভু কিংবা ঈশ্বরও বলা হয়। শিব হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও পিতা। তিনিই ব্রহ্মাকে দত্তক নিয়েছেন। তোমরাও জানো যে ব্রহ্মামুখ থেকে পরমপিতা পরমাত্মা শিবের দ্বারা আমরা ত্রিকালদর্শী বা স্বদর্শন চক্রধারী হচ্ছি। 'স্ব' মানে আত্মার জ্ঞান। স্বরাজ্যের অধিকার আত্মারই প্রাপ্ত হয়। আত্মা অবিনাশী, দেহ বিনাশী। খারাপ কিংবা ভালো সংস্কার আত্মাই ধারণ করে। তোমরা জানো যে আমরা সকল আত্মারাই এখন তমোপ্রধান। শরীরের নাম নেওয়া হয়না, সব জায়গাতেই পতিত আত্মা অথবা পবিত্র আত্মা বলা হয়।

পূণ্য আত্মা কিংবা মহান আত্মাও বলা হয়। আত্মারই মহিমা করা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে শুনছে। দুনিয়াতে কেউ জানেই না যে বাবা এইভাবে বাচ্চাদেরকে পড়ান। তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে আমরা বাবার হয়ে গেছি। বাবার কাছ থেকে আমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। অন্য কারোর সাথে আমাদের কোনো দরকার নেই। আত্মা বলে যে আমার তো কেবল শিববাবাই আছে আর কেউ নেই। স্টুডেন্টও বোঝে যে আমার তো কেবল টিচারই আছেন.... তোমাদের বাবা এবং শিক্ষক একজনই। উনি হলেন পতিত-পাবন বাবা। সেই ভাবা এবং শিক্ষকের সাথেই সকল আত্মার সম্বন্ধ। হয়তো কোনো ব্রাহ্মণী পড়ায়। কিন্তু সেও তো আমার কাছ থেকে অর্থাৎ বাবার কাছ থেকেই শিক্ষা নিয়েছে। বাবা বলছেন, তুমি আমাকেই স্মরণ কর, কোনো ব্রাহ্মণীকে নয়। এখন তোমরা বাচ্চারা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে জেনে গেছ, চিনে গেছ। তাই তোমরা আস্তিক হয়ে গেছ। যারা জানে না, তারা হল নাস্তিক এবং অনাথ। বাবার নাম, রূপ, দেশ, কাল কি? এইসব কিছুই জানে না। তাই বলে দেয় যে তাঁর নাম-রূপ নেই। এখন তোমরা জানো যে তাঁর নাম হল শিব। তিনি নিজে শরীর ধারণ করেন না। তাই তাঁর নাম কখনো পরিবর্তন হয় না। তোমরা জানো যে আমাদের ৮৪ জন্মের নাম এবং রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। তাঁর নামই হল শিব। আত্মার রূপ এবং পরমাত্মার রূপ একই। এমন নয় পরমাত্মা অনেক বড় অখন্ড জ্যোতি। বাবা বলছেন, আত্মা যেমন তারার মত, আমিও সেইরকম। কিন্তু আমার মধ্যে জ্ঞান আছে, তাই আমার এত মহিমা। আমি সং-চিং-আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। চৈতন্য বলেই না জ্ঞান শোনাই। তিনি হলেন চৈতন্য বীজরূপ। জড় বীজ তো কিছু শোনাতে পারবে না। মানুষ এটা জানে। যেমন বাবার বুদ্ধিতে সমগ্র মানুষ সৃষ্টির জ্ঞান আছে, সেইরকম তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে। কত বিভিন্ণতা। কারোর সাথেই কারোর চেহারার মিল নেই। প্রত্যেকের চেহারা আলাদা। প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা আছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, এটা কত বড় বেহদের নাটক। কত রকমের চেহারা। সকলেই এই নাটকের অভিনেতা। এই নাটক অবিনাশী, তাই কোনো অভিনেতাই বদল হতে পারবে না। তোমরা জানতে পেরেছ যে আমাদের ৮৪ জন্মে ৮৪টা নাম হয়। এখন নামও সম্পূর্ণ হয়েছে (৮৪ টি নাম হয়ে গেছে) এবং বর্ণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন গীতার অধ্যায় পুনরায় হচ্ছে। ভগবানের শ্রীমতেরই প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু সেই ভগবানকেই ভুলে গেছে। শিববাবার জয়ন্তী হলে তবেই কৃষ্ণ জয়ন্তী হয়। এমন কি হওয়া সম্ভব যে বাবার জয়ন্তীই হলনা আর বাচ্চার জয়ন্তী হয়ে গেল। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বোঝান হয় যে লক্ষ্মী নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল। তারা এই উত্তরাধিকার কিভাবে পেয়েছিল? পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে। পরমপিতা পরমাত্মাই রাজযোগ শেখান। কখন শেখান? বাবা বলছেন, আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। যখন আসুরী রাজ্যের বিনাশ এবং দৈবী রাজ্যের স্থাপন হয়। যারা আস্তিক হয় তারাই উত্তরাধিকার পায়। নাস্তিকরা উত্তরাধিকার পাবে না। বাবা এখন এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করছেন। এই আত্মারা সুখধামে চলে গেলে বাকি আত্মারা হিসাবপত্র সমাপ্ত করে ঘরে ফিরে যাবে। নিরাকার বাবা সকল আত্মাদেরকে ঘিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। যিনি ঘরে নিয়ে যান তাকে কালেরও কাল, মহাকাল বলা হয়। মহাকালের মন্দিরও আছে। মহাকাল হলেন শিব, তাকে সোমনাথ কিংবা রুদ্রও বলা হয়। তিনি সম্মুখে বসে বলছেন আমি হলাম এই আত্মাদের পথ নির্দেশক। সবাইকে সাথে করে নিয়ে যাব। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে এই রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করি। এইটা হল রাবণ রাজ্য। এখন রাবণ রাজ্যের মূর্ত্যবাদ হয়ে রাম রাজ্যের জিন্দাবাদ হবে। সকলেই রাম রাজ্য চায়। তাহলে রাবণ রাজ্যের বিনাশ তো অবশ্যই হবে।

বাবা বোঝাচ্ছেন, এখন এই পুরাতন দুনিয়াটাই বিনাশ হয়ে যাবে। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকে একেবারেই ভুলে গেছে। এখন সেই গীতা অধ্যায়ই পুনরায় চলছে। যাদব কৌরবরাও আছে। ইউরোপবাসীরা হল যাদব, তারা মুশল আবিষ্কার করছে। লেখা আছে যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। কেউই নিজের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকেই জানে না। ধর্মিকতার শক্তির গায়ন করা হয়। অধর্মিককে খারাপ বলা হয়। তোমরা জানো যে ভারত ধর্মিক ছিল। তখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। এখন ভারত অধর্মিক হয়ে গেছে। নিজের ধর্মকেই ছেড়ে দিয়েছে। নাটক অনুসারে এইরকম ছাড়তেই হত। ওখানে তো মহারাজা মহারানীর রাজত্ব ছিল। ওখানে কোনো উজির (মন্ত্রী বা পরামর্শ দাতা) ইত্যাদি থাকে না। সেইরকম কোনো নিয়মই ছিল না। যখন পতিত হয়ে যায় তখন উজিরের দরকার হয়। এখন তো একটা রাজধানীতে কতজন উজির (মন্ত্রী) থাকে। একজনের মত অন্যজনের সাথে মেলে না। কত মতভেদ হতে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা আমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন। বাবা বলছেন, সবাই নিজেকে আত্মা বলে বোঝো। দেহের সকল সম্বন্ধ ভুলে যাও। তোমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছ, বাবাকে সবকিছু দিয়ে দিয়েছ। শরীরটাই তো দিয়ে দিয়েছ, তাহলে আর বাকি কি থাকল? কিছুই না। পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন, আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি। আত্মাদেরকেই নিয়ে যেতে হবে। এই শরীরের ভাবকে ভুলতে থাক। এই বিষয়েই পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা, সারা কল্প তোমরা দেহ অভিমানে ছিলে। কেবল লৌকিক বাবাকেই স্মরণ করে এসেছ। এখন দেহী অভিমানী হয়ে আমাকে স্মরণ কর। আমাকে স্মরণ করলেই শক্তি মিলবে। হে সন্তানরা, হে আত্মারা কেবল আমাকেই স্মরণ কর, আর কাউকে নয়। ভুল করেও অন্য কাউকে স্মরণ করোনা। তোমরা এইটা প্রতিজ্ঞা কর। বাবা, আমার তো কেবল তুমিই আছ। আমরা আত্মা আর তুমি পরমাত্মা। তুমি বলেছ যে আত্মারা আমার সন্তান। এখন রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। বাচ্চাদেরকে এখন ধৈর্য ধরতে হবে। রাজধানী স্থাপন হয়ে গেলে বিশাল মহাভারতের যুদ্ধ লাগবে। তাহলেই কলিযুগ পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ আসবে। তাই আমিই হলাম কালেরও কাল। আমি একাধারে বাবা, শিক্ষক, পতিত-পাবন এবং মহাকাল। তোমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাব? মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদেরকে মুক্তিধামে নিয়ে যাব। তারপর ওখান থেকে স্বর্গে যাবে। তোমরা ভবিষ্যতে দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য পড়ছ। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলেন ঈশ্বরীয় সন্তান। সকলেই বলছ যে আমরা ব্রাহ্মণ, ঈশ্বরীয় সন্তান। ব্রহ্মার সন্তানরা হল ভাই বোন। তাই বিকারে যাওয়া অসম্ভব। আমরা হলাম ঈশ্বরের পৌত্র পৌত্রী, তাঁর কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার নিষি। যে যত পুরুষার্থ করবে, সে তত উঁচু পদ পাবে। প্রত্যেক কল্পেই পুরুষার্থ করলে এই কল্পেও পুরুষার্থ করতে শুরু করবে। এক্ষেত্রে সাক্ষী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। কে কতটা পুরুষার্থ করছে, কতটা ফলো করছে সেটা সাক্ষী হয়ে দেখা। কারোর নাম রূপে ফেসে গেলে চলবে না। কেবল বাবা ছাড়া আর কেউই যেন স্মরণে না আসে। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র করে ঘরে নিয়ে যাব। এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে নাটক অনুসারে প্রতি কল্পেই আমরা বাবার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি। তোমরা হলে দ্রৌপদী। এটা তো কোনো সুখের রাজ্য নয়। একে নিয়ে গল্প বানানো হয়েছে। বাবা তো এখন বাস্তুবে বোঝাচ্ছেন। তোমরা এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিষি। সবাইকে পাঁক থেকে উদ্ধার করছ। সবাই কামচিঁতাতে বসে জ্বলে পুড়ে গেছে। তোমাদের ওপর এখন জ্ঞানের বর্ষণ হচ্ছে। বাবা বলছেন, আমার সন্তানরা পুড়ে থাক হয়ে গেছে। আমি সবাইকে মুক্তি দিয়ে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। দুনিয়ার মানুষ এটা জানেইনা। তোমরা এখন ঘন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছ। বাবা বলছেন, এখন আমাকে এবং ঘরকে স্মরণ কর। তোমরা আত্মারা ঘরকেই ভুলে

গেছ। মূলবতন এবং সূক্ষ্মবতনের গায়নও করে। মূলবতনে সব আত্মারা থাকে। আত্মা কি, পরমাত্মা কি এবং মূলবতন কি... এইসব কিছুই জানে না। ওরা তো আত্মাই পরমাত্মা বলে দিয়ে গোটা খেলাটাকেই সমাপ্ত করে দেয়। বাবা বলছেন, এটাও নাটকের মধ্যেই ছিল। এই সময়ে যা কিছু হয় সেই নাটক পুনরায় হয়। বাবা বসে পড়াচ্ছেন। এই পুনরাবর্তনের রহস্যও বাবা বুঝিয়েছেন। এমন ভাব উচিত নয় যে নাটকে আমার ভাগ্যে যা আছে তাই পাব। কেউ কেউ এমনও মনে করে যে নাটক অনুসারে আমাদের অভিনয় চলতে থাকলে আমরা পুরুষার্থ কেন করব? কিন্তু না, পুরুষার্থ তো করতেই হবে। বাবা তো পুরুষার্থ করানোর জন্যই এসেছেন। তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। সাক্ষী হয়ে দেখতেও হবে যে কে তীর পুরুষার্থ করছে, কে ভাল পদ পাবে? কে বাবার কাছ থেকে পুরো উত্তরাধিকার নিচ্ছে। সাক্ষী হয়ে নিজে পুরুষার্থ করে অপরকেও করাতে হবে এবং সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে যে কে কেমন সেবা করছে, কতজনকে নিজের মত বানাচ্ছে, বাবার পরিচয় দিচ্ছে। অন্যের পুরুষার্থ দেখে নিজেও তীর পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) দেহ এবং দেহের সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হতে হবে, কোনো কিছুই আমার নয়। দেহী অভিমানী হয়ে থাকার পরিশ্রম করতে হবে। কারোর নাম রূপে আকৃষ্ট হওয়া যাবে না।

২) ড্রামাতে থাকলে ঠিক পুরুষার্থ করে নেব, এইরকম ভেবে পুরুষার্থহীন হওয়া যাবে না। সাক্ষী হয়ে অন্যের পুরুষার্থ দেখে নিজেও তীর পুরুষার্থী হতে হবে।

বরদান:- বিনাশের জন্য আগে থেকেই সদা প্রস্তুত থেকে সমান এবং সম্পন্ন হও।

বিনাশের জন্য আগে থেকেই সর্বদা প্রস্তুত থাকা - এটাই হল সুরক্ষার উপায়। যদি অতিরিক্ত সময় পাওয়া যায় তাহলে সঙ্গমযুগের আনন্দ অনুভব কর, কিন্তু সর্বদা প্রস্তুত থাক। কারণ চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ কখনোই আগে থেকে জানা যাবে না, হঠাৎ হবে। সদা প্রস্তুত না থাকলে ধোঁকা খেয়ে যাবে তাই সর্বদা প্রস্তুত থাক। সর্বদা স্মরণে রাখো যে আমি এবং বাবা একসাথে আছি। বাবা যেমন সম্পন্ন, তেমনই তাঁর সাথীও সমান এবং সম্পন্ন হয়ে যাবে। সমান হলে তবেই সাথে যেতে পারবে।

স্লোগান:- যার স্বভাব নির্মল, তার প্রতি পদক্ষেপেই সফলতা মিশে আছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সব সম্পর্ক ত্যাগ করে এক আমি পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাও, তাহলে তোমরা আমার ধামে চলে আসতে পারবে, অস্তিমের ইচ্ছে তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে"

প্রশ্ন: - যারা সাইলেন্সের স্থিতিতে স্থিত হওয়ার পুরুষার্থ করে, তারা কি পছন্দ করেনা ?

উত্তর: - তারা ঘড়ির আওয়াজ শুনতেও পছন্দ করবেনা, কারণ স্বদেশে (ইনকর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ড) কোনো আওয়াজ হয়না। এই কারণে তোমরা শব্দের উর্ধ্ব যাওয়ার পুরুষার্থ করে থাকো। তোমাদের অশরীরী হয়ে নিজেদের স্বধর্মে সুস্থিত হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে বাবার দেশ স্মরণ করতে হবে।

গীত:- ভক্তের দুঃখের কারণ শোনো

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচঃ এটা যোগ আশ্রম, এখানে তোমরা বসেছ যোগ বৃদ্ধি করতে। পরমাত্মা এই অরগ্যানস্ দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। তোমরা সব আত্মারা কার স্মরণে বসে আছ ? আত্মা বলে, তুমিও যে আমিও সেই, আত্মা। আমরা সব আত্মারা সেই পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণে বসে আছি। এই যোগ কে শিখিয়েছেন ? ভগবানুবাচঃ সব আত্মাদের পিতা আমি। এই শরীর দ্বারা তোমাদের যোগ শেখানোর জন্য টিচার হয়েছি। এটা খুব সহজভাবে বোঝানো হয়, বলা হয়, যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় আমি তখনই আসি। এটা সেই পূর্ব কল্পের মহাবাক্য, যা এই সাধারণ শরীর দ্বারা রিপিট হচ্ছে। বলা হয়, কল্প আগেও এই মহাবাক্য বলা হয়েছিল যা থেকে গীতা লেখা হয়েছিল। সুতরাং, যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং যখন অনেক ধর্মের উপস্থিতি দেখা দেয় আর দেবতা ধর্মের চিহ্নমাত্রও লুপ্ত হয়ে যায়, দেবতা ধর্মে তখন তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলতে শুরু করে। তারা দেবী-দেবতাদের পূজা করলেও নিজেদের হিন্দু বলে। এভাবেই দেবতা ধর্মের বদলে হিন্দু ধর্মে রিপ্লেস হয়ে যায়, একে বলা হয় ধর্ম গ্লানি। যখন একটাই দেবতা ধর্মের চিহ্নমাত্রও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়, অনেক ধর্ম, মঠ, পন্থ বেরিয়ে আসে। এটা সেই কল্প পূর্বের গীতা যা রিপিট হচ্ছে। ভগবানের এই কথা অন্য কেউ বলতে পারেনা। সেই তিনিই এসে গীতার সেই মহাবাক্য রিপিট করছেন। অন্য কোনও শাস্ত্রে এই মহাবাক্য উল্লেখ করা হয়নি। গীতায় আছে ভগবানের অমৃত বাণী। ভগবান নিজে বোঝান, তিনি বলেন, যখন অনেক ধর্ম উপস্থিত হয়, কলিযুগে অস্তে এসে পৌঁছায়, তখন আমি কল্পের সঙ্গমে আসি কারণ, কলিযুগকে বলা হয় তমঃপ্রধান এবং সত্যযুগকে সতোপ্রধান যেখানে পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা দেবী-দেবতাদের রাজ্য স্থাপনা হয় অর্থাৎ এই রাজ্য গড গডেজ দ্বারা শাসিত হয়। সেটাও এই স্টেজের ওপরেই, বৈকুণ্ঠ কোনো আলাদা জায়গা নয়। এই ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো, যা এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। পরমাত্মাকে নলেজফুল বলা হয়ে থাকে, এক তিনিই জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, সুখের সাগর। তিনি ছাড়া আর কারও এই গডলি জ্ঞান নেই। তাহলে, অন্য কাউকে কিভাবে জ্ঞানী বলা যাবে ? তিনি বলেন, এই নলেজ দেওয়ার জন্য আমাকে আসতেই হয়। যতক্ষণ না তিনি এসে এই জ্ঞান দিচ্ছেন ততক্ষণ কেউ নলেজফুল হতে পারবে না। সেই গডলি নলেজকেই ফিলোসফি বলা হয় যার দ্বারা আত্মারা পিউরিফাই হয়। এখন, প্রশ্ন ওঠে, তোমরা এখানে কেন আস ? ঠিক আগের কল্পের মতো তোমরা আবার একবার এসেছ গডের থেকে গডলি নলেজ প্রাপ্ত করে পিউরিফায়েড (পবিত্র) হতে। এই

নলেজ লাভ করার জন্য তোমাদের এই গডলি স্কুলে জয়েন করতে হবে। এই গডলি নলেজ তোমাদের অন্য কেউ দিতে পারেনা। তারা বলে, আমাদের সবার মধ্যে গডলি নলেজ আছে। কোন নলেজ আছে ? তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী। কিন্তু পরমাত্মা বলেন, এটা মিথ্যা-জ্ঞান। আমি তো সর্বব্যাপী নই ! আমি যা হই বা যেমন হই তোমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই। যতক্ষণ না আমি এসে তোমাদের জ্ঞান শোনাই ততক্ষণ আমাকে কেউ জানতে পারেনা আর না কেউ আমার কাছে পৌঁছাতে পারে। এইজন্য আমাকে আসতে হয় আর আমি আসি কল্পের সঙ্গমে। শুধু এইটুকুই ! আমি যখন আসি, তখন অনেক ফিলজফির ডাক্তার, সাধু, মহাত্মা তাদের জ্ঞান শোনায়, তারা বলে, তারা পরমাত্মা। একদিকে তারা বলে ঈশ্বর এক, অন্যদিকে আবার তাদের অনেকরকম মত আছে ; তাহলে তুমি কাকে বিশ্বাস করবে ? তাদের তো গড মত দেননি। একদিকে গডের মত, অন্যদিকে নানারকম মত আর এমন সময় পরমাত্মা বলেন, আমাকে এসে নানামতের সমাপ্তি ঘটিয়ে একমত স্থাপন করতে হয়। কল্পে কল্পে এই প্রোগ্রাম অনাদি ও অনন্তকাল ধরে আমার জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে। অন্য কিং- এরা হয়তো আট-দশদিনের প্রোগ্রাম রাখে, কিন্তু পরমাত্মার প্রোগ্রাম অনাদিকাল ধরে কল্পে কল্পে গীতায় স্থির হয়ে আছে। তিনি ব্রহ্মার গুপ্তবেশে, ব্রহ্মার তনে এসে বলেন, আমি সেই একই কৃষ্ণপূরীর স্থাপনা করি যেখানে হোলি গড এবং গডেজ রাজা রাণী তথা প্রজা হয়। তিনি সেই কৃষ্ণপূরী স্থাপন করলে, তারপরে ব্রহ্মা কৃষ্ণরূপে জন্ম নেন। তিনি স্পষ্টভাবে তোমাদের বলছেন, বাচ্চারা গীতার সেই একই এপিসোড এখন রিপিট হচ্ছে। মৃত্যু সামনে, সুতরাং সব সম্পর্ক ছেড়ে এক আমার সাথে অর্থাৎ পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাও, তবেই তোমার অন্তিম ভাবনা তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে, এবং তোমরা আমার পুরীতে চলে আসবে। পরমাত্মা এই শরীরে বসে তাঁর বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের বলছেন, মিষ্টি বাচ্চারা, আমার অনাদি প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমি আসি। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে, এইজন্য আমার সাথে যোগ লাগাও এবং সমস্ত সম্বন্ধকে ভুলে যাও অর্থাৎ সব দীপ নিভিয়ে, একটা দীপ জ্বালিয়ে রাখো, আমি তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত করে আমার সাথে বসাবো। এই তনের দ্বারা স্বয়ং পরমাত্মা বলছেন, আর কত সহজভাবে বোঝাচ্ছেন। তিনি বলেন, তোমরা ঘরে গিয়ে যোগ করতে পারো, সবাইকে ফিরে যেতে হবে, এরকম তো নয় যে শুধু বৃদ্ধ লোকেরা যাবে, সব বাচ্চাদেরও ফিরে যেতে হবে। দেখ, যখন জাপানে বোম্ব ফেলেছিল, ছোট, বড়, জানোয়ার, পাখি সব মরে গিয়েছিলো। নাকি শুধু বৃদ্ধরা মারা গিয়েছিল ? সেটা তো মাত্র একটা রিহার্সাল ছিল। এখন অনেক ইমপ্রভমেন্ট হচ্ছে। তোমরা সেটা দেখছ তাই না ? বোম্ব সব রেডি, হিস্ট্রি অবশ্যই রিপিট হবে। সুতরাং তোমরা আমাকে, অর্থাৎ পরমাত্মাকে স্মরণ করো, অন্য কাউকে নয়, ঠিক যেমন মীরা একমাত্র গিরিধারীকেই স্মরণ করতো। সব লোকলাজ, কুলমর্যাদা ত্যাগ করেছিলো। ঠিক সেইভাবেই তোমরা আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে স্মরণ করো, মামা, কাকা ইত্যাদিদের স্মরণ করা ত্যাগ করো। তারা সবই কলিযুগের বন্ধন। একমাত্র আমার সাথে যোগযুক্ত হলেই তোমরা আমার সাথে সাক্ষাত করতে পারবে। যখন তোমরা নিজেকে ছোট বাচ্চা মনে করে বাবার সাথে যোগযুক্ত হবে তখন তোমাদের সেই খুশি থাকবে। কিন্তু যদি তোমরা কোনও ভুল যোগ করো তবে তোমাদের সেই খুশি থাকবেনা। অনেকেই এখানে এসে বলে যে, তারা তাদের মনকে বশ করতে পারছেন না বা সেই আনন্দ অনুভব হচ্ছে না। পরমাত্মা আনন্দের সাগর, তাঁর সাথে যদি তোমরা যোগ লাগাতেই না পারো তাহলে কিভাবে তোমরা আনন্দ অনুভব করতে পারবে ? পাস্ট কর্ম অনুসারে সবাই নিজের নিজের বুদ্ধি পেয়েছে, এতে পরমাত্মা কি করতে পারেন ? পরমাত্মা তো সবাইকে একই সময়ে পড়ান। কেউ কেউ এখানে পড়ে আবার এখানেই পড়াতে শুরু করে। কেউ কেউ প্রথম পাঠেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সুতরাং এটাও তো বুদ্ধির এক বিস্ময়কর ব্যাপার ! একই ক্লাসে কেউ ফাস্ট নম্বরে আসে কেউ

ফেল্ করে । কেন ? কারণ সবকিছু বুদ্ধির উপর নির্ভর করে । পরমাত্মা কি করতে পারেন ? যদি তিনি প্রকৃত্যেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেন, প্রত্যেকেই প্রথম নম্বরে আসবে । যখন কারও ওপর গ্রহের দশা থাকে, যতই ওষুধ পথ্য দাও, তার কার্যকারিতা উপকারে আসেনা, আর যখন গ্রহের প্রভাব কেটে যায় তখন সামান্যতম ওষুধেও অসুখ সেরে যায় । সুতরাং, যখন সময় আসবে তখন এই পয়েন্টও কারও কারও বুদ্ধিতে টাচ্ হয়ে যাবে । এখন কেউ কেউ শুনছে না, কিন্তু পরে যখন তোমরা আরও উল্লসিত হয়ে যাবে, তারা শুনতে শুরু করবে । এই অবস্থার সাথে আমাদের রাজী থাকতেই হয় । পরমাত্মার আসা-যাওয়া, জ্ঞান শোনানোর ধরণ অতুলনীয় !

দ্বিতীয় মুরলী : - ওম্ শান্তি । এমনকি ঘড়ির আওয়াজও হবেনা, কারণ এখন আমাদের বাণপ্রস্থ অর্থাৎ এটা আমাদের শব্দের উর্ধ্ব হওয়ার স্থিতি । আমরা শব্দের উর্ধ্ব যাই ইনকর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ডে (নিরাকার দুনিয়া), যেখানে আত্মাদের নিবাস, সেখানে শব্দ নেই; সুপ্রিম সাইলেন্স ! আর সাইলেন্সের সেই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য আমরা পুরুষার্থ করি, এইজন্য আমরা আওয়াজ পছন্দ করি:না । সেই স্বদেশে আওয়াজ হয়না, এইজন্য বাণপ্রস্থে অর্থাৎ আওয়াজের উর্ধ্ব যাওয়ার জন্য আমরা পুরুষার্থ করি । বাণপ্রস্থের অর্থই হলো নির্বাণধামে যাওয়া, যেখানে আমি, তুমি এবং সমস্ত দুনিয়ার সোলস (আত্মারা) নিবাস করে । এই কর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ড (সাকার দুনিয়া) তো নিজেদের পার্ট প্লে করার জন্য । যাই হোক, পার্ট ছাড়া আমরা সুইট সাইলেন্স হোমে গিয়ে অবস্থান করি । এই সাকার খেলা চলে আকাশ তত্বে যেখানে আমরা অর্থাৎ আত্মাদের দেশ বহুদূরে, মহতত্বে । তাই যারা সেই সাইলেন্স দেশের সাথে যোগ লাগিয়ে বসে আছে, তাদের ঘড়ির শব্দও পছন্দ হয়না । একেই বলা হয়ে থাকে নিজের মূল স্বধর্মে স্থিত হওয়া অর্থাৎ অশরীরী হয়ে থাকা । এর অর্থ হলো বাবাকে স্মরণ করার পাশাপাশি বাবার স্বদেশকে স্মরণ করা, কারণ আমাদের বাবা সেই দূর দেশের অধিবাসী, তিনি সেখান থেকে এই পরদেশে এসেছেন । তিনি পরদেশে কেন এসেছেন ? তিনি অদৃশ্য বেশে তাঁর বাদশাহীর স্থাপনা করতে আসেন । তাঁর পার্ট ইনকর্গনিটো অর্থাৎ অপরিচিতের বেশে । তোমাদের যেমন তোমাদের শরীর পুরানো হয়েছে, বাবা বলেন, আমিও পুরানো শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করে নতুন দৈবী দুনিয়ার স্থাপন করতে হয় । যারা পুরানো ঘরে আসবে, তাদের তো অবশ্যই পুরানো শরীর নিতে হবে । এখানে নতুন দিব্য শরীর কিভাবে আসবে ? সুতরাং, সেটাও ঐনার পুরানো তন, যে তনের দ্বারা তিনি গ্রীক্‌শ্বের রাজধানী স্থাপন করেন । তাই ঐনার কাছে যে প্রথম আসে তার সেই বৈকুণ্ঠের সাক্ষাত্‌কার হয় । তোমরা বাললীলা, রাসলীলা দেখে অর্থাৎ তোমরা বিষ্ণুর সাক্ষাত্‌কার করো কারণ যদি তোমাদের পরমাত্মার সাক্ষাত্‌কার হয়, তবে তোমরা বুঝতে পারবেনা কি দেখছ ! কারণ কেউই বাবাকে জানেনা যে ইঁনি পরমাত্মা । যদিও মানুষ তাঁর পূজা করে কিন্তু তাঁকে জানেনা কেউ । তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তবেতো সবাই ঈশ্বর হয়ে গেল ! কেউই জানেনা শিবলিঙ্গের অক্যুপেশন কি, তারা জানেনা যে ইঁনি আমাদের পরমপিতা যিনি তিন রূপ ধারণ করে রচনা, পালনা, বিনাশ এই তিনকার্য সম্পাদন করেন । তিনি এই সময়ে এসে তাঁর অক্যুপেশন সম্বন্ধে আমাদের বলেন । তিনি বলেন, যারা বৈকুণ্ঠের রাজ্য অধিকারী হতে চায় তাদের আমার কাছে এসে আমার বাস্টা হতে হবে । আমি তাদের সম্পূর্ণ বিকারমুক্ত করে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাবো । তিনি আসেনই এখানে ময়লা সোলসকে পিউরিফাই করতে, এতে প্রকৃতিও পবিত্র হয়ে যায় । সেখানে সোলসও যেমন পিওর তেমন পাঁচ তত্‌ত্বও পিওর । সেখানে তো ডিইটি ওয়ার্ল্ড, সুতরাং আর তো কিছু বলার নেই ! এই সময় ডিইজ্‌মের ফিলসফি লুপ্ত হয়ে যায় । কারও জানা নেই ডিইটি ওয়ার্ল্ড এখানেই ছিলো । তাদের বিশ্বাস দেবতার উপরে আকাশে কোথাও থাকেন, অথচ

তাঁদের ছবি এখানে, তাঁদের হিষ্টি এখানে, তাহলে অবশ্যই তাঁরা এখানে বিদ্যমান ছিলেন। এই দুনিয়া নিরন্তর চলছে, প্রলয় কখনও হয়না। যখন বিনাশ হয়, সব সোল ফিরে যায় এবং দৈবী ধর্ম এখানে স্থাপনা হয়ে যায়। তোমাদের যা শস্য আছে তার সবটাই তো তোমরা খেয়ে নাও না, অধিকাংশ খেলেও কিছুটা বাঁচিয়ে রাখো জমিতে বীজ ছড়ানোর জন্য। নয়তো বীজ কোথা থেকে আসবে? প্রলয় হলে সব শস্য নষ্ট হয়ে যাবে, তখন কোথা থেকে পরবর্তী ফসলের বীজ পাবে? সুতরাং শস্য যেমন চিরস্থায়ী মানুষও সেইরকমই। পরমাত্মাও তেমনই কিছু বীজ বাঁচিয়ে বাকি সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান যার থেকে আবার সৃষ্টির বৃদ্ধি হতে থাকে। পরমাত্মাও বলেন, আমি বহু ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্মের স্থাপন করি, এইরকম বলেননা যে, তিনি প্রলয় নিয়ে আসেন। এটাই সকলের শেষ জন্ম, তারপরে মৃত্যুলোকে আর কারও জন্ম হবেনা। সবাই ঘরে ফিরে যাবে আর কিছু বীজ থেকে যাবে এবং ধীরে ধীরে তারা বৃদ্ধি পাবে এবং ত্রেতার শেষ পর্যন্ত তেত্রিশ কোটি দেবী-দেবতা হবে। তারপরে অবিরত অন্যান্য ধর্ম আসে, নব্ব্বরক্রমানুসারে। তাদের মধ্যেও এইভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকে। ড্রামার এই রহস্যও অলমাইটি বব এসে তোমাদের বুঝিয়ে দেন, সেইজন্যে এটাকে বলা হয়ে থাকে গডলি নলেজ। অন্য কোথাও তোমরা এই নলেজ পাবেনা। যতই তোমরা চারিদিকে সফর করো, কারও কাছে এই নলেজ নেই। একমাত্র এখানেই এই নলেজ এই সময়ে তোমরা লাভ করতে পারো, যখন পরমাত্মা তাঁর দৈবী বংশাবলি রচনা করেন। পরমাত্মা বলেন, যদি তোমরা আমার রয়্যাল ঘরানায় আসতে চাও, তবে এই তন আমার কাছে সমর্পণ করো। আমি তোমাদের আমার সমান পিউরিফাই করে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবো। এটা তো তোমরা জানো যে, বাবা এখন এসেছেন আবার কল্প বাদে আসবেন। তিনি বারবার আসবেন না। তিনি বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের নির্মল, হোলি বানাই। যারা ভাইসলেস তাদের হোলি বলা হবে। আর যারা মদ্যপান বা ধূমপান করে তাদের হোলি বলা হবে না। বাবা গুরু হয়ে তোমাদের পড়াচ্ছেনও আবার তিনি বাবা হয়ে তোমাদের দেখভালও করছেন। তোমরা ডাবল ব্লেসিংস লাভ করছ, এক, গুরুর থেকে, দুই, বাবার থেকে। তোমরা উভয়ের থেকেই উত্তরাধিকার লাভ করছ। সেই অলমাইটি বাবা এই তনের দ্বারা তোমাদের স্কুল এবং সূক্ষ্ম, দুইয়েরই লালন পালন করেন এবং এইজন্য তিনি বলেন, নিজেকে সমর্পণ করে দাও এঁনার কাছে। তিনি জ্ঞান অমৃত দ্বারা তোমাকে পিউরিফাই করে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। একে বলা হয়ে থাকে জীবনে থেকেও মরে যাওয়া, কিন্তু এই মৃত্যু অতি মধুর, যা তোমায় সত্য বাবার কোলে নিয়ে যায়। তিনি কত ভালো করে কত বুঝিয়েছেন! তারপরও তিনি বলেন, মনমনাভব, মধ্যাজীভব! আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বৈকুণ্ঠের বাদশাহীর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য এখানে বাচ্চা হয়ে সম্পূর্ণ পাপহীন হতে হবে।

৩) রয়্যাল ঘরানায় যেতে হলে এই তন পরমাত্মার কাছে সমর্পণ করে বাবা সমান পিউরিফাই হতে হবে।

বরদান:- প্রকৃত বৈষ্ণব হয়ে পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ স্থিতি অনুভব করে সম্পূর্ণ পবিত্র ভব

সম্পূর্ণ পবিত্রতার পরিভাষা অতি শ্রেষ্ঠ এবং সহজ । সম্পূর্ণ পবিত্রতার অর্থ স্বপ্নেও তোমার মন, বুদ্ধিকে অপবিত্রতা টাচ্ করতে পারেনা । একেই বলা হয় প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া । তোমরা নম্বরক্রমে পুরুষার্থী হতে পারো, কিন্তু পুরুষার্থের লক্ষ্য পবিত্র হওয়া এবং এটা সহজও । কারণ সর্বশক্তিমান বাবা তোমাদের সাথে আছেন, অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে ।

স্লোগান:- সহজযোগী সে-ই, যে মেহনত বা জোরপূর্বক পুরুষার্থ করার পরিবর্তে মনের আনন্দে পুরুষার্থ করে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের প্রকৃত তীর্থ - শান্তিধাম আর সুখধাম। রুহানী পাণ্ডা এসেছেন তোমাদেরকে সত্যিকারের তীর্থ করাতে। অতএব তোমরা কেবলমাত্র তোমাদের রাজস্ব আর ঘরকেই স্মরণ করতে থাকো।

প্রশ্ন:- তোমাদের কোন্ পুরুষার্থের প্রচেষ্টাকে কেবল বাবা বুঝতে পারেন ? আর তাকে অনায়াসেই করার কি এমন যুক্তি দেন তিনি ?

উত্তর :- যেহেতু বাবা জানেন যে অর্দ্ধ-কল্প ধরে ভক্তি মার্গে বাচ্চারা ভ্রমিত হয়ে এদিক-ওদিক অনেক ধাক্কা খেয়েছে, অনেক পরিশ্রম করেও অল্প-কালের বিনাশী কিছু প্রাপ্তি লাভ হয়েছে। কিন্তু তাতে তারা কেবল গভীর জঙ্গলে দিগভ্রান্তই হয়েছে। বিকার রূপী ডাকাত তাদের সবকিছুই লুটে নিয়েছে। তাই বাবা এসে এই পরিশ্রম লাঘবের যুক্তি জানাচ্ছেন, তা হলো - বাচ্চারা কেবলমাত্র আমার স্মরণেই থাকো আর আমার সাথেই প্রকৃত বাগদানে আবদ্ধ হও। এই অলৌকিক বাগদানেই কেবল অলৌকিক মজাও আছে। দেহ-অভিমানরূপী ভয়ঙ্কর ডাকাতের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য, নিজেকে দেহ-বিহীন আত্মা মনে কর।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ।

ওঁম্ শান্তি! গীতের এইসব রেকর্ডগুলি বাচ্চাদের মনে উদ্যম উৎসাহ জাগাতে খুবই সহায়ক। তাই বাবা বলছেন- নিজেদের প্রয়োজনে যেমন তোমরা ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র কিনে থাকো, তেমনি ৫-৭টা গানের রেকর্ডও রাখো ঘরে। যখন তোমাদের সন্তান-সন্ততিরাও তা শুনবে, তাদের মজাতেও তা নেশার মতন আসক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু যত মহিমা তা তো কেবল এই একজন বাবার। অথচ, জগতের লোকেরা তাকেই জানে না। তারা কেবল দেহধারী মানুষদের কতই না মহিমা করে। বিদেশী কেউ এলে, সবাই দল বেঁধে দেখতেও যায় তাকে। আর এই বাবাকে চেনে কেবল তার বাচ্চারা। একমাত্র এই এক বাবা, যিনি তোমাদেরকে পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যান। পতিত দুনিয়া যা কেবল বিষ তুল্য বিষয় সাগরের দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়া তো ক্ষীরের সাগরের। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তাই তো তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে, তোমরা এখন ওনারই শ্রীমত পাচ্ছো-যার দ্বারা তোমরা আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন হচ্ছে, এই রুহানী পাণ্ডার সাহায্যে। দেহধারী পাণ্ডারা তো জাগতিক তীর্থযাত্রা করাতে পারে। মানুষেরা কত যজ্ঞ-তীর্থ ইত্যাদি, এতদিন ধরে তো করেই আসছে, কিন্তু তাতে তাদের কোনও লাভ হয়নি। কিন্তু, এই গুণান তোমাদের মনের বুদ্ধিতে থাকলে, খুশীতে থাকতে পারবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে কতই তো তীর্থ করেছে, কিন্তু প্রকৃত তীর্থ তো একটা বা দুটো- যা করাতে পারেন একমাত্র এই বাবা। মানুষেরা তো ভাবে, যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ করলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। আচ্ছা উনি তবে কোথায় নিয়ে যাবেন ? উনি অবশ্যই তার নিজের ঘরেই নিয়ে যাবেন। বাস্তবে প্রকৃত তীর্থস্থান হচ্ছে সুখধাম আর শান্তিধাম। বাচ্চারা, তোমাদের মনের বুদ্ধিতে সর্বদাই সেই প্রকৃত তীর্থস্থানকেই স্মরণ করতে হবে। একেই বলে মনমনা ভব! তোমরা তো জেনেছো, তোমারা যে যাত্রা করো তা তীর্থ-যাত্রাই। বাবা তো বার বার তাই বলেন, কেবল নিজেদের প্রকৃত ঘর আর নিজেদের রাজ্যকেই স্মরণ করতে থাকবে। সেই রাজ্য অর্থাৎ স্বর্গের রচয়িতা কেবল মাত্র এই বাবা। তাই তো ওনাকে স্বর্গীয় গড-ফাদার বলা হয়। আর

এই কারণেই এখানে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, স্বর্গীয় গড-ফাদারের সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? আর যদি অন্য মানুষদের প্রশ্ন করো, গড-ফাদারকে কি চেনো তোমরা ? তৎক্ষণাৎ উত্তরে জানাবে- সর্বব্যাপীই তো উঁনি। অতএব, এ বিষয়ে বোঝাবার জন্য, খুব সহজ-সরল যুক্তি ভাবতে হবে তোমাদের। কত প্রকারের কষ্টই তো তোমরা দেখেছো, অর্ধকল্প ৬৩ জন্ম আসুরী মতে চলে। ভাল কিছু পাবার লক্ষ্য থাকলে তবেই তো পুরুষার্থ করা যায়। এখন অবশ্য তোমরা জানতে পেরেছো, এখনও সেই উত্তরণের উৎকর্ষতার (চড়তীকলা) সময় আসেনি, যা ক্রমেই নিম্নগামী (উত্তরতীকলা)। তাই তো এখনও এদিক-ওদিক কেবলই কপাল ঠুকে যাচ্ছে সবাই। সত্যি, ভক্তি-মার্গ কত কষ্টের। লোকেরা এর দরজায়, ওর দরজায় কেবল ভ্রমিত হতেই থাকে। বাবা তা জানেন, বাচ্চারা কত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে আসছে এতদিন ধরে। অনেক সহ্য করতে হয়েছে তাদের। ৬৩ জন্ম ধরে অনেক ধাক্কাও খেতে হয়েছে। তাই তো জগতের সন্ন্যাসীরাও বলে যে, বর্তমানের এই দুনিয়ার সুখ যেন কাক-বিষ্টা (মল) সম। তোমাদের পরিশ্রমের ফল যেটা তোমরা এখন পাচ্ছো, তা তো অল্প সময়ের অতি সামান্য। যেমন সাক্ষ্যাৎকার হলে কিছু আনন্দ পাওয়া যায়। তাই বাবা এখন জানাচ্ছেন, বাচ্চারা তোমরা ঠোকর-ধাক্কা তো অনেক খেয়েছো, যা খেতে খেতে একেবারে গভীর জঙ্গলে দিগভ্রান্ত হয়ে আটকে পড়েছো। জঙ্গল তো ডাকাতদের জন্য। এই জঙ্গল-রাজ্যে ডাকাতেরা তোমাকে কেবল লুটতেই থাকবে। যার প্রথম লক্ষ্যণ-দেহ-অভিমান ভাবে আসা। এর সহযোগীরা (৫ বিকার) সবাই বড় বড় ডাকাত। এই প্রধান ডাকাতের কারণেই আদি-মধ্য-অন্ত কেবল দুঃখই ভুগতে হয়। যা কারও জানা নেই। কিন্তু তোমরা জানো তস কত ভয়ঙ্কর ৫ বিকারের ডাকাত। অথচ, জগতের মানুষেরা এই ডাকাতিতে আবশ্যিক মনে করে। আর বাবা বলেন, একবার তো ভাবো, এই ডাকাতেরা তোমাদের কি ভীষণ দুর্দশা করেছে। একে অন্যের প্রতি কাম-কাটারী (লালসা) চালাতেই ব্যস্ত থাকে। যদিও এতে তাদের খরচও হয় যথেষ্ট। তাদের আত্মারা ধাক্কা সহিতে সহিতে কি নিদারুণ অবস্থায় পৌঁছেছে এখন! এসব অলৌকিক জগতের কথা। হ্যাঁ, যেমন ধরো আজ কারও বাচ্চার জন্ম হলে সে খুব খুশী হলো, কিন্তু কাল যদি বাচ্চার মৃত্যু ঘটে, তখন তো সে কাঁদতে বসবে। দুনিয়ার কি হাল- তা এবার বোঝো। তোমরা তো এখন জানতে পেরেছো, বাবা এসেছেন। উঁনিই প্রকৃত সদগুরু। জগৎ সংসারের গুরুরা তো অনেক প্রকারের হয়। তারা কত প্রকারের রাস্তাও দেখায়- বলে জপ করো, তপস্যা করো, দান-পূণ্য ইত্যাদি করো, তবেই তো ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে। ফলে এসবে খরচও হয় বিস্তর। কিন্তু এখানে তো কোনও খরচই নেই। বাবা বলেন, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে। যা প্রকৃত অর্থে অলৌকিক বাগদান। যেমন কন্যাদের বাগদানের সময়, তারা তো এও জানে না যে, কার সাথে তার বাগদান হচ্ছে। তাদেরকে কেবল এটুকুই জানানো হয় ভগবানেই তাদের পতি পরমেশ্বর। যিনি অবশ্যই আসবেন। অথচ, তারা তাকে জানেও না। জগতের যা কিছু সেসব তো জাগতিক রীতি-নীতি। কিন্তু এখানে তো অলৌকিক রীতি-নীতির বাগদান- যা খুবই মজার। বাবা আরও জানাচ্ছেন যে, উনি যে শ্রীমৎ দেন, সেই অনুসারেই চলতে হবে। তোমরা জেনেছো প্রতি কল্পেই এই শ্রীমৎ পেয়েই ভারত শ্রেষ্ঠ হয়। তাই ভারতকেই স্বর্গ-রাজ্য বলা হয়। বুদ্ধিমান হলে সে বুঝতে পারবে চিরকালই এভাবে ভারত স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই ভারতেই তখন দেব-দেবীদের রাজত্ব ছিল। তোমরা অন্যদেরও তা বোঝাতে পারো, এই ভারত যখন স্বর্গ-রাজ্য ছিল, তখন অন্যদের উপস্থিতি ছিল না সেখানে। দেব-দেবী ভিন্ন অন্য কোনও জাতিও ছিল না তখন। যেহেতু তা দেব-দেবীদের স্বর্গ-রাজ্য ছিল। কৃষ্ণকে কখনও প্রভু, কখনও ঈশ্বর বলা হয়। সে যাই হোক, কৃষ্ণেরই সর্বোচ্চ সন্মান ছিল। কিন্তু তবুও কেন যে লোকেরা কৃষ্ণকে প্রভু বলে ? যেহেতু ওনাকেও ভগবান ভাবে। গীতার ভগবান (শিববাবা) সবাইকে সদগতি প্রাপ্তি করান,

অথচ সেক্ষেত্রেও কৃষ্ণের নাম লেখা হয়। আর এই কারণের কৃষ্ণের এত সন্মান। তারা কখনও কৃষ্ণকে কালো (পতিত) বলে আবার কখনও ফর্সা (পবিত্র) বলে, আবার কখনও শ্যাম-সুন্দরও (পতিত-পবিত্র) বলে। কৃষ্ণের চিত্রকে কী ভয়ঙ্কর বিদ্যুটে কালোও বানায়। তেমনি কলকাতার কালী-মাতাকেও বিদ্যুটে কালো বানায়। তার (কালী মন্দিরের) আশে-পাশে এখানে-ওখানে চতুর্দিকে এমন আরও কত কালী-মন্দির রয়েছে। আবার জগদম্বার চিত্রকেও কত প্রকারে বানানো হয়। তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে, কিন্তু কে বসে বসে তাদেরকে এসব বোঝাতে যাবে। সদ-গুরু, সদ-বাবা, সদ-শিক্ষক - যিনি সদ ও প্রকৃত, যিনি সত্য বলেন ও সত্য জানেন। শিখদের 'গ্রন্থ সুখমণী'-তে যার এত মহিমা করা হয়েছে। উনিই এসে সেই সত্য-খন্ডের স্থাপনা করেন এবং মানুষদেরও সত্যবাদীতে পরিবর্তিত করেন। তাই তো তোমরা (বি কে) -রাও সত্য কথাই বলো। আর তাই তো শিখদের এসব বোঝানো কত সহজ ব্যাপার। যেহেতু তারা অকাল তথ্যকে মানে। আর এই বাবা হলেন সত্য শ্রী অকাল। কিন্তু অন্যেরা তারা তো বেচারী, এসব কিছুই তাদের জানা নেই যে, সত্য শ্রী অকাল কোন তথ্যে (সিংহাসনে) বসেন। আত্মারা শরীররূপী তথ্যে বসে। বাবা এসেও সেই তথ্যেই বসেন। উনি সর্বোচ্চ অকাল তথ্য। জ্ঞানসাগর বাবা সেখানে বসেই আমাদের মুক্তি আর জীবন-মুক্তির রাস্তা বলেন। তিনি যাবতীয় সব কিছুই ব্যাখ্যা করে বোঝান, কিভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আর তার আদি-মধ্য-অন্ত, যা অন্যেরা কেউই জানে না। জগৎ-সংসারে সবাই কেবল একে অন্যের খারাপের কথা ভাবার আনন্দেই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তোমাদের আনন্দ কি সুন্দর ধরণের- তা ভাবো তো। যেহেতু তোমরা তো এখন মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছো। তোমরা এখন সর্ব-প্রকারের জ্ঞানই পেয়েছো। জানো তো, শিক্ষক যখন শিক্ষাদান করেন-শিক্ষার সাথে সাথে আশীর্বাদও প্রদান করেন তিনি। যা চাইবার প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষকের কাজ পাঠ পড়ানো-আর শিক্ষার্থীর কাজ সেই পাঠ পড়ে তা গ্রহণ করা। এটাই তোমাদের বুদ্ধিতে ভালভাবে থাকা উচিত। নাটকে যেমন প্রত্যেক পার্টধারীরই নিজের নিজের বুদ্ধি থাকে। আর অলৌকিক বেহদের এই প্রধান পার্টধারীকে দেখ-পরমাত্মা বাবা তিনি কিভাবে এসে এই জ্ঞান শোনান। যদিও এই জ্ঞানের পার্টের ক্ষেত্রেও অনেক বিদ্বের সৃষ্টি হয়, অবলাদের উপর কত অত্যাচারও হয়। আবার কোনও পতি দেহত্যাগের পূর্বে তার স্ত্রীর জন্য ধন-সম্পদও রেখে যায়। সেক্ষেত্রে তাদের বাচ্চারা যদি হতভাগা হয়, তারা তাদের মা-কে দুঃখই দিয়ে থাকে। ব্রহ্মাবাবা স্বয়ং এর অনুভবী। তাই শিববাবা এই অনুভবী রথেই অধিষ্ঠান করেছেন। যদিও অন্যেরা তাকে (ব্রহ্মাবাবাকে) গঁয়ো বলে। তেমনি কৃষ্ণও সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল। অথচ কৃষ্ণের বেলায় কিন্তু তা বলে না। গৌরবর্ণ কৃষ্ণ খুবই সৌম্য ছিল, যিনি বৈকুণ্ঠের মালিক ছিলেন। উনিই আবার যখন কালো (পতিত) হয়ে পড়েন, তখন গঁয়ো হয়ে যান, অর্থাৎ গ্রামে বাস করতে থাকেন। অতএব তার অন্তিম জন্মে, ব্রহ্মাবাবা তো গ্রামেই থাকবেন, যা তোমরাও জানো। ব্রহ্মাবাবা নিজেও আশ্চর্য হয়ে যান, কি ছিলেন-আর কি হয়ে গেলেন। বাবা এখন তা বুঝতে পারছেন শ্রীমৎ পার্টের দ্বারা। তোমরাও সেই ভাবে বুঝতে পারবে। সত্যি, কি আশ্চর্যের। কত বিশাল ধন-সম্পত্তির মালিক ছিল যে, আজ তার কত সাধারণ অবস্থা। যখন থেকে মানুষেরা কাম-চিতায় চড়তে শুরু করেছে, তখন থেকেই তাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, কৃষ্ণকে কেন গঁয়ো বলা হয়েছে। বাবা স্বয়ং নিজেকে তা বলেন, পূর্বে উনি কি ছিলেন-এখনই বা কি। -ততত্বম্ (তুমিও তাই) ! এবার তো তোমরা বুঝতে পারছ, লোকেরা কোথাকার কথা-কে কোথায় নিয়ে গেছে। শ্যাম-সুন্দরের অর্থও এখন বোধে এসেছে নিশ্চয়। ব্রহ্মাবাবা জানাচ্ছেন, উনিও পূর্বে এ রকমই ছিলেন। উনিও ৮৪-জন্মের চক্র অতিবাহিত করেছেন। নাটকের এখন অন্তিম পর্ব, যা শেষের মুখে। এখন নিজেদের ঘরে ফেরার পালা। এ খুবই সহজ

কথা। তাই শিববাবা বলছেন- "একমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো, আর আমার আশীর্বাদী-বর্সাকে। অন্যদেরকেও এই দিশা দেখাও। জ্ঞানের আলো তো সদগুরু দিচ্ছেন, কিন্তু অজ্ঞানীরা অন্ধকারেই বিনাশ হবে। জ্ঞানের এই প্রসংশা কত সুন্দর। আধারের পরেই তো আলোর প্রকাশ ঘটে। যা ব্রহ্মার রাত আর দিন। এই সব রহস্যগুলি তোমাদের বুদ্ধিতে এখন তো আছেই। তোমরা এটাও বিলক্ষণ জানো যে, তোমরা এখন সঙ্গমযুগে অবস্থান করছো। সবারই এখন নিজের ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে। তাই তো একমাত্র জ্ঞানসাগর বাবা স্বয়ং তোমাদের সামনে বসে, ব্রহ্মার এই শরীরে অবস্থান করে, ব্রহ্মার মুখ দ্বারা বাচ্চা বাচ্চা বলে তা শোনাতে থাকে। আর সাথে সাথে এই ব্রহ্মাও মাস্টার জ্ঞানসাগরে পরিণত হয়। যেহেতু জ্ঞানসাগর পতিত-পাবন এই শরীরে অধিষ্ঠান করেন- এসব তিনি নিজেই বলেন। তা না হলে আর কার শরীরকেই বা রথ বানাবো, যাকে ব্রাহ্মণ বানাতে হবে এবং জ্ঞানও দিতে হবে। আমি তো আর ষাঁড়ের শরীরে অবস্থান করতে পারি না। আজকাল তো আবার লোকেরা ষাঁড়ের মাথার উপর শিবলিঙ্গও বনিয়ে রাখে। সেক্ষেত্রেও তো ব্রহ্মণের প্রয়োজন। সেখানে তখন ব্রহ্মণ আসবে কোথা থেকে ? তখন তো কোনও ব্রাহ্মণকেই আবার পোষ্য নিতে হবে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়েছো- এরপর আবার দেবতা, ঋত্রিয়..... হবে। যা জগতের ব্রাহ্মণদের কথা নয়। তারা তো (গর্ভের জন্মসূত্রে) কুখ (কোলের) বংশাবলী। আর তোমরা হলে মুখ (দণ্ডক) বংশাবলী ব্রাহ্মণ। লোকেদের স্পষ্টরূপে তা বোঝাতে পারো-একমাত্র এই ব্রহ্মার দ্বারাই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা হয়। জগতের ব্রাহ্মণরা তো তা জানেই না। এই বিশেষ জ্ঞান তারা পাবেই বা কোথেকে ? তাই তো বাবা খুব পরিস্কার রূপে এসবের ব্যাখ্যা করে বোঝান- বাচ্চার, যতটা সম্ভব, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি যেন না হয়। শরীর নির্বাহের জন্য চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য তো করতেই হবে। তাছাড়া অন্য সময়ে, যখনই সময় পাবে, তোমরা তোমাদের অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতেই থাকবে। বাবাও যে তার বাচ্চাদেরকে খুবই ভালবাসেন। ব্রহ্মাবাবারও বন্ধু-বান্ধব অনেক ছিল। কিন্তু তাদের সবার থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে এই এক শিববাবার সাথে কি সুন্দর ভালবাসা গড়ে উঠেছে। বাবা নিজেও তেমনি সেবাধারী বাচ্চাদেরকে বুকে টেনে নেন। এমন অনেক সুপুত্র আছে, যারা খুব মন দিয়ে সেবার কাজ করে। তারা অন্ধের যষ্টির মতন বাবার সহযোগী হয়। তারা দুঃখীদের সুখধামের মালিক হতে সাহায্য করে। এমন বাচ্চাদের কাছে বাবাও সমর্পিত হয়ে পড়ে। বাবা নিজের সুখের কথা না ভেবে, বাচ্চাদের সুখের কথাই চিন্তা করেন। যেহেতু ওনাকে তো মুক্তিধামে যেতেই হবে। তাই বলেন- নাটকে যে তোমাদেরই এই পাট। বৈকুণ্ঠের মালিকও তো বাবা হন না। বৈকুণ্ঠের মালিক হয় বাবার সন্তান-সন্ততির অর্থাৎ বি কে-রা। সেই সময় ওখানকার আত্মারা গোরা অর্থাৎ সত্যোপস্থান পবিত্র হয়ে রাজ্য করতে থাকে, যা পরে তা হাতছাড়া হবার ফলে কালোতে (পতিত) পরিণত হতে থাকে ধীরে ধীরে। কালা আর ধলা (গোরা) -কথার অর্থটাও কি সুন্দর। ব্রহ্মাবাবা এমন চিত্রও বানিয়েছেন- শ্যাম আর সুন্দর আর তার ৮৪ জন্মের কাহিনী। আবার এই সময়ে সে (কৃষ্ণ) বাবার কাছে রাজযোগের শিক্ষাও নেন। অথচ লোকেরা কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলে, সে জন্ম-মৃত্যু রহিত। কৃষ্ণের ৮৪ জন্মকে তোমরা প্রমাণ করে দেখাতে জানো, তাই তারা চিত্রের সেই অংশটাকে কেটে দিয়ে, চিত্রের কৃষ্ণের ছবির অংশটুকুই টানিয়ে রাখে। সত্যি, কি বিচিত্র লোকেদের বুদ্ধি! অন্যের বুদ্ধিকেও কিভাবে পাল্টে দিতে পারে! কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি তো এখন পাল্টানোই আছে। তোমরা এও জানো যে, এই দুনিয়া এখন শেষের অপেক্ষায়। তোমরা তাদেরকে এও বোঝাতে সক্ষম, এই যে এত সব বোম্ব-মিশাইল ইত্যাদি বানানো হয়েছে- পূর্বেও এভাবেই সৃষ্টির বিনাশ হয়েছিল। তবুও এসব কেন বানাচ্ছে তোমরা ? তা কেবল সময়ের অপচয়ই হচ্ছে। যত ভাবেই বাঁচার চেষ্টা করো না কেন,

কিন্তু মরণ যে সবার জন্যই অবধারিত এবং অনিবার্যও বটে। আর সেই নিমিত্তেই এই সব ভয়ঙ্কর বোম্ব-মিশাইল ইত্যাদি লাগাতর বানিয়েই চলেছে। সত্যি দুনিয়ার কি নিদারুণ হাল! খুবই অল্প সময় অবশিষ্ট। মৃত্যু এল বলে। সবারই দেহ, ধন-সম্পদ, ইত্যাদি যা কিছু আছে, সবকিছু মাটিতেই মিশে যাবে- ঠিক যেমনটি হয়েছিল কল্প পূর্বে। তখন সব আত্মারা বাবার কাছে গিয়ে হাজির হবে আর আমরা বি কে আত্মারা নিজেদের রাজ্যের রাজধানীতে পৌঁছে আনন্দে নৃত্য করতে থাকবো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের বুদ্ধিকে সদা জ্ঞানে পরিপূর্ণ রাখতে হবে। বাবার থেকে আশীর্বাদ বা কৃপা চাইবার বদলে জ্ঞানের পার্শের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিলে নিজেই নিজের উপর কৃপা করা হবে।

২) দুঃখীদের সুখধামের মালিক বানাবার সেবা করতে হবে। এমন সুপুত্র সেবাধারী হতে হবে, যাতে বাবাও তোমার প্রতি সমর্পিত হয়ে যান।

বরদান:- সহযোগীর (কম্প্যানিয়ন) সাথে নিজেকে সংযুক্তরূপে (কন্বাইন্ড) অনুভব করতে সক্ষম স্মৃতি-স্বরূপ আত্মা হও।

বিস্তার:- কোনও কোনও বাচ্চা বাবাকে নিজের সহযোগী বানায়, কিন্তু সেই সহযোগীকে সংযুক্তরূপে এমন ভাবে অনুভব করো যাতে তা পৃথক হতে না পারে। কারও এমন শক্তি নেই যে, আমার সংযুক্ত রূপকে পৃথক করতে পারে, এমন অনুভব বার বার স্মৃতিতে আনতে আনতে তা স্মৃতি-স্বরূপ হয়ে যাবে। যত বেশী সংযুক্ত রূপের অনুভব বাড়াতে পারবে, ব্রাহ্মণ জীবন ততই বেশী প্রিয় ও মনোরঞ্জক অনুভব হবে।

স্লোগান :- দূত সংকল্পের বেল্ট বাঁধা থাকলে তোমার আসন থেকে কেউ নড়াতে পারবে না।

মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মতন পতিতদের পবিত্র স্বরূপে পরিণত করার কর্তব্য করো , তাহলেই বাবার হৃদয়ে স্থানার্জন করতে পারবে ।

প্রশ্ন:- কোন বাচ্চাদের সহজভাবে গুণের ধারণা হয় , তাদের প্রমাণ চিহ্ন গুলি কি কি ?

উত্তর:- যে বাচ্চারা পুরানো বন্ধু - আত্মীয় স্বজন, পুরানো দুনিয়ার থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নষ্টোন্মোহা হয় তাদের সর্বগুণের ধারণা সহজ হয়। তারা কখনও কারো নিন্দা করে একে অপরের মন খারাপ করে না। বাবাকে পুরো ফলো করে । শ্যাম বর্ণকে গৌর বর্ণে, লবণাক্তকে মিষ্টত্বে এবং পতিতদের পবিত্রে পরিণত করার সেবা দ্বারা প্রমাণ দেয়। সর্বদা প্রফুল্লিত থাকে।

গান :- কে এই খেলা রচনা করেছে

ওমশান্তি। বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা এখন হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান বা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বিশেষ , এর পূর্বে আমরা অসুরী সম্প্রদায় ছিলাম। এখন আমরা ঈশ্বরীয় মতামত গ্রহণ করি। ঈশ্বরীয় মতামত দ্বারা আমরা কি শিক্ষা লাভ করি ? পতিতদের পবিত্র করা। এবারে প্রত্যেকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো , যদিও আমরা পতিত-পাবনের সন্তান হয়েছি তবুও আমরা এখন বাবার কর্তব্য করছি কি ! দুনিয়ায় তো পিতার পেশা এবং পুত্রের পেশা ভিন্ন ভিন্ন হয়। অনেক প্রকারের পেশা হয়। অনেক প্রকারের মতামত আছে। পিতার এবং পুত্রের মতামত পৃথক হয়। এই হল ঈশ্বরীয় মতামত । তোমরা বাবাকে জেনেছ । দুনিয়া শুধু গায়ন করে , প্রকৃত রূপে জানেনা যে পতিত-পাবন বাবা কিভাবে এসে পবিত্র করেন। তোমরা জানো পতিত-পাবন বাবা এসে আমাদের পবিত্র করে , পবিত্র স্বর্গের মালিক করছেন। এখানে তোমাদের হলই একমত । শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মতামত বাবা-ই এসে দেন । যে নিজেকে ঈশ্বরীয় সন্তান ভেবে নিশ্চয় থাকে , তাদের নিজের মনে জিজ্ঞাসা করা উচিত । যাদের এই বিষয়ে নিশ্চয় নেই তাদের দ্বারা কর্তব্য পালনও হবেনা । যারা বাবার আপন হয়েইনি তারা এই কর্তব্য কর্ম করতে পারবেনা। বাচ্চারা জানে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল পবিত্র হওয়া। চিত্র গুলিও চোখের সামনে রয়েছে । নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী রূপে পরিবর্তন । লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজবংশে আমরা যুক্ত হই। বাবা এসেছেন --- আমাদের পবিত্র করতে , তাহলে নিজেকে দেখতে হবে যে আমরা বাবার কর্তব্য পালন করছি কিনা ? বাবা কি করেছেন ? এই হসপিটাল বা ইউনিভার্সিটি খুলেছেন। বাচ্চাদেরও এই কর্তব্য । প্রথম প্রথম যখন বাবা এসেছিলেন তখন ছোট বাড়ি ছিল। মাঝারি কক্ষ থেকেও ছোট। পরমপিতা পরমাত্মা সেইখানেই এসে হসপিটাল বা ইউনিভার্সিটি খুলেছেন তারপর ধীরে ধীরে আরও বাড়ি ইত্যাদি তৈরী হয়। প্রথমে তো একটি ছোট গলিতে বাড়িটি ছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বাচ্চাদেরও হল এই কর্তব্য । তারপর শিক্ষাও দিতে হবে। শিক্ষিত জন ইউনিভার্সিটি খুলবে তাইনা । হ্যাঁ, অশিক্ষিত হয়েও খুলতে পারে , যে পড়তে পড়তে পারে তাকে দায়িত্ব দিয়ে দেবে। তোমরা প্রিন্সিপাল হয়ে চালাও , যার দ্বারা অনেকের কল্যাণ হবে। বাবাও বলেন ব্রাহ্মণদের কর্তব্য-ই হল পতিতদের পবিত্র করা , কোনো রকম পতিত কর্ম না করা। কখনও বিকারে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া । কাউকে পবিত্র হওয়ার পরামর্শ দেওয়া তো খুবই ভাল কথা। বোঝানো হয় পবিত্রদের চরণে অপবিত্ররা এসে মাথা নোয়ায় । প্রথমে যখন ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয় তখন সন্ন্যাসী

ছিলনা । তাঁরা তো পরবর্তী সময়ে এসেছেন , সেইসময় ওনারা কোনো জ্ঞান দান করতেন না। এইসবতো পরবর্তীকালে সর্বব্যাপী- র জ্ঞান উদ্ভূত হয়েছে। প্রথমে বলা হত --- আমরা ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের রচনা সম্পর্কে জানিনা । না-ই এই কথা বোধগম্য ছিল যে ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতা। পিতা তবে সর্বব্যাপী হবেন কিভাবে । এখন বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের বোঝাচ্ছেন । সর্বব্যাপী-র জ্ঞানই ভারতকে কাঙাল , বিমুখ , নাস্তিক , অনাথ করেছে । এখন তোমরা সনাথ হয়েছ , সুতরাং অন্য অনাথদের সনাথ করার পুরুষার্থ করো। যারা পান্ডা হয়ে আসে তারা সনাথ করে নাথের সম্মুখে নিয়ে যায় কিনা । তাদেরও টান থাকে নিশ্চয়ই বেহদের পিতা দীন-নাথের কাছে বেহদের বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত হয়। বেহদের বর্সা হল -- বেহদ স্বর্গের বাদশাহী । হদের বর্সা হল নরক। নরকে রয়েছে দুঃখ --- তাই বাদশাহী বলা যাবেনা বরং গাধাগিরি বলা হবে। এখন বাচ্চাদের বাবার সেবা করা উচিত । পতিতদের পবিত্র করতে হবে। সারাদিন এই সার্ভিস করতে হবে --- পতিতদের কিভাবে পবিত্র করা যায়। প্রথমে এই প্রশ্ন রয়েছে যে আমরা পবিত্র হয়েছি ? আমাদের কোনো বিকার নেই তো ? যদি পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের স্নেহ আছে তবে সেই স্নেহের প্রমাণ কোথায় ? প্রমাণ হল পতিতদের পবিত্র করার কর্তব্য কর্মে যুক্ত থাকা। এই কর্তব্য পালন করছনা অর্থাৎ না-ই নিজে পবিত্র হয়েছ আর না-ই অন্যদের পবিত্র করতে পারবে। এই কর্তব্য না করলে উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবেনা । কল্প-কল্পান্তরের চুক্তি হয়ে যাবে। ধরে নেওয়া হবে ভাগ্যে নেই। ঈশ্বর প্রাপ্তির পরেও এই কর্তব্য পালনে দক্ষ হতে পারলেনা। বাবার হৃদয়ে তারা-ই স্থান অর্জন করবে যারা পবিত্র করার কর্তব্য পালন করবে। মানুষদের কড়িতুল্য থেকে হীরা সম জীবনধারী দেবতা স্বরূপে পরিণত করার পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা-মাম্মাও এই সেবাই করেছেন। বাবাও সার্ভিসে যান, বাচ্চাদের দেহে বিরাজিত হয়ে পতিতদের পবিত্র করার পথ বলে দেন , তো নিজেকে দেখা উচিত যে আমরাও ওঁনার মতন সার্ভিস করছি কিনা। যদি সেবা করিনা তবে হৃদয়ে স্থানার্জন করা হবেনা । অনেকে মোহের বশে বশীভূত হয়ে মোহজালে আটকে থাকে। বাবার সঙ্গে একরস স্নেহ থাকা উচিত কিনা আর সবকিছু থেকে নষ্টোমোহা হয়ে দেখাতে হবে। পুরানো বন্ধু আত্মীয় স্বজন , পুরানো দুনিয়া থেকে মোহ মিটে যাওয়া উচিত । যখন মোহ মিটে তখনই গুণ ধারণ হবে। অনেক বাচ্চারা সারাদিন কি করতে থাকে । একে অপরের মন খারাপ ক'রে, নিন্দা ক'রে । অমুক এইরকম -- সে ঐরকম । প্রথমে তো নিজেকে দেখতে হবে , আমরা কি করছি ? বাবাকে আমরা ফুলো করছি ? ফুলো করলে তবেই খুশীর পারদ উঁচুতে থাকবে। যে সার্ভিস করবে সে খুশীতে সর্বদা প্রফুল্লিত থাকবে। নাম তো বের হয় তাইনা । বাবা বলেন তোমাদের তো বনবাসে থাকতে হবে। আটখানি তালি দেওয়া কাপড় পরতে হবে। এইরকম সময়ও আসবে। এমন কষ্ট হবে যে ছিন্ন বস্ত্রও মুসকিলে পাওয়া যাবে --- পরার জন্যে তাই এই সবকিছু থেকে মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। যে অসুরী বন্ধু আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি রয়েছে তাদের দিক থেকে বুদ্ধিমোহ সন্নিবেশ দিতে হবে। আমাদের আরোহণ কলা রয়েছে, তার প্রমাণ তো চাই তাইনা । যারা পান্ডা হয়ে আসে , তারা প্রমাণ দেয়। সার্ভিসের উপযুক্ত হতে হবে। এমন নয় ডিস-সার্ভিস করে , লবণাক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যেই বাদ-বিবাদে ব্যস্ত থাকবে। যে ডিস-সার্ভিস ক'রে তাদের পদব্রষ্ট হয়ে যায়। মানুষে মানুষে কত লবণাক্ত হয়ে থাকে। বলার নয়। তোমাদের কর্তব্য হল তাদের মিষ্টত্বে পরিণত করা। এইরকম লবণাক্ত মনোভাবের কেউ সম্মুখে এসে পড়লে বলা হবে ভবিষ্যৎ । সেইসবও সহ্য করতে হবে। আমাদের তবুও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে লবণাক্ত মনোভাবকে মিষ্টি মনোভাবে পরিবর্তন করতে হবে। দেখো সূর্যের কত শক্তি , সমুদ্রের নোনা জল শুষ্ক নিয়ে মিষ্টি জলে পরিণত করে দেয়। এইটিও তার সার্ভিস তাইজন্য ইন্দ্র দেব বলা হয় , বর্ষা

করিয়ে দেন। সুতরাং বাচ্চাদের মধ্যেও এত শক্তি থাকা উচিত । এমন নয় যে আরও লবণাক্ত করে দেবে। কেউ কেউ তো লবণাক্ত করে দেয়। তাদের চেহারা দ্বারা-ই প্রত্যক্ষ হয়। লবণাক্ত চেহারা শ্যাম , মিষ্টত্বে পূর্ণ চেহারা গৌর বর্ণ হবে। তোমাদের তো নিজেও গৌর বর্ণে পরিণত হয়ে শ্যাম বর্ণদের গৌর বর্ণ করতে হবে। বাবা কত দূর থেকে এসে এই সার্ভিস শেখান। বাবার সার্ভিস হল এই , পতিতদের পবিত্র করা। অনেককে পবিত্র স্বরূপে পরিণত করলে বাবা পুরস্কার দেবেন। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমরা কতজনকে গোরা করেছি। যদি কাউকে গোরা করছি না তবে নিশ্চয়ই কোনো কুকর্ম করছি। বাবার মতামত অনুসারে না চললে কুকর্মই করছি। ফলতঃ পবিত্র রূপে পরিবর্তনকারীদের সম্মুখে বোঝা বইতে হবে। যাদের শক্তি আছে তারা বলবে বাবা আমাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিন। হাসপাতাল অনেক খোলা যায় কিন্তু ডাক্তার তো ভাল থাকা চাই। এমন ডাক্তারও হয় যারা ভুল ওষুধ দিয়ে জীবননাশ করে দেন। এখানেতো হল ঈশ্বরীয় দরবার। সবার কর্ম খাতা বাবার কাছে আছে। তিনি হলেন অন্তর্যামী । সব বাচ্চাদের আন্তরিক দশা জানেন। ইনি হলেন বাহ্যামী। ইনিও অন্যদের পবিত্র করার পুরুষার্থ করেন। যারা পবিত্র রূপে পরিণত হয়না তারা সাজা ভোগ করে নিজের সেক্ষানে চলে যাবে। সবাইকে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে হবে। নম্বর অনুযায়ী আসতে হবে। আগে বা পরে আসতে হয় কিনা। মধ্যস্থান থেকে কেউ আসতে পারবেনা । বৃক্ষ যেমন তার ফল তেমনই হবে, তাতে কোনো পরিবর্তন হবেনা । এখন বৃক্ষের বিস্তারিত দশা হয়েছে। কে কে কোন্ কোন্ ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রত্যেকের জাতীয়তা সংখ্যায় কত , বোঝা কঠিন । প্রত্যেকের রীতিনীতি আলাদা আছে। তোমরা জানো যেৱকম মূলবতনে বাস করে থাকে। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে হিসেব-নিকেস মিটিয়ে সেখানে ফিরে গিয়ে সবাইকে থাকতে হবে। উপরে হল নিরাকার আত্মাদের বৃক্ষ । কতটুকু স্থান লাগবে। খুবই কম। যেমন আকাশ তত্ব খুবই বিস্তর । মানুষ কত কম স্থানে বাস করে । বোঝা যায় -- এতটুকু স্থানে মানুষের বাস। সমুদ্রে তো মানুষ বাস করেনা । ভূ-ভাগেই মানুষ বাস করে । সমুদ্রের সীমা পাওয়া অসম্ভব । উপরে যাওয়ার চেষ্টা করে । তাও অপরিসীম অনন্ত । বাবাকে আহ্বান করে এসে পতিত থেকে পবিত্র করো। এমন নয় আমরা সেখানে গিয়ে আকাশ তত্বের পরিমাপন করব। আমরা আত্মারা উপরেই বাস করি। তবুও স্থান কম লাগে। আকাশ তত্ব তো বিশাল। এমনও নয় ঈশ্বর সেখানে বিরাজিত হয়ে আকাশ তত্বের পরিমাপন করবেন । এইসব বুদ্ধিতে কখনও আসবেনা । ওনার বুদ্ধিতে থাকে পার্ট প্লে করার। এমন নয় মহাতত্বের খোঁজ করতে হবে। এখান থেকে গিয়েই নিজ স্থানে বিরাজিত হবে। সেখানে কোনোৱকম প্রচেষ্টা নেই। বাবা বলেন আমি থোরাই এই চেষ্টা করি । এইসব হল অনন্ত । আচ্ছা সীমান্ত প্রাপ্তিতে কি লাভ রয়েছে ? কোনো লাভ নেই। লাভ রয়েছে পতিতদের পবিত্র করাতে। আত্মারা নির্বাণধাম থেকে এসে পার্ট প্লে করে । বাবাও এসে পার্ট প্লে করেন । ঐ হল শান্তিধাম । সেখানে কোনোৱকম সংকল্প উৎপন্ন হয়না যে এইটা দেখি ঐটা দেখি। এখানে মানুষ কিসব করে । । কত পরিশ্রম করে সীমান্ত খোঁজে ব্যস্ত থাকে। বাচ্চারা জানে সময় কম আছে। যুদ্ধ লেগে যাবে তখন এদের আওয়াজ ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে। উপরে আসা- যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ধন-সম্পদ নষ্ট করছে। লাভ কিছুই নেই। ভাবো কেউ যাচ্ছে , সেখান থেকে এসে কি বলে , এতেই হয় সময় নষ্ট , ধন নষ্ট , এনার্জি নষ্ট । সকলের এই দশা হয়েছে , শুধুমাত্র তোমাদের (বাচ্চাদের) ছাড়া। তাও যারা পুরুষার্থ করতে থাকে বাবার পরিচয় দেওয়ার , যাতে বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। এই ড্রামাতে বাবার হল হাইয়েস্ট পার্ট , নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করে সেই স্থানের যোগ্য করে তোলা। এখন তো সৃষ্টির শেষ সময় এসেছে । লোকেরা কতই না মাথা ঘামায়। সময় নষ্ট করে , এভারেস্টে যদি গিয়ে দাঁড়িয়ে

যায় তবুও লাভ কোথায় ? মুক্তি জীবনমুক্তি তো প্রাপ্ত হয়না। বাকি দুনিয়ায় তো দুঃখ রয়েছে । তোমাদের বুদ্ধি এখন সলভেন্ট হয়েছে। তোমরা পুরুষার্থ করে অন্যদের নিজ সমান পরিণত করতে। স্কুলের টিচার প্রিন্সিপালকেও এইসব বোঝাও । বেহদের হিন্দী জিওগ্রাফি শেখায়না। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা , দ্বাপর থেকে কলিযুগ কিভাবে হয় ? এই হল বেহদের হিন্দী জিওগ্রাফি , এইসব জানলে তোমরা চক্রবর্তী হবে। আমরা এই বিশ্বের হিন্দী জিওগ্রাফি বোঝাই । সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরছে। এসো আমরা তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় দেই , যাঁকে নিরাকার বলা হয় আমরা তাঁর বায়োগ্রাফি শোনাই। ব্রহ্ম যোগী তো ব্রহ্মের জ্ঞান দেন। তারা আবার বলে দেন ব্রহ্ম সর্বব্যাপী । পরমাত্মা হলেন নলেজফুল , জ্ঞানের সাগর। তত্বকে জ্ঞানের সাগর খোরাই বলা হবে। বাবা তো বাচ্চাদেরকেও নিজ সম জ্ঞানের সাগরে পরিণত করে দেন। তত্ব কিভাবে নিজ সমান স্বরূপে পরিণত করবে। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) চড়তি কলা বা আরোহী কলার প্রমাণ দিতে হবে। সকলের দিক থেকে মোহ সরিয়ে সার্ভিসেবল হতে হবে। নিজেকে দেখতে হবে। অন্যের নিন্দা করে একে অপরের মন খারাপ করবেনা । কোনোরকম কুকর্ম করবেনা ।

২) বাবার মতন দয়ালু হতে হবে । কড়ি থেকে হীরা সম হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। লবণাক্তকে মিষ্টত্বে পরিবর্তন করার সেবা করতে হবে ।

বরদান :- মাস্টার দাতা হয়ে খুশীর খাজানা বিতরণকারী সকলের আশীর্বাদের উপযুক্ত হও ।

ব্যাখ্যা: বর্তমান সময়ে সকলের অবিনাশী খুশীর প্রয়োজন। সকলেই হল খুশীর ভিখারী ।তোমরা হলে দাতার সন্তান । দাতার সন্তানদের কর্তব্য হল দেওয়া । সম্পর্কে যেই আসবে তাকে খুশী দান করো। কেউ যেন শূন্য হাতে ফিরে না যায় , এতখানি ভরপুর হয়ে থাকো। সব সময়ে দেখো যে মাস্টার দাতা হয়ে কিছু দিয়েছি নাকি শুধু নিজের মধ্যেই আনন্দিত রয়েছি ! অন্যদের যত দেবে সকলের আশীর্বাদের উপযুক্ত পাত্র হবে আর এই আশীর্বাদ-ই পুরুষার্থী করে তুলবে।

শ্লোগান - সঙ্গমের প্রাপ্তি স্মরণে রাখবে তো দুঃখ এবং যন্ত্রণার কথা স্মরণে আসবেনা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন বাবার দৃষ্টির দ্বারা সব কিছুই উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয়, সব কিছুই উর্ধ্বে যাওয়া অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হওয়া।

প্রশ্ন: - সব সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত হও.....এই নির্দেশকে কে কার্যে পরিণতি দিতে পারে ?

উত্তর : - যার বুদ্ধিতে এইম অবজেক্ট পরিষ্কার । তোমাদের এইম অবজেক্ট হল মুক্তিধামে যেতে হবে । তার জন্য শরীরের থেকেও বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে । টকি, মুন্ডি-রও উর্ধ্বে গিয়ে সাইলেন্সের অভ্যাস করো, কেননা তোমাকে সাইলেন্স বা নির্বাণে যেতে হবে ।

গীত: - পতঙ্গ পড়ুকই না বহি অনলে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে আমরা কার চোখের সামনে বসে আছি। তোমরা তোমাদের পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার চোখের সামনে বসে আছি । তোমরা জান যে এই বাবার সামনে দৃষ্টির সীমায় এলে আমরা ২১ জন্ম স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ করি ।কখনো কোনো সাধু সন্তের কাছে গেলে, বলা হয় যে তিনি তো তার দৃষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন ।কিন্তু প্রকৃত অর্থে দৃষ্টি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেওয়ার কি, তা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না । দৃষ্টির সামনে তো এখন তোমরা বসে আছ। বাবার চোখের সামনে বাচ্চারা আর বাচ্চাদের চোখের সামনে বাবা রয়েছেন । বাচ্চারা দৃষ্টির দ্বারা পরিপূর্ণ করেন অর্থাৎ (সব কিছুই উর্ধ্বে তিনি নিয়ে যান বাচ্চাদের। বাবার থেকেই উত্তরাধিকার লাভ হয় । তোমরা হলে বেহদের সন্তান । তোমরা বাবার সামনে বসে আছ। বরাবর তোমরা দুটি শব্দ শুনছ । আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো, তবে তুমি সকল কিছুই উর্ধ্বে চলে যাবে অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । বরাবর সেকেন্ডে দৃষ্টির দ্বারা সব কিছুই উর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দিয়ে দেন । তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি জানেন যে এরা আমার সন্তান হয়েছে, যাদের পাঁচা নিশ্চয় রয়েছে যে আমরা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । তারা অবশ্যই স্বর্গের মালিক হবে । বাবার দৃষ্টির দ্বারা সব কিছুই উর্ধ্বেও যে হবে, স্বর্গের মালিকও হতে হবে ।স্বর্গেই রয়েছে বাদশাহী ।এখানে সবাই হল স্বর্গের মালিক অর্থাৎ নরকের অধিবাসী ।তাতেও আবার নম্বর অনুযায়ী পদ রয়েছে । যদিও এখন কোনো রাজত্ব নেই - তবুও তো তাদের মনের মধ্যে রয়েছে যে আমরা জয়পুরের মালিক ছিলাম । লেখও - মহারাজা অফ জয়পুর, মহারাজা অফ পাটিয়ালা.... বলে তো থাকে! তারা তার মধ্যেই বেঁচে আছে, তাদের বংশধরেরাও । এখন তারা প্রজাদের মধ্যে গণ্য হয় ।তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমতের দ্বারা আবার দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি ।বাবা আমাদের বুঝিয়েছেন যে এই ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি ছিল এখন পতিত হয়ে পড়েছে ।তোমরা এখন তৃতীয় নয়ন লাভ করেছ।আত্মা জানে যে এখন আমরা একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করি আর ওঁনার থেকেই উত্তরাধিকার লাভ হয় । ভগবানুবাচও রয়েছে - "আমাকে স্মরণ করো আর অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করো। নিজের শরীরের সঙ্গও ত্যাগ করো, অশরীরী হও ।প্রথমে তো তুমি অশরীরীই এসেছিলে ।আত্মারা অশরীরী হয়। মূলবতনে অশরীরী হওয়ার কারণে কোনো আওয়াজ বা শব্দ থাকে না সেখানে ।সেইজন্য সেটাকে নির্বাণধাম বলা হয় । সূক্ষ্ম বতনে মুন্ডি হয় (ইশারার মাধ্যমে কথাবার্তা হয়। আর মনুষ্য লোকে

টকি অর্থাৎ বাক্ চিত্র) । টকি, মুভি আর সাইলেন্স । প্রথম দিকে নির্বাক চিত্রও ছিল, এখন টকি (সবাক্ চিত্র) হয়ে গেছে । বাচ্চারা তোমাদের এখন সাইলেন্স শেখানো হয়ে থাকে । তোমরা এখন তোমাদের স্বধর্মে স্থির হয়ে যাও আর তোমার প্রকৃত ঘরকে স্মরণ করো । কথা বন্ধ করো, ভ্যান ভ্যান করাও বন্ধ করো । মনে মনে রাম - রাম বলতে থাকে । বাবা বলেন, বাচ্চারা এখন সে সবও ছাড়ো । তোমাকে এখন বাণীর উর্ধ্বে যেতে হবে । এখানে থেকেও টকি এবং মুভির উর্ধ্বে যেতে হবে । এই এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে ক্রিয়ার রয়েছে যে আমাদের মুক্তিধামে যেতে হবে । বাবা মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রদান করেন । প্রথমে আত্মারা সবাই সাইলেন্সে যায়, তারপর প্রত্যেককে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করতে নীচে আসতে হয় । দৈবী দেবতা ধর্মের যারা, তাদের আলাদা ভূমিকা, ইসলামী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আলাদা ভূমিকা । এই সব কথা বাচ্চারা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে । বাবার কাছে এখন এই সকল নলেজ রয়েছে, তাইতো তিনি তোমাদের সেসব শোনাচ্ছেন আর নিজ সম তৈরি করছেন । তারপর তোমরা আবার অন্যদের তোমাদের মতো তৈরি কর । গুণী আর যোগী বানাও । আমার কাছে যে নলেজ আছে, সেটাই আমি তোমাকে দিচ্ছি । আত্মা-ই সেটা গ্রহণ করে । নস্বর ভিত্তিক পুরুষার্থ অনুযায়ী নলেজফুল হয়ে ওঠে । কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ নলেজফুল হয়ে যায় । কেউ কম পুরুষার্থ করে বলে তেমন নলেজফুল হতে পারে না । এইম অবজেক্ট তো এটাই - লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়া । এখন তোমরা নলেজফুল হয়ে থাকো । এখন তোমরা জানতে পার যে আমরা কোথা থেকে আসি । আমাদের কোথায় যেতে হবে ? এই (সৃষ্টি) চক্র কীভাবে পরিক্রমণ করে ? এতেই সব কিছুই চলে আসে । যেমন বীজ থেকে গাছ বের হয়, সেটা অনেক বছর বাঁচে, তারপর সেটা জরাজীর্ণ হয়ে যায় । আমাদের কাছেও একটা গাছ (মনুষ্য সৃষ্টির কল্প বৃক্ষ) ছিল, সেটা একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে বলে কাটতে হল । বটগাছটির মতো (শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের শতাধিক প্রাচীন বটগাছটি) । এখানেও ভ্যারাইটি ধর্মের লোকদের ঝার (বৃক্ষ) দেখানো হয়েছে । পরপর সব আসতে থাকে । প্রথম যে পাতাটি বের হয়, সেটা খুব সুন্দর দেখায়, কেননা তা সতোপ্রধান হয় । তারপর রজ তমো হয়ে যায় । আধা কল্প তোমরা রাজত্ব করে থাক, তারপর ধীরে ধীরে তোমরা নীচে নামতে থাক । অবরোহণ আর উত্তরণ কলা হয়ে থাকে । সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হতে কিছু তো সময় লাগে ।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, "আমিই সঙ্গমে এসে দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করি" । সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী ঘরানা (রাজবংশ) এখনই স্থাপিত হয়, যারা নতুন দুনিয়া অমরলোকে এসে নিজেদের রাজ্য ভোগ করে । একেই বলা হয় সঙ্গমযুগ । আর কেউ নয়, কেবলমাত্র "বাবা-ই" সঙ্গমে আসেন । এই কথাটা কোনো শাস্ত্রেই লেখা নেই যে আমি পুনরায় কখন আসি । এটা কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় । কল্প কল্পে এই পার্ট চলে । পুরো (সৃষ্টি) বৃক্ষ পুরানো হয়ে যায়, তারপর সঙ্গমে তার ফাউন্ডেশন লাগছে । এটা হল পতিত দুনিয়া । সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া । গেয়েও থাকে, আমাদেরকে, পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে এসো । এখন সবাই পবিত্র হচ্ছে । এরপর যখন আসবে (সত্যযুগে) তখন পবিত্রই হবে । কিন্তু সবাই তো একসাথে আসবে না । বাবা কত সুন্দর করে বোঝান । এখন এই প্রিন্সিপাল বসে যখন রয়েছেন, তাহলে এই নলেজ সবাইকে দেওয়া উচিত । তবে তো সবাই জানতে পারবে যে, ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কেমন এবং কীভাবে তা রিপোর্ট হয় ? এটা কারো জানা নেই যে, "গড ইজ ওয়ান" (ঈশ্বর এক) । আর কেউ ক্রিয়েটর হতে পারে না । আর না উপরে কোনো দুনিয়া আছে (লোকে ভাবে স্বর্গ উপরে), না নীচে (পাতালে নরক আছে ভাবে) । এই যে বলা হয় আকাশ আর পাতাল - এ সবই হল আজগুবি কথা । মনে করে নক্ষত্রলোকের

উপরেও বুঝি দুনিয়া আছে । কিন্তু সেখানে কারো কোনো রাজধানী নেই । বাবা এই প্রিন্সিপাল বাচ্চাকেও বোঝান যে, ভালো স্টুডেন্ট যারা, তাদেরকে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝাও । গভর্নমেন্টকেও এপ্রোচ করো। বড় বড় অফিসারদেরকে বোঝাও । কিন্তু খুবই যুক্তির সাহায্যে বোঝাতে হবে যে সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের রাজধানী ছিল । তারা কীভাবে সেই রাজস্ব লাভ করেছিল ? শান্ত্রে তো দেখিয়েছে দেবতা এবং দৈত্যদের লড়াই হয়েছিল, তারপর দেবতারা বিজয় লাভ করে । মহাভারতের একটিই লড়াই হয় । তারপর আর কোনো লড়াই হয়নি । বাবা বলেন - স্কুল গুলিতে গিয়েও এই নলেজ দাও ।যে কোনো ইনভেনশান (আবিষ্কার) যখন হয়, তখন সবার আগে রাজাকে দেখানো হয়, তারপর তার দ্বারাই সব জায়গায় ছড়িয়ে যায় । আল্লা সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান লাভ করে।যার দ্বারাই ২১ জন্মের জন্য চক্রবর্তী রাজা হয়ে যায় । তোমাদের মধ্যেও এমন অনেকে আছে যারা বেশী পড়াশোনা করেনি । বাবা বলেন, সেটাই ভালো ।

অনেক শিক্ষিত মানুষও ছিল, কিন্তু এই পরীক্ষা পাশ করতে পারেনি ।এটা তো সেকেন্ডের ব্যাপার ।সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজস্ব ছিল । ত্রেতায় রাম-সীতার রাজস্ব শুরু হয়, আধা কল্প পরে ভক্তিমার্গ শুরু হয় - তারপরই হোঁচট খেতে শুরু করে । মানুষ বলেও - ও গড ফাদার ! তবে নিশ্চয়ই গডের কাছে থেকে হেভেনের উত্তরাধিকার লাভ হওয়া উচিত । মানুষের মৃত্যু হলে জিজ্ঞাসা করা হয় - কোথায় গেছে ? বলে স্বর্গে গেছে । তারা মনে করে আকাশে স্বর্গ রয়েছে । কতখানি অবুঝ হয়ে গেছে মানুষ । এটা তো হলই কাঁটার জঙ্গল। ভারতই হল ফুলের বাগিচা । এখন তো ফুলে পরিণত হচ্ছে।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান - "কাউকে কখনো দুঃখ দেবে না । দুঃখ দিলে দুঃখী হয়ে মরতে হবে । উঁচু পদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে" । তোমরা জান যে, আমরা বাবার কাছে এসেছি চিরকালের জন্য সুখের উত্তরাধিকার লাভ করতে । তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ। প্রসিদ্ধি আছে যে, ব্রাহ্মণের স্থান সব চেয়ে উঁচুতে । ব্রাহ্মণদের চিহ্ন হল শিখা (টিকি) । আচ্ছা, ব্রাহ্মার পিতা কে? তিনি হলেন নিরাকার শিব। শিববাবা। আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার । এখন শিববাবার চিহ্ন কি রাখা যায়? পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন স্টার, কিন্তু সেটা না জানার কারণে লিঙ্গ দেয় । বিন্দুর পূজা কীভাবে করবে? রুদ্র পূজাও হয়ে থাকে । রুদ্র শিবকে বড় করে বানায় আর শালগ্রাম ছোট ছোট বানায় । বলাও হয় ব্রুকুটির মাঝখানে স্টার রয়েছে ।আল্লার সাক্ষাৎকারও হয় । যেমন আকাশে যখন তারা খসে পড়ে, তখন সারা আকাশ সাদা হয়ে যায়, তেমনি আল্লাও হল বিন্দু ।আল্লা এসে এত বড় শরীরে প্রবেশ করে কত কাজ করে । আল্লা এত ছোট যে যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন শরীর আর কোনো কাজই করতে পারে না ।তখন বলা হয় ।মারা গেছে । একটি শরীর ত্যাগ করে অন্য একটি শরীর ধারণ করে নিজ ভূমিকা পালন করে। এতে কান্নার কোনো দরকারই নেই । কিন্তু যখন ড্রামাকে জানবে তবেই এমনটা বলতে পারবে । এখন তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে আমরা এই পুরানো শরীর ছেড়ে আমাদের নির্বাণধামে যাব । এই নলেজও তোমরা এখানেই পেয়েছ, অতএব বড় বড় স্কুল, কলেজে এসে তাবড় তাবড় ব্যক্তিদের এই নলেজ দাও । তো ভারতে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজস্ব ছিল, যা এখন নেই । পুনরায় আবার হবে ।এটা হল অনাদি ওয়ার্ল্ড ড্রামা এর নলেজ বাচ্চাদের অবশ্যই থাকা উচিত । এই নলেজ থাকলে ভারত স্বর্গ হয়ে যাবে । এখন এই নলেজ না থাকার কারণেই ভারত কাণ্ডাল হয়ে গেছে । আবার এই নলেজের দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে । তাহলে বাচ্চারাও এই নলেজ নিয়ে হেভেনের

উপযুক্ত হয়ে উঠুক না কেন । তোমরাও হও । কাউকেই ছাড়া উচিত নয় । বাবা সার্ভিসের জন্য অনেক প্রকারের যুক্তি বলে দেন । করতে তো বাচ্চাদেরকেই হবে । বাবা তো যাবেন না ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার: -

১) নিজ স্বধর্মে স্থিত হয়ে সাইলেন্সের অভ্যাস করতে হবে, কেননা এখন হল বাণীর উর্ধ্বে নির্বাণধামে যাওয়ার সময় ।

২) তোমরা হলে সুখ দাতার সন্তান । তাই সকলকে সুখ দিতে হবে । সত্যিকারের ফুল হয়ে উঠতে হবে । কাঁটাকে ফুল বানাবার সেবা করতে হবে ।

বরদান : - প্রতিদিনের মুরলীর উপাদানের দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করতে সক্ষম পাশ উইথ অনার (সসন্মানে উত্তীর্ণ) ভব

প্রতিদিনকার মুরলী হল মনকে ব্যস্ত রাখবার উপকরণ, মুরলীর যে কোনো পয়েন্টের উপরে মনন করতে থাকলে, মন ব্যস্তও থাকবে আর ব্যর্থও স্বাভাবিক ভাবেই সমাপ্ত হয়ে যাবে । মনকে মনসা - বাচা এবং কর্মণা সেবায় এতটাই ব্যস্ত করে দাও যাতে ব্যর্থ সংকল্প আসতেই পারবে না । তবেই ফাইনাল পেপারে সসন্মানে উত্তীর্ণ হতে পারবে । যদি ব্যর্থ সংকল্পে চলবার অভ্যাস থাকলে সময়

স্লোগান: - প্ল্যানকে (পরিকল্পনা) প্র্যাকটিকেলে আনবার জন্য বালক এবং মালিক ভাবের ব্যালেন্স রাখ ।

উচ্চ থেকেও উচ্চতম ব্রাহ্মণ কুলের উচ্চ সম্মান রক্ষা করো

আজ বাপদাদা সেই সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের দেখছেন, যাদের বাবার প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা এবং তাঁর সাথে মিলনের শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা আছে। এই সময়েই বাপদাদাকে তাঁর সাথে মিলনের শুদ্ধ ভাবনার প্রত্যক্ষ ফল বাচ্চাদের দিতেই হয়। সমুখ যে মিলন, তা বিশুদ্ধ ভক্তি যে করে, সেও লাভ করতে পারেনা। কিন্তু একবার বাবার পরিচয় পেয়ে গেলে অর্থাৎ জ্ঞানের আধারে বাবা আর বাচ্চাদের সম্বন্ধ জুড়ে গেলে তখন জ্ঞান স্বরূপ বাচ্চাদের অধিকারের আধারে তাদের শুভ ভাবনা, জ্ঞান স্বরূপ ভাবনা, (পিতা ও সন্তানের) সম্বন্ধের আধারে মিলনের ভাবনার ফল সামনাসামনি বাবাকে দিতেই হয়। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের আকুল কামনায় বাপদাদা, বাবার সাথে মিলনের জন্য জ্ঞানবান বাচ্চাদের মাঝে এসেছেন। অনেক ব্রাহ্মণ আত্মারা শক্তিস্বরূপ হয়ে, মহাবীর হয়ে সদা বিজয়ী আত্মা হওয়ায় বা সেইরকম সাহস ধরে রাখতে নিজেদের দুর্বল মনে করে, কিন্তু একটি বিশেষত্বের কারণে তারা বিশেষ আত্মাদের লিস্টে এসে যায়। কোন্ বিশেষত্ব? তাদের বাবাকে খুব ভালো লাগে আর নিজেদের এই শ্রেষ্ঠ জীবনও ভালো লাগে। ব্রাহ্মণ পরিবারের সংগঠনে যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আছে তা মনকে আকৃষ্ট করে। বিশেষত্ব শুধু এই যে, তারা বাবাকে পেয়েছে, পরিবার পেয়েছে, পবিত্রতার গন্তব্যে পৌঁছানোর দিশা পেয়েছে এবং তাদের জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানানোর সহজ সহায় পেয়েছে। এরই ভিত্তিতে মিলনের আকুল আকাঙ্ক্ষায়, ভালোবাসার সহায়তায় তারা চলতেই থাকে। যেমনই হোক, সম্বন্ধ জুড়ে যাওয়ার কারণে সেই সম্বন্ধের ভিত্তিতে তারা তাদের উত্তরাধিকার রূপে স্বর্গের অধিকার লাভ করে; কারণ যে ব্রাহ্মণ সেই দেবতা, এই বিধির প্রমাণ স্বরূপ তারা দেবপদ প্রাপ্তির অধিকার লাভ করে নেয়। সত্যযুগকে বলাই হয়ে থাকে দেবতাদের যুগ। রাজা বা প্রজা যেই হোক, ধর্ম কিন্তু এক, দেবধর্ম। কারণ উঁচু থেকেও উঁচুতম বাবা যখন তোমাদের তাঁর বাচ্চা বানিয়েছেন, তখন প্রত্যেক বাচ্চাই তার জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে স্বর্গের উত্তরাধিকার, দেবতা হওয়ার অধিকার লাভ করে। ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী হওয়া অর্থাৎ স্বর্গের বরসা প্রাপ্তির অধিকারে বিশেষ অবিনাশী স্ট্যাম্প লেগে যাওয়া। সারা বিশ্বে সকলের মধ্যে থেকে কতিপয় মাত্র আত্মা বেরিয়ে আসে, সুতরাং ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী হওয়া সহজ ব্যাপার মনে করোনা। ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হওয়াতেই বিশেষতা এবং এই বিশেষত্বের কারণে তোমরা বিশেষ আত্মার লিস্টে এসে যাও। এই কারণে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হওয়ার অর্থ ব্রাহ্মণ কুলে, ব্রাহ্মণ সংসারে এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের পালকযুক্ত হওয়া। ব্রহ্মাকুমার বা কুমারী হওয়ার পরে যদি তুমি কোনরকম সাধারণ কর্ম বা অতীতের কোনও কর্ম করতে থাকো, তাহলে তুমি শুধু একা তোমারই ক্ষতি করছনা, কারণ তুমি একা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নও বা তাদের থেকে আলাদা নও, তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য। সুতরাং ব্রাহ্মণ পরিবারের বদনাম বৃদ্ধির বোঝা তোমায় বহিতে হবে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এটা কর্তব্য ব্রাহ্মণলোক-এর উঁচু সম্মান রক্ষা করা। তোমরা কত মনোযোগ দিয়ে জাগতিক নিয়ম নীতিকে রক্ষা করো। এমনকি কখনও কখনও লৌকিক রীতিনীতি বা লোকলজ্জা কোটি কোটিপতি হওয়া থেকে বঞ্চিত করে। তুমি নিজেও এটা অনুভব করো আর বলেও থাকো যে, তুমি সত্যিসত্যিই এটা করতে চেয়েছিলে কিন্তু তোমাকে অন্যের প্রতি দায়িত্বও পালন করতে হয়। তুমি এইরকমই বলো, তাই না? সুতরাং তুমি খুব ভালোভাবে জানো যে, দুনিয়া অনেক জন্মের প্রাপ্তি থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে, কিভাবে তোমার হীরেসম বর্তমান জীবনকে কড়িসম ব্যর্থ বানায়, এটা খুব ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও, তবুও সেসবের পরিবর্তে লৌকিক দায়দায়িত্ব

সামলাতে তোমার কত মনোযোগ থাকে, তোমার কত সময় এনার্জি তুমি খরচ করে দিচ্ছ ! তাহলে কি এই ব্রাহ্মণ রীতিনীতি কোনও গুরুত্বপূর্ণ নয় ? তোমার লৌকিক কর্তব্য কর্ম পালন করতে গিয়ে তোমার নিজের ধর্ম অর্থাৎ ধারণা এবং স্মরণের শ্রেষ্ঠ কর্ম; তোমাদের ধর্ম, কর্ম দুইই বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছ ! কখনও কখনও তোমাদের বিশেষ আচরণের আগাম সতর্কতার ধারণা অর্থাৎ মনের ধর্মকে ছেড়ে দাও, কখনও পবিত্র দৃষ্টির ধর্ম ছেড়ে দাও । কখনও শুদ্ধ অন্তের ধর্ম ছেড়ে দাও । তারপর নিজের সমর্থনে তুমি অনেক গল্প তৈরি করো । তারপর তোমরা কি বলো ? না, তোমাদের সেটা করতেই হয় ! সমান্য দুর্বলতা সদাকালের জন্য তোমার ধর্ম-কর্ম ছাড়িয়ে দেয় । এমনকি লৌকিক পরিবারে কেউ তার ধর্ম-কর্ম ছেড়ে দিলে তার সম্পর্কে কি মনে করা হয় ? জানো তোমরা ? এই ধর্ম-কর্ম কোনও সধারণ পরিবারের নয় ! উঁচু থেকেও উঁচু চূড়া এই ব্রাহ্মণ কুল ! সুতরাং কোন্ জগতের বা কোন্ কুলের দায়িত্ব তোমরা পালন করতে যাচ্ছ ? তোমরা আবার কিছু কিছু স্বীকারও করো, আমি এটা করতে চাইনি, কিন্তু কাউকে খুশি করার জন্য করেছি ! এটা কি সম্ভব, যে জ্ঞান বিনা আত্মারা সদা খুশি থাকতে পারে ? কখনো খুশি, কখনো বিপর্যস্ত, এইরকম আত্মাদের কারণে তুমি তোমার ধর্ম-কর্ম পর্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছ ! যারা এই ধর্মের নয়, তারা ব্রাহ্মণ দুনিয়ার নয় । তুমি কতিপয় আত্মাকে খুশি করছ কিন্তু সর্বজ্ঞ বাবার আঙা অমান্য করছ ! তাহলে তুমি কি পেলে আর কি হারালে ? দুনিয়া তো প্রায় শেষ হয়ে গেছে ! চারিদিকে জোরদারভাবে চিতার জন্য জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা হয়ে গেছে । জ্বালানিকার্ত্ত অর্থাৎ প্রস্তুতি ! যতই তুমি ভাবো যে কাঠগুলো সরিয়ে আগুনের প্রস্তুতিই শেষ করে দেবে ততোই কাঠের উঁচু গাদা বেড়ে যায় । যেমন, তোমরা হোলিকা জ্বালাতে গেলে বড়দের সাথে ছোট ছোট বাচ্চারাও কাঠ জড়ো করে । এমনকি তারা তাদের নিজের বাড়ী থেকেও কাঠ নিয়ে আসে কারণ তাদের সেই আগ্রহ থাকে । অতএব, আজকাল ছোট শহরগুলো পর্যন্ত সাগ্রহে সহযোগিতা করছে । সুতরাং, এইরকম দুনিয়ার প্রতি নজর রাখতে গিয়ে নিজের অবিনাশী সেই ব্রাহ্মণ কুলকে ভুলে যাচ্ছ, যারা দেবতায় পরিণত হয় । তোমরা এমনতর বিস্ময়ের কাজ করো ! এই দায়িত্ব তোমরা কি পালন করছ নাকি হারিয়ে ফেলেছ ? সুতরাং ব্রাহ্মণ কুলের রীতিনীতিও তোমার স্মৃতিতে রাখো ।

কিছু কিছু বাচ্চা খুব দক্ষ, তারা পুরানো দুনিয়ার আচরণের সাথে চলতে চায়, আবার ব্রাহ্মণ কুলেও শ্রেষ্ঠ হতে চায় । বাপদাদা বলেন, লৌকিক কুলের দায়দায়িত্ব পালন করো, তারজন্য কোনও নিষেধাঙ্গা নেই কিন্তু ধর্ম-কর্ম ছেড়ে দিয়ে নয় । তবুও, তুমি তোমার লৌকিক পরিবারের কর্তব্যকর্ম নিজের ধর্মকর্ম ছেড়ে দিয়ে যে করছ, সেটা রং । কি দক্ষতা তুমি প্রকাশ করছ ? তুমি ভাবছ, কেউ তো জানতে যাচ্ছেনা যে, বাবা নিজেই বলেন, যে তিনি জানিজননহার (সবজান্তা) নন । নিমিত্ত আত্মারাও বা কি জানে ? সবসময় এইরকমই চলছে আর এইভাবে চলে তুমি মধুবনে পৌঁছেও যাও । সেবাকেন্দ্রেও তুমি নিজেকে লুকিয়ে সেবায় প্রসিদ্ধি লাভ করো । তুমি সামান্য সহযোগ করো আর সেই সহযোগের ভিত্তিতে তুমি নিজের জন্য একটা খুব ভালো সেবাধারীর টাইটেল কিনে নিচ্ছ ! কিন্তু জন্ম জন্মের শ্রেষ্ঠ টাইটেল সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোলকলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ বিকারহীন এই অবিনাশী টাইটেল হারিয়ে ফেলছ । সুতরাং এটা সহযোগিতা দেওয়া নয়, বরং ভিতরে এক বাইরে এক, এই প্রতারণার বোঝা বয়ে নেওয়া । সহযোগী আত্মা হওয়ার পরিবর্তে বোঝা বওয়া আত্মায় পরিণত হয়ে যাও । যতই চাতুরী দ্বারা নিজেকে চালাও, কিন্তু এই চাতুরীর চলা, চলা নয়, চিল্লানোয় পর্যবসিত হয় । এইরকম ভেবোনা যে এই সেবাকেন্দ্র নিমিত্ত আত্মাদের স্থান । তুমি আত্মাদের ভুল বোঝাতে পারো, কিন্তু পরমাত্মার সামনে আত্মার কর্মের একের লক্ষগুণ বেশী হিসেবের খাতায় জমা হয়েই যায় । সেই

খাতা তুমি চালাতে পারবেনা, এই কারণে বাপদাদার এইরকম চাতুরী করা বাচ্চাদের প্রতি করুণা করেন। তবুও একবার 'বাবা' বলে তুমি ডেকেছ যখন বাবাও বাচ্চাদের কল্যাণের জন্য শিক্ষা দিতে থাকেন। সুতরাং এইভাবে চাতুরী কোরোনা। অবিরত ব্রাহ্মণ কুলের দায়িত্ব কর্তব্য পূরণ করতে থাকো।

বাপদাদা কর্ম এবং তার ফলের উর্ধ্বে। এই সময় ব্রহ্মাবাবাও এই স্থিতিতে আছেন। পরে হিসেবনিকেশের গণ্ডিতে আসতেই হবে। কিন্তু এই সময় ইনি বাবার সমান। এইজন্য তুমি যা করবে, যেভাবে করবে তা নিজের জন্যই করবে। বাবা হলেন দাতা। যখন সবকিছু নিজের জন্য করছ, তার ফলও তুমিই পাচ্ছ, তাহলে তোমার কি করা উচিত? সূক্ষ্ম বতন থেকে বাচ্চাদের নানারকম খেলা দেখে বাপদাদা মৃদু মৃদু হাসছেন। আচ্ছা।

এমন ব্রাহ্মণ কুলদীপক, প্রকৃত ভালবাসায় সহযোগী এবং স্নেহশীল, সদাকালের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করে সত্যবাবার প্রকৃত স্নেহে অল্পকালের প্রাপ্তি ত্যাগ করে, এইরকম স্নেহশীল, শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

পার্টীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:

১) কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্য কর্মযোগী হও

প্রত্যেক কর্ম করাকালীন, কর্ম বন্ধন থেকে পৃথক এবং বাবার অনুরাগী আত্মাদের মতো নিজেদের পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার এবং বাবা অনুরাগী অনুভব করো? যারা কর্মযোগী হয়ে সব কর্ম করে, তাদের কোনও কর্ম বন্ধন থাকেনা, তারা সদা বন্ধনমুক্ত-যোগযুক্ত হয়। কর্মযোগী কখনো কারও ভালো বা খারাপ কর্মের প্রভাবে আসেনা। এইরকম হওয়া উচিত নয়, যখন তোমরা কারও ভালো কর্মের কানেকশনে আসছ, তোমরা খুশি হচ্ছ আর যখন কেউ ভালো কর্ম করছেনা সেইরকম কারও কানেকশনে আসছ, তোমরা ক্রোধান্বিত হচ্ছ বা তাদের প্রতি ঘৃণা বা ঈর্ষার উদ্বেক হচ্ছে। এটাও কর্মবন্ধন। কর্মযোগীর সামনে অন্য আত্মারা যেভাবেই আসুক তারা নিজেরা সদা পৃথক হয়েও প্রিয় হবে। তোমরা নলেজ দ্বারা জেনেছ যে, বর্তমানে যে যার পার্ট করছে। যে সবকিছু ঘৃণা করে এমন কাউকে তুমি ঘৃণা করলে সেটাও কর্মবন্ধন। যারা এইরকম কর্ম বন্ধনে আছে তারা কখনো একরস স্থিতিতে থাকতে পারেনা। কখনও কোনো রসে তো কখনও অন্য রসে থাকে, এইজন্য সাক্ষী হয়ে ভালোকে ভালো দেখ এবং ক্ষমাশীল হয়ে ক্ষমার দৃষ্টিতে খারাপকে দেখ, পরিবর্তন করার শুভ ভাবনা থেকে সাক্ষী হয়ে দেখ। তাহলে এটা কিসের উপলব্ধি? কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই জ্ঞান। জ্ঞানী কখনও বন্ধনপাশে আবদ্ধ হবেনা। সদা পৃথক অথচ প্রিয়। এইরকম নয়, কখনও পৃথক ভাবাপন্ন, তো কখনও অন্যের দ্বারা প্রভাবিত। নিরন্তর বিকর্মাজিত হওয়ার লক্ষ্য রাখো। তোমাকে কর্মবন্ধনের বিজয়ী হতে হবে। অনেককাল সময়ের এই অভ্যাসে অনেককালের প্রারম্ভ লাভ করতে সমর্থ হবে। তোমরা এখনও অনেক বিচিত্র অনুভব করবে। সুতরাং সদাসর্বদা পৃথক এবং সদাসর্বদা প্রিয় হও। এটাই বাবা সমান কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত থাকার স্থিতি।

বাপদাদা বড় বোনের বলছেন:

এই গ্রুপকে তুমি কোন্ গ্রুপ বলবে ? প্রথমে, শুরুতে তোমাদের সবার নিজের নিজের নাম ছিলো, এখন তোমার কি নাম হবে ? সদা বাবার সঙ্গী, সদা বাবার রাইট হ্যান্ড । তুমি তো এইরকমই গ্রুপ, তাই না ! বিনা হস্তে বাপদাদাও কিভাবে এত বড় স্থাপনার কাজ করবেন ? সুতরাং, স্থাপন-কার্যে তুমি হলে সেই বিশেষ হস্ত ! রাইট হ্যান্ডদেরই বিশেষ ভূজ থাকে । বাপদাদা সদা আদি রত্নদের রিয়েল গোল্ড বলে অভিহিত করেন । সব আদি রত্ন বিশ্বের স্টেজে বিশেষ পার্ট প্লে করছে । প্রত্যেক বিশেষ আত্মার বিশেষ পার্ট দেখে বাপদাদা পুলকিত । প্রত্যেকের ভ্যারাইটি অভিনেতার ভূমিকা; তারা সবাই তো একরকম হতে পারেনা । কিন্তু এইরকম অবশ্যই হয়, ড্রামা অনুসারে আদি রত্নদের বিশেষ পার্ট । প্রত্যেক রত্নের মধ্যে এক বিশেষ বিশেষত্ব আছে যার আধারে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ এবং সর্বদা এগিয়েই যাবে । সেই বিশেষত্ব কি তা তোমরা নিজেরা যেমন জানো, অন্যেরাও জানে । তাসস্বেও, তোমরাই বিশেষতা সম্পন্ন বিশেষ আত্মা !

বাপদাদা এইরকম আদি রত্নদের লাখ লাখ অভিনন্দন জনান, কারণ আদি থেকে তোমরা সহন করে স্থাপনার কাজকে সাকার রূপে ক্রমবৃদ্ধি ঘটানোর নিমিত্ত হয়েছ । স্থাপনার কার্যে তোমাদের যা সহ্য করতে হয়েছিল, অন্যদের তা করতে হয়নি । তোমাদের সহনশক্তির বীজ এই ফল উত্পাদন করেছে । তাই বাপদাদা আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দেখছেন, তোমরা একেকজন কত সহন করেছে আর কিভাবে তোমরা শক্তি রূপ দেখিয়েছ ! খেলাচ্ছলে তোমরা সবকিছু সহ্য করেছে ! সহনের রূপে কোনকিছু সহন করনি, খেলতে খেলতে সহনের পার্ট প্লে করার নিমিত্ত হয়ে নিজেদের হিরো পার্ট নির্ধারিত করে নিয়েছ । এইজন্য আদি রত্নদের নিমিত্ত হওয়ার এই পার্ট বাপদাদার সামনে থাকে । আর এর ফলস্বরূপ, তোমরা সব আত্মারা সদাকালীন অমর । নিজেদের পার্ট তোমরা বুঝতে পেরেছ তো ? কেউ যতই এগিয়ে যাক, কিন্তু তবুও ...তবুও বলতে হবে, সেই সময়ে । বাপদাদা জানেন, পুরানো বস্তুর মূল্য ! বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা ।

প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ বাম্বাদের কোন্ কর্তব্যে সদা তত্পর থাকা উচিত ?

উত্তরঃ - তোমাদের সমর্থ হতে হবে এবং অন্যকেও সমর্থ বানাতে হবে, এই কাজে অনুষ্করণ তত্পর থাকতে হবে কারণ তোমরা অর্ধকল্প ধরে অনেক সময় নষ্ট করেছে ! এখন সময় হয়েছে শক্তিশালী হওয়া আর অন্যকেও সেইরকম বানানো । সুতরাং, ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ শব্দ, ব্যর্থ কর্ম সমাপ্ত করো; ফুল স্টপ ! পুরানো হিসেবের খাতা বন্ধ । জমা করার বিধি হলো, নিরন্তর সমর্থ থাকা কারণ ব্যর্থ থেকেই তো সময়, শক্তি এবং জ্ঞানের লোকসান হয়ে যায় ।

বরদানঃ- কোনও কার্য করাকালীন সদা হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজমান বৈফিকর বাদশাহ্ ভব

যে সদা বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনে থাকে সে নিশ্চিত বাদশাহ্ হয়ে যায় কারণ এই আসনের বিশেষত্ব হলো, যারা সিংহাসনে বিরাজিত হবে সব বিষয়ে তারা নিশ্চিত থাকবে । যেমন, আজকাল কোনো কোনো জায়গাতেও বিশেষ কিছু নতুনত্ব বা কিছু বিশেষত্ব আছে । হৃদয়-সিংহাসনের বিশেষত্ব হলো সেখানে কোনও চিন্তা আসেই না । হৃদয়-সিংহাসনের এই বরদান প্রাপ্ত হয়েছে । এইজন্য যে কোনও কাজ করাকালীন হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজিত থাকো ।

স্লোগানঃ- নম্বর এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, স্নেহ আর সহযোগের সাথে শক্তি রূপ ধারণ করো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের জাগতিক কোনো সন্ন্যাস নয় কিন্তু বিকর্মের সন্ন্যাস করতে হবে, কোনো বিকর্ম অর্থাৎ পাপ কর্ম করা যাবে না।"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা কোন্ অভ্যাসের দ্বারা ডেড সাইলেন্সের অনুভব করতে পারো ?

উত্তর :- তোমরা অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো। এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউই যেন স্মরণে না আসে। শরীরে যেন তোমরা মৃত। এই অভ্যাসের দ্বারাই আল্লা ডেড সাইলেন্সের অনুভব করতে পারে।

প্রশ্ন :- সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার সহজ বিধি কি ?

উত্তর :- এই নাটকের জ্ঞানকে খুব ভালো রীতিতে বুদ্ধিতে রাখো। প্রতিটা অভিনেতাকে সাক্ষী হয়ে দেখো তাহলেই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে। কখনোই কোনো বিষয়ে ধাক্কা আসবে না।

গীত :- ওম নমঃ শিবায়.....

ওম্ শান্তি। এই গানে যে শব্দ রয়েছে, "শিবায় নম" তা আসলে ভক্তিমাগের বচন। হে শিববাবা, আমরা আপনাকে নমস্কার করছি। কিন্তু ভক্তরা জানে না যে শিববাবা কে, কোনো একজন শিবের ভক্তও শিব কে তাই জানে না। শিববাবা - এই শব্দটি খুবই সাধারণ। তাই নমঃ শিবায় বলা, এও ভক্তির অংশ। এখন তোমাদের কি বলতে হবে? তোমরা কখনোই এই কথা বলবে না যে 'শিবায় নম' বলা। বাস্তবে এই কথা বলারও দরকার হয় না। বাচ্চাদের বলা হয় না যে প্রতি মুহূর্তে বাবাকে স্মরণ করো। এই কথা তো ছোটো ছোটো বাচ্চাদের শেখানো হয় বা অল্ফ অর্থাৎ আল্লা আর বে অর্থাৎ তার বাদশাহী সম্বন্ধে পড়ানো হয়। বাস্তবে এতে বলারও কিছু দরকার হয় না। 'মনমনাভব' এই কথাও বলার প্রয়োজন নেই, এও সংস্কৃত অক্ষর। তোমাদের তো কখনো সংস্কৃতে বোঝানো হয় নি। বাচ্চারা জানে যে আমাদের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। আল্লা স্বয়ংই জানে যে বাবা তাঁর নিজের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন। বাচ্চারা এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তাই এই স্মরণ করা হলো বাচ্চাদের কর্তব্য। এখানে এসে তোমরা যখন বসো তখন বাবার অশরীরী হয়ে বসা উচিত। তাহলে এই জ্ঞানও বুদ্ধিতে বসবে। আমরা আল্লা বাবাকে স্মরণ করি। এই শরীর হলো এক দেহ - যন্ত্র বিশেষ, এর কি মূল্য! বাজনা যতই ভালো হোক না কেন, মানুষ যদি তা ভালোভাবে বাজাতে না জানে তাহলে তা কি কাজের। এমনই মুখ্য হলো আল্লা। আল্লা জানে যে আমি এই দেহ - যন্ত্র পেয়েছি কর্ম করার জন্য। আমরা হলাম কর্মযোগী, কর্ম সন্ন্যাসী নই। সে তো নিয়ম বিরুদ্ধ। এখানে বিকর্মের সন্ন্যাস করা হয়, যাতে কোনো বিকর্ম বা পাপ না হয়। সবথেকে বড় বিকার হলো কাম বিকার। সন্ন্যাসীরা এই বিকারকে পাপ বা শত্রু মানে তাই নাটকের নিয়ম অনুসারে তাদের ধর্মই হলো জঙ্গলে চলে যাওয়া। তারা যে গৃহত্যাগী হয়, তাও এই নাটকেই নিহিত আছে। তাদের এই কাজ করতেই হবে। সন্ন্যাসীদের ধর্মই হলো আলাদা। এই ধর্মকে কেউই ভারতের আদি সনাতন ধর্ম বলবে না। আদি সনাতন হলো দেবী - দেবতা ধর্ম। বাকি সব অগুনতি ধর্ম। সন্ন্যাসীদেরও একটাই ধর্ম, যা মানুষই স্থাপন করে। এই ধর্ম ভগবান স্থাপন করেন না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, যে কোনো ধর্ম এক এক করে মানুষই স্থাপন করে।

তোমরা এমন বলতে পারো না যে পরমপিতা পরমাত্মা খৃষ্টান ধর্ম স্থাপন করেছেন বা সন্ন্যাসীদের নিবৃত্তি মার্গের ধর্মও তিনিই স্থাপন করেছেন। এমন নয়। এই গায়না আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ, দেবতা আর ঋত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। আর অন্য কোনো ধর্ম ভগবান স্থাপন করেন না। নাটকের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকেই নিজেদের ধর্ম স্থাপন করে। এমনও নয় যে ভগবান কাউকে বলেন, অমুকে যাও, গিয়ে ধর্ম স্থাপন করো। এই নাটক সম্পূর্ণ বানানো অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত। প্রত্যেকেই তার নিজের সময় এসে ধর্ম স্থাপন করতে হবে কেননা তারা পবিত্র আত্মা। পবিত্র আত্মা ছাড়া কেউই কখনো ধর্ম স্থাপন করতে পারে না, এই নিয়ম নেই। আত্মা এসে ধর্ম স্থাপন করে আর সে পবিত্রও থাকে। অন্য সব ধর্ম মানুষই স্থাপন করে, এই এক দেবী দেবতা ধর্ম বাবা স্থাপন করেন কেননা তাঁকেই বলা হয় যে, হে পতিত – পাবন, তুমি এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করো। আমাদের বুদ্ধি বলে যে ভারত পবিত্র ছিলো, এখন পতিত হয়েছে, তাই তারা ডাকতে থাকে। পবিত্র দুনিয়ায় তো কেউই ডাকবে না। মানুষ তো জানেই না যে পবিত্র দুনিয়া কখন থাকে। মানুষ ডাকতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ডাকতেই থাকবে। স্মরণ করতেই থাকবে। তারা এই কথা বুঝবে না, যতটা তোমরা বোঝো। এ হলো তোমাদের পড়া, এই পাঠশালা হলো পরমপিতা পরমাত্মার। এই ধরনের প্রশ্নও বোর্ডে লেখো, গীতার ভগবান কে? একদিকে বাবার মহিমা লেখো। তিনি হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য এবং চৈতন্য, আবার তিনিই জ্ঞানের সাগর। তোমরা কৃষ্ণকে পবিত্রতার সাগর বলতে পারো না, কারণ তিনি জন্ম মরণে আসেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা লেখা উচিত সর্বগুণ সম্পন্ন। এই কথা তো মানুষ ভুলেই গেছে, আসলে রাবণ সব ভুলিয়ে দিয়েছে। গীতার ভগবানই হলেন এই সৃষ্টির রচয়িতা, তাঁকেই মানুষ ভুলে গেছে। এক নম্বর ভুল হলো এটাই। গীতার ভগবান সিদ্ধ হয়ে গেলে সর্বব্যাপী কথাটাই শেষ হয়ে যাবে। ভগবান কখনোই এমন বলেন না যে আমি সর্বব্যাপী। বাবা বলেন আমি হলাম পতিত পাবন, আমি কি করে সর্বব্যাপী হতে পারি। এক এক জনের কত পরিশ্রম করতে হয়। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে তোমরা যখন এখানে বসো তখন এক বাবা ছাড়া অন্য কাউকেই স্মরণ করো না। কিন্তু যার অভ্যাস নেই, সারাদিন সেবাতে থাকে, এমন কেউ শিববাবাকে নিরন্তর স্মরণ করবে, এ বড়ই মুশকিল। স্মরণ না করলে ডেড সাইলেন্স আসবেই না। তোমরা অশরীরী হয়ে যাও, এর অর্থ শরীর মৃতবৎ হয়ে যায়। শরীরের মৃত্যু হয়, আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা বলে আমি শরীর ত্যাগ করি। আমি মরি, এই অক্ষর ভুল। আত্মা শরীর ত্যাগ করেছে, এই কথা সঠিক। এটা বোঝার কথা যে আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে অভিনয় করতে থাকে। সবাই তো অভিনেতা। আত্মা অভিনয় করতে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান পেয়েছ। এই নাটকের নিয়ম অনুসারে আত্মাদের অন্য শরীর নিয়ে অভিনয় করতে হবে। এতে আমরা কেন দুঃখ করবো? আমরা তো এই নাটকের অভিনেতা। এই কথা মানুষ ভুলে যায়। এই নাটককে জেনে গেলে আর কখনো দুঃখ হয় না। তোমরা নাটকের আদি – মধ্য আর অন্তকে জেনে বলা -- অমুক আত্মা শরীর ত্যাগ করেছেন, এবার অন্য শরীর ধারণ করবেন। প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের অভিনয় করে যাচ্ছে। যদিও তোমরা জ্ঞান পেয়েছ, তবুও যতক্ষণ পরিপক্ব অবস্থা না হয় ততক্ষণ ধাক্কা এসেই যায়। রাবণ রাজ্যে সবার জর্জরিভূত অবস্থা, তাই না? তাই ঝট করে ধাক্কা এসে যায়। সত্যযুগে কখনোই ধাক্কা আসে না। ওখানে তো মানুষ বসে বসেই প্রাণ ত্যাগ করে। বোঝে যে এখন আমাকে নতুন শরীর নিতে হবে। সাপের মতন খোলস ত্যাগ। এখানে তো মানুষ অনেক কান্নাকাটি করে। কতো দূর থেকে এসে শোক করতে থাকে। সত্যযুগে এমন হয় না। তোমরা এই সঙ্গম যুগেই রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের নিয়ম কানুন জানতে পারো। রাম রাজ্যে থাকাকালীন তোমরা রাবণ রাজ্যকে জানতে পারো না

আবার রাবণ রাজ্যের সময়ও তোমরা রাম রাজ্যকে জানতে পারো না । এই সপ্তমেই তোমরা দুই যুগকে জানতে পারো । বাবা এসেই এই সম্পূর্ণ নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য আমাদের বুঝিয়ে বলেন । এই বোধ আসা উচিত যে বরাবর এই কথাই ঠিক । যতক্ষণ আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম না, ততক্ষণ কিছুই জানতাম না । জ্ঞান ছাড়া মানুষ যেন জংলী । গভর্নমেন্টও বলে মানুষের অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজন । গ্রামের লোকেরা পড়ে না । নিজেদের ক্ষেতের কাজেই লেগে থাকে । তখন বাইরের লোকেরা বলে -- এ তো জংলী । আমাদের তো এখন বাবা বসেই পড়ান । আমরা বাগানের ফুল তৈরী হই । ওরা হলো জঙ্গলের কাঁটা । তোমরা যখন জানতে পেরেছো, তখনই বুমতে পেরেছো । এই দুনিয়ায় উঁচুর থেকে উঁচু গুরুকে মানা হয়, কারণ মানুষ ভাবে যে গুরুই সঙ্গতি করেন । কিন্তু বাবা বুঝিয়েছেন , তারা তো ভক্তিতে যুক্ত করে দেন । ভক্তির সুরে বসলে মানুষ বুমতে থাকে । তোমাদের এই ঝিমানোর দরকার নেই । এখানে তো বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে । বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে বুমতে পারে যে বাবার থেকে আমরা আশীর্বাদী বর্ষা পাই । ছোটো বাচ্চাদের দেহ - যন্ত্রণ্ড ছোটো । তোমরা তো বুমতে পারো যে আমাদের জীবন কিভাবে উঁচু বানাতে হবে । বরাবর এই ভারত হীরে তুল্য ছিল। গীতাতে যদি পরমপিতা পরমাত্মার নাম থাকতো তাহলে সবাই সব বুঝে যেত । পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন সবার সঙ্গতিদাতা । তাঁর শিব জয়ন্তীও এই ভারতেই পালিত হয় । বাস্তবে ভারত হলো সবথেকে বড় তীর্থ । সবার সঙ্গতি করেন যে বাবা, তাঁর জন্মই এই ভারতে হয় । এখন তোমরা জানতে পেরেছো -- বাবা কিভাবে এই ভারত দেশে আসেন । এখন তাহলে কোন্ তীর্থ স্থানকে তোমরা উঁচু মানবে ? অবশ্যই তা ভারতকেই মানতে হবে । শিবের মন্দির তো যেখানে সেখানেই আছে । সব ধর্মের লোকেরা যেখানেই শিবের মন্দির দেখবে, সেখানেই শিবের গলায় মালা পড়াবে । যদি তারা জানতে পারে যে শিব বাবাই আমাদের সকলের সঙ্গতি করান , তাহলে এই বিভ্রান্তি বন্ধ হয়ে যাবে । ভারতকেই অবিনাশী সত্য খণ্ড বলা হয় । ভারতের কখনো বিনাশ হয় না । এও তোমরাই জানো । ভারতে যখন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিল, তখন অন্য ধর্ম বা খণ্ড ছিল না ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা এখন এখানে পরিবার সহিত বসে আছেন । এ হলো ঈশ্বরীয় পরিবার আর ওটা হলো আসুরী পরিবার । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে যারা খুব ভালোভাবে বুমতে পারে । তারা শুদ্ধ অহংকারে থাকে । আর দেহ অভিমান হলো অশুদ্ধ অহংকার । দেবতাদের চেহারা কত হর্ষিত ভাব থাকে । তোমাদের এই শুদ্ধ অহংকার হলো গুপ্ত । আত্মাদের অনেক খুশী হয় । আহা ! কল্প পরে আবার বাবাকে পেয়েছি । তিনি আমাদের রাজ্য ভাগ্যের উপযুক্ত তৈরী করছেন । খুব খুশীতে থাকা উচিত । তোমাদের বিরোধিতায় অনেকে আছে । তোমাদের প্রথম কথা হলো - ঈশ্বর সর্বব্যাপী নয় আর দ্বিতীয় - গীতার ভগবান কৃষ্ণ নন । এ হলো মুখ্য দুটি ভুল , তাই বাবা বলেন , প্রথমেই জিজ্ঞেস করো, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ? আর এও জিজ্ঞেস করো যে গীতার ভগবান কে ? এই ধাঁধাঁকে বিচার করো । এর সুরাহা করতে পারলে এক সেকেন্ডেই জীবন মুক্তি পেতে পারবে । জনকের মত এক সেকেন্ডেই জীবন মুক্তি । এই কথা তো ভারতে বিখ্যাত । তিনি বলেছিলেন, কে আছে যে আমাকে সেকেন্ডেই ব্রহ্ম জ্ঞান দিতে পারে । এ হলো ব্রহ্মার জ্ঞান । যা ব্রাহ্মণ - ব্রহ্মনীর দ্বারা দিয়ে থাকেন । তাদের আবার এই জ্ঞান দেন জ্ঞানের সাগর শিব বাবা । এই কথা তো তারা বুমত না তাই ব্রহ্ম জ্ঞান বলে দিয়েছে । ব্রহ্মা ভোজনকে ব্রহ্ম ভোজন বলে দেয় । ব্রহ্ম হলো তত্ত্ব । আর ব্রহ্মা হলেন বাবা । তাঁর বাবা হলেন শিব । এইকথা মানুষ একদমই জানে না । শুরুতে তোমাদের এই কথা বোঝানো হতো না । আগে তোমরা ছোটো ছিলে,

এখন সাবালক হয়েছে। বাবা বলেন, আমি আজ তোমাদের এই গোপন কথা বুঝিয়ে বলছি। এই কথা খুবই সহজ -- 'মনমনাভব।' যেমন বীজ আর ঝাড়ের বিস্তার কতো লম্বা। আমি বোঝাতেই থাকি। এখন আমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছি। রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য আর অন্ত সম্বন্ধে জেনে গেছি। এই সময় তোমরা ছাড়া আর কেউই এই সৃষ্টির আদি - মধ্য আর অন্ত সম্বন্ধে জানে না। আমরাও আগে জানতাম না। এখন তোমরা বুঝতে পারো, যখন থেকে অতি ভক্তি শুরু হয়েছে, আমাদের উত্তরতি কলা বা অবতরণের কলা শুরু হয়েছে। চড়তি কলা বা উত্তরণের কলা হলে সবার মঙ্গল হয়। উত্তরতি বা অবতরণের কলায় কারোর মঙ্গল হয় কি? এই সবই হলো বোঝার কথা। এও এই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে। এ খুবই ভালো বিষয়। গীতার ভগবান কে? এই রহস্যের সমাধান করতে পারলেই তোমরা বাবার আশীর্বাদী বর্ষা পেয়ে এই বিশ্বের মালিক হতে পারো। মানুষ নিরাকারকেই এই বিশ্বের মালিক মনে করে। কিন্তু এই সৃষ্টিকেই বিশ্ব বলা হয়। বাবা তো এই বিশ্বের মালিক হন না।

বাবা বলেন আমি হলাম নিষ্কাম সেবাধারী। তোমরা হলে আমার অতি প্রিয় বাচ্চা। আমি হলাম তোমাদের অনুগত সেবক। তোমরা আমাকে ডাকো, হে পতিত - পাবন, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও। হাজির সরকার, আমি এসেছি। বাবা হলেন বাচ্চাদের সেবক। তবুও কেউ কেউ কুপুত্রও হয়ে যায়। এই গায়ন আছে যে, বাবা নিরাকারী এবং নিরহংকারী। উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান আর তাঁর এই রথ। কোনো কোনো বাচ্চা আবার বলে - আমি শিব বাবার রথের জন্য কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি। রথের আদর বা যন্ত্র তো আমরা করতেই পারি। শিববাবা তো নিজে থান না। তাহলে কার যন্ত্র করবো! ইনি তো একই পোশাক পরে আসছেন। এনার কোনো অহংকার নেই, কোনো পরিবর্তন নেই। একে দেখে মানুষ মনে করে - ইনি তো জহরি ছিলেন তাহলে কেমন করে প্রজাপিতা হতে পারেন। আরে, এতে দ্বিধার কি এমন কথা, তোমরা এসে বোঝো। আমরা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা তাঁর বংশাবলী হয়েছে। আমরাই এই বিশ্বের মালিক হওয়ার অধিকারী। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অশুদ্ধতাকে ছেড়ে শুদ্ধ অহংকারে থাকতে হবে। এই চেহারা দেবতাদের মতো সর্বদা হর্ষিত রাখার জন্য অপার খুশীতে থাকতে হবে।

২) বাপদাদার মতন নিরহংকারী হতে হবে। সেবাধারী হয়ে তার প্রমাণ দিতে হবে। কখনোই কুপুত্র হয়ো না।

বরদান : - একের স্মরণে মনকে একাগ্র করে মনমনাভব হয়ে সদা প্রস্তুত এবং সম্পূর্ণ হও।

সর্বদা এই কথা স্মৃতিতে রাখো যে প্রতি সময় সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতি এলেও যেন আমরা সদা প্রস্তুত থাকতে পারি। কালও যদি বিনাশ উপস্থিত হয়, আমরা যেন তৈরী থাকতে পারি। সদা প্রস্তুত অর্থাৎ সম্পূর্ণ। এই সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য এক বাবা

দ্বিতীয় আর কেউ নয় - এই প্রস্তুতির প্রয়োজন । মন যদি একের প্রতি মনমনাভব হয় তাহলেই সদা প্রস্তুত হতে পারবে । সদা প্রস্তুত হয়ে যদি সেবা করতে পারো তাহলে সেবাতেও সহযোগ পাবে আর সঙ্গে সফলতাও প্রাপ্ত করতে পারবে ।

স্লোগান :- বাবার হাজার গুণ সাহায্যের পাত্র হতে চাইলে হিন্মতের কদম বাড়াও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা হলে রুহানী সেনা। তোমরা ছাড়া রাবণের থেকে এই দুনিয়াকে কেউ রক্ষা করতে পারবেনা। এই শুদ্ধ নেশা বজায় রেখো।"

প্রশ্নঃ - বাপদাদা কোন্ বাচ্চাদের উদার হৃদয়ের মহিমা করেন ?

উত্তরঃ - বাবা বলেন, উদার হৃদয় সেই বাঙ্কেলীদের অর্থাৎ গার্হস্থ্য বন্ধনে আবদ্ধ বাচ্চাদের, যারা প্রহৃত হয়েও শিববাবাকে স্মরণ করে। মার খেতে খেতে তারা আরও নষ্টমোহা হতে থাকে, যার কারণে তাদের পদ আরও উঁচু হয়ে যায়। বাবা এমন বাচ্চাদের সহিষ্ণুতা(ধৈর্য্য) দেন, বাচ্চারা তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই দেহ তোমাদের নয়। তোমরা বাবার হয়েছ, তোমাদের স্থিতি অবিরত তেজোপূর্ণ হবে। সচ্চি দিল পর সাহেব রাজী অর্থাৎ প্রভু সরল হৃদয়ের প্রতি খুশি থাকেন।

গীতঃ- তোমায় পেয়ে প্রভু, পেয়েছি সারা বিশ্ব, আকাশ-পৃথিবী হয়েছে সবই মোদের

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা সামনে বসে আছে। তোমরা জানো যে, তোমরা এক একজন সেনা। কার সেনা ? ঈশ্বরের। তোমরা কি করছ ? তোমরা রাবণের উপর বিজয় লাভ করছ। এর অর্থ সারা সৃষ্টিকে রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করে নিজেদের রাজ্য স্থাপনা করছ। দেখ, তোমরা কেমন সাধারণভাবে "বসে আছ ! তোমরা তোমাদের হাত-পা ব্যবহার করছ না তবুও তোমরা কত শক্তিশালী সেনা ! তোমরা ঈশ্বরের সহায়। ঈশ্বরও গুপ্ত, তোমরাও গুপ্ত। তাঁকে শাহেনশাহও বলা হয়। তোমরা এতই বলশালী এবং গুপ্তভাবে থাকো যে, তোমরা বিকারকে জয় করে সমগ্র বিশ্বকে জিতে নাও। তোমরা সেটা ফীল করো, সেই সেনার মতো তোমরাও রুহানী সেনা। তোমরা বুঝতে পারো যে, ভারতের সব কিছু তোমাদের অর্থাৎ সেনাদের উপরে নির্ভর করে। আমাদের সেনারা না থাকলে অন্যেরা জিতে নিত। সেই সেনাদের মধ্যে কখনও কখনও রাজাদের সরিয়ে মিলিটারি শাসন জারি হয়। মিলিটারি ভাবে, তারা ছাড়া অন্য কেউ তাদের দেশকে রক্ষা করতে পারেনা। তোমাদেরও শুদ্ধ অহংকার আছে, ঈশ্বরীয় সেনা ছাড়া রাবণের থেকে আর কেউ রক্ষা করতে পারেনা। মিলিটারিদের দেখ আর তোমাদের নিজেদেরও দেখ। তোমরা যেমন, তেমনই। তোমাদের কাছে ড্রেস বা অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি নেই। সেই সমস্ত লোকেরা কত ড্রেস পরে। যেমন সঙ সাজানো হয়, তেমন তারাও মুখোশ পরে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে। হোলিতেও তারা সঙ সাজায়। তারা রামের সেনাও দেখায়, আর তাদের বাঁদরের মুখ দিয়ে দেয়। তারা শুধুই পুতুল খেলা করে। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছ যে পাঁচ বিকাররূপী রাবণের জেল থেকে তোমরা নিস্তার পেয়ে যাচ্ছ। এক তো হলো রাবণের জেল। যারা রাবণের মতে চলে তাদেরও জেল। ভক্তির শেকল, গুরুর শেকল তদুপরি স্বামীর শেকল। রাবণের মতে চলে তোমরা কত অসুখী হয়েছ। তোমরা অনেক ডেকেছ, রাবণ আমাদের অনেকভাবে বিভ্রান্ত করছে। তোমরা জানো যে, তোমরা যত যোগে থাকবে ততই তোমরা আত্মারা দুঃখ থেকে রেহাই পেতে থাকো। অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে, অনেক মার খেয়েছে। দুর্বল অবলারা ডাকে, এখন আমরা কি করবো ? বাবা তাদের ধৈর্য্য দেন। এতো তোমাদের বোঝানো হয়েছে, তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই দেহ তোমাদের নয়। তোমরা মৃত। তোমরা এখন বাবার হয়েছ, সুতরাং, অন্য কোনও উপায়ই নেই। আমরা শিববাবার। প্রকৃত বাচ্চাদের স্থিতি অনেক মজবুত হয়।

এটুকুও বিকারের দিকে তাদের ভাবনা যায়না । যদি এমন বাচ্চাদের উপর কেউ যদি জবরদস্তি জুলুম করে, তাতে বাচ্চারা পাপের ভাগী হয়না । তারা ডাকে, বাবা, আমি তোমার হয়েছি, এই দেহ একটা শব মাত্র । এমন নিশ্চয় বুদ্ধি যাদের তারাও উঁচু পদ লাভ করে, যদি হৃদয় সততাপরায়ণ হয় । এমন সরল হৃদয়ের প্রতি সাহেব রাজী অর্থাৎ প্রভু, আমাদের সকলের মালিক খুশি থাকেন । যারা মার খায় তাদের মতো এখানের বচ্চিরা তেমনভাবে বাবাকে স্মরণ করেনা । তাদের বন্ধনের ডাক বাবার কাছে পৌঁছে যায় ! বাবা, এই বন্ধন থেকে মুক্ত করো । যারা বন্ধন-মুক্ত হয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছে তারাও বাবাকে এত স্মরণ করেনা, যত বান্ধেলীরা করে । শিববাবার স্মরণেই তোমার তরী পার হয়ে যায় । কেউ কেউ বলে, বাবা, আমাদের মুরলি পর্যন্ত পড়তে দেয়না । ওহ্ ! তোমরা শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো । মুরলিতে এটাই রোজ বোঝানো হয় । মূল কথা হলো স্মরণের চার্ট রাখো । বাবাকে আমি কতক্ষণ স্মরণ করছি ? অনেকেই এই পরিশ্রম করতে পারেনা ; তারা বারবার বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায় । যাই হোক বান্ধেলী বাচ্চিরা মার খেতে খেতে আরও বেশী স্মরণ করে । এটা মহৎ হৃদয় অবলাদের মহত্ব, যারা মার খেতে খেতেও বাবাকে স্মরণ করে । বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের আল্লা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো । তারা যত তোমাদের মারবে তোমরা মোহজিত হতে থাকবে । প্রহারও তোমাদের উঁচু পদ লাভ করায় সমর্থ বানিয়ে দেবে । বাবারও এমন বাচ্চিরাই স্মরণে আসে । হ্যাঁ, কিছু ভালো মহারথীও আছে যারা অনেকের সার্ভিস করে, যোগী বানায় । যোগের মহিমা অনেক । সকলের প্রতি তোমাদের ক্ষমাশীল হতে হবে । তোমরা বাচ্চারা গীতা রেফার করো, তাদের বুদ্ধিতে শুধু এটাই আছে কৃষ্ণ ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছেন । তোমরা বলো, পরমপিতা পরমাত্মা রাজযোগ শিখিয়েছেন । এটা তাদের কাছে প্রমাণ করার জন্য তাদের জিজ্ঞাসা করো, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের সম্বন্ধ কি ? তোমরা তো তাঁকে পিতা বলো, তাই না ! এটা পিতারই নির্দেশ, আমার সাথে যোগ লাগাও, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । কোনও মানুষের সাথে যোগ লাগিও না । কোন মানুষ যদি তোমাদের শেখায় তাতে কোনও লাভ হবেনা । গীতাতেও দেহধারীর নাম রেখে দিয়েছে । আমরা বলি, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের যোগ শেখান । তোমরা কারও নিন্দা করোনা । তোমরা বাবার মহিমা করছ । যাই হোক, যারা বোঝাবে তাদের দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হতে হবে, কারণ সেখানে অনেক বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত আসেন । সন্ন্যাসীদেরও সেনা আছে । তাদের সবার হেড-রা আসে । বাচ্চারা, তোমাদের এমনই দক্ষ হওয়া উচিত যে তোমরা অল্প কথা বললেও তাদের তির লেগে যায় । বেশী কিছু বলার দরকারই নেই । কারণ তাদের মধ্যে অনেক ক্রোধ আছে । তাদের সেনাও অনেক বড় । কোথাও থেকে নিমন্ত্রণ এলে তোমরা যেতে পারো । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে তোমাদের মধ্যে কে কে ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে । তোমাদের তো শুধু এক অল্ক শব্দের অর্থই বোঝাতে হবে । মাত্র দুটো জিনিস । বাবা, অল্ক বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে । এই কথা একমাত্র ঈশ্বর, যিনি অল্ক, রচয়িতা তিনিই বলতে পারেন । তিনি হেভেনলি গড ফাদার । তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবেনা । কৃষ্ণ এখন কোথায় ? তিনি এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিয়েছেন । এক নিরাকার তো অবিনাশী । সমস্ত ব্যাখ্যা এই কথা সম্বন্ধেই দেওয়া হয় । তারা অনেক বড় ভুল করে দিয়েছে । ভগবানুবাচঃআমি তোমাদের বিশ্বের উত্তরাধিকার দিই । কৃষ্ণ কিভাবে সবাইকে উত্তরাধিকার দেবেন ! কৃষ্ণ তো ভারতের, তাই না ! কিন্তু বরসা সমগ্র দুনিয়ার, যে দুনিয়া এখন পতিত । সবার পতিত-পাবন একই, তিনি নিরাকার । তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা আছে । ভক্তির পার্টেরও নলেজ আছে । একদম প্রথমে শিবের পূজা হতো, সোমনাথের মন্দির বানানো হয়েছিলো । এতবড় সোমনাথের

মন্দির কে বানিয়েছিল ? এটা করার শক্তি কারও নেই । নিশ্চয়ই সেই সময় এত বিত্তবান ছিল যারা এমন মন্দির বানিয়েছে । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এই বোধ আছে যে, প্রকৃতই তোমরা সম্পদশালী ছিলে । এত বড় সোমনাথের মন্দির তৈরি হয়েছে, নিশ্চয়ই এটা কোনো মহারাজা বানিয়েছেন ! দেবী-দেবতা নিজেরাই পূজ্য ছিলেন, পরে তাঁরাই পূজারী হয়েছেন । তারপর সেই পূজার জন্যই তাঁরা আবার একবার মন্দির বানাবেন । এইরকম নয় যে একটা সোমনাথ মন্দির তৈরি হয়েছিলো । একজন বানাতে শুরু করেছিলো তারপর অন্যান্যরাও সেইরকম বানিয়েছিল । অনেক মন্দির লুটও হয়ে গেছে । মাত্র একটা মন্দির থেকেই এত জিনিস বেরিয়েছে যে উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে গেছে । তারা যখন চড়াও হয় তাদের চেষ্টা থাকে ক্যাপিটল (মূলধন) জোর করে হস্তগত করার । তাহলেই তারা বিজয়ী হয়ে গেল । এটা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, দিল্লি প্রকৃতই পরিস্থান ছিলো । ধর্মরাজ এটা স্থাপন করেছিলেন । দিল্লি আবারও পরিস্থান হবে । তারজন্যে আমরা রাজযোগ শিখছি । তোমরা এখন, যখন এই সমস্ত বিষয়গুলো শুনছ, তোমাদের বুদ্ধিতে নেশা লেগে যায় ; তোমরা বুঝতে পারো, আমাদের রাজ্য স্থাপন হচ্ছে । আমাদের নাম মহিমান্বিত হয় । বলাও হয়ে থাকে, গুপ্ত সেনা, নন্-ভায়োলেন্স । এত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ কেউ বুঝতে পারেনা । না তোমরা স্থূল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করো আর নাই তোমরা কাম-কাটারি চালাও ! তোমরাই নন্-ভায়োলেন্ট শক্তি সেনা, যারা যোগবলের দ্বারা রাজ্য লাভ করেছে । বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য শ্রীমৎ অনুসরণে আমরা এক এবং একমাত্র বাবাকে স্মরণ করি । তোমরা জানো যে এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে ; আবার নতুন করে শুরু হবে । এই নাটক অবিনাশী; যা কখনও বিনাশ হয়না । যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, যখন নতুন দুনিয়া বিদ্যমান হবে তখন পুরানো দুনিয়ার সমাপ্তি হয় । চক্র ঘুরতেই থাকে । এই ড্রামা অনাদি । ঠিক যেমন তারা ভগবানের জন্য বলে যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, একইভাবে, তারা বলে ড্রামা নিরন্তর ঘুরে যাচ্ছে । এই ড্রামার অ্যাক্টররা সর্বদা বিদ্যমান । তোমরা জানো যে, নিরাকার দুনিয়া এবং সাকার দুনিয়াও সর্বদা বিদ্যমান । তারপর চক্র সত্য, ত্রেতাযুগ হয়ে রিপিট হয় । এটা অবিনাশী ড্রামা । শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ড্রামায় আমাদের পার্ট আছে । ছোট ড্রামা যেগুলো, পুরানো হয়ে যায় । এটা কখনও পুরানো হয়না । অবিনাশী ড্রামা কি কখনও পুরানো হয় ? না, তবে আমরা আমাদের পার্ট অবিরত অভিনয় করছি এটা নতুন থেকে পুরানো হয় আবার পুরানো থেকে নতুন হয় । তোমরা জানো যে, তোমরা প্রকৃত রাজা রাণী ছিলে । এখন তোমরা নিঃস্ব হয়ে গেছ । এরপর আমরা কপর্দকশূন্য থেকে রাজা হবে । পপার অর্থ ফকির । বাবা এসে সবাইকে রাস্তা দেখান । তোমাদের অনেক নেশা থাকা উচিত । এই নতুন নলেজ তোমরা লাভ করছ আর মাত্র একবারই এটা তোমরা লাভ করো । তোমরা বুঝতে পারছ তো যে, ডাইরেকশন অনুযায়ী এই সৃষ্টিতে তোমরা তোমাদের বাদশাহী স্থাপন করছ ! বাবা বলেন, আমাকে এবং তোমাদের বাদশাহী স্মরণ করো । যাই হোক, হঠাত্ আক্রমণ, প্রহার সেসব থাকবে । এই অপমান বা শারীরিক যাতনাও কর্মভোগ । পুরুষ স্ত্রীকে মারে, এইরকম কেউ মারতে পারে কি ? হয়তো তুমিও তাকে মেরে থাকবে । সেই হিসেবনিকেশ চুকে যাচ্ছে । এসবই কর্মের হিসেবনিকেশ । তোমরা এখন শ্রীমৎ অনুসরণ করে শ্রেষ্ঠ কর্ম করছ । এখন অবশ্যই আর কোনও পাপাচার কোরোনা । সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম হলো বাবার পরিচয় দেওয়া । তোমরা বাবার নির্দেশ পেয়েছ, সদাসর্বদা এক আমাকে স্মরণ করো । বাবাকে সবাই ভুলে গেছে । তারা শিবের পূজা করতেই থাকে, কিন্তু জানেনা কিছুই । তারা অমরনাথেও বড় লিঙ্গ বানিয়ে রেখেছে । বাবার রূপ কি এত বড় ? কিছুই জানা নেই । এখন তোমরা বাচ্চারা এইসব কথা যথার্থভাবে বুঝে গেছ । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) শ্রীমৎ অনুসারে সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে। কোনও ভ্রষ্ট কর্ম যেন না হয়, তার খেয়াল রাখতে হবে। অনেককে যোগী বানাবার সেবা করতে হবে।

২) হৃদয়ে সততা রাখতে হবে, শরীর তো একটা শবের মতো মাত্র। দেহের অযথা গর্ব ত্যাগ করতে হবে। সম্পূর্ণ নষ্টমোহা হতে হবে।

বরদানঃ- স্মরণ আর সেবা দ্বারা নিজের ভাগ্যরেখা শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ বানিয়ে ভাগ্যবান ভব

ব্রাহ্মণদের জন্ম-পত্রে তিনকাল ভালোর থেকেও ভালো। যা হয়েছে তাও ভালো, আর যা হচ্ছে তা আরও ভালো এবং যা হবে তা খুব খুব ভালো। সবার মস্তকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা আঁকা হয়ে আছে, শুধু স্মরণ আর সেবায় বিজি থাকো। এই দুটোই এত ন্যাচারাল হোক শরীরে যেমন শ্বাস ন্যাচারাল। ভাগ্যবিধাতা বাবা স্মরণ আর সেবার এই বিধি এমনভাবে দিয়েছেন যা থেকে যে যত পারে ততটা ভাগ্য বানাতে পারে।

স্লোগানঃ- সন্তুষ্টির সীটে বসে পরিস্থিতিকে খেলা হিসেবে দেখা সন্তুষ্টিমণি হওয়া।

মিষ্টি বাচ্চারা -- সদা-ই খুশীতে থাকো আনন্দে থাকো তাহলেই স্বর্গের বাদশাহীর নেশা কখনও ভুলতে পারবেনা ।

প্রশ্ন:- বাবা কোন্ ওয়ান্ডারফুল স্যাপলিঙ বা কলম রোপণ করেন ?

উত্তর:- পতিত মানুষদের পবিত্র দেবতা রূপে পরিণত করা --- এই ওয়ান্ডারফুল স্যাপলিঙ বাবা-ই রোপণ করেন, যে ধর্মটি প্রায় লুপ্ত হয়েছে সেই ধর্মের স্থাপনা করা, এইটি হল ওয়ান্ডার ।

প্রশ্ন :- বাবার চরিত্রটি কি ?

উত্তর :- চাতুরী করে বাচ্চাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য করা --- এই হল বাবার চরিত্র । বাকি কৃষ্ণের কোনো চরিত্র নেই । তিনি হলেন শিশু ।

গান :- রাতের পথিক ক্লান্ত হোয়োনা ।

ওমশান্তি! মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এই গান কোনোভাবেই এইখানে রচিত নয়। গান যখন শোনো তখন বুঝতে পারো যে সঠিক রূপে বাবা আমাদের হাত ধরে নিয়ে যান। যেমন বাচ্চারা ছোট হলে বুঝতে পারে হাত না ধরলে পড়ে যেতে পারে। এখন তোমরা জানো যে এ হল ঘোর অন্ধকার । প্রতিটি পদক্ষেপে পদ-স্বলন (হোঁচট খাওয়া) হয়। বুদ্ধিতে রয়েছে যে একমাত্র বাবা-ই আছেন যিনি স্বর্গের , সত্য-খন্ডের স্থাপনা করেন। উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন সত্য বাবা , ওঁনার-ই মহিমা গায়ন করা হয় অন্যদের নিশ্চয়-বুদ্ধি করতে। বাবা-ই হলেন স্বর্গ স্থাপনকারী অথবা হেভেনলী গডফাদার । তিনিই বাচ্চাদের এসে পড়ান। হেভেনলী গডফাদার অর্থাৎ স্বর্গের রচয়িতা । বরাবর স্বর্গ স্থাপনা করেন আর সেই স্বর্গের মালিক হলেন শ্রীকৃষ্ণ । উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা আর ইনি হলেন স্বর্গের রাজকুমার । রচয়িতা তো হলেন একমাত্র বাবা। স্বর্গের রাজকুমার হতে হবে। শুধুমাত্র একজন তো হবেনা । ৮ টি বংশধর গণনা করা হয়। এই নিশ্চয়- টিও রয়েছে বাবার কাছে বর্সা বা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । আমরা সেই বাবার কাছে কল্প-কল্প বর্সা প্রাপ্ত করি। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করি। অর্ধকল্প হল সুখ, অর্ধকল্প হল দুঃখ । অর্ধকল্প হল রামরাজ্য , অর্ধকল্প হল রাবণরাজ্য । এখন আমরা পুনরায় শ্রীমত অনুসারে কর্তব্য করে স্বর্গের মালিক হই। এটি ভুলবার কথাই নয়। অন্তরে খুশীর অনুভব হওয়া উচিত । আত্মা অন্তরে খুশী অনুভব ক'রে । আত্মার অন্তরের সুখ বা দুঃখের অনুভূতি চেহারায় দেখা যায়। দেবতাদের মুখশ্রী কতখানি হর্ষিত-মুখ থাকে। জানে যে তাঁরা ছিলেন স্বর্গের মালিক । বোঝানোর জন্যে বাবা বোর্ড ইত্যাদি তৈরী করছেন। হেভেনলী গডফাদারের মহিমা হল-ই আলাদা এবং হেভেনলী প্রিন্সের মহিমা হল আলাদা । উনি রচয়িতা, ইনি রচনা। তোমাদের বোঝাতে বাবা যুক্তি সহকারে লেখেন যাতে মানুষ বুদ্ধি দ্বারা ভালোভাবে বুঝতে পারে। যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় তিনিই হলেন পতিত-পাবন । তিনি হলেন বেহদের রচয়িতা । নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা-ই করবেন। সত্যযুগ ত্রেতাকে মানুষ স্বর্গ ব'লে । স্বর্গ এবং নরক অর্ধেক অর্ধেক হয়ে যায়। সৃষ্টিও বরাবর অর্ধেক রয়েছে নতুন এবং পুরানো সৃষ্টি রূপে। ঐ জড় বৃক্ষের আয়ু ফিক্স নয় কিন্তু এই বৃক্ষের আয়ু একেবারে ফিক্স

আছে। এই মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষের আয়ু হল সম্পূর্ণ অ্যাকুরেট । এমন আর কোনো কিছুই হয়না । এক সেকেন্ডের তফাত সম্ভব নয়। এ হল ভ্যারাইটি বা বৈচিত্রপূর্ণ বৃক্ষ । অ্যাকুরেট ভাবে রচিত ড্রামা । এই খেলাটি চার ভাগে বিভক্ত । জগন্নাথ পুরীতে চালের হাঁড়ি রাখা হয় রন্ধনে। তাতে চারটি ভাগ হয়ে যায়। এই সৃষ্টিও চার ভাগে বিভক্ত । যাতে এক সেকেন্ডের কম বেশী হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা জানো বাবা ৫ হাজার বছর পূর্বেও বুঝিয়েছেন । হুবহু একইভাবে বোঝাচ্ছেন । নিশ্চয় রয়েছে যে ৫ হাজার বছর পূর্ণ হতেই পুনরায় হেভেনলী গডফাদার স্বর্গের রচয়িতা আমাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করতে যোগ্য করে তুলছেন। বাবা যোগ্য করেন, রাবণ অযোগ্য করে দেয়, ফলে ভারত কড়িতুল্য হয়ে যায়। বাবা এমন যোগ্য করেন যে ভারত হীরেতুল্য হয়ে যায়। পদ মর্যাদা ক্রমানুসারে তো হয়েই থাকে। প্রত্যেকের নিজ কর্ম-বন্ধনের হিসেব-নিকেস তো আছে। কেউ জিজ্ঞাসা ক'রে বাবা আমরা কি উত্তরাধিকারী হব নাকি প্রজা ? বাবা বলেন নিজের কর্ম-বন্ধন দেখো । কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বাবা-ই বুঝিয়ে দেন। বাবা সর্বদা-ই বলেন প্রত্যেকে নিজের জন্য আলাদা উপদেশ জিজ্ঞাসা করো। বাবা বলে দেবেন তোমাদের হিসেব-নিকেস কিরকম, তোমাদের কেমন পদ প্রাপ্তি হবে। সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । একমাত্র বাবা-ই রাজধানী স্থাপন করেন। বাকিরা সবাই নিজ ধর্মের স্থাপনা করেন। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল কিনা । সেটি হল তাঁদের প্রালঙ্ক, তাও আবার ক্রমানুসারে । তাঁরা প্রালঙ্ক প্রাপ্ত করেছেন কিভাবে ? এখন তোমরা দেখছ তাইনা । বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প কল্পের সঙ্গমে পৃথিবীতে আসি। অনেক এমন কল্পের সঙ্গম পার হয়েছে, পার হতেই থাকবে। তার কোনো শেষ নেই। বুদ্ধিতেও রয়েছে পতিত-পাবন বাবা আসবেন সঙ্গমে, যখন পতিত রাজ্যের বিনাশ করিয়ে পবিত্র রাজ্যের স্থাপনা করতে হবে। এই সঙ্গমেরই মাহাত্ম্য রয়েছে । সত্য ত্রেতার সঙ্গমে কিছুই হয়না। সেইসময় তো শুধুমাত্র রাজত্ব স্থানান্তরণ হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব পরিবর্তিত হয়ে রাম-সীতার রাজত্ব আরম্ভ হয়। এইখানে তো কত হাস্যামা হয়। বাবা বলেন এখন এই সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়া শেষ হবে। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন আমি হলাম সকলের গাইড । দুঃখ থেকে উদ্ধার করে সদাকালের জন্যে শান্তিধাম , সুখধামে নিয়ে যাই। তোমরা জানো যে আমরা সুখধামে যাই , বাকিরা সবাই শান্তিধামে যাবে। এইসময়ে মানুষ বলেও যে মনের শান্তি কিভাবে লাভ করব ? এমন কখনও বলবেনা যে সুখ প্রাপ্ত হোক । শান্তি প্রাপ্তির কথাই বলবে। সবাই শান্তি স্থানেই যাবে, পুনরায় নিজের ধর্মে আসবে। ধর্মের বৃদ্ধি তো হবেই । অর্ধকল্প হল সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজধানী । তারপরে অন্য ধর্মের অবতরণ হয়। বর্তমানে আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের কেউ নেই। ধর্মটি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় , যা পুনরায় স্থাপন হয়। স্যাপলিঙ বা কলম রোপণ করা হচ্ছে । বাবা এই স্যাপলিঙ লাগান। তারা বৃক্ষ ইত্যাদির স্যাপলিঙ লাগায়। এই স্যাপলিঙ হল ওয়াল্ডারফুল । এরাও নিজেদের দেবীদেবতা ধর্মের বলবেনা । বাবা বুঝিয়ে বলেন যখন এমন অবস্থা হয় তখন আমি আসি। এখন আমি তোমাদের সব শাস্ত্রের রহস্য বুঝিয়ে বলি। এবারে তোমরা নির্ণয় করো যে কে রাইট ? রাবণ হলই ভুল মতামত প্রদানকারী, তাই আনরাইটিয়াস (যে ভুল করায়) বলা হয়। বাবা হলেন-ই রাইটিয়াস। সত্য বাবা সত্য কথাই বলবেন। সত্যখন্ডের জন্যে সত্য জ্ঞান শোনান। বাকি এই বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি হল ভক্তিমাগের সামগ্রী । কত মানুষ তা অধ্যয়ন করে। লক্ষ্য লক্ষ্য গীতা-পাঠশালা বা বেদ-পাঠশালা হয়ত আছে। জন্ম-জন্মান্তর পাঠ করেই চলেছে। শেষে কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য তো থাকবে। পাঠশালা যখন, তখন তো মুখ্য উদ্দেশ্য থাকা উচিত । তারা শরীর নির্বাহের (অর্থ উপার্জন) জন্যে এই পাঠ ক'রে । মুখ্য উদ্দেশ্য কিছু থাকে। যা পঠন-পাঠন হয়, শাস্ত্র গায়ন হয় সবই শুধুমাত্র শরীর নির্বাহের জন্যে । বাকি এমন নয় যে মুক্তি-জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হয় বা ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। হয়না । মানুষ ভক্তি ক'রে ঈশ্বর প্রাপ্তির

জন্মে । ভক্তিমাৰ্গে সাক্ষাৎকারও হয় তাতেই ভাবে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়েছে , খুশীতে ভরপুর হয়ে যায়। ঈশ্বরকে তো জানেনা । ভাবে হনুমান গণেশ সবেতেই ঈশ্বর আছেন। সর্বব্যাপী-র জ্ঞান বুদ্ধিতে রয়েছে যে। বাবা বলেন যে ভক্ত ভক্তি সহকারে যেই রূপে স্মরণ ক'রে তার ভক্তি ভাবের ফল স্বরূপে সেই রূপের আমি সাক্ষাৎকার করাই । তারা ধরে নেয় যে ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়েছে আর তাতেই খুশী অনুভব ক'রে । ভক্ত-মালা হল পৃথক এবং জ্ঞান-মালা হল পৃথক । এটা হল রুদ্র- মালা আর ঐটি হল ভক্ত-মালা । যারা অতিরিক্ত জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে , তাদেরই হল এই মালা। আর যারা অতিরিক্ত ভক্তি করেছে তাদের হল ভক্ত-মালা । ভক্তির সংস্কার নিয়েই যায় তাই ভক্তিতে মগ্ন হয়ে যায়। সেই সংস্কার এক জন্ম সঙ্গে যায়। এমন নয় সেই সংস্কার অন্য জন্মেও থাকবে। থাকেনা। তোমাদের এই সংস্কার তো হল অবিনাশী । এই সময়ে যে সংস্কার সঙ্গে যাবে সেই সংস্কার অনুযায়ী রাজা-রানী পদ প্রাপ্ত হবে। তারপর ধীরে ধীরে কলা বা গুণ কম হতে থাকবে। এখন তোমরা রয়েছ মধ্যখানে - বুদ্ধি সেইখানে আটকে আছে। যদিও আমরা এইখানে বসে আছি, তবু বুদ্ধিযোগ তো ঐখানে রয়েছে । আত্মার এই জ্ঞান আছে যে এখন আমরা যাচ্ছি । বাবাকেই স্মরণ করা হয়। আমাদের আত্মা পরপারের যাত্রায় রয়েছে , এই দেহকে এই তীরেই ত্যাগ করবে। এই তীরে আছে পুরানো শরীর আর ঐ তীরে রয়েছে নতুন সুন্দর শরীর । এ হল হুসেনের রথ। হুসেন, যাঁকে অকালমূর্ত বলা হয়, এই তখতটি ওনার- ই। আত্মা হল অকাল। আত্মাকে গোল্ডেন বা সিলভারে (স্বর্ণ বা রৌপ্য গুণ-শ্রেণীতে) আসতে হবে। শ্রেণী পৃথক রয়েছে কিনা। বাবা তো হলেন উঁচু থেকে উঁচুতে । তিনি কোনো শ্রেণীতে বা স্টেজে অবতরণ করেন না । আত্মারা পৃথক স্টেজে অবতরণ ক'রে । স্বর্ণ শ্রেণীর আত্মাদের পরবর্তীকালে রৌপ্য শ্রেণীতে অবতরিত হতে হয়। এখন তোমাদের লৌহ সম গুণ-শ্রেণী (আয়রণ এজ) থেকে স্বর্ণিম বা গোল্ডেন এজে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নিজের পরিচয় নিজেই দিয়ে থাকেন। ওঁনাকে বলাও হয় হেভেনলী গডফাদার (স্বর্গের পরমপিতা) । ওঁনার অলৌকিক দিব্য জন্ম হয়। নিজেই বলেন তাঁর কিভাবে প্রবেশ ঘটে । এই পদ্ধতিকে জন্ম বলা হবেনা । যখন সময় পূর্ণ হয় তখন ভগবানের সংকল্প উদ্ভূত হয় -- উপস্থিত হয়ে রচনা করার। ড্রামাতে ওঁনারও পার্ট রয়েছে যে । পরমপিতা পরমাত্মাও ড্রামার অধীনস্থ রয়েছেন । "আমার পার্ট-ই হল ভক্তির ফল প্রদান করা" । পরমপিতা পরমাত্মাকে সুখ প্রদানকারী বলা হয়। সু-কর্তব্য করলে অল্পকালের জন্যে তার ফল প্রাপ্ত হয়। তোমরা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করো। সবাইকে বাবার পরিচয় প্রদান করো।

এখন দেখো রাথী-বন্ধন উৎসবের আগমন হয় তখন তার অর্থ-ও বোঝাতে হবে। রাথী বন্ধন অর্থাৎ পতিতকে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা স্বরূপ বিশেষ বন্ধন । অপবিত্রকে পবিত্র করার রক্ষা-বন্ধন। তোমাদের সর্বপ্রথমে পতিত-পাবন পিতার পরিচয় দিতে হবে। যতক্ষণ তিনি না আসছেন ততক্ষণ মানুষ পবিত্র হতে পারবেনা । বাবা-ই এসে পবিত্র স্বরূপে পরিণত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করান। নিশ্চয়ই কখনও আরম্ভ হয়েছিল তাই এই রীতিনীতি প্রচলনে রয়েছে , এখন প্র্যাক্টিকালে দেখো ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা রাথী বেঁধে পবিত্র হয়ে থাকে। পৈতা , কঙ্কন ইত্যাদি সবই হল পবিত্রতার চিহ্নবিশেষ । পতিত-পাবন বাবা বলেন কাম হল মহাশত্রু । এবারে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে আমরা পবিত্র থাকব। বাকি কোনো কঙ্কন ইত্যাদি ধারণ করতে হবেনা । বাবা বলেন প্রতিজ্ঞা করো , আমায় ৫ বিকার দান করো। এই রাথী-বন্ধন ৫ হাজার বর্ষ পূর্বেও হয়েছিল। পতিত-পাবন বাবা এসেছিলেন , এসে রাথী বেঁধেছিলেন যে পবিত্র হও - কেননা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা হয়েছিল। এখন তো হয়েছে নরক । আমরা পুনরায় এসেছি। এখন শ্রীমত অনুযায়ী প্রতিজ্ঞা করো এবং

বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা পবিত্র হবে। এখন আর পতিত হোয়ো না । তুমিও এই কথাই বলো (বাবার মতো) যে, আমরা ব্রাহ্মণরা এসেছি প্রতিজ্ঞা করাতে। আমরা প্রতিজ্ঞা করি আমরা কখনও পতিতে পরিণত হবনা। কিন্তু এমন কথা লিখেও অনেকে শেষ হয়ে গেছে। পতিত-পাবন বাবা আসেন-ই সঙ্গমে । ব্রহ্মা দ্বারা নির্দেশ দেন বাচ্চাদের যে পবিত্র হও। এখানে সবাই প্রতিজ্ঞা করেছে। তুমিও নির্ণয় করো তবেই বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করবে। তোমরা পবিত্র ব্রাহ্মণ স্বরূপে পরিণত হও তাহলেই দেবতা রূপ লাভ করবে। আমরা ব্রাহ্মণেরা প্রতিজ্ঞা করেছি। অ্যালবাম দেখানো উচিত --- এই রাখী-বন্ধনের প্রথা কবে আরম্ভ হয়েছিল। এখন এই সঙ্গমে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছে যার ফলে ২১ জন্ম পবিত্র থাকো। এখন বাবা বলেন --- আমাকে স্মরণ করো । এমন এমন পয়েন্ট নিয়ে প্রথমেই ভাষণ প্রস্তুত করা উচিত । এই প্রথা কবে আরম্ভ হয়েছে ? ৫ হাজার বর্ষের কথা । কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হল ৫ হাজার বর্ষের কথা। কৃষ্ণের কোনো অলৌকিক কাজকর্ম তো নেই। তিনি হলেন শিশু। অলৌকিক কাজকর্ম তো একমাত্র এক বাবা করেন, যিনি অত্যন্ত চতুরতার সাথে বাচ্চাদের কড়িতুল্য জীবন থেকে হীরেতুল্য জীবন প্রদান করেন। মহিমা রয়েছে একমাত্র বাবার-ই, অন্য কারো জন্ম দিবস পালনে কোনো লাভ নেই। জন্ম দিবস কেবলমাত্র এক পরমপিতা পরমাত্মার পালন করা উচিত , ব্যস্। মানুষ তো কিছুই জানেনা । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) উত্তরাধিকারী হতে নিজের সব হিসেব-নিকেস, কর্ম-বন্ধন ইত্যাদি মেটাতে হবে। বাবার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে ।

২) সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় দিয়ে পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত করার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করতে হবে। পবিত্রতার রাখী বেঁধে পবিত্র দুনিয়ার মালিকানা অধিকার নিতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানকে লাইট এবং মাইট (প্রকাশ এবং শক্তি) রূপে ঠিক সময়ে কাজে লাগিয়ে তুমি জ্ঞানী আত্মা হও ।

ব্যাখা: জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ এবং নলেজ ইজ লাইট , মাইট বলা হয়। যখন লাইট অর্থাৎ প্রকাশিত যে - এটা ভুল, এটা ঠিক, এটা অন্ধকার, এটা আলো, এটা ব্যর্থ, এটা সমর্থ - সেই লাইট এবং মাইট সম্পন্ন আত্মা কখনোই অন্ধকারে থাকতে পারবে না । যদি অন্ধকার বুঝেও অন্ধকারেই থাকে, তবে তাকে জ্ঞানী বা বিচক্ষণ বলা যাবেনা । জ্ঞানী আত্মা কখনও অশুদ্ধ কর্মের, সংকল্পের বা স্বভাব-সংস্কারের বশীভূত হবেনা ।

শ্লোগান - হিরো পাট প্লে করতে হলে জিরো বাবার সঙ্গে কন্সাইন্ড হয়ে থাকো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জগতের এই দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সুখের বন্ধনে যেতে হবে। তাই পুরানো কর্মবন্ধনের কর্মফলের যত হিসেব-নিকেশ আছে, তা চুকিয়ে ফেলতে হবে।"

প্রশ্ন :- জগতের এই যুদ্ধস্থলের অলৌকিক বেহদের মুষ্টিযুদ্ধ কি ? সেই মুষ্টিযুদ্ধে বিজয় প্রাপ্তির আধার কি ?

উত্তর :- বাচ্চারা, তোমাদের এই মুষ্টিযুদ্ধ অলৌকিক বেহদের মায়া-রাবণের সাথে। একেই মল্লযুদ্ধ বলা হয়। এই মুষ্টিযুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তোমাদের বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে, কল্প-কল্প ধরে তোমরাই বিজয়ী হয়ে এসেছ। মায়া-রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্তির জন্য ৫ বিকার রূপী ভূতকে দান করতে হবে। একবার দান দিয়ে তা আর কখনও ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না। যদি দান দিয়ে ফেরত নাও - কাম, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়ো, তবে কিন্তু সবগুলি বিকাররূপী ভূত আবার জ্বালাতন করতে শুরু করবে।

গীত :- তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন সম্পূর্ণ দুনিয়াই তো পাওয়া হয়ে গেছে।

. ওঁ শান্তি! গীতের এই রেকর্ডের বিষয়, যা বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র সম্বন্ধে এসে পৌঁছায়। বর্তমানের এই সময় মায়ার বন্ধনের সময়, যাকে আসুরী বন্ধন বলা হয়। কিন্তু তোমাদের (বি কে-দের) এখন স্বয়ং ভগবানের সাথে সম্বন্ধ। বন্ধনেই দুঃখ - আর সম্বন্ধে সুখ। তাই বলা হয়ে থাকে, দুঃখের বন্ধন কেটে সুখের সম্বন্ধে চলে আসো। ভক্তি-মার্গের ভক্তদেরও একই আহ্বান থাকে। ভগত্ব অর্থাৎ যে ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু বাস্তবে দুনিয়ায় এমন একজনও ভক্ত নেই, যে ভগবানকে জানে। আর এই কারণেই ভক্তিমার্গে অর্দ্ধ-কল্প অকাজে অতিবাহিত হয়ে যায়। সাধু-সন্ন্যাসীরা তাদের সাধনা করতে থাকে ভগবানের সাক্ষাতের জন্য, কত প্রার্থনাও করে। ভগবান কিন্তু সেই একজনই- উত্তরাধিকার সূত্রে তোমরা ওঁনার থেকেই আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। জাগতিক উত্তরাধিকার সূত্রে যদিও লৌকিক পিতার থেকে কিছু আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়, তবুও অসীমের অলৌকিক বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করতে হয়, যেহেতু জাগতিক এই বর্সা কেবল দুঃখেই ভরা। কিন্তু অসীম বেহদের উত্তরাধিকারীর বর্সা- তাতে কেবল সুখ আর সুখ। যা কেবলমাত্র তোমরাই তা জানো। তোমাদের বন্ধন ছাড়বার জন্য বাবা স্বয়ং তোমাদের সামনে এসে বসেন। তাই তো ওঁনার উদ্দেশ্যে কীর্তনও করা হয় - দুঃখ হর্তা-সুখ কর্তা। কিন্তু তোমাদের তা বলতে হয় না বাবা দুঃখ হর্তা-শান্তি কর্তা। সবাই যদি শান্তিধামে চলে যায়, তবে তো সৃষ্টি-জগতে কেউ আর থাকবেই না এখানে। সেই কারণেই বলা হয়, দুঃখ হর্তা-সুখ কর্তা। যেহেতু উনি সবাইকেই সুখ প্রদান করেন। অন্যেরা মুক্তি চায়-জীবন মুক্তি পাওয়ার জন্য। কেবল মুক্তি বললে তো তা আবার মোক্ষ অর্থ হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুক্তির সাথে সাথে অবশ্যই জীবন মুক্তিও বলতে হবে। জীবন মুক্তিতেই আসে সুখের সম্বন্ধ। যখন আল্লারা সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে। তোমরা এখানে এসেছ, দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে। তার সাথে সাথে অপরদিকে সুখের সম্বন্ধের সাথেও জুড়ে যেতে থাকছ। কর্ম-বন্ধনের হিসেব-নিকেশও চুকিয়ে ফেলতে হয়। যেহেতু নতুন দুনিয়ায় দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। শুরুতেই তোমাদের সম্বন্ধ থাকে সুখের সাথে। পরে তা দুঃখের বন্ধন শুরু হয়। এমনই সুখ আর দুঃখের খেলা। তোমরা যেমন অতি সুখ পেয়ে থাকো-তেমনি আবার অতি দুঃখ তোমরাই পেয়ে থাকো।

জগতের অন্যেরা পায় অল্প সুখ আর অল্প দুঃখ। এই ভারতই ছিল স্বর্গ-রাজ্য ও সমস্ত গুণের অধিকারী। এখন যা নরক ও অবগুণে পরিপূর্ণ। যে ভারত সব চাইতে নতুন দেশ ছিল-তার এখন সবচাইতে পুরানো অবস্থা অর্থাৎ জরাজীর্ণ দৈন্যদশা অবস্থা। এতই দুর্াবস্থা বর্তমান ভারতের। এখনও এর আরও অনেক দুর্গতি হবে। লোকেরাও বাবাকে ডাকতে থাকে, এই দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য। আর তাই তোমরা বাবাকে অতিশয় প্রিয় বা প্রিয়তম বলে ডাকতে থাকো। জগতের লোকেরা আবার মানুষদেরকেই প্রিয়/প্রিয়া ভাবে। তাই তারা তাদেরকেই প্রিয়তমা বলে ডাকে। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, যেহেতু তারা দুঃখী তাই তারা এমন ভাবে ডাকতে থাকে।

সুখধামে যাবার জন্য তোমরা এখন শ্রীমত অনুসারে পুরুষার্থ করছো। বাবা বলছেন, "প্রতি ৫ হাজার বর্ষ বাদে আমি আসি। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সে জ্ঞান ভরা আছে, যা আদি থেকে অন্তের। অতএব তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী। তোমরা তিন-লোককেও জানো। আমরা আত্মারা মূলবতনে মৌন ভাবে কত শান্তিতে থাকি। প্রকৃত অর্থে আমরা সেই নির্বাণধামেরই বাসিন্দা। তারপর প্রবৃত্তি ধর্মে আসার ফলে এখানে এসে এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যার কর্ম-কর্তব্যের পাট করে থাকি। তোমরা (বি কে-রা) সুখ এবং দুঃখ উভয় প্রকারের পাট করে থাকো - যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাই তো তোমরা এত চোখস ও দক্ষ। কেবল তোমরাই ৮৪ জন্ম পাও। ফলে আলোর দিশাও পাও তোমরা। ৮৪ লাখ জন্ম তো কারও হতেই পারে না। মানুষ সর্বাধিক (মনস্বা যোনিতে) ৮৪ জন্ম পায়। যোনি তো কত অনেক প্রকারের হয়। যা কেউ গুণে শেষ করতেও পারবে না। লোকেরা কেবল অনুমান করে যা হোক একটা কিছু বলে দেয়। তোমরা এখন জানতে পেরেছ, কারা কিভাবে ৮৪ জন্ম পেতে পারে। শিখ ধর্মাবলম্বীরা, আর্য সমাজীরা, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা ৮৪ জন্ম পায় না। তোমরা প্রকৃত বাবাকে জানতে পেরেছ, তাই তোমরা অন্যদের কাছে জানতে চাইতে পারো-গীতার প্রকৃত ভগবান কে? উনি কি জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবন স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা না কি সর্ব গুণ সম্পন্ন স্বর্গের প্রথম রাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণ? যদিও এটা খুবই সহজ ধাঁধা। এই ধরনের অনেক ধাঁধা বাবা ছাঁপাতেও দিয়েছেন, যাতে মানুষ তাদের সাধারণ বুদ্ধিতেই তা বুঝতে পারে। তাই এবার তোমরাই ভেবে দেখো - গীতার প্রকৃত ভগবান কে? স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা যিনি, একমাত্র তিনিই স্বর্গের রচয়িতা। পতিতদের পবিত্র-পাবন বানাতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। যার মুখ্য কথাই হল পবিত্রতা পালন করা। আর তার জন্য কেবল একজনকেই মনের বুদ্ধিতে রেখে যোগযুক্ত হয়ে সবকিছু করতে হবে। এর জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে ঘর-সংসার ত্যাগ করতে হবে না। যেমনটা ত্যাগ করে থাকে লৌকিক সন্ন্যাসীরা। তোমাদের তো অলৌকিক সন্ন্যাস। জগতের সন্ন্যাসীরা যা কিছুই করুক না কেন, তারা এই পুরোনো দুনিয়ায় থাকার জন্য পুরোনো দুনিয়ার রীতিতেই তা করে। কিন্তু তোমাদেরকে তো এই স্থূল দুনিয়াকে ভুলে থাকতে হয়। যেহেতু অলৌকিক বেহদের দুনিয়ায় যেতে হবে তোমাদের- যার নাম শান্তিধাম। সেখানে কেবল শান্তি আর শান্তি! আর এখানে তো হদের আর বেহদের উভয় সুখই পাওয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই হদ আর বেহদেরও ওপারে যেতে হবে। যেখানে আমাদের আত্মাদের নিজস্ব ঘর অর্থাৎ শান্তিধামে। যেখানে আত্মাদের কোনও কর্ম-কর্তব্যের পাট কিছু করার থাকে না। যেহেতু সেখানে আত্মাদের কোনও ইন্দ্রিয়ও থাকে না। এরপর অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে সত্যযুগে তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের পাটে যোগ দিতে হয়। পূর্বের কল্পগুলিতে যে যেই পাট করেছিল, কল্প-কল্প সেই একই পাট করতে হয়। এসব তথ্য তোমরা ছাড়া অন্যেরা কেউ বলতেই পারবে না। কেবল তোমরাই জানো, সুখের কি সম্বন্ধ আর দুঃখের বন্ধন বা কি। তোমাদের এখন এই আসুরী দুনিয়ার মধ্যে অপবিত্র সম্বন্ধের সাথে থাকতে হবে। যেহেতু এখনই সেই ঈশ্বরীয় সম্বন্ধের সাথে থাকার উপায় নেই। তোমরা এত সংখ্যায় আর থাকবেই বা

কোথায় ? এমনটা না হলে তবে তো জাগতিক সন্ন্যাসীদের মতনই হয়ে যাবে। আর আত্মীয়-স্বজনদেরও কোথায় নিয়ে যাবে ? সংসারে বাচ্চাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। প্রথমে ছোট ঘর ছিল - যা মাত্র তিন বর্গ-ফুটের। তখন তোমরা ছোট-ছোট ঘরেই বাস করত। বাবা বলেন, তেমন ঘর হলেও সেখানে গীতা পাঠশালা খোলো। আগে তো তেমনই ছিল। লোকেরা জানতে চায়, এর শুরু হলো কিভাবে ? বাবা বলেন - তা এমন ভাবেই শুরু হয়েছে। শুরুতে তিন বর্গফুট জমি কেনা দরকার, তারপর ধীরে ধীরে তা এমনই বাড়তেই থাকে যে, বড় বড় বাড়ীও কেনা হয়ে যায়। তখন বাচ্চারাও অনেক আসে - যোগ ভাড়াও হতে থাকে। মোটর গাড়ী, বাস ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাই বাবা বাচ্চাদের বলেন, প্রথমে তিন বর্গ-ফুট জায়গায় ব্যবস্থা করে পাঠশালা খোলো, তবেই তো তুমি সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারবে। এমনও প্রবাদ আছে, ভগবানই সারা বিশ্বের মালিক। যাই হোক, তোমরা তো জানো, বিশ্ব অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি জগৎ- বাবা স্বয়ং কিন্তু সেই বিশ্বের মালিক হন না। বাবা এখানে আসেন, তোমাদের সেবা করার জন্য, যখন সমগ্র নিখিল সৃষ্টি (বিশ্ব-দুনিয়া) দুঃখী হয়ে পড়ে। তোমাদের এই ঐশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় সমগ্র বিশ্বের জন্যই। একে কলেজও বলতে পারো। সবারই সঙ্গতি হয় এখানে। লোকেরা যেমন দুর্গতিতে এখানেই এসে পড়ে। সূক্ষ্মবতন বা মূলবতনে কারও দুর্গতি হয় না। তাই সমগ্র বিশ্ব-জগতেরই কল্যাণ হয় এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারা। যা কোনও ধর্ম-শাস্ত্রেও এর বর্ণন নেই। বাবা আরও জানাচ্ছেন, ওনাকে কিন্তু আসতেই হয় সবার সদগতি করার জন্য। তা না হলে মানুষেরা পবিত্র-পাবন হবেই বা কি প্রকারে ? বিকারী রাবণও খুব শক্তিশালী। যতই তোমরা বাবার দিকে যেতে চাও-বিকারী রাবণও ততই সে তার দিকে টানতে থাকে। মায়াও খুব শক্তিশালী। যে কেবল দুঃখের সাগরে টেনে নিয়ে যায়। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের খেলাটাই এমনই। যেমন মূর্তিযুদ্ধে উভয় তরফই যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। তাই তো অর্দ্ধ-কল্প তোমাদের যেমন জিত হয় বাকী অর্দ্ধ-কল্প হয় হার। তোমাদের এই মূর্তিযুদ্ধ অলৌকিক বেহদের। তাই একেও যুদ্ধক্ষেত্র বলা যায়। এই যুদ্ধে মায়া-রাবণের থেকে জিত পেতেই হবে তোমাদের। কল্প পূর্বেও ঠিক যেমন ভাবে তোমরা জিত হাসিল করেছিলে। তোমরা এও দেখতেও পাচ্ছে, কে কে এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে।

কেউ কেউ বলে, বাবা ক্রোধ আসে আমার। বাবা জানান - আরে ক্রোধ তো ভূত। যা একবার দান করে দিয়েছ, তা আবার ফিরিয়ে নিলে, সে তো জ্বালাতন করবেই। একবার যখন ৫ বিকারকে দান দিয়ে দিয়েছ, তবে তো তা থেকে সন্ন্যাস নেওয়াই উচিত। কিন্তু ঘর-সংসার ছেড়ে পালানোটা কাপুরুষতা। বাবা আরও বোঝাচ্ছেন, ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা কেবল গুঁতো আর ধাক্কা খেয়েই আসছো। বর্তমানের এই এক জন্ম যদি পবিত্র থাকতে পারো, তাতেই অনেক অনেক প্রাপ্তি হবে তোমাদের। যা বহু পরিমাণেই। কিন্তু তোমাদের শত্রু যে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, গদাযুদ্ধ খেলার জন্য। শাস্ত্রে তো কৃষ্ণ আর কংসের মল্লযুদ্ধের কথা লেখা আছে। এসবই মায়া রাবণের বানানো কথা। কৃষ্ণের আত্মাও এখন অস্তিম জন্ম নিয়েছে। মায়ার সাথে যুদ্ধ করে জেতার পরেই সে কৃষ্ণ হতে পারে। এখন তোমাদের যথেষ্ট বুদ্ধিমান হতে হবে। পূর্বের ভারত কত সুন্দর মুকুটধারীদের দেশ ছিল। সূর্য-বংশীদের রাজ-দরবারের ছবি দেখো, সেই মহলগুলি কি সুন্দর হীরে-জহরতে সুসজ্জিত থাকতো। আর এখানেও তো দরবার বসে। রাজকুমারীরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথে মিলিত হয়, কিন্তু তা তাদের ক্রমিক মান অনুসারে আসনে বসে। নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে তা অনুমান করো, তাদের সেই দরবার কেমন হতো। রাতের বেলায় কোনও আলোর বাতি বা পোস্ট দেখা যেত না- কিন্তু তার চতুর্দিক জায়গাটা থাকতো কেবল আলো আর আলোয় পরিপূর্ণ। অতি সূক্ষ্ম বিজ্ঞান তখনই কাজে লাগে, যা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায় না। ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য

বানাবার নিমিত্ত তো তোমরা বি কে-রাই। তোমরাই স্বর্গ-রাজ্যের দ্বার খোলো। একজন শরীরধারী এই জগতের শঙ্করাচার্য আর এই বাবা নিরাকরী শিবাচার্য। (শিষ্করূপী শিববাবা)। বাবা জানাচ্ছেন, তিনি জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তোমরাও গীতে তা শুনে থাকবে, "বাবা তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন তো সমগ্র দুনিয়াটাই পাওয়া হয়ে গেছে।" বাবার থেকে উচ্চ গুণ আর মানের আর কেউ-ই যে হয় না। তোমাদের সকল মনোকামনাই পূর্ণ হয় স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে। সেখানে সকল প্রকারের সুখই পাওয়া যায়। এখন যে সব টেলিফোন, বিদ্যুতের আলো, মোটর-গাড়ী ইত্যাদি কিছুদিন পূর্বেও তো তা ছিল না-যা অল্পদিন আগে হয়েছে মাত্র। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারগুলি তখন ওখানে কাজে দেবে। বিদেশে মাত্র ৭ দিনেই সম্পূর্ণ একটা বাড়ী তৈরী করে দিতে পারে। কিন্তু এখানকার মানুষদের বুদ্ধি একেবারেই তমোপ্রধান। এখানকার তুলনায় ওখানকার লোকেদের রজোপ্রধান অবস্থা বলা যায়।

. বাচ্চারা, তোমরা তো বুঝতেই পেরেছ, এই পুরানো দুনিয়ার রূপান্তরের জন্যই মহাভারতের মহাযুদ্ধ হয়ে থাকে। তোমাদের সুবুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে। আর তাই তো এভাবে বিকাররূপী যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে থেকে মায়ার মোকাবিলা করতে পারছো। বাবা বলছেন, সম্পূর্ণরূপে যোগযুক্ত হয়ে থাকো। যেহেতু তোমরা প্রকৃত নির্বাণধামের অধিবাসী। যেমন তোমাদের বাবা-তোমরাও তেমনি। বাবা সমগ্র বিশ্বের রাজস্ব তো তোমাদেরকেই দেন। যার বদলে উনি দিব্য-দৃষ্টির চাবী ওনার কাছেই রাখেন। যেহেতু তা কেবল বাবার কাজেই আসবে। বাবা বলছেন, "ভক্তি-মার্গে আমাকে খুশী করতে হয় তোমাদের। তবুও তা আমি কারওকেই দেই না- কেবল তোমাদেরকেই বিশ্বের বাদশাহী দিয়ে থাকি। যা মোটেই সামান্য ব্যাপার নয়। অবশ্য দিব্য-দৃষ্টির চাবীও কম কিছু নয়। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটক দেখতে থাকো আর যে তা ভালভাবে বুঝতে পারে, সে তার অন্তরে অপার আনন্দও পায়।" বাবা আবার বলছেন, "কৃষ্ণের জন্মাস্টমীর ব্যাপারেও তো তোমাদের বুঝিয়েছি। আসলে তা কৃষ্ণের জন্মজয়ন্তী নয়, প্রকৃত অর্থে তা পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণের জন্মজয়ন্তী। অথচ জগতের লোকেরা সর্বপ্রথমে কৃষ্ণ জয়ন্তীকেই পালন করে। তবে শিব-জয়ন্তীর কি হলো ? প্রথমে শিবের জন্ম-জয়ন্তী হলে তবেই তো কৃষ্ণের জন্ম হবে। তাই সর্বাগ্রে শিব-জয়ন্তী তারপরেই কৃষ্ণ-জয়ন্তী। এই শিববাবাই ভারতে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করান।" উনি স্বয়ং তা বলেন- "প্রতি কল্পের সঙ্গমে এসে আমিই তোমাদের সেই রাজযোগের শিক্ষা দেই। যখন মহাভারতের সেই মহা-লড়াই হয় তারপরেই নরকের বিনাশ হয়ে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা হয়।" শিববাবা স্থাপনা করেন স্বর্গের আর রাবণ স্থাপন করেন বেশ্যালয়। শ্রীকৃষ্ণকে এত উচ্চপদের অধিকারী যিনি বানালেন, তাকেই কেউ জানে না। বাস্তবে, শিবের জয়ন্তীই মুখ্য। আর অন্যেরা সবাই তো মনুষ্য জন্মচক্রে জন্ম নিতে থাকে। যারা একসময়ে পূজ্য দেবতা-স্বরূপ থাকে, তারাই পরবর্তীতে পূজারী হয়। এসব রহস্যের ব্যাপারগুলি তোমাদের মনের বুদ্ধিতে আছে। তবে তা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। এগুলি বাবা তোমাদের বোঝান, আবার তোমরাও তা অন্যদেরকে বোঝাও। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রোফেসর এনাদেরকেও বোঝানো দরকার। এই যে স্কুল-কলেজের ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি পড়ানো হয়, তা কিন্তু অসম্পূর্ণ জ্ঞান। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন -এদের রহস্যগুলিও বোঝানো দরকার। কিন্তু এসবের কিছুই তো জানে না তারা। তারা কেবল ইংরেজ, মুসলমান ইত্যাদিদের ইতিহাস-ভূগোল নিয়েই পড়াতে থাকে। অসীম বেহদের সেই ইতিহাস-ভূগোল কেবল এই অলৌকিক বাবাই বোঝাতে পারেন। আমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা হতে চলছি। এসো বাচ্চারা, "তোমাদের আমি জানচ্ছি, কিভাবে স্বর্গ-রাজ্যের রাজকুমার-রজকুমারী হওয়া যায়। তোমাদেরই যে স্বর্গের রাজকুমার-রাজকুমারী হতে হবে। কিন্তু সেই আশীর্বাদী-বর্ষা তারা

পেয়েছিল কিভাবে! কিভাবে এই সূর্যবংশী রাজত্বের স্থাপনা হয়েছিল! এসব জ্ঞান না থাকলে তোমরা জ্ঞানপ্রেমিক দার্শনিক হবে কি প্রকারে! অন্যদেরকেও তা বোঝাবার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি তো জানতে হবে-তারা কিভাবে তার বিচার-বিবেচনা করবে।" ধর্মরাজ বাবা সম্পূর্ণরূপেই সঠিক। যার উর্দ্ধে আর কেউ নেই। কিন্তু এই জগতে তো একে অন্যের থেকে উঁচু। প্রকৃত ধর্মরাজ তো কেবল একজনই। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধিকে হৃদ (জাগতিক) আর বেহদ (অলৌকিক) -এর পারে তোমাদের প্রকৃত ঘর শান্তিধামে নিয়ে যেতে হবে। দুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে থাকতে হবে।

২) সমগ্র বিশ্বের সেবা করার জন্য তিন বর্গ-ফুট জায়গাতেই এই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় খুলতে হবে। বেহদের ইতিহাস-ভূগোলকে যেমন পড়তে হবে, তেমনি অন্যদেরকেও পড়তে হবে।

বরদান :- (অ্যাটেনশন) মনোযোগের বিধি দ্বারা মায়ার ছায়ায় থেকেও নিজেকে নিরাপদে রেখে হট্টগোলের মধ্যেও স্থির ও অচল থাকো।

বিস্তার :- বর্তমান সময়ে প্রকৃতির তমোগুণী শক্তি আর মায়ার সূক্ষ্ম রাজকীয় বোধশক্তি, তারা তাদের নিজেদের সেই শক্তি তীব্র গতিতে বাড়িয়ে চলেছে। বাচ্চারা প্রকৃতির সেই নিদারুণ রূপকে বুঝতে তো পারে, কিন্তু মায়ার অতি সূক্ষ্ম স্বরূপকে বুঝতে গিয়েই ধোঁকা খেয়ে যায়। যেহেতু মায়া তার ভুলকে সঠিক অনুভব করায়। মায়া অনুভব করার শক্তিকেই নষ্ট করে দেয়। মিথ্যাকে সত্যি প্রমাণ করার বুদ্ধিদারী বানিয়ে দেয়। তাই 'অ্যাটেনশন' শব্দকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে মায়ার ছায়ায় থেকেও নিজেকে সুরক্ষিত রাখো আর হৈ- হট্টগোলের মধ্যেও নিজেকে স্থির ও অচল রাখো।

স্লোগান :- প্রতিটা সংকল্পেই উৎসাহ ও উদ্দীপনার আগ্রহ থাকলে সেই সংকল্প অবশ্যই সফলতা লাভ করে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার উত্তরাধিকারী যদি হতে হয় তাহলে সর্বদা খেয়াল রাখো যে কোনো কাজই যেন শ্রীমত বিরুদ্ধ না হয় ।"

প্রশ্ন :- বাবার কাছে দু ধরনের উত্তরাধিকারী থাকে, তারা কে কে ?

উত্তর :- এক ধরনের উত্তরাধিকারী যারা সমর্পিত বাচ্চা, যারা প্রত্যক্ষভাবে মা বাবার কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে, কিন্তু তাদের কর্মের গতি অতি গুহ্য । দ্বিতীয় ধরনের, যারা ঘর - গৃহস্থীতে পবিত্র এবং ট্রাস্টি হয়ে থাকে, তাদের এই ট্রাস্টি হতে অবশ্যই অনেক পরিশ্রম লাগে কিন্তু একবার যদি সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হতে পারে, সকলের থেকে মমত্ব দূর করতে পারে, তাহলে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্ষার অধিকারী হয়ে যেতে পারে ।

গীত :- আমাদের তীর্থ অনন্য.....

ওম শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এই গান শুনেছে, এর অর্থও বাচ্চারা পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে জেনেছে, বুঝেওছে, তবুও বাবা বিস্তার করে বোঝান । দুনিয়াতে আর কেউই এই কথা জানে না । পরমপিতা পরমাত্মা যিনি পতিত - পাবন, তাঁর অনেক মহিমা । কিন্তু তাঁর মহিমা কেউই যথার্থ রীতিতে জানে না । সকলেই তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । এরপর মানুষ কীর্তনও করে, পতিত - পাবন এ তো অবশ্যই একজনই হবেন, যিনি এসে সকলকেই পবিত্র বানান, তাই তাঁকে সর্বব্যাপী বলা যায় না । যেহেতু তাঁকে বলা হয় পতিত - পাবন এসো । এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না । ভারত পবিত্র ছিলো, এখন পতিত হয়েছে । তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক ছিলে, এখন পতিত দুনিয়াতে আছো । তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের আবার পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানান, যিনি মালিক বানান তিনিই এখন এসেছেন । এ হলো তোমাদের চৈতন্য যাত্রা, যার স্মরণ ভক্তিমার্গে যাত্রা নামে চলে আসছে । তোমরা বাচ্চারা জানো, এখন এইসব পূজ্য দেবী দেবতারা যারা পূজারী হয়ে গেছে, তারাই আবার ব্রাহ্মণ হয়েছে, আবার তারাই দেবতা হবে । বাবা বসেই কর্ম - অকর্ম আর বিকর্মের গুহ্য গতি বুঝিয়ে বলেন । ভবিষ্যৎ নতুন দুনিয়ায় তোমাদের কর্ম অকর্ম হবে । যথা রাজা , রানী তথা প্রজা বাকি সবাই শান্তিধামে ছিলো । এ তো খুবই সহজ কথা যে ভারত একদিন সুখধাম ছিলো । সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো, যেখানকার দেবী দেবতা নাম বিখ্যাত ছিলো । দ্বিতীয় কোনো নাম নেওয়াই হতো না । লক্ষ্মী - নারায়ণ সূর্যবংশী আর রাম - সীতা চন্দ্রবংশী ছিলো । তাদের সাম্রাজ্যের কথাই বলা হয় । এত সময় ধরে আর কারোর রাজত্বকাল চলে না । খৃষ্টানদেরও অল্প সময় ধরে চলে, প্রথমে বাদশাহী ছিলো না । অর্ধেক সময় পর যখন প্রজা বুদ্ধি পেতে থাকে, তখন রাজত্ব শুরু হয় । এডওয়ার্ড, জর্জ আদি আবার ঘুরতে থাকে । অল্প অল্প সময়েই আবার বদল হতে থাকে । এই একমাত্র সাম্রাজ্য যা ১২৫০ বছর ধরে চলতে থাকে । এতে কোনো বদল হয় না । সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজাদেরও নাম চলতে থাকে । বোঝা যায় যে, এরা ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ আর কালের হবে । অনেক সময় ধরে এই রাজত্ব চলে । এর কোনো পরিবর্তন হয় না । এই সময় বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদের ভালো কর্ম করা শেখাচ্ছেন । তোমরা বাচ্চারা কখনোই কাউকে দুঃখ দিও না । এখানে তোমরা সবাই পড়ার জন্য বসেছো । অনেকেই আবার নিজের ঘরে থাকে । ঘরে থেকেও তোমরা উত্তরাধিকারী হতে পারো । এখানে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ বাবা , মা প্রতিপালন করেন ।

তাদের কর্মের গতিও সম্পূর্ণ পৃথক । বাদবাকি যারা বাইরে থাকে, সবকিছু বাবার মনে করে ট্রাস্টি হয়ে থাকে, তারাও উত্তরাধিকারী হয়ে যায় । তবে হ্যাঁ, অনেকধরনের অসুবিধা অবশ্যই আসে । যখন সবার প্রতি মমত্ব দূর হবে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবে যে আমরা সবকিছু তাঁকে অর্পণ করেছি, বেঁচে থাকাকালীন আমরা তাঁরই সমস্ত সম্পত্তির ট্রাস্টি । বেঁচে থাকাকালীন কেউ এমন হয় না । যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন মানুষ ট্রাস্টি বানিয়ে যায় । এখানে সবাই সমর্পণ করে । বাবা বলেন, বাচ্চারা ট্রাস্টি হয়ে থাকে । এমন তো ভুক্তিমার্গে বলে থাকে ভগবানই সবকিছু দিয়েছেন । বাবা এখন বলেন বাচ্চারা, এখানে তোমরা বাবার সামনে বসে আছো । এখন দেহ সহিত তোমাদের যা কিছু আছে তার থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । যার জন্য তোমরা বলে এসেছ, সবকিছুই ঈশ্বরের দেওয়া । যখন তিনি আসবেন, আমরা তাঁর প্রতি বলিহারি যাবো, তাঁর কাছে সবকিছুই সমর্পণ করবো । তিনি তো এখানে জমি জায়গা বা সম্পত্তি বানাবেন না । ইনি কখনোই নেন না, ইনি কেবল দাতা । বলা হয় যে ট্রাস্টি হয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত কেননা ভুল তো যে কোনো সময়েই হতে পারে । পাক্কা ট্রাস্টি হতে সময় তো লাগবেই । বাবা জানেন যে সময় লাগবেই । এই ট্রাস্টি হতে পারলেই উত্তরাধিকারী হতে পারে । এখানে যারা থাকে তারাও ট্রাস্টি হয়ে থাকে । বাবা বলেন আমি পরিবর্তে তোমাদের বৈকুণ্ঠের বাদশাহী দিয়ে থাকি । তোমাদের এর পরের জন্ম অমরলোকেই নিতে হবে । ট্রাস্টি হয়ে সাবধানেও থাকতে হবে । বেশিরভাগ গরীব মানুষই উঁচু পদ পাওয়ার নিমিত্ত হয় । উত্তরাধিকারী হয়, কেউ কেউ আবার পরে চন্দ্রবংশীতে গিয়ে মালিক হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বড়দের সামনে সেবা করতেই থাকবে । এখানে এমন কেউ আছে যারা কখনোই উন্নতি করতে পারে না । তখন বোঝা যায় - এদের ভাগ্যে সম্ভবত কিছু নেই । এই সেবা করতে করতে পরের দিকে কিছু পদ পেতে পারবে । সে তবুও এখানে থাকলে । এখান থেকে বেরিয়ে গেলে প্রজাতে কম করে কিছু পদ পাবেই । অনেকে আছে যারা অতি ক্ষুদ্র অর্থাৎ জ্ঞান ধারণই করতে পারে না যার ফলে তারা বৃদ্ধিও পায় না । তারা কিছুই বোঝে না । কর্ম আর বিকর্মের গতি বাবাই বুঝিয়ে বলেন । এখানে এসে যদি ভালো কর্ম না করতে পারো তাহলে বিকর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকবে । তোমরাও বলবে, এ তো এই নাটকেরই অংশ । এও অবশ্যই চাই । যারা সেই রাজত্ব থাকবে তারাওতো সেখানে কাজ কারবারই করবে । সেবকরা পরে উন্নতি করে রাজত্ব পাবে । ঈশ্বরের কাছে থেকে যদি এমন কোনো কর্ম করলে অনেক সাজাও খেতে হবে । নীচু পদও পাবে, তাই বোঝানো হয় যে এমন এমন বিকর্ম করো না । না হলে এই বিকর্মের বৃদ্ধি হতে থাকবে । কর্মের গুহ্য গতি দেখো কেমন, কিছু সেবাও করে না, কেবল খেতেই থাকে আবার এই ঈশ্বরীয় পড়াও পড়ে না । বাবা এমন কর্ম করা শেখান যাতে তোমরা স্বর্গের রাজত্ব পেতে পারো । শ্রীমতে চলে এমন কর্ম করতে হবে । আসুরী কর্মও তোমরা দেখো । কত গরীব অথচ পাপী অজামিলের মতো হয়ে যায় । এখানেও এমন হয় । কেউ বাদশাহ হয়, কেউ আবার দাস দাসী হয়ে পরের দিকে কিছু পদ পায় । এমনও হয় তা বাবা খুব ভালোভাবে জানেন । এখানে থেকে ভালো কর্ম না করলে নেশাও থাকে না । এই কর্মের গতি বাবা বসেই বুঝিয়ে বলেন ।

বাবা বলেন, আমি হলাম দীনবন্ধু, আমাকে একটু একটু করে গরীবদের স্থাপনা করতে হয়, আমি সাহকারদের মালিক নই । বেশিরভাগ মায়েরা গরীব হয় । তাদের হাতে কিছুই থাকে না । তারা কেউ অর্থের হাফ পার্টনার নয় । না হলে উইল করলে অর্ধেক সম্পত্তি তাদের নামে হতো । ঘরে তো বাচ্চারা উত্তরাধিকারী হয় । যদিও আজকাল গভর্নমেন্ট অনেক নিয়ম করেছে । এখন তোমরা জানো যে ভারত সম্পূর্ণ গরীব । কুমারীরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব, যতক্ষণ না শ্বশুরবাড়ী যায় । বিকারের চুক্তি করলে তবেই তারা কিছু পেতে পারে । এ হলো পাপের দুনিয়া । নির্বিকারী কখনোই কারোর সামনে হাত

জোর করবে না। এ কথা কেউই জানে না যে যারা নির্বিকারী থাকে তারাই বিকারে পড়ে। ভক্ত লোকেরা তো জানে যে কৃষ্ণ সব জায়গায় উপস্থিত থাকে। ভগবান কখনোই মারা যান না বা পুনর্জন্মও নেন না। তোমাদের তো এখন এই জ্ঞান আছে। তোমরা জানো যে লক্ষ্মী - নারায়ণ সবথেকে উঁচু স্বর্গের মালিক ছিলেন। সীতা আর রামকে কেউ স্বর্গের মালিক বলবে না। এই জ্ঞানের আলোও তোমরা এখন পেয়েছো। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে এখন যখন তোমরা সন্নতি পাচ্ছ, তাহলে দুর্গতির কোনো কাজ আর করো না। সবার প্রথমে এই দেহ অভিমান ত্যাগ করতে হবে। সবথেকে ভালো কাজ হলো এক বাবাকে স্মরণ করা আর দেহী - অভিমানী হয়ে থাকা। নিজেকে সব সময় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো বিকার তো আমার মধ্যে আসে নি। লোভও করা উচিত নয়। যখন সবকিছু ঈশ্বরের তখন আমরা লোভ কেন রাখবো? বাবা আমাদের যেই নির্দেশ করেন, আমরা সেই কাজই করি। বাবা প্রত্যেক বাচ্চার নাড়ী খুব ভালোভাবে দেখেন তাই না? পোতামেলও (চিঠি) দেখেন। কেউ কেউ খুব গরীব হলে ১৫ বা ২০ টাকা অন্তত বাঁচিয়ে দেয়। নিজের ভবিষ্যৎ বানায়। বাবা রায়ও দিয়ে থাকেন। অল্প কিছু হলেও দাও, অন্তত ৫ টাকা দাও আর ১০ টাকা ব্যাঞ্চে রাখো। তাহলে শ্রীমত তো তোমরা পেয়েছো। তারা উপাস করেও শিববাবার জন্য দিয়ে থাকে। শিববাবা এনার দ্বারাই তোমাদের থাকা বা অন্য কাজকর্মে তা লাগিয়ে থাকেন। এই ব্রহ্মাবাবা হলেন শিববাবার একমাত্র সন্তান। তিনি কেন নিজে জমা করবেন? যখন ইনি নিজেই সবকিছু মায়েদের সেবাতে নিয়োজিত করেছেন। সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন। এই মায়েরাও ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা পেয়ে থাকেন। তোমরা জানো যে আমাদের দেবী দেবতাদের গৃহস্থ ধর্ম পবিত্র ছিলো। এখন তো পতিত হয়ে গেছে। তখন বাবা বুঝিয়েছেন - ইনিও তো ট্রাস্টি হয়ে গেছেন তাই না? মায়েদেরও ট্রাস্টি বানিয়ে নিয়েছেন। তোমরা এইসব সামলাও, আর তোমাদের মমত্বও মিটে যায়। বাবা তাঁকে সাক্ষাতকার করিয়ে দিয়েছিলেন যে তুমি এই বিশ্বের মালিক হবে। বিনাশের প্রস্তুতি তোমরাও দেখতে পারো। কিন্তু এই কথা কেউই জানে না যে বিনাশ কে করায়? অবশ্যই কোনো প্রেরক আছে। মানুষ বোঝেও যে বিনাশ হবেই। তাহলে ভগবান অবশ্যই এখানে থাকবেন। কিন্তু কি রূপে থাকবেন। কৃষ্ণ কিভাবে আসবে? যদিও তারা কৃষ্ণের অনেক রূপ বানিয়ে দেয় কিন্তু তা তো সব আর্টিফিশিয়াল। অনেকেই আছে যারা কৃষ্ণের রূপ বানিয়ে ঠকাতে থাকে। কারোর বিশ্বাস আবার জড় মূর্তিতে আটকে যায়। তখন তাদের সেই মূর্তির সাক্ষাত্কারও হয়, তারা তাঁকে আদরও করে, কারণ কৃষ্ণ স্বর্গের অতি প্রিয় বালক। কৃষ্ণের আকর্ষণ অনেক বেশী। বাবার থেকে অনেক আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে। বাবা বসে কর্মের উপর বোঝাতে থাকেন। বাবাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বাবা চট করে বলতে পারেন - এ কিছুই বোঝে নি। কর্ম এমন করে যা বিকর্ম হয়ে যায়। দেহ - অভিমান অনেক পরিমাণে থাকে। যদিও তারা শিববাবা বলে ডাকতে থাকে, শিববাবার এমন অনেক ভক্ত আছে, কাশীতে ভক্তরা বসে থাকে। তাদের মন্ত্রই হলো - শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা। অর্থ কিন্তু কিছুই বোঝে না - মনে করে যে গঙ্গা এর থেকেই বের হয়েছে, তাই গঙ্গার তীরে গিয়ে বসে থাকে। তারা মনে করে আমরা এখানে এলেই মুক্ত হয়ে যাবো। 'শিব কাশী ...শিব কাশী' উচ্চারণ করতে থাকে। আবার এও দেখানো হয় যে ভাগীরথ গঙ্গা বয়ে নিয়ে এসেছিলো। গঙ্গার দ্বারা কেউ কি পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে? পতিত - পাবনকে তো মানুষ ডাকতেই থাকে। তিনি কে বা কিভাবে তিনি সহজে এই রাজযোগ শেখান - এ কথা কেউই জানে না। শিববাবাকে কিভাবে স্মরণ করা হয় - এ কথাও তোমরাই জানো। এ হলো তোমাদের স্মরণের যাত্রা। তোমাদের শরীরের দ্বারা যাত্রা এখন বন্ধ। দুনিয়াতে হয় শরীরের দ্বারা যাত্রা আর এ হলো রূহানি অর্থাৎ আত্মিক যাত্রা। বাবা বলতে থাকেন, বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের ঘরকে স্মরণ করো। এই দুনিয়া হলো ছি...ছি, আর এই

শরীরও হলো পুরনো, ছি ...ছি । আমি তোমাদের বাবা । আমি তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো । এই মহাভারতের যুদ্ধে কত মানুষ শেষ হয়ে যাবে । এত কোটি কোটি মানুষ, তাদের আত্মারা কোথায় যাবে ? তারা তাদের নিজের নিজের ধর্মের সেকশনে গিয়ে তারার মত থাকবে । ওই দুনিয়াকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয় । দুনিয়া তাকেই বলা হয়, যেখানে অনেকে থাকে । যদি বলা হয় যে ব্রহ্মতে লীন হয়ে যায় তাহলে তো দুনিয়া হলো না । এই গায়ন আছে যে নিরাকারী দুনিয়া, যেখানে আত্মারা থাকে, যাদের অভিনয় করতে আসতে হয় । এ হলো অবিনাশী নাটক । প্রলয় তো কখনোই হয় না । সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত মানুষের বৃদ্ধি হতে থাকে । সত্যযুগে দ্বিতীয় কোনো ধর্ম থাকে না । এখানে তোমরা এই জ্ঞান জানতে পারো । সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না । এই সময় তো বাবা তোমাদের নিজের সমান ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) বেঁচে থেকেও সকলের থেকে মমত্ব দূর করে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে । কখনোই কাউকে দুঃখ দেবে না ।

২) কোনো জিনিসেই লোভ রাখবে না । রোজ নিজের পোতামেল দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো বিকার নেই তো । দেহ - অভিমান ছেড়ে এক বাবাকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে ।

বরদান :- একমাত্র 'পয়েন্ট' - এই শব্দটিকে স্মৃতিতে রেখে, মন এবং বুদ্ধিকে নেগেটিভ প্রভাব মুক্ত করে এক নম্বর বিজয়ী হও ।

বর্তমান সময়ে মায়ার বিশেষ প্রভাব মনে নেগেটিভ ভাব উৎপন্ন করা বা তার যথার্থ অনুভবের সমাপ্তির পথে চলছে, তাই প্রথম থেকেই সাবধানতার সাধন অবলম্বন করো । এর বিশেষ সাধনই হলো কেবলমাত্র এক 'পয়েন্ট' এই শব্দ । কোনো সংকল্প, বাক্য বা কর্ম যদি যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তাতে পয়েন্ট (বিন্দু) লাগিয়ে দাও, তখনই এক নম্বর বিজয়ী হতে পারবে । মায়ার স্বরূপকে চেনো, সময়কে জানো আর নিজেকে রক্ষা করো ।

স্লোগান :- সঙ্গম যুগে যে সেবার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত করেছে সে-ই প্রতি পদে ভাগ্যবান ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্রতার অলংকার ধারণ করলে তোমরা রাজতিলক পেয়ে যাবে, পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা কর।"

প্রশ্ন:- তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের এখন কোন্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত?

উত্তর:- বাবাকে স্মরণ করার বন্ধন। এই বন্ধনে আবদ্ধ হলেই তোমাদের সকল বিকর্ম ভস্ম হয়ে যাবে। আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে।

প্রশ্ন:- ভক্তিমার্গের প্রচলিত প্রথা কোন্ গুলো?

উত্তর:- জন্মদিন ইত্যাদি পালন করা এইসব হল ভক্তিমার্গের প্রচলিত প্রথা। কিন্তু এইসব করলে কোনও লাভ হয়না। কারণ যার জন্মদিন পালন করে তার সম্বন্ধে ভালো ভাবে জানেইনা।

গীত:- তুমি হলে ভালোবাসার সাগর...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনল। এইসব গান তো ভক্তিমার্গের লোকেরাই বানিয়েছে। ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী পূজ্য ছিল তখন ভক্তিমার্গের কোনো চিহ্নই ছিলনা। বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র পড়া, তপস্যা এবং তীর্থযাত্রা করা, দান পূণ্য করা এইসব কিছুই হতনা। এইসব রীতি তো ভক্তিমাগেই চালু হয়েছে। গানের মধ্যে প্রথমে বলা হয়েছে - তুমি হলে ভালোবাসার সাগর। যখন এক ফোঁটা পান করাও তখন আমরা এই দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়াতে চলে যাই। কিন্তু ভালোবাসা তো পান করানো যায়না, ভালোবাসা অনুভব করতে হয়। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি জ্ঞান অমৃত পান করান। এত যে নদী আছে এদের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে ! নিশ্চয়ই সাগর থেকেই হয়েছে। সেইরকম জ্ঞানের সাগর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর থেকেই তোমাদের মত জ্ঞান গঙ্গাদের উৎপত্তি হয়। প্রেমের সাগর, সুখের সাগর বলে তাঁর মহিমা করা হয়। তুমি যখন এসে জ্ঞান দাও তখন আমরা স্বর্গে চলে যাই, আমাদের সদগতি হয়ে যায়। বাবা বলছেন, আমাদের অর্থাৎ জ্ঞানের সাগরকে স্মরণ করলে তোমাদের সকল বিকর্মের বিনাশ হবে, তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। কে সবার আগে এই জ্ঞান শোনে? এটা তো গুপ্ত কথা। কীর্তনও করে যে তুমি হলে মাতা-পিতা... তিনি তো পিতা, কিন্তু তাঁকে মাতা বলা হয় কেন? তাঁকে পিতা বলা হয় সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু মাতা কাকে বলে হবে? সবার আগে জ্ঞান অমৃত কে পান করে? তিনি (শিববাবা) এসে প্রবেশ করেন। তিনি এসে জ্ঞান শোনান, কিন্তু সবার আগে কে শোনে? নিশ্চয়ই ইনিই (ব্রহ্মাবাবা) শোনেন। তাই ইনিই হলেন মাতা - ঐনার কান সবার আগে শোনে। কিন্তু বাস্তবে ঐনার শরীর তো মাতাদের মত নয়, তাহলে মাতা আসবে কোথা থেকে? তাই জগদম্বা সরস্বতীর গায়ন আছে। সরস্বতীর হাতে বীণা থাকে, উনি হলেন ব্রহ্মাকুমারী। কুমারীর অনেক মহিমা। ব্রহ্মার এত মহিমা করা হয় না, এত মেলাও হয়না যতটা জগদম্বার মেলা হয়। যিনি জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী তার ওপরেই জ্ঞানের কলসী রাখা হয়। উনি (শিববাবা) হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয়। কলিযুগী দুনিয়াকে পতিত বলা হয়। সত্যযুগী দুনিয়া হল পবিত্র দুনিয়া। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। কিন্তু তারা এই রাজত্ব কার কাছ থেকে পেয়েছিল? গায়ন করা হয় যে জ্ঞানের সাগর এসে পবিত্রতার অলংকার

পরিষে দেন। বোনরাই হল মুখ্য। তারা অন্যান্য ভাই-বোনকেও রাখি পড়ায়। পতিত-পাবন বাবা বলছেন, পবিত্র হলেই তুমি রাজতিলক পেয়ে যাবে। এইসব সঙ্গমযুগেরই কথা, যখন মানুষ কাতর ভাবে পতিত-পাবনকে ডাকতে থাকে। এখানে তো রাজস্ব নেই। বাবা বলছেন, তুমি পতিত ভ্রষ্টাচারী থেকে পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী হলে রাজস্বের তিলক পেয়ে যাবে। স্থূল ভাবে তো কোনো তিলক দেওয়া হয়না, এটা তো বোঝানোর জন্য বলা হয়। পতিত দুনিয়াতে পতিতদের ওপর পতিতরা রাজস্ব করে। এখন পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা কর। মুখে তো অনেক প্রতিজ্ঞা করা হয় কিন্তু এইসব হল জ্ঞানের বিষয়। বাচ্চারা জানে যে আমরা পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর শিববাবার সন্তান হয়েছি তাই আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এছাড়া রাখিবন্ধনের দিন রাখি বাঁধা কিংবা তিলক দেওয়ার তো কোনো অর্থই হয় না। তোমরা কোথায় তিলক দাও? ভক্তিমার্গে অনেক নিয়ম চালু করেছে, কিন্তু তার অর্থ বোঝেনা। রাজতিলক কে কবে পেয়েছিল? এখানে সবকিছু জ্ঞানের বিষয়। তোমাদেরকে গিয়ে গিয়ে বোঝাতে হবে। এটাই হল তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের কাজ। দুনিয়াতে বোনেরা ভাইদেরকে রাখি পরায়, কিন্তু তারা নিজেরা তো পবিত্র থাকে না। আগে যখন কুমারী থাকে তখন পবিত্র থাকে, পরে পতিত হয়ে যায়। মাতা এবং কন্যারা উভয়েই রাখি পরাতে যায়। কিন্তু তারা কি নিজেরা পবিত্র থাকে? মাতারা তো অপবিত্রই হয়ে থাকে। অপবিত্র ব্যক্তিকে একজন অপবিত্র রাখি পরালে লাভ কিছু হয় না। যেটা একসময়ে বাস্তবে হয়, পরে তারই স্মৃতি দিবস পালন করে। যেমন কৃষ্ণ জয়ন্তী আগে হয়ে গেছে কিন্তু এখনও সেটা পালন করা হয়। কারোর স্মৃতিদিবস কিংবা জন্মদিন পালন করা তো আজকাল একটা রীতি হয়ে গেছে। কিন্তু এইসব করে কেবল পয়সা খরচ ছাড়া তো আর কোনো লাভ হয় না। শিব জয়ন্তী অর্থাৎ জন্মদিন পালন করে কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে বাস্তবে কবে শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রি হয়েছিল। বাস্তবিকতাতেই লাভ হয়, যা কিছু অবাস্তব তাতে কেবল ঋতিহাস হয়। এই দুনিয়াটাই মিথ্যা। রাখি উৎসবও মিথ্যে পালন করে, এটা তো বাস্তবে পবিত্রতার বিষয়। পবিত্র থাকার জন্যই প্রতিজ্ঞা করা হয়, এটা এখন আরম্ভ হয়েছে। আগে তো এটাও জানত না যে পতিত-পাবন কে এবং তিনি কিভাবে এসে রাখি পরান। তোমরা কখনও পতিত হয়েও না। তোমরাও সবাইকে বল - আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর যে পবিত্র দুনিয়ার রচয়িতা বাবার কাছ থেকে আমি স্বর্গের স্বরাজ্য অবশ্যই নেব, পবিত্র অবশ্যই হবে। রাবণের সেনা, যারা পতিত বানায় তারা খুবই বিরক্ত করে। বাবা বলছেন, এখন থেকে তুমি আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হতে থাকবে এবং বিকর্ম ভস্ম হয়ে যাবে। ভগবানুবাচ - একমাত্র আমাকেই স্মরণ করলে সেই যোগ অগ্নির দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। এতে রাখি বাঁধার কোনো ব্যাপার নেই। পতিত-পাবন বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমার অতীতের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও কোনও বিকর্ম হবে না কারণ তুমি তো পবিত্রই থাকবে। তুমি কতই না ভালভাবে বোঝাও। ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী.... পুরুষদেরকে তো ব্রহ্মাকুমার বলা হবে, তাই না? কেবল মাতাদেরই মহিমা করা হয়েছে। গুরু তো কেবল মাতা হতে পারেন না, এটা তো প্রবৃত্তি মার্গ। যেসব উৎসব পালন করা হয় সেগুলো অন্ধশ্রদ্ধা থেকে করে অথবা পয়সা উপার্জনের জন্য করে। আগে ব্রাহ্মণরা কেবল এক ধরনের রাখি নিয়ে যেত এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই পরাত। এতে তারা পয়সাও পেত। কোনো কোন ধনী ব্যক্তি এক আনা কিংবা দুই আনাও দিয়ে দিত। এখন তো একেবারে অন্যরকম নিয়ম হয়ে গেছে। বোনেরা ভাইদেরকে রাখি পরিষে তিলক দেয় এবং ভাইয়েরা বোনদেরকে ভাল ভাল উপহার দেয়। কেউ কেউ তো গিনি (স্বর্ণমুদ্রা) অথবা ৫০ টাকাও দেয়। নিয়ম রীতি একেবারেই বদলে গেছে। এটা আসলে ব্রাহ্মণদেরই কাজ। তোমরা হলে ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। ওদের তো বিকারের দ্বারা জন্ম হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরাই দেবতা হও।

ব্রাহ্মণ হয়ে তোমরা পবিত্র হওয়া শুরু কর। পতিত-পাবন কেবল বাবাই। এখন তো কন্যারা রাখি বাঁধতে যায়, কিন্তু তারপর যদি অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে তিলক তো আর থাকবে না, রাজস্বও মিলবে না। এখানে তো পরমপিতা পরমাত্মা অধ্যাদেশ জারি করেন - যে পবিত্র হবে সেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। কেবল তোমরাই পবিত্র হও। প্রথমে তোমরা কেবল এইটা বোঝাও যে রাখি বন্ধন হল পবিত্রতার প্রতীক, এই কাম শত্রুকে জয় করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। আমাকে স্মরণ করতে থাক। স্মরণের বন্ধন যেন খুব মজবুত হয় কারণ মাথার ওপরে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, সত্যযুগ থেকে ত্রেতাযুগ পর্যন্ত তোমরা পবিত্র ছিলে, তোমাদের পবিত্র স্বরাজ্য ছিল। তারা কিভাবে স্বরাজ্য পেয়েছিল - নাটকের চাকা এইভাবেই ঘুরতে থাকে। পতিত-পাবন বাবা এসে সবাইকে বলেছেন যে পবিত্র হও। যারা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মত পবিত্র থাকে এবং বাবাকে স্মরণ করে তারাই উঁচু পদ পাবে। ৫০০০ বছর আগেও এইরকমই হয়েছিল, এখন পুনরায় সেটাই হবে। বর্তমান দুনিয়া দেখ কেমন হয়ে গেছে। গান গাওয়া হয় - বর্তমান মানুষের কেমন হয়ে গেছে। কোথায় স্বর্গ অর্থাৎ নতুন ভারত আর কোথায় নরক অর্থাৎ পুরাতন ভারত। ওখানে সবাই একে অন্যকে ভালোবাসত। কারণ সেটা ছিল সুখধাম। এটা হল দুঃখধাম। রাবণ সেই রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে। রাম এবং রাবণের গল্প বানাতে হবে। ৫ হাজার বছর আগে রামরাজ্য ছিল, তখন স্বরাজ্য ছিল। এখন বাবা বলছেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর, গৃহস্থতে থেকে পদ্মফুলের মত হও। তাহলেই পবিত্র দুনিয়ার রাজতিলক পেয়ে যাবে। আমরা রাজযোগ শিখছি। এই পড়া হল স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্য। ওই তিলক তো ব্রাহ্মণরা দেয়। এটা হল স্বরাজ্যের তিলক। বাবার কথা মেনে চললেই তোমরা বাচ্চারা স্বরাজ্য পেয়ে যাবে। তাই জিজ্ঞেস করা হয় যে পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? পতিত-পাবন কেবল বাবাই। তিনি বলেন, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। বাবা সঙ্গমযুগেই পবিত্র বানান। এখন সেই সঙ্গমযুগ, মৃত্যু নিকটেই, তাই বলা হয় যে বাবার হয়ে যাও। নির্দেশ দেওয়া হয় - এসবই হল বোঝার ব্যাপার। আমরা হলাম ভগবানের রচয়িতা এবং তিনি স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। আগেও স্বর্গ ছিল। তোমরা বল যে ভগবান এসে ভক্তদেরকে তাঁর নিজের ধামে নিয়ে যাবে। দুটো ধাম আছে - মুক্তিধাম এবং জীবনমুক্তিধাম। ভারতে যখন জীবনমুক্তি ছিল তখন অন্যান্য আত্মারা শান্তিধামে ছিল। যখন সুখধাম ছিল তখন দুঃখধাম ছিল না। এখন সেই সুখধামই দুঃখধাম হয়ে গেছে। এখন পুনরায় চক্র আবর্তিত হচ্ছে, কলিযুগের পর সত্যযুগ আসছে। বাবাই হলেন সত্যযুগের রচয়িতা, তিনিই পতিত-পাবন। কলিযুগী পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়া হবে, রামরাজ্য হবে। ভগবানের মহাবাক্য হল - পদ্মফুলের মত পবিত্র হও। কামরূপী মহাশত্রুর ওপরে জয়ী হও। দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা, ভাই-বোনেরা সকলেই পতিত। পতিত পতিতকে রাখি পরায়। এখানে তো সঙ্গমযুগে বাবা এসে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান। যতক্ষণ পতিত-পাবন বাবা না আসছেন ততক্ষণ স্বরাজ্য কিভাবে মিলবে? বাবা বুঝিয়ে দেন যে কাকে কিভাবে বোঝাতে হবে। বলো যে তোমরা তো পতিত-পাবনকে আহ্বান কর - কিন্তু তিনি কে? কীর্তনও করা হয় - তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক... কিন্তু এটা কার মহিমা? নিশ্চয়ই ভগবানেরই। তাঁকেই পতিত-পাবন বলা হয়। তিনি এসেই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান। এছাড়া তোমাদের ওপরে জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা আছে। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণের রাজস্ব চলে। দিন-প্রতিদিন দুঃখী হতে হতে একদম পতিত ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। আয়ুও কম হয়ে গেছে। অকালে মৃত্যুও হয়ে থাকে। সকলেই ভোগী হয়ে গেছে। সত্যযুগে সবাই যোগী ছিল, ঘরেও থাকত। সেই দুনিয়াকে সর্বগুণসম্পন্ন নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। রাজস্ব করত এবং বিয়েও হত। ওটা ছিল পবিত্র রাজ্য। পতিত-পাবন বাবা এসে কিভাবে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাচ্ছেন

সেটা বসে বোঝা। রাখি পবিত্রতার জন্যই বাঁধা হয়। বন্দে মাতরম বলা হয়। কন্যারাই হল মাতা। এখানে কন্যা, মাতা, পুরুষ সকলেই পতিত থেকে পবিত্র হয়। পতিত-পাবন বাবা এসে "মন্মুনা ভব" মন্ত্র দেন অর্থাৎ পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করান। পবিত্র থেকে আমাকে স্মরণ কর। তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হওয়ার আর কোনও উপায় নেই। শাস্তি খেলে রাজ্যপদ মিলবে না। যে যোগে থেকে বিকর্মাজীং হবে সেই বিকর্মাজীং রাজা হবে। বিকর্মা রাজার অধ্যায় ১ থেকে ২৫০০ বছর পর্যন্ত চলে এবং তারপর বিক্রম রাজার অধ্যায় ২৫০০ বছর থেকে ৫০০০ বছর পর্যন্ত চলে। মানুষ এই অধ্যায়গুলো সম্পর্কে জানে না। সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগে বিকর্মাজীং বাদশাহী থাকে। কিন্তু এটাকে লক্ষ বছর দেখিয়ে দিয়েছে আর বিক্রম অধ্যায়কে ২০০০ বছর দেখিয়েছে। বাস্তবে অর্ধেক সময় ওই অধ্যায়ের এবং অর্ধেক সময় এই অধ্যায়ের হওয়া উচিত। এইগুলো সব বোঝার ব্যাপার। প্রথম কথা হল পতিত-পাবন কে? পতিত মানুষরাই তাঁকে স্মরণ করে। পবিত্ররা তাঁকে স্মরণ করে না। ওই দুনিয়াতে তো কেবল সুখই থাকে তাই স্মরণ করে না। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) যোগযুক্ত থেকে বিকর্মাজীং হতে হবে। বিকর্মের ওপরে জয়ী হলেই বিকর্মাজীং রাজা হতে পারবে। নিজেকে নিজেই স্বরাজ্যের তিলক দিতে হবে।

২) পবিত্র হয়ে সবাইকে পবিত্রতার রাখি পরাতে হবে। পদ্মফুলের মত থাকতে হবে।

বরদান:- সংকল্প থেকেও আমিষ ভাবের ময়লাকে দূরীভূত করে চাপমুক্ত ফরিস্তা (পরী) হও।

আমিষ ভাবের বিস্তারই হল বোঝা অর্থাৎ চাপ। আমিষ ভাব, আমার স্বভাব, আমার সংস্কার, আমার প্রকৃতি... আমার কোনওকিছু থাকলেই বোঝা অর্থাৎ চাপ অনুভব করবে এবং উড়তে পারবে না। অর্থাৎ ফরিস্তা হতে পারবে না। সংকল্পেও যদি আমিষ ভাব চলে আসে তাহলে সেটা ময়লা হয়ে যাবে। কোনও জিনিসের ওপর ময়লা পড়ে গেলে তার জন্য বোঝা হয়ে যায়। তাই সমস্ত বোঝা বাবাকে দিয়ে আমিষ ভাবের ময়লাকে দূরীভূত কর। তাহলেই ফরিস্তা হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ পাস (উত্তীর্ণ) হয়, সেই হল মাস্টার সর্বশক্তিমান।

বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনে সবার বসার অধিকার সমান

আজ জ্ঞান গঙ্গা আর জ্ঞান সাগরের মিলন মেলা, যে মেলায় সব বাচ্চারা বাবার সাথে রুহানী মিলনের অনুভব করছে। বাবাও রুহানী বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত আর বাচ্চারাও রুহানী বাবার সাথে মিলনের আনন্দে আনন্দিত কারণ আত্মারা যখন কল্প-কল্পের পরিচিত বাবাকে তাদের বুদ্ধিযোগ দ্বারা চিনতে পারে, যে তারা পূর্ব কল্পের সেই একই আত্মা, তারা সেই একই বাবাকে খুঁজে পেয়েছে, তখন তারা নিজেদের আনন্দ, সুখ, প্রেম আর খুশির দোলায় দোলার অনুভব করে। পূর্ব কল্পের বাচ্চারা আবারও একবার এই অনুভব করছে। তাদের সেই পুরানো পরিচিতি আবার স্মৃতিতে ফিরে এসেছে। স্নেহসাগরে নিবিষ্ট, এমন স্মৃতিস্বরূপ আত্মারাই এই বিশেষ অনুভব বুঝতে পারে। বাচ্চারা, তোমরা সবাই স্নেহশীল আত্মা, শুদ্ধ সম্পর্কের কারণে তোমরা এখানে পৌঁছেছ। তাসত্ত্বেও, স্নেহেরও নস্বরক্রম আছে। কোনও আত্মা ভালোবাসায় অন্তর্লীন আর কোনও আত্মা তাদের যথাশক্তি অনুযায়ী মিলনের অনুভব করে। আবার কেউ এই রুহানী মিলন মেলার আনন্দ বুঝতে পেরে এখনও বুঝতে চেষ্টা করছে। তবুও সব আত্মাকে স্নেহশীল আত্মা বলা হবে। স্নেহ-সম্বন্ধের আধারে তারা ক্রমাগত এগোতে এগোতে আত্মস্বরূপ স্থিতিতে পৌঁছে যাবে। তাদের বোঝার চেষ্টা সমাপ্ত হলে তাদের অন্তর্লীন হওয়ার অনুভব হয়েই যাবে, কারণ, স্নেহে অন্তর্লীন হওয়া আত্মারাই সমান হয়। অতএব, সমান হওয়া অর্থাৎ স্নেহে অন্তর্লীন হওয়া। সুতরাং, তুমি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারো যে, তুমি কতদূর বাবা সমান হয়েছ! বাবার সংকল্প কি? আমি-লাভলীন আত্মার সংকল্প কি তাঁর সংকল্পের সমান? একইরকমভাবে কি আমি বাবার বাণী, কর্ম, সেবা, সম্বন্ধ সবকিছুতে বাবা সমান হয়েছি? অথবা, এখনও বিশাল প্রভেদ আছে নাকি অল্পই প্রভেদ আছে? প্রভেদ সমাপ্ত করতে 'মনমনাভব'-র মহামন্ত্র প্রয়োজন। প্রতি সেকেণ্ডে তোমার প্রতি সংকল্পে এই মহামন্ত্রের স্বরূপ হওয়াই তাঁর সমান হওয়া এবং তাঁর মধ্যে অন্তর্লীন হওয়া আত্মা রূপে অভিহিত হয়। বেহদের বাবা বেহদের সংকল্প রাখেন, সব বাচ্চারা বাবা সমান হোক। তিনি এরূপ মনে করেননা যে, তিনি গুরু হবেন আর বাকিরা শিষ্য। না! তিনি চান তোমরা বাবা সমান হয়ে বাবার হৃদয়-সিংহাসনে বসো। এখানে তোমাদের গদি-আসীন হতে হবেনা; দু'-একজনই সেইরকম হবে। যেমনই হোক, এখানে বেহদের বাবা তোমাদের বেহদের হৃদয়-সিংহাসনে বসার উপযুক্ত বানান, যেখানে সব বাচ্চারা অধিকার লাভ করতে পারে। তোমাদের প্রত্যেকের একই রকম গোল্ডেন চান্স আছে। হয় তোমরা শুরুতে এসেছিলে নয় মধ্যতে অথবা এখন এসেছ। তোমাদের সবার সমান হওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে অর্থাৎ হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার। এমন নয় যে, যারা শেষে আসে তারা এগিয়ে যেতে পারবেনা। যে কেউ এগিয়ে যেতে পারে কারণ এই প্রপার্টি অসীম-এর (বেহদের)। সুতরাং, এটা এমন নয় যে, যারা শুরুতে এসেছিল, তারা সবকিছু নিয়ে নিয়েছে আর সব শেষ হয়ে গেছে। এত অনন্ত প্রপার্টি যে, যারা পরে আসে তারাও যতখুশি নিতে পারে। কিন্তু যারা অধিকার লাভ করে সবকিছু তাদের ওপর নির্ভর করে, কারণ অধিকার নেওয়ার সাথে সাথে তোমাদের অধীনতার সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। এটা কিছুই না, শুধু অধীনতা কিন্তু যখন এটা ছাড়ার প্রসঙ্গ আসে তখন তুমি নিজের কমজোর অবস্থার কারণে একই কথায় স্থির হয়ে থাকো আর বলো যে, সংস্কার ছাড়াই না। তুমি তোমার সংস্কারকে দোষারোপ করে বলো সংস্কার ছাড়াই, বাস্তবে তুমি নিজেই ছাড়তে চাওনা। কোনটা বেশী শক্তিশালী - চৈতন্য শক্তি না সংস্কার? সংস্কার আত্মাকে ধারণ করেছে নাকি আত্মা সংস্কার ধারণ করেছে?

আত্মার চৈতন্য শক্তি সংস্কার না সংস্কারের চৈতন্য শক্তি আত্মা ? আত্মাই যখন ধারণ করে তাহলে আত্মাকেই ছাড়তে হবে, নাকি সংস্কার নিজেই ছেড়ে যাবে ! তোমরা এর আবার কত নাম দাও, এটা আমার সংস্কার, স্বভাব, নেচার, অভ্যাস । কিন্তু বলে কোন শক্তি ? অভ্যাস বলে ? নাকি আত্মা বলে ? সুতরাং, তোমরা মালিক হলে নাকি গোলাম ? তোমাদের অধিকার নেওয়ার অর্থাৎ মাস্টার হওয়ার অর্থরিটি পাওয়ায় বেহদের চাম্ব থাকা সম্বন্ধে তোমরা তোমাদের যথাশক্তি নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাও । এইরকম হওয়ার কারণ কি ? তোমরা বলো, এটা আমার অভ্যাস, আমার সংস্কার, আমার নেচার । যাই হোক, তোমরা যতই বলো সেসব তোমাদের, তবুও সেই বলায় কোন মালিকতাব নেই । যদি সেসব তোমাদের হয়, তাহলে তো তোমরা সেইসবের মালিক হলে, তাই না ! তাহলে কি তোমরা বলবে, এমনই মালিক, যা চাই তা করতে পারেনা, যে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেনা অথবা যে অধিকার লাভ করতে অসমর্থ ? তবে কি এমন দুর্বল আত্মাকে সর্বাধিকারী আত্মা বলা হবে ! তোমাদের সামনে খোলাখুলি চাম্ব রয়েছে; বাবা তোমাদের নম্বর ক্রমানুসারে দেননা; তোমরা নিজেরাই নম্বরক্রমে তৈরি হও । বাবার হৃদ-সিংহাসন এতই বড় যেখানে সারা বিশ্বের আত্মারা অন্তর্লীন হতে পারে । এই সিংহাসন এমনই বেহদ স্বরূপ, কিন্তু আসীন হওয়ার মতো তেজস্বী ক'জন হতে পারে ? কারণ হৃদয়-সিংহাসনাসীন হতে হলে তোমাকে তোমার হৃদয়ের সাথে সওদা করতে হবে । এই কারণে বাবাকে দিলওয়ালা বলা হয় । তিনি তাঁর হৃদয় তোমাদের সঁপেও দেন, আবার তোমাদের হৃদয় নিয়েও নেন । যখন সওদা শুরু হয়, তোমরা বড় চাতুরী দেখাও । তোমরা পুরো সওদা করোনা, কিছুটা রেখে নাও; আর তখন তোমরা কি বলো ? না, "ধীরে ধীরে সবকিছু দিয়ে দেব ।" তোমরা কিস্তিতে কারবার করা পছন্দ করো । যে এক ঝটকায় একসাথে সওদা করে সে সদা একরস থাকে এবং সবকিছুতে এক নম্বর হয়ে যায় । বাকি যারা একটু একটু করে সওদা করে তারা একটার পরিবর্তে দু'নৌকায় পা রেখে সবসময় কোনও না কোনও অবস্থার অব্যবহিত পরিবর্তনে বিভ্রান্ত হয় । একরস হতে পারেনা । এইজন্য সওদা করতে হলে এক সেকেণ্ডে করো । তোমার হৃদয়কে টুকরো টুকরো কোরোনা । আজ তোমার হৃদয়কে তোমার থেকে সরিয়ে বাবার সাথে জুড়ে দিলে, তার মানে, তুমি তাঁকে তোমার হৃদয়ের এক টুকরো দিলে অর্থাৎ এক কিস্তি দিলে । কাল আবার তোমার সম্পর্কগুলো থেকে হৃদয় সরিয়ে বাবাকে দিলে, দ্বিতীয় কিস্তি, তোমার হৃদয়ের দ্বিতীয় টুকরো । এইভাবে করলে কি হবে ? বাবার প্রপাটি থেকে তুমি মাত্র এক টুকরোর অধিকার লাভ করবে । প্রাপ্তির অনুভবের সব অনুভূতিকে অনুভব করতে পারবেনা । অল্প অল্প অনুভব করলে তার থেকে না হবে সদা সম্পন্ন, আর না হবে সদা সন্তুষ্ট, এইজন্য এখনও কোনও কোনও বাচ্চা বলে যে, তাদের যতটা অনুভব হওয়া উচিত ছিলো ততটা তারা অনুভব করতে পারেনি । কেউ কেউ বলে, তাদের পুরো অনুভব হয়না, তারা অল্পমাত্র অনুভব করে । কেউ আবার বলে পুরো অনুভব হয় কিন্তু সবসময় হয়না, কারণ ফুল সওদা না করায় তারা পূর্ণ (ফুল) ব্যাপ্তির অনুভবও করতে পারেনা । তারা একবারে সওদার সংকল্প করেনি, সেইজন্যে তারা এটা করে অল্প অল্প ক'রে, তাদের অনুভবও হয় অল্প সময়; এটা সবসময়ের নয় । কার্যতঃ, এই সওদা কত শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির সওদা; এটা হলো, উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে হৃদয় দিয়ে দিলারাম বাবার হৃদয়-সিংহাসনে আরামে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার লাভ করা । তবুও কি একবারে এই সওদা করার ক্ষমতা নেই তোমাদের ! এটা তোমরা বুঝতে পারছ, এর সম্পর্কে কথা বলছ, কিন্তু তোমাদের সাহসের অভাবে এই ভাগ্য প্রাপ্তিতে অপারগ থেকে যাচ্ছ । এই সওদা তো সম্ভব, তাই না ! নাকি তোমাদের খুব কঠিন বলে মনে হয় ? বলার সময় সব বলো এটা সম্ভার সওদা । যাই হোক, তোমরা যখন এটা করতে শুরু করো, অনেক কঠিন বানিয়ে দাও । কার্যতঃ, তুমি যা দিচ্ছ তা তো প্রকৃতপক্ষে দেওয়া নয় । লোহা দিয়ে হীরে নেওয়া - এটা দেওয়া

হলো না নেওয়া হলো ? তাহলে তোমাদের নেওয়ারও ক্ষমতা নেই ? এই কারণে তোমরা বলেছ যে, বেহদের বাবা সবাইকে সমানভাবে দেন, কিন্তু তাদের সকলের অবাধে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও শুধু যারা নিচ্ছে তারা নশ্বর অনুযায়ী হয়ে যায় । তুমি যদি একটা চাম্স নিতে চাও তো নিতে পারো ! এরপরে কেউ তোমার অভিযোগ শুনবেনা যে, এই কারণ ঘটেছে, নয়তো তুমি করতে পারতে । যদি আমি শুরুতে আসতাম বা যদি এমন পরিস্থিতি না হতো, আমি এগিয়ে যেতে পারতাম ! এই অভিযোগ তোমার নিজের দুর্বলতার । তোমার স্ব-স্থিতির সামনে বাহ্যিক পরিস্থিতি কিছু করতে পারেনা । বিঘ্ন-বিনাশক আত্মাদের পুরুষার্থের পথে কোনও বাধা বিঘ্ন উত্পন্ন করতে পারেনা । সময়ের হিসাবে গতির হিসাব হয়না । এমন নয় যে, কেউ দু'বছর আগে এসেছে তাই সে এগিয়ে যাবে আর যে দু'মাস আগে এসেছে সে পারবেনা । এখানে সেকেন্ডে সওদা ! সুতরাং, দু'মাস তো কত বড় ! যাই হোক, যখন এসেছিলে সেই মুহূর্ত থেকে তীব্রগতি হয়েছে ? সুতরাং, তীব্র গতিসম্পন্ন আত্মা অমনোযোগী অনেক আত্মাদের থেকে এগিয়ে যেতে পারে । এইজন্য বর্তমান সময় এবং মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মাদের এই বরদান আছে - নিজের জন্য তুমি যা চাও, যেভাবে যত উন্নতি চাও করতে পারো, যত অধিকার তুমি লাভ করতে চাও, সহজে তা করতে পারো, কারণ এই সময় এখন আশীর্বাদপ্রাপ্ত । তোমরা আত্মারা বরদাতা বাবার বরপ্রাপ্ত । তোমরা বুঝতে পেরেছ ? তোমরা বরপ্রাপ্ত হতে চাইলে এখনই হও । নয়তো বরদানের সময় শেষ হয়ে আসছে । পরে মেহনত করলেও কোনকিছুর প্রাপ্তি হবেনা । এইজন্যে যা পেতে চাও এখনই প্রাপ্ত করে নাও । যা করতে চাও এখনই করে নাও । ভেবোনা, কিন্তু যা তুমি করতে চাও তা'দুট সংকল্পের সাথে করো এবং সাফল্য অর্জন করো ।

যারা সর্বাধিকারী, যারা এক সেকেন্ডে সওদা করে অর্থাৎ তারা ভাবামাত্র সেটা করে, এইরকম সদা তেজোময় শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যারা মালিক হয়ে পরিবর্তনের শক্তি দ্বারা তাদের দুর্বলতা সমাপ্ত করে, যারা শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে চেয়ে সেটা করে, এমন মাস্টার সর্বশক্তিমান, হৃদ-সিংহাসনাসীন, অধিকারী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:

নিজেকে সদা সেবাধারী মনে করে সেবায় তো নিযুক্ত রাখো, তাই না ! সেবাধারীদের সেবার সফলতার বিশেষ আধার কি ? জানো তোমরা ? একজন সেবাধারী সবসময় সফল হতে চায়, কিন্তু সাফল্যের আধার কি ? আজকাল বাবা কোন কথার ওপর বিশেষভাবে তোমাদের অ্যাটেনশন দেওয়াচ্ছেন ? (ত্যাগের ওপর), বিনা ত্যাগ এবং তপস্যায় সফলতা আসতে পারেনা । সুতরাং, সেবাধারী হওয়ার অর্থ হলো ত্যাগ মূর্ত এবং তপস্বী মূর্ত হওয়া । তপস্যা কি ? এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এটাই প্রতি মুহূর্তের তপস্যা । আর ত্যাগ কি ? বাবা তোমাদের ত্যাগের বিষয়ে অনেক বলেছেন কিন্তু সার রূপে একজন সেবাধারীর ত্যাগ হলো - যেমন সময়, সমস্যা, ব্যক্তি, সেরকমভাবেই নিজেকে মোল্ড করে স্ব-কল্যাণ এবং অন্যদের কল্যাণ করার জন্য সদা ইজি থাকতে হবে । পরিস্থিতি যেমন হবে অর্থাৎ কোথাও নিজের নাম ত্যাগ করতে হতে পারে, কোথাও সংস্কার, কোথাও ব্যর্থ সংকল্প, কোথাও বা সাময়িক স্থূল সাধন - সুতরাং, সেই সময় এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি বানাতে সমর্থ হওয়া প্রয়োজন । তার জন্য যে কোনও ত্যাগের প্রয়োজন হলে অবশ্যই তাই করো, নিজেকে মোল্ড করে নাও, একেই বলা হয়ে থাকে ত্যাগ মূর্ত হওয়া । ত্যাগ, তপস্যা এবং তারপর

সেবা । সেবায় ত্যাগ-তপস্যাই সাফল্যের ভিত । সুতরাং, এমন ত্যাগী হও যাতে সেই ত্যাগের অযথা গর্ব না হয় যে, তুমি কিছু ত্যাগ করেছ ! যদি এমন সংকল্পও আসে, তবে সেটা ত্যাগ নয় ।

সেবাধারী অর্থাৎ বড়দের ডিরেকশন ততক্ষণাত্ কার্যে প্রয়োগ করা । লোক-সংগ্রহ অর্থে অর্থাৎ জিজ্ঞাসুদের সাহায্যার্থে কোনও ডিরেকশন পেলে, তুমি রাইট এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত নয় । যদি তুমি রাইটও হও লোক-সংগ্রহ অর্থ নিমিত্ত আত্মাদের ডিরেকশন পেলে সর্বদা বলো, "জী হাঁ" , "জী হাজির" , - এটাই সেবাধারীদের বিশেষত্ব । এটা বশ্যতা স্বীকার করা বা নিজেকে হীন করা নয় । বরং আরও উঁচু হওয়া । কখনও কখনও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবে, আমি যদি এইরকম করি তবে নিজের মর্যাদা হানি হবে এবং তাতে আমার নাম মূল্যহীন হয়ে যাবে, আমার পার্সোনালিটি মূল্যহীন হয়ে যাবে, কিন্তু না ! মেনে নেওয়া অর্থাৎ মাননীয় হওয়া, অন্যকে সম্মান দেওয়ার অর্থ স্বমান নেওয়া । অতএব, এমন সেবাধারী হও যে, নিজের মান-মর্যাদাও ত্যাগ করে দিতে পারো । স্বল্পকালীন মান মর্যাদা দিয়ে তুমি কি করবে ? আঙুটাকারী হওয়ার অর্থই হল সদাকালের মান-মর্যাদা লাভ করা । তাহলে তোমরা কি এটা অবিনাশী চাও নাকি এখনই-এখনই নিতে চাও ! একজন সেবাধারী অর্থাৎ এই সবকিছু ত্যাগে এভার রেডি । বড়রা কিছু বলা মাত্রই সেটা করা । এমন বিশেষ সেবাধারী, বাবার এবং সবার প্রিয় হয় । বিনম্র হওয়া অর্থাৎ সফলতার ফল ধারণ করা । এই নতি স্বীকার নিজেকে ছোট করা নয়, বরং সফলতার ফল সম্পন্ন হওয়া । সেই সময় আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তোমার নাম মূল্যহীন হয়ে পড়ছে, অন্য কেউ মহান হয়ে গেছে আর তুমি ছোট হয়ে গেছ, তোমাকে নীচে নামানো হয়েছে আর অন্যকে ওপরে ওঠানো হয়েছে । যতই হোক, এটা মাত্র সেকেন্ডের খেলা । সেকেন্ডে পরাজয় হতে পারে আবার সেকেন্ডে জয় হতে পারে । সেকেন্ডের পরাজয় হলো তোমার সদা পরাজয় যা তোমাকে চন্দ্রবংশী ধনুকধারী বানিয়ে দেয়, আর সেকেন্ডের জয় হলো অবিরত তোমাকে খুশির প্রাপ্তি করায়, যার নিদর্শন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বাঁশি বাজাতে দেখানো হয় । তবে ! কোথায় চন্দ্রবংশী ধনুকধারী আর কোথায় বংশীধারী ! সুতরাং, এটা সেকেন্ডের কথা নয় কিন্তু সেই সেকেন্ডে সদাকালের আধার । তাই এই রহস্য বুঝে অবিরাম চলতে থাকো । ব্রহ্মাবাবাকে দেখেছিলে, ব্রহ্মাবাবা নিজেকে কত নীচে করেছেন ! এত নিরহংকারী সেবাধারী হয়েছেন যে, বাচ্চাদের পা টিপে দিতেও রাজী । বাচ্চারা আমার থেকে এগিয়ে ! বাচ্চারা আমার থেকে ভালো ভাষণ দেয় । তিনি কখনও বলেননি, প্রথমে আমি ! তিনি বলেছেন আগে বাচ্চারা, প্রথমে বাচ্চারা, তিনি বাচ্চাদেরই বড় বলতেন ! সুতরাং, নিজেকে নীচে করা মানে নীচে হওয়া নয় , তুমি নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বে নিয়ে যাচ্ছ । সুতরাং একেই বলা হয়ে থাকে প্রকৃত যোগ্য সেবাধারী । সবার তো এইরকমই লক্ষ্য, তাই না ! গুজরাট থেকে অনেক সেবাধারী বেরিয়েছে কিন্তু গুজরাটের নদী গুজরাটেই বইছে, গুজরাট কল্যাণকারী না হয়ে বিশ্ব কল্যাণকারী হও । সদা এভার রেডি হও । আজ কোনও ডাইরেকশন পেলে বলো, "হাঁ জী !" কি হবে ? কিভাবে হবে ? ট্রাস্টিকে কেন ভাবতে হবে - কি হবে, কেন হবে ? নিরন্তর নিজেকে অফার করো তবেই নিরন্তর তুমি উপরাম (সব কিছুর ঊর্ধ্বে, বৈরাগ্য) স্থিতিতে থাকবে । তখন মোহ আর অধীনতা থেকে দূরে সরে যাবে । আজ এখানে, কাল অন্য কোথাও যাবে, তখনও তুমি সবকিছু অতিক্রম করে ঊর্ধ্বে চলে যাবে । যদি তুমি ভাবো এখানেই থাকতে হবে তবে এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে, "আমাকে এইরকম হওয়ার জন্য অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে হবে, আমাকে এইরকম হতে হবে" । তুমি আজ এখানে তো কাল তুমি অন্য কোনখানে । তোমরা বিহঙ্গ । আজ এই ডালে তো কাল অন্য ডালে । তোমাদের স্থিতি তখন উপরম হয়ে যাবে, সুতরাং,

মনের স্থিতি নিরন্তর উপরাম হতে হবে। এমনকি যদি কোথাও ২০ বছরও থাকো, তুমি কিন্তু এভার রেডি থাকো। নিজে ভেবোনা যে, কিভাবে হবে, একে বলা হয়ে থাকে মহাত্যাগী। আচ্ছা।

বরদান:- সঙ্গমযুগের মহত্ব জেনে পরমাত্ম আশীর্বাদে ঝুলি ভরে মায়াজিত্ ভব

সঙ্গমযুগের এক সেকেণ্ড অন্য যুগের এক বছরের থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের এক সেকেণ্ডও যদি তুমি নষ্ট করে ফেল তবে এক সেকেণ্ড নয় অনেক কিছু তুমি নষ্ট করে ফেল। সর্বদা এর মহত্ব স্মরণে থাকলে প্রতি সেকেণ্ডে পরমাত্ম আশীর্বাদ লাভ করবে। আর যার ঝুলি পরমাত্ম আশীর্বাদে সদা ভরপুর থাকে তার কাছে মায়া কখনও আসতে পারেনা। দূর থেকেই সে পলায়ন করবে। সুতরাং সময় বাঁচানো হলো তীব্র পুরুষার্থ করা। তীব্র পুরুষার্থী অর্থাৎ সদা মায়াজিত্।

স্লোগান:- যারা আত্মাকারী তারাই বাবার এবং পরিবারের আশীর্বাদযোগ্য।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ডবল মুকুটধারী হওয়ার জন্য ডবল হিংসা ত্যাগ করতে হবে, গুপ্ত যোদ্ধা হয়ে
মায়াবী শত্রুর ওপর বিজয়ী হতে হবে।"

প্রশ্ন:- ছোট মুখে বড় কথা... এই প্রবাদ কাদের জন্য এবং কেন বিখ্যাত?

উত্তর:- এই প্রবাদ পরমাত্মার জন্য। কিভাবে তিনি এই সাধারণ শরীরে বসে, এই ছোট মুখের দ্বারা
তোমাদেরকে বড় বড় কথা শোনান। দীনবন্ধু বাবা তোমাদেরকে গরিব থেকে ধনী বানিয়ে দেন।
তোমরা বাচ্চারাও বল যে আমরা হলাম শক্তিশালী উত্তরাধিকারী। আমরা রাবণের ওপর জয়ী হয়ে
সমগ্র বিশ্বে স্বর্গ স্থাপন করছি। এটাও হল ছোট মুখে বড় কথা। দুনিয়ার মানুষ এইসকল কথা শুনে
হাসে, কিছুই বুঝতে পারে না। তোমাদের মত কথা কেউই বলতে পারবে না।

গীত:- আজ অবশেষে এলো সেই দিন...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনল এবং এর অর্থও বুঝল। নিশ্চয়ও হয়েছে যে যাকে পতিত পাবন বলা
হয় সেই বাবা এখন এসেছেন। তাঁকে পতিত-পাবনের সাথে দীনবন্ধুও বলা হয়। এই সময়ে সমগ্র
দুনিয়াটাই নরক, অনেকেই গরিব। সমগ্র সৃষ্টিই এখন গরিব। এইরকম ভেবো না যে রাশিয়া,
আমেরিকা অনেক ধনী। ওদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা স্বর্গের তুলনায় কিছুই নয়। সব সুযোগ
সুবিধা এবং সম্পত্তি একত্রিত করলেও তা স্বর্গের তুলনায় নগণ্য। হয়তো কেউ কেউ লেখে যে চীনের
এত মিলিয়ন পাউন্ড সোনা কেনার ক্ষমতা রয়েছে এবং আমেরিকাও এইরকম ধনী। কিন্তু তোমরা
বাচ্চারা জানো, আমাদের যে রাজধানী বা স্বরাজ্য স্থাপন হচ্ছে তার তুলনায় এইসব কিছুই নয়।
এখানে এত কিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষ গরিব। স্বর্গের তুলনায় তো গোটা বিশ্বই এখন গরিব। বাবার
নামই হল দীনবন্ধু। স্বর্গে এই ভারতই কত ধনবান ছিল। তুলনা করে দেখ। এখন কি হাল
হয়েছে। দীনের নাথ বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন, তোমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে
এসেছেন। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে কত ধনবান বানিয়ে দেন। আমরা মহারাজা
মহারানীর কতই না ধনী হব। ভক্তিমার্গে কত সুন্দর সুন্দর মন্দির বানায়। অতএব বাবার এই
দীনবন্ধু নামটা তো মানানসই, তাই না? ওটা হল নতুন দুনিয়া, এটা পুরাতন দুনিয়া। বোঝা যায় যে
পুরাতন দুনিয়াতে মানুষ যেন কেমন হয়ে গেছে। স্বর্গ হল সুখের ভান্ডার। এই দুঃখের দুনিয়াকে
পরিবর্তন করার জন্য কেউ না কেউ তো অবশ্যই আছেন। তিনি কিভাবে পরিবর্তন করেন? সেটাও
তোমরা জানো। এক্ষেত্রে ঝগড়া, লড়াই ইত্যাদির তো কোনও প্রশ্নই নেই। গীতাতো কৃষ্ণের নাম দিয়ে
দিয়েছে। কৃষ্ণ তো দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে পারবে না। যিনি দুনিয়া পরিবর্তনের কার্য করেন
তাকে ভগবান বলা হয়। তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে বাবা আমাদেরকে কি থেকে কি
বানাচ্ছেন। নামটাই হল স্বর্ণযুগ অর্থাৎ সোনার দুনিয়া। সোনার দ্বারকা বলা হয়, অর্থাৎ গোটা
শহরটাই সোনার। তাহলে অবশ্যই এত ধন সম্পত্তিও থাকবে। বাচ্চারা এইসবের সাক্ষাৎকারও
করেছে। বাবা বলছেন, যত তোমার আগে এগোবে তত প্রতি মুহূর্তে সাক্ষাৎকার হবে। যখন নিজের
দেশের কাছাকাছি কেউ চলে আসে তখন ভাবে যে এখনই আমি পৌঁছে যাব। তোমরা জানো যে
এইরকম লড়াইও অবশ্যই হবে। তবেই না পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে। যেমন দিল্লি আগে পুরাতন
ছিল, এখন নতুন বানিয়েছে। তোমরা জানো যে এখন সমগ্র দুনিয়াটাই হল কবরস্থান, এরপর পরীস্থান

হবে। বাবা আমাদেরকে সেই নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। ভারতের জন্য অবশেষে সেই দিন এসেছে - গরিব ভারত বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাচ্ছে। গোটা দিল্লিকেই তো নতুন দিল্লি বলা যাবে না। নতুন দুনিয়াতে নতুন দিল্লি হবে। গান্ধীজি বলতেন এবং এখনও অনেকে বলে যে রাম রাজ্য চাই। তাহলে এর থেকেই বোঝা যায় যে এই দুনিয়াটা হল রাবণ রাজ্য। বলে দেয় যে অমুক ব্যক্তি স্বর্গতঃ হয়েছে। তাহলে সেই ব্যক্তি আগে নিশ্চয়ই নরকে ছিল, এখন স্বর্গে গেছে। স্বর্গে এইরকম বলবে না। এখানে স্বর্গের সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। কেউ মারা গেলে বলে যে সে স্বর্গধামে গেছে। স্বর্গে কোন্ ধর্মের মানুষেরা থাকে? গড ফাদারই স্বর্গ স্থাপন করেন। তোমরা দেখ যে তিনি কত সাধারণ ভাবে বসে আছেন। নাটকের রহস্যকে তোমরাই জানো। কোনো সময়ে যে ঘটনা ঘটে, পরে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ৫ হাজার বছর পরে পুনরাবৃত্তি হবে। যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যেটা অতীত হয়ে গেছে। এইসব হল সৃষ্টির ইতিহাস এবং ভূগোল যেটা পুনরায় হবে। খ্রিস্টান ধর্ম থাকবে না, যীশু খ্রিস্ট এসেই স্থাপন করবে। এই সব কথা তোমাদের ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতেই নেই। বাবা বলছেন, ৫ হাজার বছর পরে আমি পুনরায় রাজযোগ শেখাতে এসেছি। শিক্ষক রূপে তিনি বলছেন, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিমের রহস্য শোনাচ্ছি। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ এই জ্ঞান দিতে পারবে না। এই সকল কথা কোনো শাস্ত্রতেও নেই। এইসব কথা কেউই বুঝতে পারে না। যীশু খ্রিস্ট ৩ হাজার বছর পরে পুনরায় আসবে। এতদিনে ২ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তাহলে তো মোট ৫ হাজার বছরের হিসাব হল, তাই না? কিন্তু এইসব কারোর বুদ্ধিতে ধারণই হয় না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে পুনরায় স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে। কোনো লড়াইয়ের দ্বারা নয়। বাবা তো হিংসা শেখাতে পারেন না। তোমরা বাবার দ্বারা ডবল অহিংসক হয়ে ডবল মুকুটধারী হচ্ছে। বাবা বলছেন, কাম বিকার হল মহাশত্রু। এর ওপর জয়ী হলেই তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এখন হল সেই সময়। বর্তমান পরিস্থিতি তো দেখতেই পাচ্ছ। ভারতে এই লড়াই ৫ হাজার বছর আগেও হয়েছিল। তারপর কাদের জয় হয়েছিল? যাদব এবং কৌরবদের বিনাশের পর কি হয়েছিল? সেই সম্বন্ধে কিছুই দেখানো হয়নি। বাবা আসেন, তারপর মহাভারতের যুদ্ধ হয়, তারপর কি হয়? দেখিয়েছে যে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে পাণ্ডবরা গলে গেছে। তাদের সাথে একটা কুকুরকেও দেখিয়েছে। কিছুই বোঝে না। কত বড় সীমাহীন চক্র, কত রকমের ধর্ম। তোমাদের বুদ্ধির খোলায় সমস্ত রহস্যের জ্ঞান আছে। আগে তোমরা অনেক ধনবান ছিলে। এখন খুব গরিব হয়ে গেছ। এখন মানুষের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতি কেমন সেটা তো বুঝতেই পারছ, এই নিয়ে অনেক কথাও শোনা যায়। তোমরা এটাও জানো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলে পূর্ব কল্পের মত শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ রাজধানী স্থাপন করছি। এর জন্য নেশা হওয়া উচিত। গুপ্ত অগুপ্ত যোদ্ধা বলা হয়। বাস্তবে তোমরাই হলে অগুপ্ত, আবার তোমরাই হলে অতি বিখ্যাত। ওরা অগুপ্ত যোদ্ধা বলে কিন্তু আবার এতই বিখ্যাত যে বড় বড় ব্যক্তির গিয়ে পূজা করে। তোমরাও কত বিখ্যাত হয়ে যাও। তোমাদের ওপর কত ফুল চড়াবে, কত মন্দির বানাবে। কিন্তু এখন তোমাদেরকে কেউই জানে না। ওরা সবাই তো বন্দুকবাজি করে মরে যাবে। তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে দাও। তারপর তোমরা বিষ্ণুমালা কিংবা রুদ্রমালাতে স্থান পেয়ে যাও। কিন্তু এটা কেউই বোঝে না যে শিবশক্তি পাণ্ডবসেনারা কি করেছিল। এই সময়েও তারা জানে না যে তোমরা কি করছ। তোমরা কতই না শক্তিশালী যোদ্ধা। তোমাদের যুদ্ধ কাদের বিরুদ্ধে? রাবণের বিরুদ্ধে। তোমরা যদি কাউকে বল যে আমরা যুদ্ধের ময়দানে আছি তাহলে সে শুনে হাসবে। বলবে, ছোট মুখে বড় কথা বলছে। আমরা স্বর্গের স্থাপনা করছি। তোমাদের মত কথা কেউই বলতে পারবে না। বেহদের বাবা এসে এই ছোট মুখ দিয়ে কত বড়

বড় কথা বলেন। দুনিয়ার মানুষ তো কৃষ্ণের জন্য বলে যে ছোট মুখে বড় কথা। কিন্তু কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, বাচ্চার মুখ তো ছোটই হবে। ছোট মুখে বড় কথা - এটা পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয়। বাবা হলেন দীনবন্ধু। তিনি এসে সবাইকে কত ধনবান বানিয়ে দেন। তিনি পুরাতন শরীরেই আসেন। তোমরাও গরিব এবং এই ভারতও গরিব, বাবা এসে এদেরকেই আপন করেন। তোমরা বল যে বাবা এসে নরককে স্বর্গ বানিয়ে দিচ্ছেন। এটা কত বড় গুপ্ত কথা। মানুষ বলে ভারত কিভাবে স্বর্গ হবে? এটা কিভাবে সম্ভব? এই কলেজ দেখো কিরকম! এখানে পড়ান কে! আর এই পড়ার দ্বারা তোমরা কত উঁচু পদ পাও। তোমরা কত সাধারণ ভাবে বসে আছ। সত্যিই কি আশ্চর্যের! তাই না? প্রতি কল্পেই এইরকমই হবে। শুরু থেকে যা কিছু হয়েছে, বাবা যেভাবে এসেছেন সেই সবকিছুর পুনরাবৃত্তি হবে। বাবা বসে একে (ব্রহ্মাবাবাকে) বোঝাচ্ছেন। তুমি তোমার জন্মকে জানো না, আমি তোমাকে বলছি। তারই নিশ্চয় হবে যার প্রতি কল্পে হয়েছিল। মায়াও কম নয়। নিজের নিশ্চয় হয় এবং অন্যদেরকেও নিশ্চয় করায়, কিন্তু তারপরেও মায়া সংশয়বুদ্ধি করে দেয়। এই রকম সংশয়বুদ্ধি হয়ে যারা চলে গেছে তাদেরকে পুনরায় নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন করা হয়। বোঝা যায় যে বাবার এই জ্ঞান বড়োই আশ্চর্যজনক। তাই বলা হয় ভগবানের গতি মতি ভগবানই জানেন। গরিব নওয়াজ বাবা এসে কত ধনবান বানাচ্ছেন। সমগ্র বিশ্বকে পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। পুনরায় নবীন বানিয়ে কল্পবৃক্ষসম কায়া করে দেন। তোমাদের শরীর খুব সুন্দর হয়ে যায়। তোমরা বোঝ যে সত্যযুগে আমাদের আয়ু বড় ছিল। এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিতাম। এখন দেখ কি হাল হয়েছে। মৃত্যুকে ভয় পায়। তোমরা বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে। তোমরা যখন জঙ্গলে যাও তখন কেউ তোমাদের সামনে আসলে তার সাক্ষাৎকার হয় যে ইনি তো দেবী, তখন সেই পালিয়ে যায়। বাবা বাচ্চাদেরকে কত ভালোভাবে সামলান, তাই তোমাদের নাম রাখা হয়েছে শক্তিসেনা। অন্য সকল মানুষ তোমাদেরকে ভয় পাবে। কালীকে কত ভয় পায়। ভয়ঙ্কর রূপ দেখানো হয়েছে। এই রূপেরও সাক্ষাৎকার হয়েছে। কোনো চোর সামনে এলে কালীর রূপ দেখে পালিয়ে যায়। তোমাদের কত ভালোভাবে সামলানো হয় এবং রক্ষা করা হয়। কিসের থেকে রক্ষা করা হয়? রাবণের হাত থেকে। তোমাদেরকে অনেক যুক্তি বলা হয়। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে মায়া কাছে আসার নামই নেবে না। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে নিজের কাছে তালিকা অবশ্যই রাখ। এটা হল তোমাদের প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার সময়ে তাদেরকে দেখা শোনা করার জন্যও কেউ থাকে। যাতে কোথাও কেউ কোনো গড়বড় না করে। তোমাদেরকে তো শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, তাই বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ কর। মায়া অনেক খারাপ সংকল্প নিয়ে আসবে। ভাবে যে আগে তো কখনও এইরকম খারাপ খেয়াল আসেনি। এখন বুড়ো হয়ে গেছি তাও কেন এত খারাপ সংকল্প আসছে। অনেক খারাপ স্বপ্নও আসবে। কিন্তু মায়ার তুফানকে ভয় পেলে চলবে না। কখনো কামের আগুনে দহন হয়ো না। বাবা বুঝিয়েছেন যে - এই সময়ে সকলে কামচিতার আগুনে পুড়ে মরে গেছে। খারাপ কাজ করতেই থাকে। বিদেশে তো ৪-৫ জন বাচ্চার জন্ম দিলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। খবরের কাগজে এইরকম অনেক খবর থাকে। বাবা তোমাদেরকে সমগ্র দুনিয়াতে কি কি হচ্ছে সেই খবর শোনান। কোথাও বড় কোনো লড়াই লেগেছে কিনা তা রেডিওর দ্বারা জানা যায়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এখন অনেক ধনবান হচ্ছি। স্বর্গের মালিক হচ্ছি। ওখানকার প্রজারাও অনেক ধনী হয়, তাদের কাছেও কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না যার জন্য কিছু আবিষ্কার করতে হবে। কৃষ্ণ তো অনেক ধনবান। কিন্তু শিববাবার কাছে কি কোনো পয়সা আছে? কৃষ্ণ হল বৈকুণ্ঠের মালিক। তোমরা জানো যে আমাদের কত উঁচু লক্ষ্য। বরাবর এই লক্ষ্মী-নারায়ণ মহারাজা-মহারানী ছিলেন। কিন্তু এখন আর নেই। এখন বাবা পুনরায় ঐরকম বানাচ্ছেন। ইনি তো (ব্রহ্মাবাবা)

এখন কত গরিব, কিন্তু একসময়ে কত ধনী ছিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের ইতিহাস ভূগোল তোমরা জানো। এমন কোনো মানুষ আছে কি যে তার ৮৪ জন্মকে জানে। তোমরা এখন কত উঁচু শিক্ষা পাচ্ছ। এই শিক্ষা কেবল বাবাই দেন। তাঁর কত মন্দির তৈরি করে। তোমরা বলবে যে আমরাই রাজত্ব করেছিলাম। আমাদের কত মন্দির বানানো আছে। সারাদিন এইসকল কথা চিন্তন করে হর্ষিত থাকতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) আমার তুফানকে ভয় পেলে চলবে না। স্মরণের প্রতিযোগিতা করতে হবে। স্মরণের তালিকা রাখতে হবে। স্মরণই হল সুরক্ষার উপায়।

২) শ্রীমৎ অনুসারে আমরা শ্রেষ্ঠ রাজধানী স্থাপন করছি, আমরা হলাম গুপ্ত কিন্তু অতি বিখ্যাত যোদ্ধা - এই রুহানি নেশাতে থাকতে হবে।

বরদান:- নিজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, বৃত্তি এবং কৃতির দ্বারা সেবা করে নিরন্তর সেবাধারী হও।

শ্বাস ছাড়া যেমন এই শরীর থাকে না, সেইরকম ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হল সেবা। যেমন শ্বাস না চললে মূর্ছা যায়, সেইরকম কোনো ব্রাহ্মণ আত্মা যদি সেবারত না থাকে তবে তাহলে সেও মূর্ছা যাবে। তাই সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি, বৃত্তি এবং কৃতির দ্বারা সেবা করতে থাক। বচনের দ্বারা সেবার সুযোগ না পেলে মনসা সেবা কর। সমস্ত ধরণের সেবা করলেই সম্পূর্ণ নম্বর প্রাপ্ত করতে সক্ষম হবে।

স্লোগান:- সাক্ষীরূপে স্থির থাকার আসনই হল যথার্থ নির্ণয় নেওয়ার আসন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন আসুরিক অপগুণ সরিয়ে ঈশ্বরীয় গুণ ধারণ করতে হবে, বাবার থেকে নিজের ২১ জন্মের স্বরাজ্য নিতে হবে"

প্রশ্নঃ - বাবার কোন অ্যাক্ট তোমাদেরও অ্যাক্ট হওয়া উচিত ?

উত্তরঃ - বাবার অ্যাক্ট হলো সবাইকে জ্ঞান আর যোগ শেখানোর । এই অ্যাক্ট বাচ্চারা তোমাদেরও অবশ্যই করতে হবে । পতিতকে পবিত্র বানাতে হবে । তোমাদের কারবার হলো রুহানী সার্ভিস করা । কোন কোন বাচ্চা শরীর ছেড়ে চলে যায় তারপর আবার নতুন দেহ নিয়ে এই মেহনতই করতে থাকে । দিন-দিন তোমাদের সার্ভিস বেড়ে যাবে ।

গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায় . . .

ওম্ শান্তি । এই গীত এখানেই শোভন কারণ এই গীত উঁচু থেকেও উঁচু বাবার মহিমা । রুদ্র বাবা নয়, শিববাবা । তোমরা শিববাবা বা রুদ্রবাবা যাই বলো দুইই এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের শিববাবা বলাই শুনতে ভালো লাগে । তোমরাও শরীর ধারণ করে এখানে বসে আছ । বাবা ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের বোঝাচ্ছেন । নয়তো শিববাবা বলতেন কিভাবে ? তিনি চৈতন্য, সত্য, জ্ঞানের সাগর । তাহলে তো নিশ্চয়ই জ্ঞানই শোনাবেন । নিজের পরিচয় দেওয়া, সেটাও তো জ্ঞান ! তারপর তিনি রচনার আদি -মধ্য -অন্তের জ্ঞান দেন অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন, একেও জ্ঞান বলা হয় । কাউকে বোঝানো বিশেষতঃ ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু বলা সেটাও জ্ঞান । ঈশ্বর নিজেই তাঁর পরিচয় দেন । ইংরাজীতে বলা হয় ফাদার সোজ্ দ্য সন্ । বাবা এসে নিজের পরিচয় দিয়ে, সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান দেন । ঋষি, মুনি এনারা সব বলতেন আমরা রচয়িতা বা ঔনার রচনাকে জানিনা । বাবা এখন বুঝিয়েছেন, তাই বোঝা যায় যে, এই জ্ঞান অন্য কেউ দিতে পারেনা; যে জ্ঞান থেকে মানুষ উঁচু পদ পায় । নিশ্চিতভাবে সেই পদ দেবী-দেবতাদেরই । তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, অথও, অবিচলিত পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, সম্পত্তি তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার, যা তোমরা আবার একবার লাভ করছ । সুখধাম হলো ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার আর দুঃখধাম হলো আসুরিক জন্মসিদ্ধ অধিকার । রাবণ দ্বারা আমরা পতিত হই । রাবণের থেকে আত্মারা পতিত হওয়ার উত্তরাধিকার নেয় । তারপর আবার পরমাত্মা রাম এসে পতিত থেকে পবিত্র বানান । এটা কারও জানা নেই যে অর্ধ কল্প ধরে রাবণ ভারতের পুরানো শত্রু । মানুষ রামরাজ্য চায়, তার মানে এখন রাবণ রাজ্য । যতই হোক, তারা নিজেদের পতিত বা রাবণ মনে করেনা । এখন এই আসুরিক সম্প্রদায় পরিবর্তিত হয়ে দৈবী সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছে । তোমরা এখানে আসো আসুরিক অপগুণ সরিয়ে দৈবী গুণ ধারণ করতে । ঈশ্বরীয় গুণ বাবাই ধারণ করান । তোমরা জানো যে, এখন তোমরা এসেছ বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্মসিদ্ধ অধিকার, স্বরাজ্য নিতে । তোমরা এখানে বসে আছ সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী স্বরাজ্য প্রাপ্ত করতে । যে স্বরাজ্য তোমরা কল্প কল্প লাভ করে আসছ । এটা তোমরা হারিয়ে ফেল তারপর আবারও প্রাপ্ত করে নাও । এটা তো তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত, তাই না ! তোমরা এখন বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করছ ! যে বাচ্চারা উত্তরাধিকার নিচ্ছে তাদের তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তাই না ! এটা তো তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত, তোমরা মাতাপিতার সামনে বসে আছ বরসা নেওয়ার জন্য । তিনি ব্রহ্মামুখ দ্বারা আমাদের সাথে কথা বলেন । যারা

বাবার কোল নেয় তাদের অবশ্যই ব্রাহ্মণ বলা হবে। এই হলো জ্ঞান যন্ত তারপর একে তুমি যন্তই বল আর পাঠশালা বলা, একই কথা। যখন রুদ্রজ্ঞান যন্ত রচিত হয় তখন লোকে পাঠশালাও বানিয়ে দেয় যেখানে তারা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে, একদিকে বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি, একদিকে গীতা, অন্যদিকে আর একদিকে তারা রামায়ণও পড়ে। যারা গীতা শুনতে চায় তারা একদিকে যায়, যারা রামায়ণ শুনতে চায় তারা একদিকে যায়। এটা রুদ্র জ্ঞান যন্ত যেখানে সবকিছু স্বাহা করতে হবে। এখন সৃষ্টির শেষ এবং এই সব যন্তও শেষ। জ্ঞান যন্ত একটাই হয়। অন্যান্য যে অনেক রকম যন্ত আছে, সেই সব মেটিরিয়াল যন্ত সেখানে তারা যব, তিল ইত্যাদি সামগ্রী দেয়। এটা হল বেহদ যন্ত, এর মধ্যে এই সবকিছু স্বাহা হয়ে যাবে আর তারপরে আবার একবার নতুন দুনিয়ার জন্ম হবে। সেখানে দুঃখদায়ী কোনও কিছু হয়না। এখানে কত দুঃখ। অসুস্থতা ইত্যাদি কত বেড়ে যাচ্ছে; নানারকম দুঃখ আর রোগের উপস্থিতি! ড্রামাতে এই সবকিছু স্থির হয়ে আছে। নানারকম মানুষের মতো নানারকম দুঃখ বিদ্যমান। একে বলা হয়ে থাকে দুঃখধাম, শোক বাটিকা। মানুষ দুঃখী কারণ এটা রাবণরাজ্য। রামরাজ্যে রাবণ হয়ই না। অর্ধ কল্প সুখধাম, অর্ধকল্প দুঃখধাম। রাম বলা হয় নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে। প্রথমতঃ, রুদ্র মালা নিরাকার আত্মাদের এবং তারপর বিষ্ণুর সাকার মালা তৈরি হয় অর্থাৎ রাজত্বের মালা; তারা নশ্বর ক্রমানুসারে রাজ্য শাসন করে। বাচ্চারা তোমাদের এটা স্পষ্টভাবে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে হবে। সময় যেমন যেমন কাটতে থাকবে তেমন তেমন জ্ঞান শর্ট হতে থাকবে। এত শর্টে বোঝানোর জন্য বাবা যুক্তি তৈরি করছেন। বিনাশের সময় মানুষের বৈরাগ্য আসবে। তারা তখন বুঝবে যে, এটা নিশ্চয়ই সেই গুরুত্বপূর্ণ মহাভারতের লড়াই। নিশ্চিত যে, ভগবানই নিরাকার হবে, কৃষ্ণ তো হতে পারেননা। একমাত্র নিরাকারকেই সবার পতিতপাবন, সদগতি দাতা বলা হয়ে থাকে। এই টাইটেল অন্য কাউকে দেওয়া যায়না। বাবা এটাও বুঝিয়েছেন যে, দেবতাগণ কখনও অপবিত্র দুনিয়ায় পা রাখতে পারেননা। তোমরা লক্ষ্মীর থেকে ধন চাও কিন্তু লক্ষ্মী কোথা থেকে ধন আনবেন? এখানে মাঝাও বাবার থেকে ধন নেন। সেখানেও বাবা সাথী হবেন। এখানে সরস্বতীর সাথে ব্রহ্মা আছেন। সেখানেও অবশ্যই উভয়কে একসাথে থাকতে হবে। তার কিছু নিদর্শন হতে হবে। ধন অবশ্যই কোথাও থেকে আসে, এইজন্য মহালক্ষ্মীর পূজা হয়। তাঁকে চতুর্ভুজা দেখানো হয়, কিন্তু বহু পদে নয়। রাবণকে দশানন দেখানো হয় কিন্তু বহু পদে নয়। সুতরাং, এটা প্রমাণ হয় সেইরকম মানুষ হতে পারেনা; এটা বোঝানোর জন্যে। যখন কারও স্বামী মারা যায় তার আত্মাকে ইনভাইট করা হয়ে থাকে, কিন্তু সে কিভাবে আসতে পারে? সে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দেহে আসে; তাকে সাহায্যের জন্যে আসতে মিনতি করা হয়। এই রীতি-রেওয়াজ ড্রামায় নির্ধারিত আছে। তারপর কি হলো? সেই আত্মা আসে। আত্মাদের আহ্বান করা তাদের খাওয়ানোর জন্যে, কিন্তু এখানে বাবা নিজে এসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের খাওয়ান। বাচ্চারা তোমাদের কারবার এখন সার্ভিস করা। কেউ কেউ শরীর ছাড়ার পরে মেহনত করে অর্থাৎ তারা তাদের পরবর্তী জন্মেও মেহনত করতে থাকে। তোমাদের কারবার হলোই পতিতকে পবিত্র বানানো। তোমরা আরও এগিয়ে গিয়ে দেখ সার্ভিস কত বাড়বে! এইরকম পূর্ব কল্পও হয়েছিলো; এটা সেই এক রীল। তোমরা বাচ্চারা জানো, যা কিছু হয় তা পূর্ব কল্পে যেমন হয়েছিলো তেমনই হচ্ছে। বাবাও সেই জ্ঞান আর যোগ শেখানোর একই অ্যাক্ট করছেন, যেমন কল্প পূর্বে করেছিলেন। এর মধ্যে এতটুকুও প্রভেদ হতে পারেনা। এটা তো ড্রামা, তাই না! আমরা আত্মারা ঘর থেকে এখানে নীচে আসি। আমরা মানুষের দেহ ধারণ করে নিজেদের পার্ট প্লে করি। ৮৪ জন্ম এবং ড্রামার চক্রকে তোমাদের পুরোপুরি বোঝাতে হবে। এইসব কেউ জানতো না, আমরা নিজেরাই আগে জানতাম না! তোমরা কল্প পূর্বে জেনেছিলে, আবারও একবার জানছ। রচনা এবং রচয়িতার

আদি, মধ্য, অন্তের মর্মার্থ তোমরা এখন বুঝতে পারছ। তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে, উঁচু থেকেও উঁচু বাবা, তিনিই একমাত্র, যিনি তোমাদের উত্তরাধিকার দেন এবং তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা হয়, তারপর তিনিই বিষ্ণুপুরীর মালিক হয়ে পালন করেন। বিষ্ণুপুরী বলা বা লক্ষ্মী-নারায়ণের পুরী একই কথা। তোমরা জানো যে, সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশীর ২১ জন্মের উত্তরাধিকার তোমরা বাবার থেকে লাভ করছ। বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা আমার ছিলে, তোমাদের আমি পাঠিয়েছি পাট প্লে করতে। এও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে। কোনকিছু কেউ বলতে পারেনা। তোমরা এও বুঝতে পারো, যথার্থভাবে যে পুরুষার্থ করবে নম্বর ক্রমানুসারে আবার সুখধামে যাবে। তোমরা সুখধামকে স্মরণ করো। তোমরা বুঝতে পারছ যে, এটা দুঃখধাম; এই ব্যাপারে কেউ জানেনা। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এটা দুঃখধাম। যিনি সুখধাম স্থাপন করছেন সেই বাবার থেকে তোমরা উত্তরাধিকার নিচ্ছ। আমরা জীবিত থাকতে থাকতেই বাবার হয়েছি। একটা বাচ্চা রাজার কোল নিলে সে তো বুঝতে পারে যে, "আমি রাজার হয়েছি," তাই না! আগেও লৌকিক সম্পর্ক ছিলো এবং পরেরটাও লৌকিক সম্পর্ক। এখানে, প্রথমে লৌকিক পরে অলৌকিক হয়ে যায়। তোমরা বুঝতে পারছ যে, তোমরা রামের হয়েছ যেখানে অন্যান্য বাকি সব রাবণ কুলের। তারা একদিকে আর তোমরা একদিকে। আত্মা জানে যে, সে প্রকৃতিই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছে। আমি আত্মা, পুরানো শরীর ছেড়ে আবার নতুন শরীর ধারণ করি। তোমরা পুরুষার্থ করছ, সবার সদগতি দাতা জ্ঞানসাগর পতিতপাবন বাবা দ্বারা। তিনি এই ব্রহ্মা দ্বারা পড়ান। আত্মা পড়ে। আত্মাতেই ব্যারিস্টার ইত্যাদির সংস্কার থাকে, তাই না! আত্মা অরগ্যান্স দ্বারা বলে। তোমাদের আত্ম-অভিমানী হতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বাবা তোমাদের রায় দেন, অমৃতবেলার সময়, খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময় নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা অর্থাৎ আত্মাদের মধ্যে যে জং লেগেছে তা' সরে যাবে। আত্মায় খাদ মিশে গেছে। পিওর সোনা দিয়ে পিওর অলংকার তৈরি হয়। আত্মাতে জং ধরে গেছে, সুতরাং সেই অনুসারে তারা দেহ প্রাপ্ত করে আর এই কারণে তোমাদের লাইটের ওবের-এর মধ্যে (আলোর শরীর) অর্থাৎ আলোক বৃত্তের মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণই বুদ্ধি দিয়ে বোঝার ব্যাপার। তোমরা বাবার স্মরণে বসেছ, আর কোনও সমস্যা নেই। যেমন বাচ্চা তার বাবাকে মনে করে। ইঁনি বেহদের বাবা। অন্য আত্মারা দেহকে স্মরণ করে। এখন তোমরা আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে। বাবা বলেন, আমি বেহদের বাবা, সুতরাং নিশ্চিত, আমি অবশ্যই বেহদের সুখ দেবো। আমি এই সুখ পূর্ব কল্পেও তোমাদের দিয়েছিলাম। ভারত অবশ্যই এই বিশ্বের মালিক ছিলো। শত্রু ইত্যাদি কেউ ছিলো না। এখন তোমরা সুখধামের মালিক হতে যাচ্ছ। তোমরা অজ্ঞানী হয়েছিলে। যে তোমরা স্বর্গের যোগ্য ছিলে সেই তোমরা এখন নরকযোগ্য হয়ে গেছ। বাবা এসেছেন আবার একবার তোমাদের স্বর্গের উপযুক্ত বানাতে। নিরাকার শিব জয়ন্তী যেমন হয়, গীতা জয়ন্তীও হয়। মানুষ সত্যিই বিশ্বাস করে, যখন শিববাবা আসেন তখন ভগবান বলেন আর সেই কারণে আবার গীতা জয়ন্তী হয়। তিনি আবার এসে নিজের পরিচয় দেবেন, তাই না! তিনি এসে যা বলেছিলেন তা' থেকেই গীতার রচনা হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা জানো, রাবণ কি! রাবণের সাম্রাজ্য এখন ধ্বংসের মুখে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে। পূর্ব কল্পেও এই দুনিয়ার বদল হয়েছিলো। কত স্পষ্টভাবে সবকিছু বোঝানো হয়। এটা অনেক মেহনতের। ঘর-গৃহস্থ থেকে কমল পুষ্প সমান পবিত্রতা ধারণ করে, একই সময় এই কোর্স নাও। টিচারকে জিজ্ঞাসা করো। এই কোর্স খুব সোজা। ঘরে থেকে আমাকে স্মরণ করো এবং সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানো। যারা সাতদিনের কোর্স শোনে তাদের মধ্যে থেকে অল্প কয়েকজনই বেরোয়। প্রত্যেক মানুষের নাড়ী বুঝতে হবে। এইরকম দেখা যায় যে, কয়েকজনের মনোযোগ খুব গভীর। সামনে বসে বাবার জ্ঞান শুনতে তারা ব্যাকুল। তাদের মুখ এবং বাতাবরণে

তোমরা বুঝতে পারো। নাড়ী ঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে ভালো ভালো বাচ্চারাও চলে যায়। তারা বলে সাতদিনের সময় হবে না, কি করবো! কেউ কেউ বলে, আমাদের দর্শন করাও। তাদের বলে প্রথমে এসে বুঝতে। তাদের জিজ্ঞাসা করো, তোমরা কার কাছে এসেছ? পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? তুমিও তো ব্রহ্মাকুমার- কুমারী, তাই না! তুমি শিববাবার পৌত্র সুতরাং ব্রহ্মার বাচ্চা হলে। বাবা স্বর্গের রচয়িতা, সুতরাং তিনি অবশ্যই উত্তরাধিকার দেন। রাজযোগ শেখান। তাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে তারপরে তোমাদের উচিত হবে সেটা তাদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া। অনেকে একদিনেই ভালোভাবে বুঝতে পারে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এমন অনেকে বেরোবে যারা গ্যালপ (লাফিয়ে) করে এগিয়ে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

- ১) অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে ভালবাসার সাথে স্মরণ করে আত্ম-অভিমানী হওয়ার মেহনত করতে হবে। স্মরণের শক্তি দ্বারা বিকারের জং সরিয়ে দাও।
- ২) ঘর- গৃহস্থ থেকে কমল পুষ্প সমান হওয়ার কোর্স নাও। প্রত্যেকের নাড়ী বুঝে এবং এই বিষয়ে তাদের জানার আগ্রহ দেখে তারপরে জ্ঞান দাও।

বরদানঃ- সম্বন্ধ সম্পর্কে এসে যারা সদা সন্তুষ্ট এবং অন্যকে সন্তুষ্ট করে, এমন গুপ্ত পুরুষাধী ভব

সঙ্গমযুগ সন্তুষ্টির যুগ, যদি তুমি সঙ্গমযুগেই সন্তুষ্ট না থাকতে পারো তবে আর কবে থাকবে? এইজন্য না নিজের মধ্যে কোনরকম দ্বন্দ্ব রাখবে আর না অন্যের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব হতে দেবে। মালা তখনই তৈরি হয় যখন একটা দানা অন্য দানার সম্পর্কে আসে। এইজন্য সম্পর্ক-সম্বন্ধে সদা সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং সন্তুষ্ট করতে হবে, তবেই মালার দানা হতে পারবে। পরিবারের অর্থই হলো নিজে সন্তুষ্ট থেকে অন্যকে সন্তুষ্ট করা।

স্লাগানঃ- পুরানো স্বভাব-সংস্কারের অংশমাত্রও ত্যাগ করে যারা, তারাই সর্বাংশ ত্যাগী।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন তোমাদের সমগোত্রীয়দের উদ্ধার করতে হবে, বাবা, মায়েদের উপরই এই জ্ঞানের কলস রেখেছেন তাই মায়েদের অনেক দায়িত্ব।"

প্রশ্ন :- তোমরা মায়েরা কোন্ বিশেষ কর্তব্যের নিমিত্তে আছ ? তোমাদের ওপর কোন্ দায়িত্ব আছে ?

উত্তর :- তোমরা এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া আর নরককে স্বর্গ বানানোর নিমিত্ত। বাবা তোমাদের ওপরই জ্ঞানের এই কলস রেখেছেন তাই সকলকে সন্নতি দেওয়ার দায়িত্বও তোমাদেরই ওপর। তোমরাই হলে শিব শক্তি সেনা। তোমাদের এখন তোমাদের সমগোত্রীয়দের কল্যাণ করতে হবে। সকলকে পতিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। বারবণিতাদেরও উদ্ধার করতে হবে।

গীত :- রাতের পখিক, ভয় পেও না, নব অরুণোদয়ে আর বেশী দেবী নেই.....

ওম শান্তি। বাচ্চারা এই গানের লাইন শুনেছে। এখন সেই বতন অর্থাৎ সুখধামের দিকে চলো। এই সুখধামের স্থাপনার উদ্দেশ্যে মায়েদেরই রাখা হয়েছে। জ্ঞান অমৃতের কলসও মায়েদের ওপরই রাখা হয়েছে। যেমন উদ্বোধনী উৎসব বা কোনো কিছু স্থাপনার উৎসব করা হয়। তাই পরমপিতা পরমাত্মা এই বৈকুণ্ঠের উদ্বোধন মায়েদের দ্বারাই করান। এই কলস মায়েদের ওপরই রাখেন। তাই এখন বাচ্চাদের সাবধান হতে হবে। তোমরা তো শক্তির দল। বাবা বাচ্চাদেরই দায়িত্ব দেন। এমনও নয় যে বাবা গুরুদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন সকলকে সন্নতি করানোর। এখন তোমরা জেনে গেছো যে সন্নতি করানো এই মায়েদেরই কাজ। জ্ঞানের দ্বারাই এই সন্নতি হয়। আর এই জ্ঞানের কলস মায়েরাই পেয়েছে। প্রথম - প্রথম দেখানো হতো - কলস রাখা হয়েছে জগদম্বার ওপর। শাস্ত্রে তো লক্ষ্মীর নাম লিখে দিয়েছে। এখানেই তফাত হয়ে গেছে। আসলে কলস রাখা হয়েছে মায়েদের ওপর। কালীর ওপরও কলস রাখা হয়েছে। কালীর তো অনেক মহিমা আছে। ছবি তো অনেক বানিয়েছে। তাই এখন এই কলস মায়েদের ওপরই কারণ তোমাদের সমগোত্রীয় মায়েদের খুবই খারাপ অবস্থা। তোমাদেরই শিব শক্তি বলা হয়। তোমরা হলে গুপ্ত সেনা। তোমাদের বুদ্ধিতে উৎসাহ থাকা দরকার। তোমরা তোমাদের স্বরাজ্য স্থাপন করছো। বন্দে মাতরম্ও গাওয়া হয়েছে। ভারতের নামেরই গায়ন হয়। বলা হয় ভারত মাতার জয় অর্থাৎ ভারতের মাতাদেরই জয়। যে মায়েরা বিশ্বকে স্বর্গ বানায়, সেই মায়েদেরই জয় জয়াকার। মানুষ ভুল করে ভারত মাতা বলে দেয়। বাবা মায়েদের নামই উচ্ছল করেন। স্বর্গের উদ্বোধনী উৎসবও করান। তোমরা বলো, শিববাবা আমরা অর্থাৎ এই মায়েদের দ্বারাই বিশ্বকে স্বর্গ বানান। ভীষ্ম পিতামহ আদিকে তোমরাই জ্ঞান তীর বিদ্ধ করেছিলে। তাই বাবা বলেন জ্ঞানের বাণ নিক্ষেপ করতে ভয় পেয়ো না। তোমাদের পড়াতেও হবে আবার পড়াতেও হবে। তোমরা সেনারাই নিমিত্ত হয়েছো। তোমরা তো মাস্টার নলেজফুল, তাই না? মানুষ সরস্বতীর হাতে সেতার দিয়েছে কেননা তিনি হলেন সবথেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। দুনিয়া তো এই কথা জানে না। তোমরা জানো যে এখন আমরা কালের থেকে গোরায়ে পরিণত হচ্ছি। দুনিয়ার মানুষ কালীর কাছে যায়। তারা তো মা ...মা বলে এমন কাঁদতে থাকে যে সে কথা জিজ্ঞেস করো না। কিন্তু তাতে তো কিছুই হয় না। কলকাতার কালীর অনেক মহিমা। এখন এই ব্রহ্মা তো মা নন, তাই এই জ্ঞানের কলস মায়েরাই প্রাপ্ত করে। তোমরা সেই মায়েদের সমগোত্রীয় সেনা। তোমরা

বলো যে, বাবা , আমি যেমনই হই, তোমার । বাবাও বলেন, তোমরা যেমনই হও, আমার, কিন্তু আমার শ্রীমতে চলতে হবে । সবাই তো সজনী । সবাই বলবে, আমরা ঈশ্বরের । এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে, সকলেই শিব বাবার সন্তান । এই কথা সিদ্ধ করতে হবে । সবার প্রথমে শিবের মহিমা, তিনিই হলেন উঁচুর থেকে উঁচু, তাঁকেই ভগবান বলবে । শিব বাবাই আশীর্বাদী বর্ষা দেন । তিনি হলেন নিরাকার এবং সমস্ত আত্মাদের পিতা । তাহলে বাচ্চারা তোমাদের এখন তোমাদের সমপর্যায়ের মানুষকে উদ্ধার করতে হবে । মায়েদের ওপরই সমস্ত দায়িত্ব । বন্দে মাতরম্ বাবাও বলে থাকেন, শিব হলেন তোমাদের সন্তান তাই বন্দে মাতরম্ তো বলতেই হবে । তিনিও তোমাদের সম্মান দেন, তোমরাও তাঁকে সম্মান দাও । এ হলো আশ্চর্য । এও এই নাটকে নিহিত আছে । তোমরা জানো যে শিববাবা সাক্ষাতকারও করান । ঘরে বসেই তোমাদের সমস্ত মুকুটধারীদের সাক্ষাতকার হয় । মুকুট তো সকলেরই আছে । এ এক ট্রেডমার্ক রাখা হয়েছে । কৃষ্ণকে কত বড় মুকুট দিয়ে দিয়েছে । না হলে এত বড় মুকুট কেউ পড়ে না । বাবা বসে মায়েদের প্রকৃত লক্ষ্যের সাক্ষাতকার করান । তুমি রাজপুত্রের মা হবে । কৃষ্ণের মা তো সবাই হবে না । রাজপুত্র রাজকন্যা তো অনেকই আছে । রাজপুত্রের মা অর্থাৎ মহারাজা বা মহারানী হবে । তোমাদের এই এইম অবজেক্ট কতো বড় । তোমাদের কোলে রাজপুত্র থাকবে ।

বাচ্চারা তোমাদের ওপর অনেক দায়িত্ব । তোমাদের সংগঠন বড় হওয়া উচিত । স্মারকনামা বানানো চাই । আমরা হলাম শিব শক্তি ভারত মাতা । আমরা শ্রীমতে চলে ভারতকে আগের কল্পেও স্বর্গ বানিয়েছিলাম । মায়েদের খুব সতর্ক থাকতে হবে । আজকাল তোমাদের সমগোত্রীয় মেয়েদের ওপর অনেক অত্যাচার হয় বিকার বিষের কারণে । তাই তাদের সাহায্য করার জন্য তোমাদের আওয়াজ তোলা উচিত । গভর্নমেন্টকে বলতে হবে আমরা কল্প কল্প ভারতকে পবিত্রতার শক্তিতে স্বর্গ বানাই, এই কাজে এরা বিঘ্ন করে । আমরা পবিত্র থাকতে চাই । কিছু পুরুষ বলে যে বরাবর পবিত্রতা খুবই ভালো । মানুষ ওষুধ ইত্যাদির সাহায্যে সন্তানের জন্ম বন্ধ করে কিন্তু এতে কিছুই হয় না । বাবা বোঝান পবিত্র হও । মায়েদের সঙ্গে সাহায্যকারী গোপ ভাইয়েরাও আছে । বাচ্চাদের সাবধান থাকতে হবে । তোমাদের চমক দেখানো চাই । গভর্নমেন্টকে বলা উচিত যে, ভগবান বাবা আমাদের বলেন পবিত্র হও । সকলেই তো শিব বাবার সন্তান তাই সকলেই ভাই - ভাই । এরপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হওয়াতে ভাই - বোন হলে । এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে । শিব বাবার সন্তান, প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা ভাই বোন, তাই এই বিষের লেন দেন করা উচিত নয় । এ হলো যুক্তি । আগের কল্পেও বাবা এইভাবেই পবিত্র বানিয়েছিলেন । আমরা মায়া রাবণের উপর জয়লাভ করি । এই রাবণই হলো ভারতের বড় শত্রু । এই রাবণের কাছেই তোমরা হেরে বসে আছো । রাম (বাবা) এসেই রাবণের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করান । কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছু জনের তাদের স্বামীর প্রতি এমন মোহ আছে যা বলার নয় । এখন তোমরা মায়েরাই এই কলস পাও । তোমাদের বোঝাতে হবে যে আমরাই স্বর্গের দ্বার খুলি । দুনিয়ার মানুষ লক্ষ্মীর হাতে কলস দেখিয়েছে । কিন্তু লক্ষ্মী তো এমনিতেই পবিত্র । তিনি জ্ঞানের কলস রেখে কি করবেন । জ্ঞানের কলস থাকে জগদম্ভার কাছে । এখন পরমপিতা পরমাত্মা নির্দেশ জারি করেছেন যে কাম মহাশত্রু, যে এর ওপর জয়লাভ করতে পারবে সেই শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে স্বর্গের মালিক হতে পারবে ।

বাচ্চারা তোমাদের নিজেদের মধ্যে খুবই ভালোবাসা থাকা দরকার । ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা যেন একত্রিত সেনা মনে হয় । কেউ কেউ তো জানেই না যে কে কোথাকার । সব সেন্টারের বাচ্চাদের তো আর ডাকা যায় না । মায়েদের অনেক বন্ধন থাকে, তাদের বাচ্চাদেরও সামলাতে হয় । নাহলে

পুরুষ মানুষ রিপোর্ট করে দেয় । এমনিতে পুরুষ মানুষ কাজে বেরিয়ে গেলে ঘরের কাজ কে সামলায় ? তোমাদের দেখাতে হবে যে দুনিয়ায় তো হটযোগ শেখায়, আমরা রাজযোগ শেখাই তাই আমাদের পাপ থেকে উদ্ধারকারী দলের তকমা পাওয়া উচিত । বাবা বুদ্ধিয়েছেন যে তোমরা বারবণিতাদেরও বোঝাও, তোমরা এই খারাপ কাজ এখন বন্ধ করো । তোমরা স্বর্গের দ্বার হও । তোমরা যদি এই কাজ করে দেখাও তাহলে তোমাদের নাম উজ্জ্বল হবে । ওদেরও তো কল্যাণ করতে হবে । এই সঙ্গম যুগ হলো কল্যাণকারী তাই এই পবিত্রতা রক্ষার জন্য তোমাদের উচ্চস্বরে বা জোর গলায় তাদের বোঝাতে হবে । এই বারবণিতাদের ওপর দয়া করতে হবে । গভর্নমেন্টও এখন তাদের কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে দেয় । তোমরা এমনভাবে বোঝাও যাতে মানুষ খবরের কাগজেও পড়ে যে ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা বারবণিতাদেরও এই জ্ঞান দিয়ে তাদের খারাপ কাজ বন্ধ করিয়ে দিচ্ছে কেননা কাম হলো মহাশত্রু, এতে তোমরা পতিত এবং নোংরা হয়ে যাও । এই দুনিয়াও হলো ব্যভিচারী । বাবা এসেই মায়েদের উল্লসিত করান । গোপ ভাইদের কাজই হলো সাহায্যকারী হওয়া । যারা পরিশ্রম করবে তারাই উঁচু পদ পাবে । তোমাদের সমগোত্রীয় মায়েদের ওপর তোমাদেরই দয়া করা উচিত কারণ এই দুনিয়া এখন বেশ্যালয় তুল্য । বাবা এসেই এই দুনিয়াকে শিবালয় বানান । বাস্তবে এ হলো জ্ঞানের কথা । বাবা এই মানুষের শরীরে এসেই তোমাদের জ্ঞানের কথা শোনান । তোমরা জানো যে আমরা এখন কবরস্থানী থেকে পরীস্থানী দুনিয়ার হতে চলেছি । এ হলো জ্ঞানের মানস সরোবর । এই জ্ঞানেই তোমাদের স্নান করতে হবে, বাকি এখানে জলে স্নান করার কোনো বিষয় নেই । মানুষ তীর্থে যায়, অনেক পরিশ্রম করে । তীর্থে পায়ে হেঁটে যাওয়া বা অন্য জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া, এতে অনেক পরিশ্রম হয় । এখন তোমরা বুঝে গেছো যে বাবা এই মনুষ্য শরীরে বসে তোমাদের জ্ঞান স্নান করান । বাকি পরীদের কোনো কথাই নেই । বাবাই তোমাদের জ্ঞান পরী বানান । ধারণ করার জন্য কতো ভালো ভালো কথা আছে । বাচ্চারা যদি শক্তভাবে এই পথে দাঁড়াতে পারে তাহলে অনেক কাজ করতে পারবে । মায়েরা তোমাদেরই তো সেই দুনিয়ায় যেতে হবে । বলো, যেখানে এই বারবণিতারা আছে, তাদের সংগঠন বানাও । বড় - বড় মানুষদের বুদ্ধিয়ে বলো । তবে এমন নয় যে বাইরে বলতে থাকলে আমাদের তো এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই কিন্তু অন্যের অন্য কেউ টানতে থাকলো । এমনভাবেও কোনো কাজ হবে না । বাবার প্রকৃত বাচ্চা হতে হবে । সেই খুশীর চেহারা কোথায় ? আরে, বেহদের বাবার সঙ্গে যখন মিলিত হতে যাচ্ছ তখন খুশীর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে যাওয়া উচিত । আমরা তো গিয়ে বাবার গলার হার হবো । পরিশ্রান্ত হয়ে যেও না । তোমাদের এই স্মরণ অনেক লম্বা দৌড় । জগতে হলো শরীরের দৌড় । এ হলো তোমাদের রুহানি দৌড় । তোমাদের চেহারা খুশী ছড়িয়ে যাওয়া উচিত । কোনো স্ত্রীর স্বামী যদি হারিয়ে যায় তারপর তাকে যদি আবার পাওয়া যায় তখন তার স্ত্রী পাগলের মতো ছুটে তার সাথে মিলিত হতে যায় । আর এ হলো বেহদের পতির পতি । তাঁকে ভয় কি ? যাঁর থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায়, তাঁর কাছে তো দৌড়ে এসে মিলিত হওয়া উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
 রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার প্রকৃত সন্তান হতে হবে। ভিতরে এক আর বাইরে আরেক এমন যেন না হয়। স্মরণের এই রুহানি দৌড়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। খুশীর মেজাজে থাকতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে খুবই স্নেহের সঙ্গে থাকতে হবে। শিব শক্তি সেনার সংগঠন তৈরী করে নিজেদের সমগোত্রীয়দের উদ্ধার করতে হবে। নিজে পবিত্র হওয়া আর অন্যকে পবিত্র করার যুক্তি রচনা করতে হবে।

বরদান :- সর্বশক্তিকে সময়মত নির্দেশ করে কাজে লাগিয়ে মাস্টার সর্ব শক্তিমান হও।

মাস্টার কথার অর্থ হলো, যে শক্তিকে যেই সময় আহ্বান করো, সেই শক্তির অনুভব যেন প্রত্যক্ষ ভাবে হয়। যে সময় যেই শক্তি আবশ্যিক সেই সময় সেই শক্তি যেন সহযোগী হয়। শক্তিকে অর্ডার করলে আর তা যেন সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়। এমন নয় যে অর্ডার করলে সহন শক্তিকে আর হাজির হলো মোকাবিলা করবার শক্তি। এমন যদি হয় তাহলে মাস্টার সর্ব শক্তিমান বলা যাবে না। যেমন শরীরের শক্তি অর্ডারে আছে তেমনই সূক্ষ্ম শক্তিও যেন নির্দেশ মেনেই কার্য করে, এক সেকেন্ডের তফাতও যেন না হয়।

স্লোগান :- প্রসন্নতার আধার হলো সন্তুষ্টতার শক্তি।

মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা পড়াশোনায় কখনও ক্লান্তি অনুভব কোরোনা, অক্লান্ত হতে হবে। অক্লান্ত হওয়া অর্থাৎ কর্মাতীত অবস্থায় স্থিত হওয়া ।

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা এখন কি প্রতিজ্ঞা করেছ এবং কেন ?

উত্তর:- তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ যে কাউকে দুঃখ দেবেনা । সবাইকে সুখের পথ বলে দেবে ।

প্রশ্ন :- কোন বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হয় ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা নিজেদের ট্রাস্টী ভাবে অর্থাৎ মন থেকে সবকিছু স্যারেন্ডার বা সমর্পণ করে দেয় । তারা গৃহস্থে বাস করে, শরীর নির্বাহের জন্যে সমস্ত কর্তব্যও করে কিন্তু ট্রাস্টী হয়ে। সুতরাং তারা শিববার ভান্ডার থেকে ভোজন গ্রহণ করে ।

গান :- তুমিই মাতা, পিতাও তুমি ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা পিতার সন্ধান পেয়েছে আর অনুভবী হয়ে বলছে যে বরাবর কাঁটা থেকে ফুলে পরিবর্তন অন্য কেউ করতে পারবেনা । ভারত দিব্য ফুলের পরীক্ষান ছিল। এখন কাঁটার জঙ্গল হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা এখন যা কিছু শুনছ সেসব মহাবাক্য শোনো, এইসব যিনি শোনাচ্ছেন তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা । ওঁনার প্রত্যেকটি কথা হল মহান। তিনি হলেন মহান সুখের সাগর । মহান জ্ঞানের সাগর। মহান শান্তির সাগর। বাচ্চারা খুব ভালোভাবে বুঝেছে, পূর্বে আমরা প্রতিটি কথায় কাঁটা ছিলাম। প্রতিটি কর্মেন্দ্রীয়ার দ্বারা একে অপরকে দুঃখ দিয়েছি। এখন আমরা নিজেরাই কর্মেন্দ্রীয়ার দ্বারা কাউকে দুঃখ না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করি। যেমন বাবা হলেন দুঃখ-হতা এবং সুখ-কর্তা তেমনই বাচ্চাদেরও সেই স্বরূপে পরিণত হতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেবেনা, প্রত্যেককে সুখধামের পথ-ই বলে দিতে হবে। এইসব ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা কার মতামত অনুসারে চলে ? শ্রীমত অনুসারে । ব্রহ্মার মতামত গায়ন আছে। এমনিতে সবাই বলে যে --- গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, কিন্তু গুরুকে ভগবান বলা যাবেনা । তাদের দেবতা বলা হয়। তাদের মাতা-পিতাও বলা যাবেনা । বাবা বোঝাচ্ছেন লৌকিক মাতা-পিতার কাছে অল্পকালের সুখের বর্ষা প্রাপ্ত হয়। সেসব প্রাপ্ত হওয়ার পরেও পারলৌকিক মাতা-পিতাকে স্মরণ করা হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে তো স্মরণ করা হয় না । তাঁদের মাতা-পিতা বলা হবেনা । তাঁরা তো হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী । তাঁদের ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলা হয়। এত সব বাচ্চা রয়েছে, তারা এঁদের কাউকেই মাতা-পিতা বলতে পারেনা। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণকেও সবাই মাতা-পিতা বলতে পারেনা। এইসব পারলৌকিক মাতা-পিতার জন্যে গায়ন রয়েছে । তুমি মাতা-পিতা আমরা সন্তান (বালক) তোমার অনেকে আশীর্বাদ , কৃপা চেয়ে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বেহদের বাবা কিভাবে আশীর্বাদ বা কৃপা করেন। এমন তো বলেননা আয়ুত্থান ভব বা চিরজীবী ভব। বাবা তো এসে সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আশীর্বাদ বা কৃপা ভক্তিমার্গে অতিরিক্ত দান করা হয় একে অপরকে । সুদৃষ্টি বা দয়া দৃষ্টি কেবল পরমপিতা পরমাত্মার হতে পারে অন্য কারুর নয়। এমনও নয় কেউ দেখা মাত্রই

দেবতায় পরিণত হয়। নয় , এখানে তো এই হল শিক্ষা কেন্দ্র , পাঠশালা । পাঠশালায় পড়াশোনা করতে হয়।

এখন তোমরা জানো তিনিই নিরাকার এই সাকার দেহে উপস্থিত হয়েছেন। মাম্মা , বাবা , দাদা এই হল পরিবার , ঈশ্বরীয় পরিবার । এত বিশাল পাঠশালা শহর ক্ষেত্র থেকে একটু দূরে হওয়া উচিত । এখানেও দেখো শহর থেকে কত দূরে রয়েছে । কতখানি নীরবতা এইখানে কারণ আমাদের শান্তি প্রয়োজন । আমাদের শান্তিধাম ফিরে যেতে হবে। শান্তিধাম কাকে বলা হয় , এখন তোমরা সেসব বুঝতে পেরেছ। আত্মা হলই শান্ত স্বরূপ। মনের শান্তি চাই , এমন বলা যাবেনা । আত্মাতেই তো মন-বুদ্ধি রয়েছে কিনা। আত্মা ও শরীর হল পৃথক। নাক , কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কোনো শান্তির প্রয়োজন নেই। শান্তি প্রয়োজন আত্মার। আত্মাতেই সম্পূর্ণ পাট ভরা আছে , তখনই ইমার্জ হয় যখন শরীর প্রাপ্ত হয়। আত্মাতেই সমস্ত পাট ভরা আছে। এইটুকু আত্মাতে কত বিশাল মাত্রায় পাট ভরা আছে। শরীর প্রাপ্ত হলেই সে পাট প্লে করবে। এইসব কথা তোমরা এখন জানো। নিশ্চিত রূপে দেবীদেবতা ধর্মের আত্মাদের মধ্যেই ৮৪ জন্মের পাট নিয়ত আছে। এইসব এখন তোমরা জানো , সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবেনা । এই সময়েই গায়ন হয় হীরা সম জন্ম অমূল্য কারণ তোমরা হয়েছ এখন ঈশ্বরীয় সন্তান । মাম্মা বাবা বলো কিনা । অজ্ঞান-কালেও গায়ন ছিল --- তুমি হলে মাতা-পিতা এই গানে কার মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে । সেই কথাও জানা ছিলনা। তোমরা প্র্যাকটিকলে গহন সুখের বর্ষা প্রাপ্ত করছ। এখন বুঝতে পারছ যে জন্ম-জন্মান্তর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও এইরূপ পতন হয়েছে। এইসবও ড্রামাতে ধার্য রয়েছে । ভক্তি করতেই হবে , না-ই ভক্তি পরিবর্তিত হবে , না-ই জ্ঞান পরিবর্তিত হবে। ভক্তির সরঞ্জাম সামগ্রী অনেক। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পরিমাণে প্রচুর । লিস্ট তৈরী করলে বিশাল লিস্ট তৈরী হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় কি-কি করছে। কতরকমের মেলা মিলনোৎসবের আয়োজন হয়। এখন বাবা বলেন বাচ্চারা অর্ধকল্প ভক্তি করে তোমরা ক্লান্ত হয়েছ। এই পড়াশোনাতে ক্লান্ত হওয়ার কথাই নেই , এ তো আরও খুশীর কথা কারণ এ হল আয় বহুল বিষয়। ধন উপার্জনের কথায় কখনও তন্দ্রা বা নিদ্রা আসা উচিত নয়। ধারণা যদি কাঁচা হয় , নলেজের ভ্যালু জানা না থাকলে আলস্য অনুভব হয়। বাবার স্মরণে বসলেও অনেকখানি আয় হওয়া সম্ভব । এই কর্মে ক্লান্ত হবেনা । বিবেক বলে তোমাদের অক্লান্ত নিশ্চয়ই হতে হবে। পুরুষার্থ করতে করতে অক্লান্ত অর্থাৎ কর্মাতীত অবস্থায় স্থিত হতে হবে। এবারে যে পুরুষার্থ করবে। মালাটি কত ছোট। প্রজা তো অনেক হয়। বাবা তো পুরুষার্থ করতেই থাকেন। বলেন ফলো ফাদার মাদার । বাচ্চারা তো অনেক তাইনা । প্রজাপিতা ব্রহ্মার-ও অ্যাডপ্ট করা বাচ্চারা রয়েছে কিনা । শিববাবার অ্যাডপ্ট করা বাচ্চা বলা হবেনা । আত্মারা তো শিববাবার- ই সন্তান হয়। অজ্ঞান-কালেও শিববাবা নাম বলাই হয়। কিন্তু শিববাবা কে ? ওঁনার কি পাট ? এইসব কেউ জানেনা । শিববাবা বলেন ড্রামাতে আমারও পাট ধার্য রয়েছে । এমন নয় যা চাই তাই করি। আমাদেরও যা পাট আছে তাই তো প্লে হবে তাইনা । এই বিষয়ে কৃপা বা আশীর্বাদ চাওয়ার কথাই নেই। বাবা জানেন বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করতে হবে --- জ্ঞান-যোগের দ্বারা । তোমাদের ভরণ-পোষণ হয় জ্ঞান এবং যোগের। আমাকে বাবা বলা হয়, কেননা আমি হলাম রচয়িতা কিনা। তাই নিশ্চয়ই বাবা বলা হবে। লৌকিক মাতা-পিতা থাকা সত্ত্বেও পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করা হয়। এখন তোমরা জানো পারলৌকিক মাতা-পিতা এমনভাবে আসেন এবং রাজযোগের শিক্ষা দেন। হ্যাঁ , শরীর নির্বাহের জন্যে সবাইকে কর্ম কর্তব্য তো করতেই হবে । ভোজনের বিষয়ে সাবধানতার জন্যে এই কথাটি বোঝান হয় যে অপবিত্র কোনো বস্তু থাকেনা। বাকি

লৌকিক বাড়িতে তো থাকতেই হবে । স্যারেন্ডার হয়ে গেছ কিনা। বাবা এইসবকিছু হল তোমার। বাবার সবকিছু ভাবলে তারা যে ভোজন গ্রহণ করে সেসব হয়ে যায় যজ্ঞের ভান্ডারের খাদ্যদ্রব্য । আমরা হলাম ট্রাস্টী । আমরা যজ্ঞের খাদ্যবস্তু গ্রহণ করি , সেসব তো হয়ই সত্যোপনী । যদি মনোভাব অর্পণময় নয় , নিজেকে ট্রাস্টী ভাবে না তবেতো সে যজ্ঞের নয়। প্রথমে তো নিজেকে ট্রাস্টী ভাবতে হবে। মানুষ বলেও থাকে যে ঈশ্বর-ই সকলকে দিয়ে থাকেন। দেবতাদের পূজা অর্চনা করা হয়। তারা ভাবে দেবতাদের দ্বারা প্রাপ্তি হয়। এমনও ভাবে যে গুরুর কৃপায় প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সকলকে দান করেন একমাত্র বাবা। সকলের দাতা একজন-ই । ভক্তিমার্গে প্রত্যেকে একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই ইনসিওর করে । ভাবে পর জন্মে প্রাপ্ত হবে। তোমরাও সবকিছু বাবার কাছে ইনসিওর করো । এই শিক্ষা অর্জন করা হয় , পর জন্মের জন্যে । সু-কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করা হয় অর্থাৎ ইনসিওর করা হয়। ঐ হল পরোক্ষ ভাবে অর্পণ বিধি আর এই হল প্রত্যক্ষ অর্পণ বিধি। তারা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানেনা তাই সবকিছু অর্পণ করতে পারেনা। এখানেতো সবকিছু অর্পণ করা হয়। বাবা বলেন নিজেকে ট্রাস্টী ভাবো। তোমরা যে ভোজন গ্রহণ করো , ভেবে নাও আমরা শিববাবার যজ্ঞের ভান্ডার থেকে গ্রহণ করছি। তোমাদের যন্ত্রণা হতে হবে। কেউ তমোগুণী ভোগ অর্পণ করতে পারবেনা । মন্দিরেও শুদ্ধ ভোগ অর্পিত হয়। তারা হল বৈষ্ণব । বিকারী তো সকলেই । নির্বিকারী শ্রেষ্ঠ শরীর এখানে কিভাবে প্রাপ্ত হবে ? লক্ষ্মী-নারায়ণের হয় শ্রেষ্ঠ শরীর তাইনা । ব্রহ্মচারী বিকারীদের বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে আমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বিরাজিত আছি , যাঁদের অর্ধকল্প আহ্বান করা হয়েছে। অর্ধকল্প ভক্তি করবে যারা তারা-ই এখানে আসবে। খুব তীক্ষ্ণ ভক্তি করে তারা। বাচ্চারা তোমাদের এখন তীক্ষ্ণ জ্ঞান ধারণ করতে হবে। একটু প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট হয়ে যেওনা । কত পয়েন্ট দেওয়া হয় বোঝানোর জন্যে । বৃদ্ধা মাতারা এত কিছু বুঝতে পারেনা । তাদের বাবা বলেন তোমরা সকলকে শুধু এই বোঝাও যে পারলৌকিক পিতার পরিচয় পেয়ে সেই পিতাকেই স্মরণ করো। তোমরা হলে ভক্ত , তিনি হলেন ভগবান । ভগবানুওয়াচ --- তোমরা আমায় স্মরণ করো তাহলেই তোমরা আমার মুক্তিধামে চলে আসবে। কৃষ্ণ বলেন --- আমার বৈকুণ্ঠে চলে আসবে। প্রথমেতো নির্বাণধামে যেতে হবে , তারজন্যে নিশ্চয়ই নিরাকার পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। কৃষ্ণ হলেন দেহধারী , ওনাকে স্মরণ করা অর্থাৎ পঞ্চ তত্ত্বের দেহকে স্মরণ করা। এইটি ভক্তিমার্গ হয়ে গেল। এখন তোমরা জেনেছ যে ভক্তির কতখানি বিস্তার রয়েছে । সেকেন্ডে এই জ্ঞান দ্বারা স্বর্গের বর্ষা বা অধিকার প্রাপ্ত হয়। দিনের পরে রাত এবং রাতের পরে দিন হয়। ভক্তি হল রাত। পদ-স্বলন হয় তাই নাম রাখা হয় অঙ্ককার রাত। জানে তারা যে ব্রহ্মার দিন , ব্রহ্মার রাত হয়। বিষ্ণুর সম্বন্ধে কেন বলা হয়না ? এই জ্ঞান এখন তোমরা ব্রাহ্মণরাই অর্জন করো , তাই ব্রহ্মার জন্যে গায়ন আছে। ব্রহ্মা-ই দিন এবং রাতকে জানেন। ব্রহ্মা জানেন এখন রাত পূর্ণ হয়েছে , দিন আরম্ভ হবে। ব্রাহ্মণদের দিন ও রাত। এইসবতো বুঝবার কথা কিনা । বিষ্ণু এমন বলবেননা যে আমার দিন ও রাত। তোমরা বলতে পারো --- এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা এতটাই উঁচু প্রালঙ্ক প্রাপ্ত করি , যে জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ড্রামাতে এই শাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ত রয়েছে । পুনরায় ঐ শাস্ত্র তৈরী হবে, যে বিষয়ে বলা হয় প্রাচীন পরম্পরা ধরে চলে আসছে। এমন নয় ধরিত্রী থেকে শাস্ত্র ইত্যাদি উদ্ভূত হবে। বাবা এসে সত্য বলে দেন। এই সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী পুনরায় উদ্ভূত হবে । বৃদ্ধা মাতাদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দাও যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা যিনি পরমধামে নিবাস করেন। যেখানে আত্মারাও নিবাস করে সেই স্থানটি হল উচ্চ স্থান মূলবতন তারপরে রয়েছে সূক্ষবতন সেখানে নিবাসরত রয়েছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর । তারপরে স্থূলবতনে এসো

যেখানে সর্ব প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হয় , যে নতুন রচনাটি বাবার দ্বারা রচিত হচ্ছে , পতিতদের পবিত্রে পরিণত করছেন । বলাও হয় পতিত-পাবন এসো অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টিই পতিত হয়েছে যাহা পবিত্রে পরিণত করেন। যারা পরিশ্রম করবে তারা-ই পবিত্র দুনিয়ায় আসবে। মুখ্য কথা হল নিজের পিতাকে এবং নিবাস-স্থানকে স্মরণ করা। সবাইকে এই একটি কথাই বলো যে হে আত্মারা এবারে ফিরতে হবে মুখ্য নিবাসে , তোমরা সবাই আত্মা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শরীর তো সকলেরই শেষ হয়ে যাবে। আত্মা স্বরূপে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই । মূলরূপে হলাম ব্রাদার্স , দৈহিক সম্পর্কে আবার ভাই-বোন হই। এইসব খুবই মিষ্টি কথা ।

তোমরা এখানে হোস্টেলে বসে রয়েছ। তোমরা এখানকার বাসিন্দা । হোস্টেলে এইজন্য রাখা হয় যাতে বাইরের খারাপ সঙ্গ যেন স্পর্শ না করতে পারে। এখানে তোমাদের সঙ্গ হয় নির্বিকারীদের সঙ্গে । আত্মা আজ তো ব্রাহ্মা-ভোজনের আয়োজন রয়েছে । শিববাবাতো ভোজন গ্রহণ করেননা । তিনি তো হলেন অভোক্তা । দেবতারা ব্রাহ্মণদের ভোজন গ্রহণ করা পছন্দ করেন কেননা এই ব্রাহ্মণের ভোজন দ্বারা-ই দেবতায় পরিণত হওয়া যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণের ভোজনের কতখানি গুরুত্ব রয়েছে । সেই ভোজনের এতটাই প্রভাব পড়ে। তোমাদের যদি সত্য পবিত্র যোগীদের হাতে তৈরী ভোজন প্রাপ্ত হয় তবে তোমাদের বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে। সারাদিন শিববাবার স্মরণে স্থিত হয়ে কেউ যদি স্ব-দর্শন চক্র চালিয়ে ভোজন প্রস্তুত করে - এমন যোগী প্রয়োজন । পবিত্র তো অনেকেই হয়। বিধবা মাতা অথবা কুমারী কন্যারা পবিত্র হয়। কিন্তু যোগিনী স্বরূপ যেন হয় । যোগিনীদের হাতে প্রস্তুত ভোজন প্রাপ্ত হলে তোমাদের অনেক উন্নতি হয়ে যাবে। ৫-৭ জন এইরকম চাই । ভবিষ্যতে তোমাদের অবস্থা এইরূপ হয়ে যাবে। যোগে অনেক প্রভাব পড়বে। বাচ্চারা এমন হোক যারা যোগে স্থির হয়ে ভোজন প্রস্তুত করবে। আত্মা !

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মাতা-পিতাকে ফলো করে জ্ঞান-যোগের দ্বারা সকলের লালন-পালন করতে হবে। নিজেকেও সেই প্রতিপালনে রাখতে হবে। জ্ঞান-যোগের বিষয়ে তীক্ষ্ণ হতে হবে।

২) পবিত্র এবং যোগী আত্মার দ্বারা প্রস্তুত ভোজন গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধির শুদ্ধতার জন্যে ভোজন গ্রহণে খুব সাবধান হতে হবে।

বরদান :- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থির হয়ে ড্রামার প্রতিটি মুহূর্তের পার্টকে দর্শনকারী মাস্টার নলেজফুল হও (ভব) ।

ব্যাখা: ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থির হয়ে দেখো যে আমরা গতকাল কিরূপ ছিলাম, বর্তমানে কিরূপে রয়েছি এবং আগামী কালে কিরূপে পরিণত হব এই ড্রামাতে আমাদের বিশেষ পার্ট নির্ধারিত রয়েছে । এতটাই স্পষ্ট অনুভব যেন হয় যে গতকাল আমরা দেবতা ছিলাম আর আগামীকাল পুনরায় দেবতা স্বরূপে পরিণত হব। তিনটি কালের নলেজ আমরা পেয়েছি । যেমন কোনো দেশের টপ পয়েন্ট অর্থাৎ কোনো উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ শহরের দর্শন করা আনন্দদায়ক , ঠিক তেমনিই সঙ্গমযুগ হল টপ পয়েন্ট, যেখানে দাঁড়িয়ে নলেজফুল হয়ে প্রত্যেকের পার্ট দেখাটাও আনন্দদায়ক ।

শ্লোগান - যে সর্বদা যোগযুক্ত থাকে তার স্বতঃই সকলের সহযোগিতা প্রাপ্তি হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দুনিয়ায়, পুরানো শরীরে কোনও আনন্দ নেই, তাই বেঁচে থেকেও মৃতবৎ ভাব নিয়ে বাবার একান্ত হয়ে যাও, প্রকৃত বহিঃ-পতঙ্গের মতন হও।

প্রশ্ন ১) :- সঙ্গমযুগের আদব-কায়দা কি ?

উত্তর :- বাচ্চারা, এই সঙ্গমযুগে তোমরা এখানে বসে বসেই তোমাদের স্বশুর-বাড়ী বৈকুণ্ঠধামে অর্থাৎ স্বর্গধামে ঘুরে আসতে পারো। এটাই সঙ্গমযুগের বিশেষ আদব-কায়দা। এই সময় কালেই সূক্ষ্মবতনের রহস্য উন্মোচন হয়।

প্রশ্ন ২) :- কি এমন পদ্ধতির দ্বারা অতি সহজেই তোমাদের দারিদ্রতা ও দুঃখকে ভুলে যেতে পারো?

উত্তর :- অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করলে দারিদ্রতা ও দুঃখ সব ভুলে যাবে। বাবা তো কেবল গরীব বাচ্চাদের কাছেই আসেন- তাদেরকে ধনবান বানাবার জন্য। বাবা কেবলমাত্র গরীব বাচ্চাদেরকেই পোষ্য নেন।

গীত:- জলসাঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা, তাহাতেই পুড়ে মরা পিঁপিলিকার লিখা.....

ওঁম্ শান্তি! আত্মাদের প্রেম-ভালবাসা তাদের পারলৌকিক বাবা, পরমাত্মার সাথে। যেহেতু তারা জানে বাবা তাদেরকে সাথেই নিয়ে যাবেন। যখন কারও আত্মা শরীর ছেড়ে যেতে চায়, তার পূর্বে তার জন্য কত কিছু করতে থাকে, তখন কত প্রকারের কাহিনী শোনানো হয়, যেমন 'সাবিত্রি-সত্যবান'-এর কাহিনী শোনানো হয়। যাতে আত্মা দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেহতেই ফিরে আসে। অথচ তখন সেই আত্মার তো এসবের কোনও জ্ঞানই থাকে না। অবশ্য তোমাদের সে জ্ঞান আছে। আমাদের (বি কে-দের) প্রত্যেকেরই ভালবাসা ঐ এক পরমপিতা পরমাত্মার সাথে। কিন্তু এই ভালবাসা জন্মালোই বা কেন ? -আত্মহুতি দেবার জন্য। বাবার এই ভালবাসা খুবই সুন্দর। ভক্তি-মার্গে থেকে অর্দ্ধ-কল্প ধরে আত্মারা কেবল চৌকুর খেয়েই এসেছে, নিজেদের ঘর শান্তিধামে যাবার জন্য। এ কথা অবশ্য সত্য। তাই তো বাবাও বলেন, অশরীরী হয়ে নিজেকে আত্মহুতি দাও। আত্মা যখন শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়-তাকেই আত্মহুতি বলা হয়। বাবা এভাবে বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, এই দুনিয়া অথবা দুনিয়ার আর যা কিছু বন্ধন আছে, তা থেকে মরে যাও অর্থাৎ তবেই আমার হয়ে যাবে। এই পুরোনো শরীর আর পুরোনো জরাজীর্ণ দুনিয়াতে যে কোন মজাই নেই। একেবারে ছিঃ ছিঃ দুনিয়া এটা। এখন কী ভয়ঙ্কর আতঙ্কের নরক এটা। তাই তো বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা আমার সাথে একান্ত আপন হয়ে যাও, আমি তো সেই কারণেই এসেছি তোমাদের সুখধামে নিয়ে যেতে, যেখানে দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না। অতএব এমন প্রেমিকের প্রতি খুশীতে সমর্পিত হয়ে যাও। সমর্পণে খুশী তো অবশ্যই হবে, যেভাবে বহিঃ-পতঙ্গেরা আত্মহুতি দিতে উড়ে উড়ে আসে প্রদীপের শিখার দিকে। কোনও কোনও পতঙ্গ আবার এমনও হয়, প্রদীপের জ্যোতি জ্বলার সাথে সাথে জন্মগ্রহণ করে-আবার পরে সেই প্রদীপ নিভে যাওয়ার সাথে সাথে, সেই পতঙ্গরাও মারা যায়। দীপমালা উৎসবের সময় অনেক সংখ্যায় ছোট ছোট সবুজ রং-এর (শ্যামা পোঁকা) পতঙ্গ আসে-প্রদীপের শিখায় আত্মহুতি দেবার লক্ষ্যে। শিখা নিভে যাবার সাথে সাথে তাদেরও মৃত্যু ঘটে। আর

এই বাবা তো মহা-জ্যোতি। বাবা বলছেন- তোমরাও তেমনি বহি-পতঙ্গদের মতন বাবার প্রতি সমর্পিত হও। তোমরা কিন্তু চেতন স্বল্প মানুষ, যারা এই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। তাই জীবিত অবস্থায় বন্ধন-মুক্ত হও। যতক্ষণ তোমরা জীবিত আছো, নিজেদেরকে আত্মা অনুভব করে আমার (পরমাত্মার) সাথে যোগযুক্ত হও। যোগের খুশীতে থাকলে শরীরের ভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আমি আত্মা, এই দুনিয়া ত্যাগ করে আত্মাদের নিজস্ব ঘরে যাই। এই দুনিয়া এখন থাকার উপযুক্ত নয়, তাই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। বর্তমানের এই দুনিয়া গরীবদের দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। আর গরীব মানেই দুঃখী। তাই তো বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এখন থেকে তোমরা অশরীরী ভাবে থাকতে চেষ্টা করো। আমরা আত্মারা তো প্রকৃতপক্ষে শান্তিধামের অধিবাসী। কিন্তু যতক্ষণ না পবিত্র হবে শান্তিধামে কেউ যেতে পারবে না। যেহেতু সবারই উড়তে পারা ডানার সেই পাঁখা এখন ভাঙ্গা। সবচাইতে বেশী ভঙ্গুর তার, যে নিজেকেই ভগবান মনে করে। তবে আর অন্যদেরকে সেখানে নিয়ে যাবেই বা কি প্রকারে! তারা যেখানে নিজেরাই পৌঁছতে পারে না-সেখানে তোমাদের সদগতি করবে কিভাবে? তাই ভগবান স্বয়ং এমন বলেন, এই সাধু-সন্তদেরও আমাকেই উদ্ধার করতে হয়। নেশাগ্রস্তের মতন তারা কেবল এটাই বলতে থাকে কৃষ্ণ-ভগবান উবাচঃ, আসলে যা হবে শিব-ভগবান উবাচঃ। শিব তো অশরীরী। তাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই প্রজাদের (বি কে-দের) বোঝাবে। যেহেতু মানুষদের রচনা করানো হয় ব্রহ্মার দ্বারা। এ বিশ্বাস জগতের সবারই। যদি কারও কাছে জানতে চাও, কেন তারা এমনটা মনে করে, প্রতি সময়েই (কল্পে) তো এই বাবার দ্বারাই বাচ্চাদের রচনা হয়। বাবা তার বাচ্চাদের রচনা করেন বাবার উত্তরাধিকারীর আশীর্বাদী বর্ষা দেবার জন্য। তেমনি এই ব্রহ্মা বাবার দ্বারাও ব্রাহ্মণদের রচনা করা হয়।

তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ, বাবা স্বয়ং আমাদের জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন, রাজযোগ শেখাচ্ছেন স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বানাবার উদ্দেশ্যে। বাবা আসেন এই দুনিয়ার পরিবর্তন করতে। অর্থাৎ নরককে স্বর্গ বানাতে। এই মনুষ্য সৃষ্টি জগতকে দেব-দেবীদের জগৎ বানাতে। একমাত্র উনিই আসেন জগতকে সুখী করতে। যদিও এই দুনিয়ার মানুষ যতই লক্ষ-কোটি অর্থাৎ পদ্মাপদম্ ধন-সম্পত্তির মালিক হোক না কেন, যতই বিশাল বিশাল প্রাসাদ-অট্টলিকা বা গাড়ী-ঘোড়া থাকুক না কেন, কিন্তু তোমরা তা জানো, জ্ঞানের এই পাঠ কেবল তোমরাই পড়ছো আর তার দ্বারাই প্রকৃত উচ্চ-পদের অধিকারী হওয়া যায়। যারা জাগতিক পড়াশোনা করে তারা ভাবে যে, আমি ব্যারিস্টার হবো, আমি আই.এ.এস. (I.A.S. =Indian Administrative Service) হবো। কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে এই নিশ্চয়তা আছে যে, শিববাবা আমাদেরকে যে জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন, তার দ্বারা আমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারব। যা বিশ্বের সর্বোচ্চ পদ, তার সাথে সাথে আবার আগামী ২১-জন্মের জন্য একেবারে নীরোগী হতেও পারবো। অসময়ে মৃত্যুও হবে না। কিন্তু তা হয় কেন? --যারা বহি-পতঙ্গের মতন বাবাকে একান্ত নিজের করে নেয়। বাবা তাকেই পোষ্য বানিয়ে কোলে তুলে নেন। এই জগতের ধনীরা তো আর এই দীনবন্ধু গরীব বাবার পোষ্য হবে না। বরঞ্চ গরীব বাচ্চারাই ধনী ব্যক্তির পোষ্য হয়। বর্তমানে পুরো জগৎটারই একেবারে নিতান্তই গরীব অবস্থা। তোমরা তো জানো, এইসব মহল-অট্টলিকা ইত্যাদি সবকিছুই বিনাশ হয়ে ধূলায় মিশে যাবে। আমরাই নূতন বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। অনেক পূর্বে যেমন আমরাই মালিক ছিলাম, অবশ্য যা বর্তমানে নই, কিন্তু আবার আমরাই মালিক হবো। অন্যেরা আর কেউই সমগ্র বিশ্বের মালিক হবার অধিকার অর্জন করতে পারে না।

বাচ্চারা, কেবল তোমরাই সমগ্র বিশ্বেরই মালিক হও ২১-জন্মের জন্য। তোমাদের সবার জন্যই সেই স্বর্গীয় সুখ। এখানে তো ছোট-ছোট বাচ্চাদেরও মৃত্যু ঘটে। আবার এমনও অনেক ঘটনা ঘটে, রাজার ঘরে জন্ম নিয়েও, অল্প সময় পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে-কেবল রাজপুত্র হিসাবে জন্ম নেওয়াটাই সার, রাজ্য-ভাগ্যের সুখ কিন্তু সে পেল না। বাচ্চারা, তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে- তোমরা তোমাদের ঈশ্বরীয় পিতার সামনেই বসে আছো। আত্মা শরীর ধারণ করে তার কর্মফলের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করে। এখন জেনে গেছো, এই আত্মাদের পিতা পরমাত্মা বাবা এই দুনিয়াতেই এসেছেন। পুরোনো যা কিছু বন্ধন আছে তা থেকে মুক্ত করে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করতে। তোমরাই সূক্ষ্ম-বতন বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি জগতে গিয়েও সবার সাথে দেখা সাক্ষ্যাৎও করতে পারো। যেহেতু তোমরা সরাসরি বেহদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সত্যি কত সুন্দর ফ্যাসান এটা। এই পদ্ধতিতে নিজেদের শ্বশুর বাড়ীতেও যেতে পারো তোমরা। যেমম 'মীরা'-রও শ্বশুরবাড়ী বৈকুণ্ঠেই ছিল। সে চাইত তার শ্বশুরবাড়ী বৈকুণ্ঠে যেতে। বর্তমানের এই দুনিয়ায় কোথাও তোমার শ্বশুরবাড়ী নেই। এই দুনিয়া একেবারেই গরীবদের দুনিয়া। তাই তোমাদের একেবারেই সম্বলহীন অবস্থা। আমাদের এই ভারতবর্ষ সর্বক্ষেত্রেই অনেক উন্নত ছিল, তাই তাকে সোনার ভারত বলা হতো - কিন্তু তেমন অবস্থা আজ আর নেই। এই মহিমা তখনকার, যখন তেমন ছিল। আর এখন দেখো, সেই সোনার ভারতের কী জরাজীর্ণ অবস্থা। গয়না-গাঁটি, ধন-রত্ন, ইত্যাদি যা কিছু সম্পদ ছিল, সবই দস্যুরা নিয়ে গেছে। এমন কি যা কিছু লোকানো ছিল, তাও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সেই সব দামী দামী মণি-রত্ন মুসলমানদের কবরে লাগানোও হয়েছে। তখন অফুরন্ত হীরে-জহরত, সোনা-দানা ছিল। যার চিহ্ন এখনও স্পষ্ট। সোমনাথ মন্দিরে গেলেই তা বোঝা যাবে, তখনকার ভারত কত সম্পদশালী ছিল। আবার ইংরেজরাও সেসব নিয়ে গেছে। তার চিহ্ন আজও বর্তমান। এতেই বোঝা যায় তখনকার ভারত কত বিশাল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। আর আজ সেই ভারতের কি দৈন্যদশা দেখো একবার।

যেহেতু তোমরা বাবার সন্তান হয়েছ, তাই বুঝতে পারছ, তোমরাই স্বর্গরাজ্যের মালিক হবে। আর তোমাদের তা বানাতেই পূর্ব কল্পের মতনই বাবা এসেছেন। জগতের লোকেরা তো শিবরাত্রি পর্ব মানায়। তারা আবার আজকাল কৃষ্ণরাত্রির কথাও বলছে। সাথে এও জানাচ্ছে- যদিও তাতে সামান্য তফাৎ আছে। একমাত্র তোমরা বাচ্চারা এই রহস্যটাকে জানো। কৃষ্ণের জন্ম -দিনেই হোক বা রাতে হোক, তাতে কি আসে যায় ? বাস্তবে কৃষ্ণরাত্রি পালন করা সম্পূর্ণরূপেই ভুল। রাত্রি তো হয় একমাত্র শিবের। কিন্তু এসব কথা তো বেহদের বিষয় - যা স্বয়ং শিববাবা শোনান। কিন্তু ভুলবশতঃ জগতের লোকেরা শিবকে ভুলে গিয়ে, শিবের নামের বদলে কৃষ্ণের নাম পুঁথিতে লিখেছে। রাত সম্পূর্ণ হলে তবেই তো দিনের শুরু হবে। বাবা তো আসেন বেহদের দিন তৈরী করার জন্য। যা ব্রহ্মার দিন আর রাত। কিন্তু এই ব্রহ্মা আসেন কোথেকে ? উনি তো কোনও (মানুষের) গর্ভ থেকে আসেন না। তবে ব্রহ্মার মাতা-পিতা কারা ? এও এক বিচিত্র ব্যাপার ! এই (শিব) বাবা-ই তাকে পোষ্য নেন, ব্রহ্মাকেই ওনার মা বানান আবার তার বাচ্চাও বানান। আর এই ব্রহ্মা মা আবার তোমাদের পোষ্য নেন। তাই তো এমন গীত গাওয়া হয়, "তুমিই মাতা আবার পিতাও তুমি আমরা আত্মারা সবাই আপনারই সন্তান ।" আত্মারা পার্ট পড়ে এবং শোনে তাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। কিন্তু যেইমাত্র দেহ-অভিমান ভাবে আসে বাচ্চারা তা ভুলেই যায়। তাই তো বাবা ব্যাখ্যা করে বোঝান, তোমরা আত্মারা প্রকৃত অর্থে অবিনাশী, কিন্তু তোমাদের দেহ বিনাশী। অতএব আত্মারা

তোমরা তোমাদের প্রকৃত বাবা পরমাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। যেহেতু এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম- যা হীরের চাইতেও মূল্যবান (জন্ম)। কিন্তু যে বাবাকে একান্ত আপন করে নেয়, কেবল তার জন্মই হীরে তুল্য হতে পারে। তোমাদের দেহ-মন ও আত্মার সবকিছুই যেন এখন পরমপিতা পরমাত্মার হয়ে যায়। যাতে আত্মা হীরের মতন হতে পারে, অর্থাৎ যেমন ২৪-ক্যারেটের খাঁটি সোনা। যেখানে তোমাদের আত্মার গুণ এখন কোনও ক্যারেটেই নেই। তোমরা বাচ্চারা বাবার সন্মুখে বসে একান্ত চিত্তে যখন মুরলী শুনতে থাকো, তোমাদের মন তখন কেবল 'মধুবন'-এর দীপ্তিতে দীপ্যমান থাকে। আবার যদি কখনও বাবা এদিক-ওদিক কোথাও যায়, তখন কিন্তু তেমন অতিন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয় না। ঠিক তেমনই হয়, যখন তোমরা মুরলী শোনার পরেই তোমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদিদের কাছে অর্থাৎ মায়ার রাজ্যে চলে যাও। এখানে তোমরা বি কে-রা একত্রে থাকার ফলে 'ভাট্টী'-তেই থাক। এখানকার এই পাঠ তো রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে। তোমাদের থাকার জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থাও আছে। ব্রাহ্মণ পরিবারের যেমন অনেকে থাকতে পারে তেমনি বাইরের থেকেও কত লোক এসে থাকে এখানে। আর তোমরা এখন এখানকার পাঠশালাতে বসে আছো। জগৎ-সংসারের কোনও কারবারই নেই এখানে। নিজেদের মধ্যেই জ্ঞান-রঞ্জনের আদান-প্রদানের আনন্দে বিভোর থাকো। তাই জগতের সবাই একদিকে-আর তোমরা অপরদিকে।

বাবা বসে তাই বোঝাচ্ছেন- আত্মাদের অতি প্রিয় প্রেমিক একজনই। সেই এক পরমাত্মাকেই আত্মারা স্মরণ করে। ভক্তি-মার্গের লোকেরা কত অসুখী, মতিভ্রমে তারা কেবল এদিক-ওদিক দৌড়তে থাকে দিশেহারা হয়ে, নিরাকার বাবার সাক্ষ্যতের জন্য। কিন্তু সত্যযুগে দিশেহারা হয় না তারা। এখন তো আবার নুতন নুতন আরও কত প্রকারের চিত্র ইত্যাদিও বানিয়েছে তারা। যাদের যা মনে হয়েছে - তারা সেরকমই বানিয়েছে। ভক্তি-মার্গের গুরুদেরও কত মান-সন্মান। অন্যেরা মনে করে, তাদের যেমন গুরু থাকে, এখানেও তেমনি নিশ্চয় কোনও গুরু থাকবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'সাধু বাসবানী' তার জীবনের প্রথম দিকে শিক্ষক ছিলেন, পরে ধর্মিক সাধু হয়েছিলেন। তিনি গরীবদের খুব সেবা করতেন। আর তার কাছে কত লক্ষ-লক্ষ টাকাও আসতো। অন্যদেরও তেমনি ধারণা-বাসবানী সাধুর আশ্রমের মতনই তোমাদের এই আশ্রম। অবশ্য তোমরা তা জানো, এখানে তো স্বয়ং শিববাবা আসেন ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীর প্রয়োজন। যারা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী হবে এবং রুদ্র-যজ্ঞের রচনায় অংশ গ্রহণ করবে। যেহেতু তা রুদ্র-শিববাবার যজ্ঞ। অতএব এখন কেবল একজনকেই স্মরণ করে যেতে হবে। এই সংসঙ্গ এমনই, যেখানে সাধারণ মানুষকে দেবতা বানানো হয়। এমনটি আর অন্য কোনও সতসঙ্গ নেই যেখানে মানুষদেরকে দেবতা বানানো হয়। একমাত্র তোমরাই সেই আশীর্বাদী বর্ষা পেয়ে থাকো, যার ফলে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্য পাও। তোমাদের কথা শুনে অস্ত্রানী মানুষেরা প্রথমে হেঁসে ফেলে আর বলে, তা কি করে সম্ভব। কিন্তু যখন পুরো বিষয়টা শোনে, তারপর বলে, তোমরা বি কে-রাই সঠিক। সত্য শিববাবা ভগবানই একমাত্র বাবা, তোমরা যার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকো। তবেই তো তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারো। কিন্তু দেখো, এখন তোমাদের কি দুর্দশা। যাকেই দেখবে তাকেই বলো- এই শিববাবাই সেই পরমাত্মা বাবা, যিনি স্বর্গের রচনা করেন, তবে তোমরা সেই স্বর্গ-রাজ্যে অধিকারী কেনই বা হবে না। কেন এভাবে নরকে থেকে নরক ভোগ করছো ! বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো রাবণের রাজ্য। কিন্তু সত্যযুগে তো আর রাবণের অস্তিত্ব থাকে না। সেখানে অহিংসাই পরম ধর্ম। যাকে বিষ্ণুপুরী বলা হয়। কিন্তু তারা এটাও জানে না যে, বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ স্বর্গপুরী। বাচ্চারা তোমরা তা জানো, সেই বিষ্ণুপুরীতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই বাবা এসে আমাদেরকে

এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তাই বাবা বলছেন, তার জন্য দরকার নিরন্তর ওনাকে স্মরণ করা। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং এসে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের দ্বারা তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের দ্বারা এই সব সমাধা করান। (পুঁথিতেও) যা পরিস্কার ভাবে লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরী-ই বলা বা কৃষ্ণপুরী বলা, ব্যাপার তো একই। লক্ষ্মী-নারায়ণ শৈশবে তারা রাধা-কৃষ্ণ। আবার এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো সাকারী দুনিয়ার। যখন উনি সূক্ষ্মবতনে থাকেন তখন ওনাকে প্রজাপিতা বলা যায় না। এই প্রজাপিতার দ্বারাই তোমাদেরকে পোষ্য নেওয়া হয়। পরে (শিব) বাবা তোমাদের নিজের করে নেন। কত সহজ-সরল কথা এটা। তোমরা নিজেদের ঘরে কেবল ত্রিমূর্তির ছবি রাখো। এতে সেসব লেখাই থাকে। এ কথা প্রচলিতও আছে, ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, কিন্তু ত্রিমূর্তি-ব্রহ্মা বলাতেই তারা শিববাবার নামকেই লুপ্ত করে দিয়েছে। তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো, শিববাবা তো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, আর এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সাকারী। ব্রহ্মাকে দেবতা বলা হয়। কিন্তু দেবতা তখনই বলা যাবে, যখন উনি সম্পূর্ণরূপে ফরিস্তা হন। তোমাদেরকেও এখন দেবতা বলা যাবে না। দেবতা অর্থাৎ সত্যযুগের বাসিন্দা। তখন তোমাদের হবে দৈবী ধর্ম। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর দেবতায় নমঃ- এমনটাই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্রহ্মা পরমাত্মায় নমঃ- তা কিন্তু বলা হয় না। তারা এদেরকে যেখানে দেবতা বলছেন, তারপরেও নিজেদেরকে পরমাত্মা বলেই বা কিভাবে ! সবাই কি তবে পরমাত্মা স্বরূপ ? তাই বা হয় কিভাবে। এই ব্যাপারটাও অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্যে লিপিবদ্ধ আছে। তাই তাদেরকেও দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু, এমত অবস্থায় তাদেরকে সঠিক দিশা দেখাবেই বা কি প্রকারে। ভক্তি-মার্গের ভক্তরা যে সব কিছুই অস্মরণ হয়ে আছে। উল্টে তারাই কত প্রকারের রাস্তাও বলে দেয়। বাবা তাই আবার ব্যাখ্যা করে জানাচ্ছেন, মৃত্যু যে প্রায় তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, এমত অবস্থায় তোমরা যদি বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা নিতে চাও, তবে বাবার সেই বর্সা পাবে ব্রহ্মার মাধ্যমে। ব্রহ্মার মাধ্যম ছাড়া শিববাবার আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া সম্ভব নয়। যদিও সবাই তাদের অতি প্রিয়তম প্রেমিক সেই এক শিববাবাকেই বলে থাকে। বাবা বলছেন, "প্রতি কল্পের সঙ্গম-যুগেই আমি আসি। আমি অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দু-স্বরূপ। তবুও দেখো, তারা কত ভাবেই আমার বিচার করে।" এই ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যেই কত বিশাল অবিনাশী পাঠ ভরা থাকে। এটাই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে আত্মা ভেবে, মনে প্রেম ভাব রেখে, একমাত্র বাবার সাথেই যোগযুক্ত হতে হবে। বর্তমানের এই দুনিয়া এখন তোমাদের উপযুক্ত নয়, তাই একে বুদ্ধি থেকে ঝেড়ে ফেলে সব কিছুকেই ভুলে থাকতে হবে।

২) নিজের জীবনকে হীরে তুল্য বানাবার লক্ষ্যে একমাত্র এই বাবার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে উৎসর্গ করতে হবে। আর এই পাঠ পাকা করতে হবে যে, "আমার তো কেবল এই এক বাবা, অন্য আর কেউ নেই।"

বরদান :- এই সঙ্গমযুগের প্রতিষ্কণ, প্রতিটি সংকল্প, প্রতি সেকেন্ডকেই সমর্থ বানাতে পারা জ্ঞান-স্বরূপ
ভব

বিস্তার:- জ্ঞান শোনা আর শোনানোর সাথে সাথে নিজেকেও জ্ঞান-স্বরূপে পরিণত করো। জ্ঞান-
স্বরূপ সে হতে পারে, যার প্রতিটি সংকল্প, বাক্য আর কর্ম সমর্থ হয়। মুখ্য বিষয় হলো-সংকল্পরূপী
বীজকে সমর্থ বানানো। আর যদি সংকল্পরূপী বীজ সমর্থ হয়, তবে বানী, কর্ম, সম্বন্ধ অতি সহজেই
সমর্থ হয়ে যায়। জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ প্রতিষ্কণ, প্রতিটি সংকল্প, প্রতি মুহূর্তই সমর্থ হয়। যেমন আলো
থাকলে অন্ধকার থাকে না-তেমনি তুমিও সমর্থ হলে তখন আর কোনও ব্যর্থতাও থাকবে না।

স্লোগান :- সেবা-কার্যে সদা 'জী হাজির' অর্থাৎ আমি প্রস্তুত এই অবস্থায় থাকা--যা প্রীত ভাবের
প্রকৃত লক্ষণ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমাদেরকে মাস্টার ভালোবাসার সাগর হতে হবে, কখনও কাউকে দুঃখ দিও না। পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সাথে থাকতে হবে।"

প্রশ্ন:- জ্ঞানে চলতে চলতে কোন্ বাচ্চাদের গলা মায়া একদম টিপে ধরে?

উত্তর:- যে বাচ্চা কোনো বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় প্রকাশ করে, কাম অথবা ক্রোধের বশীভূত হয়, মায়া তার গলা টিপে ধরে। তারপর তার ওপর এমন গ্রহের দশা বসে যায় যে সে পড়া-ই ছেড়ে দেয়। বুঝতেই পারে না যে এতদিন ধরে যা কিছু পড়তাম আর পড়াতাম সেই সব কিভাবে ভুলে গেলাম। তার বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়।

গীত:- তুমি হলে ভালোবাসার সাগর...

ওম্ শান্তি। এটা হল বাবার মহিমা। বাচ্চারা জানে যে ভক্তরা তো কিছু না বুঝেই গায়ন করে। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে বাবা কতটা ভালোবাসার সাগর। তিনি সমস্ত পতিতদেরকে পবিত্র বানান। সকল বাচ্চাদেরকে সুখধামের উত্তরাধিকার দেন। তোমরা বুঝতে পারছ যে আমরা উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ। অর্ধেক কল্প ধরে যখন মায়ার রাজত্ব চলে তখন এই প্রিয় বাবা থাকেন না। বেহদের বাবা-ই হলেন ভালোবাসার সাগর। তিনি কিভাবে ভালোবাসার সাগর, শান্তির সাগর এবং সুখের সাগর তা তোমরা বাচ্চারাই জানো। তোমরা বাচ্চারা এখন বাস্তবে সবকিছু প্রাপ্ত করছ। ভক্তিমার্গের মানুষের প্রাপ্তি হয় না, ওরা তো কেবল গায়ন করে আর স্মরণ করে। এই সময়ে সেই স্মরণ সম্পূর্ণ হয়। বাচ্চারা সম্মুখেই বসে আছে। বোঝে যে এইসব হল বেহদের বাবারই গায়ন। নিশ্চয়ই বাবা অতীতে এসে এত ভালোবাসা দিয়েছিলেন। সত্যযুগেও একে অন্যকে খুব ভালোবাসবে। পশুদের মধ্যেও অনেক ভালোবাসা থাকবে। এখানে তো ঐরকম হয় না। ওখানে এমন কোনো জন্তু জানোয়ার থাকবে না যারা নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকবে না। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকেও এটা শেখানো হয় যে এখানে যদি মাস্টার ভালোবাসার সাগর হও তাহলে তোমাদের সেই সংস্কার অবিনাশী হয়ে যাবে। এখানে তো সকলে একে অন্যের শত্রু। কারণ এটা হল রাবণ রাজ্য। বাবা বলছেন, তোমাদেরকে হুবুহু আগের কল্পের মত অতি প্রিয় বানাচ্ছি। যদি কখনও কারোর আওয়াজ শোনা যায় এবং বোঝা যায় যে সে ক্রোধ করেছে তখন বাবা তাকে শিক্ষা দেন যে ক্রোধ করা ঠিক নয়, এতে তুমি নিজেও দুঃখ পাবে এবং অন্যকেও দুঃখী করবে। লৌকিক বাবাও বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন, তবে ওই বাবা সীমিত সুখ দিয়ে থাকেন। এই বাবা তো অসীম এবং সদাকালের জন্য সুখ দেন। তাই তোমাদের একে অন্যকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। অর্ধেক কল্প ধরে অনেক দুঃখ দিয়েছি। রাবণ একদম খারাপ করে দিয়েছে। যে যার ওপর আক্রমণ করে, তার কাছ থেকে সমস্ত কিছু লুট করে নেয়। তোমরা এখন আলো (জ্ঞান) পাচ্ছ। নাটকের এই চক্র ঘুরতেই থাকে। যদি তুমি জ্ঞানের বিস্তার বুঝতে না পার তাহলে কেবল দুটো শব্দ স্মরণে রাখ। অসীমের বাবার কাছ থেকে আমরা অসীম উত্তরাধিকার পাই। যে যত বাবাকে স্মরণ করে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকবে অর্থাৎ বিকারের ওপর বিজয়ী হবে, সে তত উত্তরাধিকার পাবে। অনেক ধরণের বিকার রয়েছে। শ্রীমৎ অনুসারে না চলা - এটাও এক ধরণের বিকার। শ্রীমৎ অনুসারে চললে তোমরা নির্বিকারী হয়ে যাও। কেবল আমাকেই স্মরণ করতে হবে, আর কাউকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। এই

শরীরের দ্বারা বাবা বলছেন - বাচ্চারা, আমি এখন সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। প্রত্যেক ধর্মেই বিভিন্ন প্রকারের ক্রম আছে। পোপের কত সম্মান। বর্তমানে তো সকলেই অন্ধশ্রদ্ধাতে ডুবে আছে। কেবল বাবাকে ছাড়া তোমরা আর কাউকে মান দিতে পার না। সবকিছুই তো নকল। এইসময় সবাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছে। অগ্নিমে সকল মানুষকেই সম্পূর্ণ পতিত হতে হবে। মুখে পতিত-পাবন বলে কিন্তু এর অর্থ ঠিকঠাক জানে না। এই দুনিয়াটাই তো পতিতদের দুনিয়া, তাদেরকে আবার কি মান দেবে। যেমন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পোপ হয়, অর্থাৎ ক্রমশ অধঃপতন হতে থাকে। তাদেরকে যেরকম নম্বর অনুসারে দেখানো হয় সেই অনুসারেই তারা পদ পায়। তোমরা এখন সৃষ্টিচক্রকে ভালোভাবে জেনে গেছ। এখানে তোমার বেহদের বাবার কাছেই আসো যার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। সাকারকে বাদ দিয়ে তো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না।

বাবা বলছেন, দেহধারীকে স্মরণ করো না। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন বাবা, কেবল সেই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। "একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর" - এটা বাচ্চাদের প্রতি কত বড় আদেশ। দেহধারীকে স্মরণ করলে তার স্মৃতিতে পুনরায় জন্ম নিতে হবে, তখন তোমাদের স্মরণের যাত্রাও বন্ধ হয়ে যাবে। বিকর্মের বিনাশও হবে না, অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। ব্যবসাতে লাভও হয় আবার ক্ষতিও হয়। নিরাকার বাবাকে জাদুগর এবং সওদাগর (ব্যবসায়ী) বলা হয়। তোমরা জানো যে দিব্যদৃষ্টির চাবি বাবার হাতেই আছে। যদি কোনোকিছু দেখতে পাও, হয়তো কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারও করলে কিন্তু তাতে লাভ কি হবে? কোনো লাভ নেই। এখানে তো সৃষ্টিচক্রকে জানতে হয়। যত বাবাকে স্মরণ করবে এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরাবে তত উঁচু পদ পাবে। এখন তোমরা আমার সন্তান হয়েছ। তোমাদের কি মনে আছে যে আমি তোমাদের সাথেই ছিলাম, আমরা পরমধামে ছিলাম। ওখানে কথা বলার কোনও ব্যাপারই ছিল না। এই নাটক আপনা আপনি আবর্তিত হচ্ছে। যেমন এক ধরণের মাছের খেলনা আছে যাতে তারের ওপর একটা মাছ এক একাই ঘুরতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। সেইরকম যত আল্লা আছে সকলেই এই নাটকের বন্ধনে আবদ্ধ। আবর্তিত হতেই থাকে। এখন উঠতে হবে তারপর আবার নিচে নামতে থাকবে। তোমরা জানো যে এখন আমাদের উত্তরণ কলা। জ্ঞানের সাগর বাবা এসেছেন - উত্তরণ কলা এবং অবরোহন কলার অর্থ এখন তোমরা জেনেছ। এটা কতই না সহজ। অবরোহন কলাতে অনেক সময় লাগে। তারপর উত্তরণ কলা হয়। তোমরা জানো যে বাবা এসে সবকিছু পরিবর্তন করে দেন। প্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম থাকে তারপর অন্যান্য ধর্মগুলো আসতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে এখন আমাদের উত্তরণ কলা। অবরোহন কলা পূর্ণ হয়েছে। তমোপ্রধান দুনিয়াতে অনেক দুঃখ। এইসব ঝড় তো কিছুই নয়, এমন ঝড় আসবে যে বড় বড় অটালিকাও উল্টে যাবে। প্রচন্ড দুঃখের সময় আসছে। এটা হল বিনাশের সময়। সবাই হায়-হায়, গ্রাহি-গ্রাহি করবে। সবার মুখেই 'হায় রাম' শোনা যাবে। সকলে ভগবানকেই স্মরণ করবে। কাউকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয়, তখন পাট্রি বলে যে গড ফাদারকে স্মরণ কর। কিন্তু তাঁকে তো জানেই না। নিজেকে অর্থাৎ আল্লাকেই তো ঠিকঠাক জানে না। আমি কে? কি ভূমিকা পালন করি? এইসব কিছুই তো জানে না। আল্লা খুব ছোট, বলা হয় যে আল্লা হল তারার মত। অনেকেরই আল্লার সাক্ষাৎকার হয়। খুব সূক্ষ্ম জ্যোতি, বিন্দুর মত সাদা আলো। দিব্যদৃষ্টি ছাড়া কেউই আল্লাকে দেখতে পারবে না। দেখতে পেলেও কিছুই বুঝতে পারবে না। জ্ঞান না থাকলে কিছুই বোঝা যায়না। সাক্ষাৎকার তো অনেকেরই হয়। এটা তেমন আহামরি কিছু নয়। এখানে বুদ্ধির দ্বারা বোঝা যায়। বাবা যথার্থভাবেই বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ার কারোর বুদ্ধিতেই এটা

নেই যে আমাদের অর্থাৎ আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের রেকর্ড ভরা আছে। যে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়, বাবা তাকেই বোঝান। সে-ই ৮৪ জন্ম নেয়। এছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে এইসব কথা ধারণ হবে না। তোমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পার যে এই সৃষ্টিচক্র হল ৮৪ জন্মের। ব্রাহ্মণদের গায়ন সবার আগে, কারণ তারা হল মুখ বংশাবলী। এটা আর কেউই জানে না। ব্রহ্মাকুমার কুমারী তো সাধারণ কথা হয়ে গেল। কেউই বোঝে না এটা কি সংস্থা, এই সংস্থার নাম এইরকম কেন? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম বললে প্রশ্ন তো উঠবেই। তোমরা বল যে সকলেই শিববাবার সন্তান অর্থাৎ ভাই-ভাই। তবে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার জন্য আমরা পরস্পরের ভাই-বোন। এটা বুঝে গেলে আর কোনও প্রশ্নই উঠবে না। বুঝতে পারবে যে নতুন দুনিয়ার স্থাপন হয়। বরাবর ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণরাই পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছ। বর্তমানে যে রাথিবন্ধন উৎসব পালন করা হয় সেটা তো পুরাতন নিয়ম চলে আসছে। এখন তোমরা এর অর্থ বুঝতে পেরেছ। যা কিছু স্মরণচিহ্ন আছে, সেই সবকিছুর জ্ঞান তোমরা এখন লাভ করছ। সত্যযুগে তো রাম নবমী পালন করবে না, কোনো প্রশ্নই নেই। ওখানে তো জ্ঞানই থাকে না। এটাও বুঝতে পারবে না যে এখন আমাদের অবরোহন কলা চলছে। সুখের দুনিয়াতে জন্ম নিতে থাকবে। ওখানে যোগবলের দ্বারা জন্ম হয়। বিকারের কোনও নামই ওখানে থাকবে না কারণ রাবণের রাজ্যই নেই। ওটা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। আগে থেকেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। নাহলে কিভাবে বোঝা যাবে যে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। এখান থেকে প্রথমে তোমরা শান্তিধামে যাবে। বাচ্চারা বোঝে যে ওটাই হল আমাদের ঘর, ওই ঘরকেই শান্তিধাম বলা হয়। ওটা হল আমাদের এবং বাবার ঘর, যে বাবাকে সবাই স্মরণ করে। বাবার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। সুখের সময়ে তো বাবার কথা স্মরণেই থাকে না। ওটা তো সুখেরই দুনিয়া। বাণপ্রস্থ অবস্থাতে চলে যাওয়ার মত বাবাও ওই সময়ে তাঁর নিজধামে থাকেন। কিন্তু পরমপিতাকে কি বৃদ্ধ বলা যাবে? বৃদ্ধ কিংবা যুবক তো শরীরের ওপর নির্ভর করে। আত্মা তো একই থাকে। আত্মার মধ্যে মায়ার প্রলেপ পড়ে। তোমরা এখন সবকিছু জেনে গেছ, আগে এইসব জানতে না। বাবা এসে রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান দিয়েছেন। তোমরা বাচ্চারা তাঁর সামনে বসে আছ। তাঁর অনেক মহিমা। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সকলেরই নিজস্ব ভূমিকা আছে। বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তাহলে আমরাও অবশ্যই উঁচুর থেকে উঁচু উত্তরাধিকার পাব। এইসব অত্যন্ত বোঝার বিষয়। বাবা যেমন বোঝাচ্ছেন, সেইরকম বাচ্চাদেরকেও বোঝাতে হবে। প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের পথিক। বুদ্ধিতে যেন চক্র ঘুরতে থাকে। সেবা তো অবশ্যই করতে হবে। দিনে দিনে অনেক সহজ হতে থাকবে। তাই প্রজার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। সহজে প্রাপ্তি হলে নিশ্চয়ও সহজেই হয়ে যায়। নবাগতরা খুশিতে নৃত্য করতে থাকে, সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয়ে যায়। পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে সকলেই ভূমিকা পালন করছে। সত্যিকারের উপার্জন আর মিথ্যা উপার্জনের মধ্যে তফাৎ তো থাকবেই। আসল রত্ন দূর থেকেই চকমক করে। বর্তমানে টাকা রাখার জন্য মানুষকে কত না সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভেবে পায় না কোথায় লুকিয়ে রাখবে। এমন একটা সময় আসবে যে টাকা পয়সা পড়েই থাকবে কিন্তু তা দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। ক্রমানুসারে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলছে। যদি গ্রহের দশা বসে যায় তাহলে কোনও না কোনও সংশয় চলে আসে। পড়া ছেড়ে দেয়, কিছুই বুঝতে পারে না। আমি তো পড়তাম, পড়তাম তাহলে এখন কি হয়ে গেল! বিন্দুমাত্রও সংশয় এসে গেলে গলা বন্ধ হয়ে যায়। বাবার ওপর সংশয় হলে কিংবা বিকারের বশীভূত হলে একদম নিচে পড়ে যায়। সবথেকে বড় শত্রু হল কাম এবং ক্রোধ। মোহও কম কিছু নয়। এমন নয় যে সন্ন্যাসীদের আগের জীবনের কথা মনে থাকে না। সবকিছুই মনে থাকে। জ্ঞানী আত্মারা

ইশারাতেই সব বুঝে যায়। কিভাবে ভোগ নিবেদন করা হয়, কে কে আসেন, কি কি হয়? প্রতি সেকেন্ডে নাটকের পুনরাবর্তন হচ্ছে। যেটা আগের কল্পে হয়েছিল সেটাই নাটকে আছে, তাই পুনরায় সেই ভূমিকাই পালন করবে। আসল কথা হল বাবার স্মৃতি, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। যত বাবার স্মরণে থাকবে তত বিকর্মের বিনাশ হবে। নাহলে বাবা ধর্মরাজের রূপে সাক্ষাৎকার করাবেন। এখনও এমন অনেকে আছে যারা জ্ঞানে চলতে চলতে অনেক ভুল করতে থাকে কিন্তু জানায় না। হয়তো অনেক নামকরা, কিন্তু বাবা জানেন যে তাদের পদ কত কম হয়ে যায়। গ্রহের দশা বসে যায়। উল্টোপাল্টা কাজ করে বাবার কাছে লুকিয়ে যায়। কিন্তু সত্যের সামনে কিছুই লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তোমাদের সকল কর্মই ওপরে নথিভুক্ত হয়ে যায়। বাবা তো অন্তর্যামী, তাই না? বোঝা উচিত যে আমরা লুকিয়ে বিকর্ম করলে অনেক শাস্তি খেতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণরা নিমিত্ত হয়েছি যজ্ঞ সামলানোর জন্য। তাই আমাদের মধ্যে কোনো খারাপ স্বভাব থাকা উচিত নয়। স্কুলে যদি শিক্ষকের নামে কোনো অভিযোগ আসে তাহলে বড় সভার মধ্যে অধ্যক্ষ তাকে বের করে দেন। তাই যথেষ্ট ভয় থাকা উচিত। তোমাদেরকে কেবল শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। তোমাদেরকে এখন বাবার কাছে যেতে হবে। তাই তাঁকে স্মরণ করতে হবে এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। এছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ করলে তোমাদের এই রুহানি যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) মায়ার দশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সত্য বাবার কাছে সর্বদা সৎ থাকতে হবে। কোনও ভুল করে তা লুকানো উচিত নয়। খারাপ কর্ম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

২) শ্রীমৎ অনুসারে না চলাও এক ধরনের বিকার। তাই কখনও শ্রীমতের উলঙ্ঘন কোরো না। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে।

বরদান:- সুযোগ সুবিধা কিংবা যে কোনো প্রকারের পরিত্রাণের প্রভাবে না এসে প্রকৃতিকে দাসী বানিয়ে বিজয়ী হও।

যোগী পুরুষ কিংবা কোনও পুরুষোত্তম আত্মা কখনও প্রকৃতির প্রভাবে আসতে পারেন না। তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা হলে পুরুষোত্তম এবং যোগী আত্মা। প্রকৃতি হল তোমাদের দাসী, তাই প্রকৃতির কোনো সুযোগ সুবিধা যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত করতে না পারে। সুযোগ সুবিধা যেন সাধনার আধার না হয়। সাধনা যদি সুযোগ সুবিধাকে আধার বানিয়ে দিলে, তবেই বলা যাবে প্রকৃতিজিৎ বিজয়ী আত্মা।

স্লোগান:- সে-ই সদাপ্রস্তুত যে প্রত্যেক মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে।

সর্বাংশে (সর্বস্ব) ত্যাগীর নিদর্শন

বাপদাদা চারিদিকের সেই মহাত্যাগী বাচ্চাদের দেখছেন, যারা সর্বাংশ ত্যাগ করেছে। কোন্ কোন্ বাচ্চারা এই মহান ভাগ্যের প্রাপ্তি লাভ করেছে বা নিকটে পৌঁছেছে ! এইরকম নিকটস্থ হয়েছে অর্থাৎ সেই রকম সমান, শ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ ত্যাগী বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা পুলকিত। সর্বাংশে ত্যাগী বাচ্চারা কোন বিশেষত্বের আধারে নিকটস্থ বা সমান হয় ? সাকার তনের দ্বারাও বলা লাষ্ট তিনটি বচনে বাবা তিনটি বিশেষত্ব বলেছিলেন :-

১) সাকার হয়েও সংকল্পে সদা নিরাকার, সদা পৃথক হয়েও প্রিয় এবং বাবার প্রতি স্নেহশীল আত্মা হওয়া।

২) কথায় সদা নিরহংকারী অর্থাৎ সদা রূহানী মাধুর্য এবং বিনম্রতা থাকা।

৩) সকল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা প্রতি কর্মে নির্বিকারী হওয়া অর্থাৎ পিওরিটির পার্সোনালিটি থাকা।

সুতরাং, তোমার সকল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা মহাদানী এবং বরদানী হও। বরদানী এবং মহাদানী হয়ে তোমার মস্তক (ললাট) দ্বারা সকলকে তাদের স্বরূপ স্মরণ করাও। তোমার নয়নের রূহানী দৃষ্টি দ্বারা সবাইকে তাদের স্বদেশ অর্থাৎ মুক্তিধাম এবং স্বরাজ্য অর্থাৎ জীবনমুক্তির দর্শন করাও। তোমার দৃষ্টি দ্বারা তাদের রাজ্যের আভাস দাও বা পথের ইশারা করো। আত্মাদের সেইরকম অনুভবের বরদান দাও, যাতে তারা বুঝতে পারে, এটাই তাদের আসল ঘর, তাদের রাজ্য। তারা যাতে বুঝতে পারে, তাদের ঘরের রাস্তা, রাজ্যপ্রাপ্তির রাস্তা তারা খুঁজে পেয়েছে। এইরকম মহাদান বা বরদান লাভ করে তারা যেন নিরন্তর প্রসন্ন হয়ে যায়। তোমার মুখ দ্বারা রচয়িতা এবং রচনা সম্পর্কে তাদের বিশদে স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দাও এবং রচয়িতার প্রথম রচনা 'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যে সে-ই দেবতা' হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করাও। একইভাবে, হস্ত দ্বারা বরদানী হয়ে অন্যকে, যারা শ্রেষ্ঠ কর্ম করে শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত করে, তাদের নিরন্তর সহজযোগী এবং কর্মযোগী হওয়ার বরদান দাও। তোমার পাদপদ্মের দ্বারা প্রতি পদে ফলো ফাদার করে, প্রতি পদে শত উপার্জন জমা করার বরদান দাও। তোমার প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিশেষ অনুভূতি করানোর বরদানী হও অর্থাৎ নির্বিকারী জীবনের অনুভূতি। সর্বাংশ ত্যাগীর মধ্যে এই তিন বিশেষত্ব স্পষ্টতঃ দেখা যাবে। সর্বাংশে ত্যাগী আত্মা কখনও কোনরকম বিকারের অংশমাত্রেরও বশবর্তী হয়ে কোন কিছু করেনা। বিকারের রয়্যাল চিহ্নস্বরূপ সম্পর্কে তোমাদের আগেই বলা হয়েছিলো। বিকারের স্থূল রূপ সমাপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু রয়্যাল রূপ এখনও রয়েছে। এইসব তো তোমাদের মনে আছে, তাই না ! ব্রাহ্মণের ভাষাও রয়্যাল হয়ে গেছে ! তার বিস্তার অনেক লম্বা ! "আমিই যথার্থ বা আমিই ঠিক" - নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে এইরকম অনেক রয়্যাল ভাষা তোমরা ব্যবহার করো। নিজের দুর্বলতা লুকিয়ে অন্যের দুর্বলতা প্রমাণ করতে যাওয়া বা স্পষ্ট করার জন্যে তার বিস্তারে যাওয়ার এইরকম অনেক রয়্যাল শব্দ আছে। এও অনেক বড় ডিকশনারি ! কিন্তু এটা বাস্তবিকতা নয়, এটা কিভাবে নিজেকে প্রমাণ করবে বা নিজের দুর্বলতা লুকাবে তার মনমত। এর বিস্তার তোমরা সবাই ভালোভাবে জানো। সর্বাংশে ত্যাগীর ভাষা কখনও এমন হয়না যাতে কোনোপ্রকার বিকারের অংশমাত্র থাকে। মন্সা-বাচা-কর্মণায় সামান্যতম বিকারের চিহ্নমাত্রকে নিরন্তর অতিক্রম করাই সর্বাংশে ত্যাগী হওয়া; সর্বাংশের ত্যাগ।

সর্বাংশে ত্যাগীর মধ্যে সর্বদা বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়ার বিশেষত্ব থাকে। সদা দাতার সন্তান, বরদাতা হয়ে সবাইকে দিতে চাওয়ার অনুভবে পরিপূর্ণ থাকে। সে বলবে না যে, যদি অন্যে এটা করে অথবা, যদি এইরকম পরিস্থিতি বা এইরকম বায়ুমণ্ডল হয় তবে সে কিছু করবে। অন্যের সহযোগ নিয়ে তারা নিজের কল্যাণের শ্রেষ্ঠ কর্ম করে অর্থাৎ প্রথমে নিয়ে পরে দেয়, প্রথমে সহযোগ নিলো আর পরে দিলো, অর্থাৎ দেওয়া আর নেওয়া উভয়ই একসাথে। যাই হোক, সর্বাংশ ত্যাগী মাস্টার দাতা হয়ে নিরন্তর পরিস্থিতির পরিবর্তন করে কল্যাণ নিয়ে আসার, দুর্বলকে শক্তিশালী বানানোর, নিজের ক্ষমতার দ্বারা বায়ুমণ্ডল বা মনোভাবের রূপান্তর করার দায়িত্বভার নিজের বলে মনে করে। সবরকম পরিস্থিতিতে তার সহযোগ এবং শক্তির মহাদান বা বরদান দেওয়ার সংকল্প থাকবে। সে কখনও বলেনা, "যখন এইরকম হবে আমি এটা করবো"। না! সে মাস্টার বরদাতা হয়ে পরিবর্তন নিয়ে আসার শুভ ভাবনা দ্বারা নিরন্তর তার শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করে অর্থাৎ দেওয়ার কাজ করতে থাকে। "আমাকে দিতে হবে! আমাকে এটা করতে হবে! আমাকে বদলাতে হবে! আমাকে নির্মাণ অর্থাৎ নিরহংকারী হতে হবে!" এইভাবে যারা অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজেই উদ্যম নেয় তারা অর্থাৎ তাদের দাতা হওয়ার বিশেষত্ব থাকে।

সর্বাংশ ত্যাগীরা সর্বদা গুণ মূর্ত। গুণ মূর্ত হওয়ার অর্থ হল গুণবান হওয়া এবং সবার মধ্যে গুণ দেখা। যদি কেউ গুণমূর্ত হয় তার দৃষ্টি এবং বৃত্তি এমন গুণসম্পন্ন হয়ে যাবে যে, তার দৃষ্টি, বৃত্তি দ্বারা সে অন্যের মধ্যে শুধু গুণগুলোই দেখবে। অপগুণ দেখেও বা বুঝেও বুদ্ধি দ্বারা কারও অপগুণ ধারণ করবেনা অর্থাৎ বুদ্ধিতে সে তা গ্রহণ করবে না। এইভাবে সে হোলিহংস হয়। কাঁকর বুঝতে পেরে সে তা কুড়িয়ে নেবেনা। কার্যতঃ, তার নিজের প্রাপ্ত হওয়া গুণের শক্তি দ্বারা অন্য আত্মাদের অপগুণ সরানোর চেষ্টা করে এবং তাদের গুণবান হতে সহায় হয়, কারণ তার সংস্কার হলো মাস্টার দাতা হওয়া।

একজন সর্বাংশ ত্যাগী সদা সবরকম শ্রেষ্ঠ কার্যের দায়িত্বভার তার নিজের বলে মনে করে - সার্ভিসে সফলতার কার্যে, ব্রাহ্মণ আত্মাদের উন্নতির কার্যে, দুট সংকল্পে দুর্বল বা ব্যর্থ বাতাবরণের পরিবর্তনের কার্যে নিজেকে দায়বদ্ধ আত্মা বলে মনে করে। সেবায় বিঘ্ন হওয়ার কারণে বা সম্পর্ক-সম্বন্ধে নশ্বর অনুযায়ী থাকা আত্মাদের কারণে সামান্যতমও অস্থিরতা দেখা দিলে, তখন সর্বাংশ ত্যাগী বেহদের আধারমূর্ত মনে করে চতুর্দিকের অস্থিরতাকে শান্ত করার দায়িত্বভার তার নিজের মনে করবে। এইভাবে বেহদের উন্নতির জন্য সে সদাসর্বদা নিজেকে আধারমূর্ত মনে করবে। সে কখনও মনে করবেনা যে সেই পরিস্থিতি শুধু কোনও বিশেষ স্থানের বা বিশেষ কোনও বোনের বা ভাইয়ের। না! সে মনে করে, "এটা আমার পরিবার! আমি বিশ্বকল্যাণকারী নিমিত্ত আত্মা"। তুমি বিশ্বকল্যাণকারীর টাইটেল লাভ করেছ! না শুধু স্ব-কল্যাণকারীর টাইটেল আর না-ই সেন্টার কল্যাণকারীর। অন্যের দুর্বলতা অর্থাৎ নিজের পরিবারের দুর্বলতা, এইভাবে সে নিজেকে বেহদের নিমিত্ত আত্মা মনে করে। তার আশিষ বোধ থাকেনা, শুধুমাত্র নিমিত্ত হওয়া অর্থাৎ বিশ্ব কল্যাণকারীর আধারমূর্ত, বেহদের কার্যের আধারমূর্ত হওয়ার ভাব বজায় থাকে।

একজন সর্বাংশ ত্যাগী একই পরিবারের একই কার্যে সদাসর্বদা একরস, একমত - সদা এই স্মৃতিতে এক নশ্বর আত্মা হবে।

সর্বাংশ ত্যাগী সদা নিজেকে প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত হওয়া ফলস্বরূপ আত্মা অনুভব করে অর্থাৎ সর্বাংশ ত্যাগী আত্মা সদা তাত্ক্ষণিক এবং প্রত্যক্ষ ফলে সম্পন্ন অবিনাশী বৃক্ষের সমান। এইরকম আত্মা সদা প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ হয়। এই কারণে সে হদের কর্মের, হদের অল্পকালের যে কোনও ইচ্ছা সম্পর্কে অজ্ঞান থাকে অর্থাৎ ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হয়। প্রত্যক্ষ ফল খাওয়ার কারণে তার মন নিরন্তর সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে। সদা স্বাস্থ্যবান। তার মনের কোনও অসুস্থতা থাকবেনা। সদা মনমনাভব থাকবে। তোমরা কী সেইরকম সর্বাংশে ত্যাগী হয়েছ ? তিন বিশেষত্বই তোমার সামনে রেখে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি কোন্ ধরনের ত্যাগী ! আমি কতদূর পৌঁছেছি ? কত সিঁড়ি চড়ে বাবা সমান হওয়ার লক্ষ্যের কত কাছে পৌঁছেছি ? সব সিঁড়ি চড়েছ নাকি অল্প কিছু সিঁড়িই চড়েছ ? সাতদিনের কোর্সের মধ্যে থেকে তুমি কতগুলো পাঠ পড়েছ ? সাতদিনের কোর্সের লাস্ট দিনে অর্থাৎ সপ্তম দিনে ভোগ অর্পণ করা হয়, তো বাপদাদা এখন ভোগ দিয়েছেন ? তোমরা তো সবাই গুরুবারে ভোগ দাও, কিন্তু বাপদাদা তো মহাভোগ দেবেন, তাই না ! সন্দেহী ভোগ নিয়ে উপরে সূক্ষ্মবতনে যায়, কিন্তু বাপদাদা ভোগ নিয়ে কোথায় যাবেন ? সবকিছুর আগে নিজেকে ভোগরূপে সমর্পণ করো। ভোগও তো বাবার সামনেই সমর্পণ করো, তাই না ? এখন নিজেকে প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বানিয়ে সমর্পণ করো আর একমাত্র তখনই মহাভোগ হবে। নিজেকে সম্পন্ন বানিয়ে অফার করো। শুধু স্থূল ভোগের অফার কোরোনা, সম্পন্ন আত্মা হয়ে নিজেকে অফার করো। বুঝেছ তোমরা ? বাকি আরও কী করতে হবে তোমাদের বুঝেছ ?

আচ্ছা - একবারই মিলনের বাকি আছে। এমনিতে মিলনের এই রূপরেখায় সাকারে মিলন মেলার আজ এটাই অন্তিম মিলন। প্রোগ্রাম অনুযায়ী, সাকার মিলনের আজ সমাপ্তি সমারোহ। পরে কী হবে তা আমরা পরে দেখব। তোমরা বাবার থেকে এক্সট্রা বোনাস লাভ করবে। যাই হোক, এই মিলন মেলার সার কী ছিল যা তুমি স্ব-প্রাপ্তির জন্য নিয়েছ ? বাবা যা বলেছেন তা কি শুধু শুনেছ নাকি নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করে তার স্বরূপ হয়েছ ? এই মিলন মেলার সিজন বিশেষ কোন্ সিজনাল ফল নিয়ে আসবে ? মিলনের এই সিজন থেকে কোন্ ফল বেরোবে ? সিজনাল ফলের মহত্ব আছে, তাই না ! তাহলে, এই সিজন থেকে কী ফল বেরিয়েছে ? অবশ্যই বাপদাদার সাথে মিলন তো হয়েছে কিন্তু মিলনের উদ্দেশ্য কী ! মিলন অর্থাৎ সমান হওয়া। তাহলে, সদা বাবা সমান হওয়ার দৃঢ় সংকল্পের ফল বাপদাদাকে দেখাবে, তাই তো ! তেমন ফল তৈরি করেছ ? নিজেকে তৈরি করেছ ? অথবা, এখন শুধু সব শুনেছ, নিজেদের তৈরি হওয়া বাকি আছে ? তোমরা কী শুধু মিলন উদযাপনে যাচ্ছ নাকি সেইরকমই হতে যাচ্ছ ? মিলন উদযাপনের জন্য যেমন উত্সাহ-উদ্দমের সাথে দৌড়াদৌড়ি করে এখানে আসছ সেইরকম সমান হওয়ার জন্যও তো উড়ছ ! তাই না ? এমনকি তোমাদের আসা যাওয়ার সাধনেও তোমরা প্রতিবন্ধকতা সহ্য করো। যেমনই হোক, উড়তি কলায় যেতে কোনও মেহনতের প্রয়োজন নেই। হদের ডালকে তোমরা তোমাদের সহায় বানিয়ে তার ওপরেই আঁকড়ে ধরে বসে আছ, হে উড়ন্ত বিহঙ্গ, এখন সেই ডাল ছাড়ো। সোনার ডালও ছেড়ে দাও। সোনার হরিণই সীতাকে শোক বাটিকায় পাঠিয়েছিল। এই আমার আমার - আমার নাম, আমার সম্মান, আমার মর্যাদা, আমার সেন্টার, সবই সোনার ডাল। বেহদের অধিকার ছেড়ে হদের অধিকার নিতে চাও - "এটা আমার অধিকার" "এটা আমার কাজ"। এই সমস্ত থেকে মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে উড়ে যাও। ওইসব হদের আধার ছেড়ে দাও। তোমরা তো তোতা নও যে মুক্ত হওয়ার জন্য চিত্কার করতে থাকবে ! যতই তারা ছাড়া পাওয়ার জন্য চিত্কার করুক তারা নিজেরাই ছেড়ে যায়না। সুতরাং, এইরকম তোতা হয়ো না। সব ছেড়ে উড়ে যাও। ছেড়ে দেওয়াতেই তো ছাড়, তাই না ! বাপদাদা

তো তোমাদের পাখনা দিয়েই রেখেছেন ! পাখা কী কাজের ? ওড়ার নাকি বসার ? সুতরাং, উড়ন্ত বিহঙ্গ হও অর্থাৎ উড়তি কলায় নিরন্তর উড়তে থাকো । বুঝেছ তোমরা ? একেই বলা হয়ে থাকে সিজিলাল ফল অর্পণ ! আচ্ছা ।

এইরকম সদা প্রত্যক্ষ ফল সম্পন্ন, সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা বাবার সমান নিরাকারী, নিরহংকারী, নির্বিকারী, সদা সর্ব কর্মে বিকারের অংশমাত্রও স্পর্শ না করে, এইভাবে সর্বাংশে ত্যাগী, সদা উড়ন্ত কলায় উড়ন্ত বিহঙ্গ, এইরকম বাবা সমান শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পাটিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:

মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতি দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করো -

সদা নিজেকে সর্বশক্তিমান আত্মা মনে করো ? সর্বশক্তিমান হওয়া অর্থাৎ সমর্থ হওয়া । যে সমর্থ হবে ব্যর্থের আবর্জনা সে সমাপ্ত করে দেবে । মাস্টার সর্বশক্তিমান অর্থাৎ যার ব্যর্থের চিহ্নমাত্র নেই । সদাসর্বদা এই লক্ষ্য রাখো, ব্যর্থকে সমাপ্ত করার সমর্থ আত্মা হওয়ার । ঠিক যেমন সূর্যের কাজ আবর্জনা ভস্ম করা, অন্ধকার দূর করা, আলো দেওয়া, তেমনই মাস্টার স্তান সূর্য অর্থাৎ ব্যর্থের আবর্জনা সমাপ্তকারী অর্থাৎ অন্ধকার যে দূর করে । তুমি যদি প্রভাবিত হও, দুর্বল হয়ে যাবে । বাবা সর্বশক্তিমান আর বাচ্চা দুর্বল ! বাবার এইরকম শুনতেও ভালো লাগেনা । যা কিছুই হোক সদা স্মৃতিতে থাকবে, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান । কখনও ভেবোনা, একলা আমি কী করতে পারি ... একজনই অনেককে বদলে দিতে পারে ! সুতরাং, নিজেকে শক্তিশালী হয়ে অন্যকেও বানাও । যদি একটা ছোট প্রদীপ অন্ধকার দূর করতে পারে, তুমি কেন পারবেনা ! সুতরাং, সদা বাতাবরণ বদলের লক্ষ্য রাখো । বিশ্ব-পরিবর্তক হওয়ার আগে সেবাকেন্দ্রের বাতাবরণ পরিবর্তন করে পাওয়ারফুল বায়ুমণ্ডল বানাও ।

যুগলদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:

গার্হস্থ্য জীবনে থেকে তোমরা সবাই প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে পৃথক হয়ে সদা বাবার অনুরাগী হয়েছ ? তোমরা প্রবৃত্তির কোনও বন্ধনে বাঁধা তো হওনি, তাই না ? যারা লোকলজ্জা বা তাদের সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা তাদের বন্ধনযুক্ত আত্মা বলা হবে । সুতরাং, কোনও বন্ধন না থাকে ! এমনকি মনের বন্ধনও নয় । মনে যেন সামান্যতমও এই সংকল্প না আসে আমার কোনো লৌকিক সম্পর্ক আছে ! লৌকিক সম্বন্ধে থেকেও মনে রূহানী সম্বন্ধের স্মৃতি যেন থাক । এই লৌকিক সম্বন্ধ নিমিত্ত কিন্তু তোমার স্মৃতিতে লৌকিক এবং পারলৌকিক সম্বন্ধ থাকবে । সদা কমল আসনে বিরাজমান থাকো । এমনকি এক ফোঁটা জল বা নোংরা তোমায় যেন স্পর্শ করতে না পারে । কত আত্মার সাথে সম্পর্কে এসেছ সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে সদাসর্বদা স্নেহশীল এবং পৃথক হয়েও প্রিয় থাকো । তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সেবার নিমিত্ত, দেহের সম্বন্ধ নয় কিন্তু, সেবার সম্পর্ক । দেহের সম্বন্ধের কারণে তোমরা পরিবারের সাথে থাকছনা, সেবার কারণে থাকছ । এটা তোমাদের ঘর নয়, সেবাস্থান । একে সেবাস্থান মনে করলে নিরন্তর সেবার স্মৃতি থাকবে । আচ্ছা ।

বরদান:- বিকাররূপী সর্পকে কণ্ঠহার বানাতে সমর্থ সত্যিকারের তপস্বী ভব

মানুষের কাছে এই পাঁচ বিকার বিষধর সাপ কিন্তু তোমরা অর্থাৎ যোগী এবং তপস্বী আত্মাদের জন্যে এই সাপ তোমাদের গলার মালা হয়ে যায় । এইজন্য তারা, তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের এবং ব্রহ্মাবাবার স্মৃতিচিহ্ন রূপে অশরীরী এবং তপস্বী স্বরূপ শংকরের গলায় সর্পমালা দেখায় । খুশিতে তোমাদের নাচার জন্যে বিকাররূপী সর্প স্টেজ হয়ে যায় । এটা তারা দেখিয়েছে তোমাদের জয়ের নিদর্শন স্বরূপ বা এভাবে বলা যেতে পারে মায়ার তোমাদের কাছে অধীনতা স্বীকার করা । তোমাদের রহানী স্থিতি হলো স্টেজ । যখন তোমরা বিকারের ওপর বিজয়লাভ করবে তখনই তোমাদের বলা হবে প্রকৃত তপস্বী ।

স্লোগান:- পুরানো সংসার বা পুরানো সংস্কারে থেকে মরে যাওয়াই, বেঁচে থেকে মরে যাওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তোমরা প্রতি মুহূর্তে তোমাদের সত্যিকারের প্রিয়তমকে স্মরণ করো, প্রিয়তম এখন এসেছেন তোমাদের সব প্রিয়তমাদের নিজের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।"

প্রশ্ন : - কোন্ রহস্য জেনে যাওয়ার কারণে তোমরা বাচ্চারা সুখ আর শান্তি চাইতে যাও না ?

উত্তর : - তোমরা এই নাটকের রহস্যকে জানো। তোমরা জানো যে এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হবে। আমরা প্রথমে শান্তিতে যাবো তারপর সুখের দুনিয়ায় আসবো, তাই তোমরা সুখ আর শান্তি চাও না, তোমরা তোমাদের শান্ত স্বরূপে স্থির থাকো। মানুষ তো নিজের স্বধর্মকেই জানে না আর এই নাটকের রহস্যকেও জানে না, এই কারণেই তারা বলে আমার মনকে শান্তি দাও। এখন শান্তি তো বাস্তবে আসার চাই নাকি মনের।

গীত : - প্রীতম এসো, মিলিত হও

ওম্ শান্তি। যেমন শাস্ত্রের কিছু কিছু কথা বোঝা যায়, এর মধ্যে গীতারও কোনো কোনো কথা ঠিক গানেও তেমনই। এখন প্রীতম শব্দটি ঠিক কিন্তু শরীর ডাকছে, শরীর তো ডাকে না। এই শরীরে থাকা আত্মা ডাকে, কারণ আত্মাই দুঃখী। পতিত আত্মা বলা হয়, তাই না? আত্মাতেই খাদ লাগে। আবার এই আত্মাই সত্বপ্রধান আর তমোপ্রধান হয়। সত্যিকারের সোনাই আবার নকল হয়ে যায়। এমন কখনোই ভেবো না যে আত্মা নির্লিপ্ত। মানুষ ভাবে যে আত্মাই পরমাত্মা, তাই নির্লিপ্ত বলে দেয়। মানুষ অনেক দ্বিধায় থাকে। এ কার মত? এ হলো রাবণের মত? ঈশ্বরের কারণে মানুষ যা কিছু করে - যেমন ভক্তি ইত্যাদি মানুষ ঈশ্বরের সাথে মিলনের কারণেই করে থাকে। সবার এই একই কামনা, কেমন করে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া যায়। আর এই কারণেই মানুষ যজ্ঞ, তপ, দান পুণ্য ইত্যাদি করে। তবুও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যদি ঈশ্বরকে পাওয়া যেত তাহলে মানুষ তীর্থে যেত না। মনে করো কারো কোনো দেব মূর্তির সাক্ষাত্কার হলো। কিন্তু সেও তো ঈশ্বর প্রাপ্তি হলো না। ঈশ্বরকে সকলেই ডাকতে থাকে.....হে পতিত পাবন, হে প্রীতম এসো, কেননা আত্মা খুবই দুঃখে থাকে। শরীরেও যদি আঘাত লাগে তাহলেও আত্মার সেই দুঃখের অনুভব হয়। আত্মা যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তখন সেই শরীরকে যা কিছুই করো না কেন, আত্মার কি কোনো অনুভব হয়? আত্মা আর শরীর যখন কস্মাইন্ড থাকে তখন আত্মার অনুভব হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্যযুগে কোনো দুঃখ থাকে না কেননা সেখানে মায়ার রাজত্ব থাকে না। তোমরা এই পুরুষার্থ করো স্বর্গে যাওয়ার জন্য, যেখানে মায়া থাকে না। এই মায়ার রাজ্য এখন শেষ হয়ে এসেছে। মানুষ তো কোনো বিচারই করে না। তারা বলে যে মনে শান্তি নেই। আত্মার শান্তি নেই এই কথা কিন্তু বলে না। মনের কথাই তারা বলে দেয়। আত্মার মধ্যেই মন আর বুদ্ধি আছে তাই আত্মা বলে যে আমার শান্তি চাই। এমন নয় যে মনের শান্তির প্রয়োজন। আত্মা শান্তি চায়। তারা এও বোঝে যে আমরা আত্মার পরমধাম থেকে আসি। আত্মা এই শরীর রূপী যন্ত্র প্রাপ্ত করে। আত্মাই বলে প্রীতম এসে মিলিত হও। এই শরীর দুঃখী। এখন এই জীব আর মনের কত তফাত। মন আর বুদ্ধি হলো আত্মার শক্তি আর এই শরীর হলো যন্ত্র। এই কথাকে আর কেউই জানে না। বাস্তবে আত্মার নাম নেওয়া উচিত। শান্তি তো আত্মারই প্রয়োজন। এখন আত্মা এই শরীর রূপী যন্ত্রের দ্বারা

বিকর্মের ওপর জয় লাভ করছে। এমন নয় যে মনের ওপর জয়লাভ করছে। তা নয়, পরমপিতা পরমাত্মার প্রীমতের সাহায্যে মায়াকে জয় করছে। বাকি মনের শান্তি চাই এ কথা বলাও ভুল। আবার এমনও নয় যে মনের সুখ চাই। আত্মা শান্তি চায় কারণ তার নিজের শান্তিধামের কথা স্মরণে আসে।

এখন তোমরা বাচ্চারা আত্মা আর পরমাত্মার ভেদ বা তফাত বুঝে গেছো। বাবা বলেন হে প্রিয়তমারা - তোমরা তোমাদের প্রীতমকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে থাকো। প্রীতমও জানেন যে এদের ওপর মায়ার অনেক প্রভাব রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে মায়া ভুল করিয়ে দিয়ে দেহ অভিমান নিয়ে আসে। আত্মা নিজে জেনে গেছে যে আমি হলাম শান্ত স্বরূপ। আত্মার স্বধর্মই হলো শান্তি। এই স্বধর্মকে ভুলেই আত্মা দুঃখী হয়ে ডাকতে থাকে আমার শান্তি চাই, মুক্তি চাই। এই শান্তির পরেই হলো সুখ। সন্ন্যাসীরা তো এই নাটকের রহস্যকে জানে না। শান্তির দেশকেও তারা জানে না। তোমরা কিন্তু পাক্ষা নিশ্চিত যে, আমরা আত্মারা হলাম পরমধামের বাসিন্দা। আমরাই ৮৪ জন্মের পার্ট করে এসেছি। এখন এই পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। এই আত্মাই বলে আমরা প্রীতমকে পেয়েছি। ভক্তিমার্গে সবাই এই প্রীতমকে স্মরণ করে। সত্যিকারের প্রীতম এই একজনই। মানুষ এই একজনের নামই নেয়। তোমরা সবাই বুঝতে পারো যে আমরা প্রীতমকে পেয়েছি। এখন তিনি এই সাধারণ শরীরে বিরাজ করছেন যাঁর নাম ব্রহ্মা। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী। সবাইকে এইকথা বোঝাও। ব্রহ্মাকুমার, কুমারীদের সামনে প্রজাপিতা শব্দটি না আসার কারণে সবাই দ্বিধায় পড়ে যায়। প্রজাপিতা শব্দ না থাকার কারণে মানুষ বুঝতে পারে না। প্রজাপিতাকে তো সবাই জানে। ব্রহ্মাকে তারা সূক্ষ্ম বতনবাসী মনে করে নেয়। তোমরা যদি প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা তাহলে বুঝবে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার, কুমারীরা বরাবর আছে, তাই জিজ্ঞেস করা হয় প্রজাপিতার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? 'পিতা' এই শব্দ তো আগেই আছে। শিবকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। এখন তোমরা জেনে গেছো, এক হলো পারলৌকিক পিতা, আর দ্বিতীয় হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। লৌকিক বাবাকে তো তোমরা জানোই। তোমরা এখন তিন পিতাকে জেনেছো, আর কেউই দুনিয়াতে তা জানে না। সত্যযুগেও কেউ পারলৌকিক বাবাকে জানে না। সেখানে তাদের একজন পিতাই থাকেন। এখন এই সঙ্গমে তোমাদের তিন পিতা। এই তিন পিতাই এই সঙ্গম যুগেই সম্ভব। আর কখনো তা হতে পারে না। এক হলো উঁচুর থেকে উঁচু বাবা, যাঁর থেকে আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায়, দ্বিতীয় বাচ্চা ব্রহ্মা, যাঁর দ্বারা বাচ্চাদের দত্তক নিয়ে থাকি। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীর গায়ন আছে। দুনিয়ার ব্রাহ্মণরা বলে থাকে আমরা ব্রহ্মার সন্তান। কিন্তু এই কথা বুঝতে পারে না যে, আমরা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। তারা হলো গর্ভজাত বংশাবলী। এই মুখ বংশাবলী কেবলমাত্র এই সময়েই হয়। শিবের জন্য মুখ বংশাবলী বলা হবে না। তাঁকে সবাই বাবা বলে মানে, তিনজন পিতা, শিববাবা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মারই সমস্ত সন্তান। লৌকিকে তো আছেই। তাই এই কথা পাক্ষা স্মরণ করতে হবে। এরপর বোঝানো হয় - পরমপিতা শিববাবার কিন্তু কোনো শিক্ষক নেই। এই ব্রহ্মা বাবাও শিব বাবাকেই স্মরণ করেন। তিনিই হলেন পরমপিতা আবার পরম শিক্ষকও। তিনি রোজ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দেন। তোমরা জানো যে প্রীতম এখন তাঁর প্রিয়তমাদের বসে বোঝাচ্ছেন। তিনিই হলেন পতিত পাবন। তিনি আমাদের নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন, দুঃখ থেকেও তিনিই মুক্ত করেন। তোমরা জানো যে এই দুঃখের নগরী বদল হয়ে সুখের হবে। এই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে। অবশেষে মৃত্যু তো আসবেই। রাবণের ভূতও এখানেই বানানো হয়। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য। বাবা এসে বোঝান, এই রাবণই তোমাদের ভারতবাসীদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে। হার আর জিত তোমাদের

ভারতবাসীদেরই হয় । রাবণ রাজ্য এলে তোমরা বাম মার্গে চলে যাও । রজো , তমো হতে হতে তোমরা তমোপ্রধান হয়ে যাও । রাবণকে তোমরা এখানেই জ্বালাও । বরাবর এ হলো রাবণ রাজ্য । বাকি সীতা হরণের কোনো কথাই নেই । এ তো রাবণেরই রাজ্য । সব মানুষই এই রাবণের রাজ্যেই আছে । রাবণ রাজ্যে থাকে দুঃখ আর রাম রাজ্যে থাকে সুখ । রাম কিন্তু ভগবানকেই বলা হয় । তোমাদের বুদ্ধিই সেখানে যায় আর কারোর বুদ্ধিতেই এই বিষয় নেই । বাবা এসেই তোমাদের বুদ্ধিকে পরশ পাথর বানান । তাই বরাবর তাঁর নাম রাখা হয়েছে পারশনাথ । সেখানেও বিষ্ণুর দুই রূপ আছে । এই কথা বুঝতে কতো জটিলতা । বাবা বসে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে বলেন ।

তোমরা এই গানের একটি মাত্র শব্দ শুনলেই জেগে যাবে । কোনো কোনো গান খুব সুন্দর । তোমরা এখন যাত্রায় যাচ্ছো । জানো কি , রুহানী যাত্রা আমরাই করি । বরাবর এই আত্মাদের পান্ডা একজনই । এখন তিনি তোমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান । সবার গাইড ওই একজনই । সবাইকে মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তিনি নিজেই আসেন, যেহেতু ওঁনাকে সবার সঙ্গতি করতে আসতেই হয় । তাই যে কোনো রূপেই তাঁকে আসতে হবে । তোমরা যখন ঘরে থাকো তখনই তাঁকে আসতে হয় । বরাবর শিবরাত্রির গায়ন আছে । যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করো, শিব তো নিরাকার, তাহলে তাঁর রাত্রি কিভাবে হয় ? তাঁর নাম আর রূপ নেই, তাহলে তাঁর রাত্রি কিভাবে হয় ? তাঁর লিঙ্গ রূপ দেখানো হয় যাঁর নামও আছে, রূপ , দেশ আর কাল বা সময়ও আছে । তাঁর মহিমাও গাওয়া হয় যে সুখের সাগর, তাহলে অবশ্যই তিনি সুখই দেবেন, তাই না ? এখন সকলেই পতিত । যিনি গুণবান তাঁর সামনে গিয়ে মানুষ গায় আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই । আমরা নিগুণ , কালো হয়ে গেছি । এ তো কালো দুনিয়া । কালো বেগুনে কোনো গুণ থাকে না । কালো অর্থাৎ পতিত মানুষদের মধ্যে কোনো গুণ থাকে না । গুণ তো যারা গোরা বা পবিত্র হয়, তাদের মধ্যে থাকবে । তোমরা এক বাবার কথাই শোনো, অন্য কারোর কথা তোমরা শোনো না । একজন আর একজনকে এই জ্ঞানের পয়েন্টসই শোনাও । রিপিটও করাও । এখানে তোমরা যে সুখ পাও বা যে ধারণা করো তা খুবই ভালো । হোস্টেলে লোকে অল্পদিনের জন্য আসে, কেউ চার দিন, কেউ বা ছয় বা আট দিনের জন্য আসে । তারা বসে বাবার থেকে শুনতে থাকে । তোমাদের যেন এমন নিশ্চয়তা আসে যে আমরা মাতা - পিতার সাথে এক ঘরে বসে আছি । এ হলো ঈশ্বরীয় ঘর । দোর বলো বা ঘর , কথা একই । দোরে এসেছো মানেই ঘরে এসেছো । তাই এ হলো ঈশ্বরীয় ঘর, সবাই ভাই - বোন, তাই একে ইন্দ্রপ্রস্থও বলা হয় । এই জ্ঞান হলো পরীদের গল্পের মতো, নশ্বর অনুসারে নাম রেখে দিয়েছে । এ হলো শিববাবার দরবার । এখান থেকে বাইরে গেলেই তোমাদের অবস্থায় রাত দিনের তফাত এসে যায় । যারা সেবায় যায় তাদের বুদ্ধিতে থাকে যে কিভাবে সেবা করবে । এই নাটকের চক্রকে বোঝানোও খুবই সহজ । আমরা এখন তৈরী হচ্ছে, বাবা আমাদের নিতে এসেছেন । এই ব্যাগ ব্যাগেজও গুছাতে হবে । তোমরা তোমাদের পুরনো খড়তুল্য মূল্যহীন যা কিছু বাবাকে দিয়ে দাও আর বাবা তার বদলে তোমাদের সোনায় ভরিয়ে দেন । তোমরা জ্ঞান মানস সরোবরে ডুব দাও । এ হলো পড়ার কথা যা শুনে তোমরা স্বর্গের পরী হয়ে যাও । বাকী পরী আর কেউই নয় তাদের পাখা ইত্যাদি থাকে না । সেখানকার মহল, গয়না ইত্যাদি কেমন সুন্দর হবে । এখন মায়া তোমাদের ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে, তোমরা উড়তে পারো না । এ হলো বোঝার কথা । বোঝানো হয় যে আত্মা হলো রকেটের মতো । রকেট উপরে যায়, তখন মানুষ মনে করে ঈশ্বরের কাছাকাছি গেছে । এখন ওখানে কি ঈশ্বর বসে আছেন ? এ হলো আত্মাদের সৈন্যবাহিনী যা সেখানে যায় । এই কথা বুদ্ধিতে থাকা চাই যে বাবা হলেন আমাদের পান্ডা । তিনি অনেক আত্মাদের একসাথে নিয়ে যান । বাবা বলেন,

এই হলো আমার কাজ । আমি সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাই । আমি হলাম সম্পূর্ণ জ্ঞানী । আমি অবশ্যই আসি আর এনার মধ্যে বসে তোমাদের নিজের পরিচয় দিই । যেমন তোমাদের আত্মাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা রয়েছে, তেমনই আমার মধ্যেও আছে, যা আমি রিপোর্ট করি । তোমাদের পার্ট হলো অনেক বড় । আমি তো অর্ধেক কল্পের জন্য বাণপ্রস্থে চলে যাই । তোমাদের পার্ট হলো অলরাউন্ড । মানুষ বলে যে ভগবান এই সৃষ্টি রচনার প্রেরণা দিয়েছিলেন, তারা কিছুই বুঝতে পারে না । বাবা বলেন, আমার পার্ট যখন আসে, তখন আমি এই সাধারণের শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের রাজযোগ শেখাই । আমি তো কোনো গর্ভে আসি না । অবশ্যই কোনো মানুষের শরীরে এসে রাজযোগ শেখাবো নাকি কচ্ছ বা মচ্ছতে আসবো ? আমি কিভাবে পতিতকে পবিত্র করি এও তোমরাই জানো । আমি বসে তোমাদের শিক্ষা দিই । পরমপিতা পরমাত্মা এসে সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শিখিয়ে তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান, এনাকে জাদুকরও বলা হয় কারণ ইনি নরককে স্বর্গ বানিয়ে দেন । তোমাদেরও সমস্ত রহস্য খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । এই সৃষ্টির বিনাশ কিভাবে হবে ? মানুষ নিজেদের মধ্যে কিভাবে লড়াই করবে ? রক্তের নদী কিভাবে বইবে ? এইকথা বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন । পান্ডবরা কি কখনো লড়াই করে ? বাবা বলেন যে দেহ অভিমান ছেড়ে এক আমাকে স্মরণ করো । তাহলে অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে, তত্ত্বের যোগীরা ভাবে যে তারা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবে । কিন্তু ব্রহ্মতে বা জ্যোতিতে কেউ লীন হয়ে যায় না । বাবা বলেন, 'মনমনাভব ।' তোমাদের মাথার ওপর অনেক বিকর্মের বোঝা আর এই স্মরণের দ্বারাই এই বিকর্ম বিনাশ হবে । না হলে ধর্মরাজের দ্বারা অনেক সাজা খেতে হবে । আমাদের তো কেবল শিব বাবাকে স্মরণ করা চাই । যদি অনেক সময় ধরে স্মরণ না করো তাহলে শেষের দিকে সেই স্থিতি বা অবস্থা পাবে না । অনেক সন্ন্যাসী বসে বসেই দেহত্যাগ করেন । ভক্তদের মহিমাও কিছু কম নয় । তবুও তো পুনর্জন্ম তাদের নিতেই হবে । এখন বাবা বলেন, আমি সমস্ত আত্মাদের সাথে করে নিয়ে যাই । তোমাদের যেন রাত - দিন এই চিন্তা থাকে যে কিভাবে বাবার পরিচয় দিতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এক বাবার থেকেই শুনতে হবে । অন্য কারোর কোনো কথা শুনবে না । জ্ঞানের কথাই মুখে রিপোর্ট করতে এবং করাতে হবে ।

২) বাবার সাথেই ফিরে যেতে হবে তাই পুরানো খড়কুটোর মতো সংস্কারকে দিয়ে ব্যাগ এবং ব্যাগেজ ট্রান্সফার করে দিতে হবে । সবাই যাতে বাবার পরিচয় পায় এই এক চিন্তায় থাকতে হবে ।

বরদান: - ব্রাহ্মণ জীবনে স্মরণ আর সেবার আধারের দ্বারা শক্তিশালী হয়ে মায়াজিত হও ।

ব্রাহ্মণ জীবনের আধার হলো স্মরণ আর সেবা । যদি এই স্মরণ আর সেবার আধার দুর্বল হয় তাহলে জীবন কখনো তেজ আর কখনো টিলে চলবে । কারোর সহযোগিতা যদি পাও, কারোর সাহায্য বা উপযুক্ত পরিস্থিতি যদি আসে তখনই চলতে পারবে নতুবা টিলে হয়ে যাবে এই কারণেই

স্মরণ আর সেবা এই দুয়েতেই তীব্রগতির প্রয়োজন । স্মরণ আর নিঃস্বার্থ সেবা থাকলেই মায়াজিত হওয়া খুবই সহজ, তখন প্রতিটি কর্মে বিজয় দৃশ্যমান হবে ।

স্লোগান : - সেই বিঘ্ন বিনাশক হতে পারে যে সর্বশক্তি সম্পন্ন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের সৌভাগ্যশালী বানাতে, সৌভাগ্যশালী অর্থাৎ স্বর্গের মালিক, তোমাদেরও কর্তব্য সবাইকে নিজসম বানানো"

প্রশ্নঃ - সবচেয়ে নম্বর ওয়ান কনফারেন্স কী এবং কখন হয় ?

উত্তরঃ - সঙ্গমে আত্মা এবং পরমাত্মার মিলনই নম্বর ওয়ান কনফারেন্স। যখন এই কনফারেন্স হয় তখন আত্মাদের পরমাত্মার থেকে মুক্তি ও জীবনমুক্তির বরসা প্রাপ্ত হয়। একেই প্রকৃত কুস্তি বলা হয়। এই কুস্তিমেলা ফার্স্টক্লাস কনফারেন্স। এই কনফারেন্সের পর, আরও কোনো কনফারেন্স, যন্তু, তপ ইত্যাদি হয়না।

গীতঃ- মাগো, তুমি ভাগ্যদায়িনী মা আমাদের !

ওম্ শান্তি। তোমরা বাচ্চারা মহিমার গীত শুনেছ। বাচ্চারা তোমরা জানো, ভক্তি মার্গে পাষ্টে যা হয়ে গেছে তারই মহিমা হয়। জগত্ অম্মারও মহিমা গাওয়া হয় - তুমিই ভাগ্য বিধাতা। এখন এটা হলো ভক্তি আর মহিমা। তোমরা ভক্তি আর মহিমা করতে পারোনা। তোমরা জানো যে, সৌভাগ্যবিধাতা একমাত্র বাবা। ভাগ্যবিধাতা বা সৌভাগ্যবিধাতা একই, দ্বিতীয় কেউ নয়। একমাত্র এই সময়েই তোমরা এটা জানতে পারো। তারা শুধু ভক্তি করে, মহিমা গায়। এখন আমরা তো ভক্ত নই। আমরা তো হয়ে গেছি ভগবানের বাচ্চা। কিভাবে শ্রীমতানুসারে ভাগ্য বা সৌভাগ্য বানানো যায়, কিভাবে নিজেকে ভাগ্যশালী অথবা সৌভাগ্যশালী বানানো যায় তা নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজ নিজ পুরুষার্থের ওপর। এই সময় তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করছ। তোমরা এটা জানো, সব বাচ্চাকেই এক বাবার থেকে সম্পত্তির বরসা নিতে হবে। তোমরা হলে ভাগ্যশালী বা সৌভাগ্যশালী অথবা সৌভাগ্যবিধাতা কারণ তোমরা মা -বাবার বাচ্চা। তোমাদেরও এই কর্তব্য, প্রত্যেক মানুষকে ভাগ্যশালী, সৌভাগ্যশালী বানানো। সৌভাগ্যশালী হওয়া অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হওয়া। যে একশো ভাগ সৌভাগ্যশালী সে স্বর্গের মালিক হয়, কিন্তু এটাও নম্বর ক্রমানুসারে হয়। যারা সূর্যবংশী তাদের সৌভাগ্যশালী বলা যাবে। ত্রেতাযুগে দু'কলা কমে যায়, সেই কারণে তাকে স্বর্গ বলা যাবেনা; সূর্যবংশী বলা যাবেনা। বাচ্চারা তোমরা জানো আমাদের একশো ভাগ সৌভাগ্যশালী হতে হবে। সূর্যবংশীতে প্রিন্স প্রিন্সেস হতে হবে। এটা ঈশ্বরীয় কলেজ। ঈশ্বর বিশ্ব-রচয়িতা। এটাই বিশ্ব-মালিক হওয়ার কলেজ। ঈশ্বর আমাদের পড়ান, বলেন, আমি তোমাদের পড়াই। আমি তোমাদের মহারাজাদের মহারাজা, রাজেন্দ্র বানাই। কিন্তু এই রাজেন্দ্র হওয়া, কিভাবে তোমরা পড়ছ তার ওপর নির্ভর করে। যে যেমন পড়ে, সে অন্যকেও তেমন পড়াতে পারবে সেইরকমই সৌভাগ্যশালী বানাতে পারবে। বাচ্চারা এটাই তোমাদের কাজ। এক শিববাবাই তোমাদের পড়ান। বাকি সবাই - ব্রাহ্মা, সরস্বতী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ বাচ্চারা, সবাই পড়ে। তোমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা জানো যে, আমরা আবারও একবার দেবী-দেবতা হবো। এই সময়ে ভারতের কোনো ধর্ম নেই। দেবতা ধর্ম বলে কিছুই জানেনা। ধর্মকে না জানলে ধরে নেওয়া হবে ই-রিলিজিয়াস। ধর্মের শক্তি আছে। সত্যযুগে যখন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো তখন অপার সুখ ছিলো। এখন কলিযুগ। পুরুষার্থ করে সত্যযুগে যেতে হবে। জীবনমুক্ত হতে হবে; জীবনবন্ধন ত্যাগ করতে হবে। স্বর্গের স্মরণ করতে হবে। স্মরণ বা যোগ যাই বলা দুটোই এক। যোগকে বলা হয় কম্যুনিয়ন (আলাপ)। তোমাদের

যোগ একমাত্র শিববাবার সাথে । শিববাবা বিনা অন্য কারও সাথে কম্যুনিয়ন হয়ই না । সুতরাং তাঁকেই স্মরণ করো । বাবা তুমি কত মিষ্টি ! আমাদের তো না ছিলো মন আর নাই ছিলো অনুভূতি, কিন্তু বাবা ! তুমি আশ্চর্য্য করেছ, আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছ । যে কোনো অবস্থাতেই বাবাকে তোমাদের স্মরণ করতে হবে অর্থাৎ কম্যুনিয়ন করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করো, বাবার সাথেই কথা বলো; সবার কম্যুনিয়ন বাবার সাথে । যখন কোনো সমস্যা উপস্থিত হয় তখন বলে, হে ভগবান এর আয়ু বাড়িয়ে দাও, আর্জি আমাদের মর্জি বাবা তোমার । তাহলে এটাতো কম্যুনিয়নই হলো, তাই না ! এই স্মরণের যাত্রা একবারই হয়, যখন বাবা এসে তোমাদের শেখান আর সব কম্যুনিয়ন, মানুষ মানুষকে শেখায় । তারা গুরুর কাছে যাবে আর বলবে আমাদের কৃপা করো, আমাদের ক্ষমা করো, চরম দুর্দশা দূর করো । এখন তোমরা বাবার কাছে বসে আছ । বাবাকে স্মরণ করে বলতে পারো, বাবা এই পরিস্থিতিতে আমরা কী করতে পারি ? বাবা বোঝান, বাচ্চারা, ড্রামা অনুসারে সুখ-দুঃখ হয় । বাবার সাথে তোমাদের কম্যুনিয়ন । বাবা বলেন, বাচ্চারা, এটা তোমাদের কর্মভোগ । তোমাদের কর্মভোগে অবস্থা তৈরি করতে আমি এখন এসেছি । কর্মভোগ তোমাদের ভোগ করতেই হবে । আমি এখন তোমাদের অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাবো । এই কম্যুনিয়ন (কথোপকথন) আত্মাদের সাথে পরমাত্মার । পরমাত্মা আত্মাদের সাথে বসে কম্যুনিয়ন করেন আর কোথাও পরমাত্মা আত্মাদের সাথে কম্যুনিয়ন (আলাপচারিতা) করবেন কিম্বা আত্মারা পরমাত্মার সাথে করবে এমন হতেই পারেনা । না তারা নিজেদের আত্মা বলে জ্ঞান করে আর না তারা পরমাত্মাকে জানে । তারা শুধু আজগুবি কথা বলে । তোমরা কখনও শুনেছ যে পরমাত্মা স্টার, তাঁর মধ্যে সারা অবিনাশী পার্ট নির্ধারিত হয়ে আছে ? কখনও এমন শুনেছ আগে ? তাদের কখনও কম্যুনিয়ন হয়না; তাদের কোনরকম কথাবার্তা হয়না । তারা শুধু ব্রহ্মকে স্মরণ করে । ব্রহ্ম-র সাথে কথোপকথন হতে পারেনা । একমাত্র আত্মাদের মধ্যে কথোপকথন হতে পারে । তোমরা কিভাবে আকাশের সাথে কথাবার্তা বলবে ! আত্মারা, যারা মহত্বের থাকে, তারা এখানে নিজেদের পার্ট প্লে করতে আসে কিন্তু কিভাবে তারা নির্বাণধামের সাথে কম্যুনিয়ন করবে ! সেতো তত্ত্ব মাত্র, তাই না ! কম্যুনিয়ন হয় আত্মা এবং পরমাত্মার সাথে । আত্মাই বলে আর আত্মাই শোনে, এই সমস্ত অরগ্যান্স দ্বারা । আত্মা ছাড়া এই শরীর কিছু করতে পারেনা । আত্মাদের সাথে পরমাত্মার এই কম্যুনিয়ন একবারই হয় । যার মহিমা করা হয়ে থাকে - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন যাবত আলাদা থেকেছে । কম্যুনিয়ন শুধু এখন হয়, আর কখনও হয়না । দেবতাদের কি কম্যুনিয়ন আছে ? এমনকি তাঁরা কখনও স্মরণ করেননা । এখন তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে, বাবার সাথেই তোমরা অর্থাৎ আত্মাদের কানেকশন । বাবাকেই সবাই স্মরণ করে "পতিত-পাবন এসো"। আত্মারা এই কথা পরমাত্মাকে বলে, যিনি এখন এই শরীরে (ব্রহ্মা তনে) প্রবেশ করেছেন । তাঁকে শান্তিদাতা বলা হয় । আমরা কিভাবে শান্তিধামে যেতে পারি ? বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমাদের সুখ শান্তির উত্তরাধিকার দিতে কল্পে কল্পে আমাকে আসতেই হয় । তারা স্মরণও করে তাঁকে, বলে -হে পতিতপাবন এসো ! বাবা এখানে বসে বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চারা, এখন আমার কাছে আসতে হবে । আত্মাদের ওপর অনেক পাপের বোঝা । এর জন্যে আত্মাদেরই ভোগ করতে হয় । তাদের শরীর ধারণ করিয়ে সাজা দেওয়া হয় । একমাত্র এইভাবেই তো আত্মাদের ফীল হবে, তাই না ! শরীরে আঘাত লাগলে আত্মারই দুঃখ অনুভব হয় । বলা হয়, পুণ্য আত্মা এবং পাপ আত্মা, কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান নেই যে, তারা সকলেই আত্মা । সব আত্মাদের সাথে আত্মাদের কম্যুনিয়ন হয় । এই সমগ্র খেলা আত্মাই করে । আত্মা শরীরের সাথে বলে, আমার সাত সন্তান । পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার । তিনি বলেন, আমি এই শরীরে এসেছি । আমার অনেক বাচ্চা । কত বাচ্চার তিনি দাদা হন ? হিসেব করতে হবে ! পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্ম দ্বারা মনুষ্য

সৃষ্টির রচনা করেন। আত্মা ব্রহ্মা কার বাচ্চা ? শিববাবার। বুদ্ধিতে এটা থাকে, পরমপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন। ব্রহ্মা ক্রিয়েটর নন। একমাত্র নিরাকার পরমাত্মা শিবকে ক্রিয়েটর বলা যাবে। তিনি এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন। তিনি তোমাদের "বাচ্চা বাচ্চা" বলতে থাকেন। একমাত্র তোমরাই এইসব বুঝতে পারো। তাও সবার বুদ্ধিতে একরকমভাবে বসেনা। একমাত্র বাবা উত্তরাধিকার দেন। তিনি তোমাদের উপযুক্ত বানান। বাবাকে স্মরণ করো, একেই ভারতের প্রাচীন যোগ বলা হয়ে থাকে, এর থেকেই বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর অন্ত মতি সো গতি হো জায়েগী অর্থাৎ তোমার অন্তিমের চিন্তা মতোই তোমার গতিপ্রাপ্ত হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা রোগমুক্ত হবে এবং তোমাদের জীবৎকালও বেড়ে যাবে। পুরুষার্থের দ্বারা প্রারব্ধ লাভ হয়েছে। কেউ জানেনা তারা কিভাবে সত্যযুগের মালিক হয়েছে। মহিমা গাওয়া হয়, কিন্তু কেউই এর অর্থ কিছু বোঝেনা। তারা কত পূজা করে, তীর্থযাত্রায় যায় ! এখানে পরিপূর্ণ শান্তি। বাবা জ্ঞানের সাগর হওয়া সত্ত্বেও তিনি বলেন, এটা শুধু এক সেকেন্ডের ব্যাপার ! কেবল আমাকে স্মরণ করো, সম্পত্তির উত্তরাধিকার তোমাদেরই। মনমনাভব, মধ্যজীভব। বাকি, ডিটেলে বোঝার। তাও কত লম্বা সময় ধরে বাবা তোমাদের সেইসব বোঝাচ্ছেন। মানুষের দ্বারা কত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তারা রিলিজিয়াস কনফারেন্স এবং যোগ কনফারেন্সের অনুষ্ঠান করে। সেসবই নিষ্প্রয়োজন। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি এক বাবাই দেন। যখন আত্মাদের সাথে পরমাত্মার কনফারেন্স হয় তখন পরমাত্মার থেকে মুক্তির প্রাপ্তি হয়। গাওয়া হয়ে থাকে - 'আত্মা পরমাত্মা থেকেছে আলাদা বছকাল..সুন্দর মেলা হয়েছে রচিত যখন পেয়েছে সৎগুরু, দালাল'। বাবা এসে নতুন দুনিয়া রচনা করেন, আমাদের সুযোগ্য বানান। এটাই হলো নাস্তার ওয়ান কনফারেন্স। একে কুস্তমেলা বলা হয়। কুস্ত সঙ্গমকে নির্দিষ্ট করে। সঙ্গমযুগের এই মেলা ফার্স্টক্লাস কনফারেন্স, যেখানে পরমাত্মা এসে তোমরা অর্থাৎ আত্মাদের সাথে মিলিত হন। এক সেকেন্ডে তোমরা জীবনমুক্তি লাভ করো। এরপরে কোনো কনফারেন্স যজ্ঞ তপ ইত্যাদি কিছু হয়না, সব শেষ হয়ে আসে। তোমরা অর্থাৎ আত্মাদের সাথে পরমাত্মার কনফারেন্স নাস্তার ওয়ান কনফারেন্স। আত্মা যখন জীবদেহ ধারণ করে তখন জীবাত্মা হয়। বাবা বলেন, আমি যদি এই দেহে (ব্রহ্মাতনে) না আসি তবে নিজের পরিচয় কিভাবে দেব ? আর কিভাবেই বা আমি তোমাদের ত্রিকালদর্শী বা স্ব-দর্শন চক্রধারী বানাবো ? তোমরা বলো - আমরা স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়েছি। মানুষ এইসব বোঝেনা। তারা কৃষ্ণকে যেমন চক্র দিয়েছে বিষ্ণুকেও দিয়েছে। গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়েছে। নয়তো, চক্রের কোনো প্রশ্নই নেই। বাবা এখানে বসে তোমাদের আদি-মধ্য -অন্তের রহস্য বোঝান। এই কনফারেন্স কত ফার্স্টক্লাস ! অন্য যেসব কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো ওয়েস্ট অফ টাইম। সবচেয়ে ভালো কনফারেন্স এটাই, জীবাত্মাদের সাথে পরমাত্মার। জীব আত্মা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। সুতরাং তিনি জীবদেহের মধ্যেই নিশ্চয় আসবেন। তানাহলে, বলবেন কি করে ! এই কনফারেন্স সবচেয়ে ভালো, যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা এসে সবাইকে সদগতি দেন। পতিত আত্মাদের সাথে নিশ্চয়ই পতিত-পাবনেরই কনফারেন্স হবে, কারণ তবেই তারা পবিত্র হতে পারবে। এইসব কথা কত সহজবোধ্য। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগ হলো আত্মা-পরমাত্মার সাথে এবং তাও পরমাত্মা এসে শেখান, অবিরত আমাকে স্মরণ করো ! হে জীবাত্মারা! আমার সাথে যোগ লাগাও, তোমাদের পারলৌকিক বাবার সাথে, তাহলে তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হবে। যখন সব আত্মারা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়, তখন তিনি নিশ্চয়ই আসেন উত্তরাধিকার দিতে। সবার সদগতি দাতা, জীবনমুক্তি দাতা বাবাই। এই কথা অন্য কেউ তোমাদের বলতে পারেনা। যখন তোমরা কাউকে এই কথা শুনাতে তখন তারা বলবে, এইরকম কথা তো আগে কখনও শুনিনি। তোমরা খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছ। এইসব কথা শাস্ত্রেও নেই। কিন্তু শাস্ত্রে কিভাবে আসবে ? বাবা বলেন, তোমরা সেকেন্ডে

জীবনমুক্তির লাভ করো । শাস্ত্র থেকে তারা কি শিখতে পারবে ? বাবা কালেরও কাল ; তিনি বাচ্চাদের তাঁর সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যান । তিনি অবশ্যই আসবেন, তবেই তো তিনি তোমাদের পবিত্র বানিয়ে তাঁর সাথে নিয়ে যাবেন ! তিনি তোমাদের পবিত্র বানাচ্ছেন । সত্যযুগে সবাই পবিত্র । তিনি অবশ্যই সঙ্গমযুগে আসেন তোমাদের পবিত্র বানাতে । তোমরা বাচ্চারা জানো, এখন কল্পের এটা সঙ্গমযুগ । বাবা এসেছেন তোমাদেরকে তাঁর সাথে কম্যুনিয়ন(যোগ) করাতে । তিনি বলেন, আমি ব্রহ্মার সাধারণ তনে আসি । এই দাদা ব্রহ্মা ছিলেন না । বাস্তবে, তিনি আসলে অগ্রণী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছিলেন । এখন ব্রহ্মার দ্বারা রচনা সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং ব্রহ্মার প্রয়োজন । বাবা নিজে বলেন, আমি ব্রহ্মাতনে আসি । যিনি নাস্বারওয়ান পবিত্র থেকে নাস্বার ওয়ান অপবিত্র হয়েছেন, কিন্তু তিনি পুরো ৮৪ জন্ম নেওয়ার পর ফরিস্তা হন । তোমাদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য । ব্রাহ্মণ পরে দেবতা হয় । যারা অনেক বেশী পুরুষার্থ করে তারা উঁচু পদ লাভ করে । তোমরা সবাই কল্যাণকারী, তাই না ! শুধু বাবা একাই কল্যাণ করেন, তা নয় । অনেক ঈশ্বরীয় মদদগার প্রয়োজন । তোমরা অন্তর্গতাদারলি সার্ভিসে আছ । ইংরাজী শব্দ খুব ভালো । যদিও তারা হেভেনে যায়না, তারা গায় - হেভেনলি গডফাদার স্বর্গের স্থাপনা করেন । মুসলমান বহিস্ত বলে, তারা কিন্তু বহিস্তে যায়না । এইসবই বুদ্ধির ব্যাপার । ভারত স্বর্গ ছিলো, এখন নরক । বাবা ব্যতীত হেভেন স্থাপনা অন্য কেউ করতে পারেনা । যখন হেল সমাপ্ত হয়ে আসে একমাত্র তখনই বাবা এসে আমাদের হেভেনে নিয়ে যান । আমাদের হেভেনের মালিক বানানোর জন্যে বাবাকে হেল-এ আসতেই হয় । এখন তোমরা নরক এবং স্বর্গের মাঝে বসে আছ । তোমরা ছাড়া বাকি সবাই নরকে । একমাত্র তোমরা বাচ্চারা তোমাদের পুরুষার্থ দ্বারা স্বর্গে যাও, এইজন্যে তোমাদের খুব খুশি হওয়া উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এক বাবার সাথেই প্রকৃত কম্যুনিয়ন (যোগ) রাখতে হবে । বাবার সাথে মন খুলে অন্তরঙ্গভাবে আলাপচারিতা করতে হবে । বাবার সামনে নিজের অনুরোধ রাখবে, অন্য কোনো দেহধারীর কাছে নয় ।

২) ঈশ্বরীয় মদদগার হয়ে সবাইকে স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা দেখাতে হবে । সবার কল্যাণকারী হতে হবে ।

বরদান:- সর্বশক্তির অনুভব করতে করতে সঠিক সময়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত করে নিশ্চিত বিজয়ী ভব

সর্বশক্তিতে সম্পন্ন নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের বিজয় নিশ্চিত । যেমন কারও কাছে ধনের শক্তি, বুদ্ধি বা সম্পর্ক-সম্বন্ধের শক্তি থাকলে, তাদের এই নিশ্চয় থাকে যে, সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয় । তোমাদের সর্বশক্তি আছে । সবচেয়ে বড় ধন, অবিনাশী ধন সদা তোমাদের সাথে আছে । সুতরাং, তোমাদের ধনেরও শক্তি, বুদ্ধি এবং পজিশনের শক্তিও আছে, শুধু সঠিক সময়ে নিজের জন্যে ইউজ করো তবে সময় মতো অভীষ্ট লাভ করতে পারবে ।

স্লোগান:- ব্যর্থ দেখা বা যে কোনো কিছু শোনার বোঝা সমাপ্ত করাই ডাবল লাইট হওয়া ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - অমৃতবেলায় উঠে বাবার স্মরণের ঘি ঢাললে আত্মারূপী জ্যোতি সदा জাগ্রত থাকবে।”

প্রশ্ন:- কোন্ কর্তব্য কেবল সন্তানদের-ই, বাবার নয়?

উত্তর:- বাচ্চারা বাবাকে বলে যে অমুক আত্মীর বুদ্ধির তালা খুলে দাও... কিন্তু বাবা বলেন যে এটা আমার কাজ নয়। তোমার বুদ্ধির তালা খোলা আছে তাই তুমিই অন্যদের বুদ্ধির তালা খুলে তাদেরকে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য বানাও অর্থাৎ সকলকে মুক্তি এবং জীবনমুক্তির রাস্তা দেখাও।

গীত:- জাগো সজনীরা জাগো, নতুন যুগ প্রায় এল রে...

ওম্ শান্তি। তোমরা জাগ্রত বাচ্চারা বসে আছ, এরপর অন্যদেরকেও জাগাতে হবে। অজ্ঞানের নিদ্রা থেকে জাগাতে হবে। তোমরা ক্রমানুসারে জেগে আছ কারণ তোমরা প্রতি মুহূর্তেই ভুলে যাও। যিনি জাগিয়েছেন তিনি বলেন - সজনীরা, তোমরা ভুলে যেওনা। এটা হল স্মরণরূপী ঘি। মানুষ মারা গেলে প্রদীপে ঘি দেয় যাতে সেটা নিভে না যায়। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা স্মরণ করতে থাক। স্মরণ করার জন্য অর্থাৎ ঘি ঢালার জন্য ভোরবেলা হল উপযুক্ত সময়। ভোরবেলা স্মরণ করলে অনেকক্ষণ সেই স্মৃতি থাকবে। তোমাদের প্রদীপ নিভন্ত আছে, এখন স্মরণের দ্বারা সেই প্রদীপ জাগাচ্ছে। তোমাদের প্রদীপ এখন জাগছে। সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগে প্রদীপ জাগ্রত থাকবে, একেই দীপমালা বলা হয়। রুদ্রমালা এবং দীপমালা... ব্যাপারটা তো একই। স্মরণ তো শিববাবাকেই করতে হবে। তোমরা তো আসলে রুদ্রমালার দানা অর্থাৎ নির্বাণধামের নিবাসী। সেই ধামকে শিববাবার ধাম অথবা রুদ্রধামও বলা হয়। বাচ্চারা জানে যে আমাদেরকে বাবার কাছে যেতে হবে। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত হল - স্মরণের দ্বারাই আত্মারূপী প্রদীপ জাগবে। গায়ন আছে যখন শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হয়েছিল তখন শ্রেষ্ঠ এবং সত্য ধর্মের স্থাপন হয়েছিল। তোমরা এখন সংখ্যায় অনেক। ক্রমানুসারে যত বেশীজন জাগবে তত বেশী জনকে জাগাতে সক্ষম হবে। প্রদীপ জাগানোর জন্য ভোরবেলায় উঠে ঘি ঢালতে হয়। এতে কোনো সমস্যা নেই। ঘি ঢালা অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করা, এর দ্বারা আত্মা পবিত্র হতে থাকে। আগে আত্মা পতিত ছিল অর্থাৎ আত্মার জ্যোতি নিভন্ত ছিল। এখন বাবাকে স্মরণ করলে জ্যোতি জেগে যাবে এবং বিকর্মেরও বিনাশ হবে অর্থাৎ পবিত্র হতে থাকবে। এখন আত্মার ওপর অজ্ঞানের ছায়া পড়েছে। বাবা হলেন সবথেকে বড় সার্জেন (শল্য চিকিৎসক)। তিনি কোনও স্থূল ঔষধ দেন না। তিনি কেবল বলেন একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। এই স্মরণের মধ্যেই সমস্ত ঔষধ আছে। স্মরণের দ্বারাই ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়। দুনিয়াতে অনেক রকমের যোগ শেখায়। সেই যোগ শিখে পালোয়ান হওয়া যায়। অনেক পরিশ্রম করে। তোমরা এখন মহাবীর হচ্ছে। পবিত্রতাকেই মহা বীরত্ব বলা হয়। এর দ্বারা আয়ুও অনেক বেড়ে যায়। বাবার স্মৃতির দ্বারা শক্তিও প্রাপ্ত হতে থাকে। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমাদেরকে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। তাই এই অস্তিম জন্ম পবিত্র থাক। সন্ন্যাসীরাও পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করে। কিন্তু তারা তো অনেক দূরে জঙ্গলে চলে যায়। এখানে তোমাদেরকে গৃহস্থ থেকে পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করতে হবে। তোমরা জানো যে এই সন্ন্যাস করলে অনেক প্রাপ্তি হবে। ওই সন্ন্যাসীরা তো জানে না যে আমাদের আদৌ মুক্তি মিলবে কিনা। তাদেরকে তো পুনর্জন্মতে আসতেই হবে। কিন্তু তোমাদেরকে

আর এই মৃত্যুলোকে আসতে হবে না, তোমরা অমরপুরীতে যাবে। তফাৎ তো আছেই। সন্ন্যাসীরা যতই হঠযোগ করুক, তাদেরকে তো এই মৃত্যুলোকে থাকতেই হবে। তোমরা বাচ্চারা এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাবে, তাই পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ওরা এই পরিশ্রম করতে ভয় পায়। ভাবে যে গৃহস্থে থেকে আমরা যোগী হতে পারব না। সন্ন্যাসী হয়ে প্রাপ্তি কি হবে সেই সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। ওদের সামনে কোনও লক্ষ্য-ই নেই, তোমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। ওরা তো কখনোই বলবে না যে আমরা নতুন দুনিয়াতে যাব। ওরা তো মুক্তিধামে যাবে। কিন্তু সেটা ওরা জানে না। তোমরা রাজত্বে উঁচু পদ পাওয়ার প্রচেষ্টা করছ। এর জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। এক্ষেত্রে আশীর্বাদ কিংবা কৃপা করার ব্যাপার নেই। এমন নয় যে আশীর্বাদ করে আমার স্বামীর বুদ্ধির তালা খুলে দাও। আমি কি সকলের বুদ্ধির তালা খুলে দেব? তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। কিন্তু এরপরেও তোমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে। বাবা কারোর বুদ্ধির তালা খোলেন না। নাটক অনুসারে যে বাচ্চা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে তাকে তো আসতেই হবে। আগের কল্পে যার বুদ্ধির তালা খুলেছিল এই কল্পেও তার-ই খুলবে। তবে শুভচিন্তক হয়ে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। তাদের প্রতি করুণা তো হয় যে এরাও ধনবান হয়ে যাক। বুদ্ধির তালা খুলে স্বর্গে চলে যাক, স্বর্গের মালিক হয়ে যাক। এটাই হল তোমাদের কাজ। ওরা অসীমের (হদের) সন্ন্যাস করে, আর তোমাদের হল অসীমের (বেহদের) সন্ন্যাস। তোমরা অসীম রাজত্ব পেতে চাও আর ওরা চিরকালের জন্য মুক্তি চায়। ওদের সেই মুক্তি তোমাদের জীবনমুক্তির মত। চিরকালের জন্য মুক্তি হওয়া তো সম্ভব নয়। পুনর্জন্ম নিতেই হবে। বাচ্চারা জানে যে প্রথম প্রথম যখন কেউ ঐখান থেকে আসে তখন তার সতাপ্রধান পুনর্জন্ম হয়, পরে রজো এবং তমো অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে সবথেকে শ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য। প্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের পরিবার থাকে। পরবর্তীকালে অনেক ধর্মের স্থাপনা হয়। ওরা সবাই পরে আসে। এই সকল কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ আর ওরা হল শূদ্র। আমরা শিক্ষা পেয়ে তমোপ্রধান থেকে সতাপ্রধান হচ্ছি। এইরকম কে বানাচ্ছেন? যিনি সর্বদা সতাপ্রধান থাকেন, কখনও রজো কিংবা তমো অবস্থায় আসেন না। তিনিই আমাদেরকে এইরকম বানাচ্ছেন। প্রত্যেকেই পরিশ্রম করতে হবে। তোমাদের পরিশ্রমের দ্বারা তোমরাই উঁচু পদ পাবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ রাজধানী সামলাচ্ছে। কেবল বেহদের বাবা-ই তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন। তিনি আমাদেরকে সহজ যুক্তি বলছেন। এর নামই হল সহজ রাজযোগ, যার দ্বারা দৈবী স্বরাজ্য পাওয়া যায়। ‘স্ব’ অর্থাৎ ‘আত্মা’-ই রাজত্ব পায়। আত্মা বলছে আমি এখন গরিব শরীরে আছি। এরপর রাজপুত্রের শরীর পাব। তোমরা আত্মারা এখানে বসে আছ। যার কাছে যেতে হবে তাকেই স্মরণ করতে হবে। গুরুরা নানা মন্ত্র দিয়ে থাকে। এই বাবা যে মন্ত্র দেন সেটা অন্য কেউ দিতে পারবে না। বাবা কেবল একটাই মন্ত্র দিচ্ছেন - আমি হলাম তোমাদের নিরাকার পিতা, আমিই তোমাদের শিক্ষক, এবং আমিই হলাম পতিত-পাবন গুরু। আমি হলাম নিরাকার - এইটা নিশ্চয় হতে হবে। আমাদের বাবা হলেন পতিত-পাবন, নিরাকার এবং জ্ঞানের সাগর। রাজযোগের দ্বারা তিনি আমাদেরকে মহারাজা মহারানী বানান, অসীম উত্তরাধিকার দেন। একশ শতাংশ সম্পত্তিবান এবং দীর্ঘজীবী হও। দেবতাদের মত এত বড় আয়ু আর কারোর হয় না। পুত্রবান হও। তোমাদের বংশ ক্রমশ চলতেই থাকবে। তোমরা জানো যে ওখানে বিকার থাকা সম্ভব নয়। আত্মা নিজের বিষয়ে জ্ঞাত থাকে। আমি এখন গিয়ে বাচ্চা হব, তারপর যুবক এবং পরে বৃদ্ধ হব। তারপর আবার অন্য একটা শরীর নেব। ওই দুনিয়ার রীতি নীতি আর এই দুনিয়ার রীতি নীতি আলাদা। এটা কেবল বাবা-ই বোঝাতে পারেন। তিনি বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ শরীর ধারণকারী আত্মাদেরকে প্রতিদিন বলেন যে শরীর ছাড়া আমি তোমাদেরকে শোনাব কিভাবে? এটা মনে রাখতে

হবে। আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা বোঝাচ্ছেন। কিন্তু এটা ভুলে যায়। তোমরা এখন বাস্তবে বসে আছ। তোমরা জানো যে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা অনেক ফালতু কথা শুনে এসেছ, কতই না গীতা ইত্যাদি শুনেছ। এটা হল সঙ্গমযুগ। সঙ্গমযুগের অর্থই হল পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন দুনিয়ার স্থাপন। তাই এই যুগকে মঙ্গলময় এবং কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ বলা হয়। সঙ্গমযুগকে ভুলে গেলে নিজের রাজধানীকেও ভুলে যায়। তোমরা তো প্রদর্শনী ইত্যাদি কর কিন্তু তাও কারোর বুদ্ধিতে এটা ধারণ হয় না। হয়তো এটা বলে যে এখানে ঈশ্বরপ্রাপ্তির যুক্তি খুব ভালো। কিন্তু অতটাই। এটা বোঝে না যে এখানে স্বয়ং ঈশ্বর পড়ান। খুব কম জনের-ই নিশ্চয় হয় এবং বলে যে এইটাই ঠিক, আমিও বুঝছি যে পরমপিতা পরমাত্মা-ই পড়ান। যেমন অগ্নিমে ভীষ্ম পিতামহরা স্বীকার করেছিল যে এদেরকে পরমাত্মা পড়ান সেইরকম অগ্নিমে সবাই এটা বুঝবে। হয়তো প্রদর্শনীতে হাজার জন আসে, কিন্তু কেউই এটা বুঝতে পারেনা যে তোমাদেরকে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান। তারা বলে, এই কথাটা আমি বুঝতে পারছি না যে নিরাকার কিভাবে পড়াবেন? ঠিক আছে, আমি গিয়ে বুঝব। কিন্তু তারপর আর আসেনা। এইরকমও হয়ে থাকে। তোমরা কত বোঝাও, বল যে আমরা তোমাকে স্বর্গের বাদশাহী দেব, কিন্তু তাও তারা মানে না। এখন চারা রোপন হচ্ছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে ভক্তদেরকে বোঝানো সহজ হবে। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বল যখন তাহলে পূজা কর কেন? এইসব তো জড় পদার্থ, আর তুমি তো চৈতন্য। তাহলে তুমিই তো বড়। বোঝাতে হবে যে বেহদের বাবা একজন-ই, তাঁরই মহিমা করা হয়। তিনিই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ এবং পতিত-পাবন। এটা পতিত দুনিয়া, কেবল বাবা-ই এই দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র বানান। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গমেই আসবেন। এখন বাবা এসেছেন এবং বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। গীতাতে এই কথা আছে কিন্তু কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়ার জন্য বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। তোমরা জানো যে এই জ্ঞান খুবই সহজ কিন্তু বিঘ্ন আসতেই থাকে। আত্মীয়-বন্ধু সকলেই বিঘ্ন দেয়। আমরা তাদেরকে এইদিকে টানি আর তারা আমাদেরকে ওইদিকে টানে। খুব শক্ত বন্ধন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে কিভাবে এইসব সম্ভব। শিববাবা তো হলেন জ্ঞানের এবং সুখের সাগর। তিনি কিছু না কিছু তো নিশ্চয়ই করেছেন। তিনি স্বর্গ স্থাপন করেছেন। কেবল আমাকেই স্মরণ করার উপদেশ দিই। কৃষ্ণ তো এইরকম বলতে পারবে না। বোঝার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। ক্লান্ত হওয়া যাবে না। অনেকের দ্বারা পরিশ্রম হয় না, নানা অজুহাত দিতে থাকে। বাবা তো কোনও কষ্ট দিচ্ছেন না। বাচ্চাদেরকে সামলাও, ভোজনও বানাও। কেবল শিববাবার স্মরণে থাক। ঠিক আছে, দিনের বেলা যদি সময় না পাও তাহলে অমৃতবেলায় স্মরণ কর। গায়ন আছে, প্রত্যুষে রাম নাম স্মরণ কর। আত্মা বলে, ভোরবেলা বাবাকে স্মরণ কর। বাবাও এই উপদেশই দিচ্ছেন যে সঠিক সময়ে ঘুমাতে হবে। সম্পূর্ণ তালিকা রাখতে হবে যাতে ভোরবেলা উঠতে পার। এই বিষয়ে সিন্ধিতে একটা কথা আছে- তাড়াতাড়ি ঘুমাও এবং তাড়াতাড়ি ওঠ। এখন তোমরা জ্ঞানী হচ্ছে। গোটা চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা একটুও দুঃখ পাবে না। তোমরা রাজার রাজা হয়ে যায়। অর্থের কখনও কোনো সমস্যা থাকবে না এবং স্বাস্থ্যবানও হয়ে যাবে। এইসব গুণ তোমরা এখন শিববাবার কাছ থেকে পাচ্ছ। বরাবর তোমরা স্বাস্থ্যবান, সম্পত্তিবান এবং সুখী হয়ে যাও। এটাও তোমরা জানো যে হোলি, দীপাবলি ইত্যাদি সবকিছু এই সময়েরই ঘটনা পরে যার স্মৃতিচিহ্ন রয়ে যায়। তাই ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করা খুবই ফলদায়ক। স্মরণের অভ্যাস বাড়াতে থাক। বাচ্চারা গীতও শুনেছে যে অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগো এবং জাগাও। গৃহস্থে থেকেও যেকোনো আত্মাকে বাবার পরিচয় দাও। সে তারপর বাবাকে লিখবে যে অমুক ব্যক্তির দ্বারা আমি তোমাকে চিনেছি, এখন তো আমি তোমার হয়েই থাকব, তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার

অবশ্যই নেব। আমি তো তোমারই ছিলাম। এইরকম পত্র আসলে তবেই সেবার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পত্র পেয়ে বাবা খুশি হবেন। এছাড়া কেবল ক্লাসে আসা যাওয়া করা - সেটা তো পুরাতন প্রথা হয়ে গেল। অন্যান্য সংসঙ্গে যেমন নিয়ম মাসিক যায়। তোমাদেরকে তো প্রত্যেককে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। এটা খুবই উঁচু পাঠ। জ্ঞান সাগরের কাছ থেকে কতই না মিষ্টি জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। তবে বোঝার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) স্মরণের অভ্যাস বাড়াতে হবে। এই যাত্রাতে কখনো ক্লান্ত হওয়া কিংবা অজুহাত দেওয়া যাবে না। স্মরণের সম্পূর্ণ তালিকা রাখতে হবে। শিববার স্মরণে থেকে খাবার বানাতে এবং খেতে হবে।

২) বুদ্ধির দ্বারা বেহদের সন্ধ্যাস করতে হবে। এই পতিত দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করতে হবে। বাবার কাছ থেকে যে মন্ত্র মিলেছে সেটাই সবাইকে দিতে হবে। নিজে জোগে থেকে সবাইকে জাগাতেও হবে।

বরদান :- মহানতার সাথে নির্মাণতার গুণ ধারণ করে সকলের কাছে সম্মান প্রাপ্তকারী সুখদায়ী হও।

মহানতার লক্ষণ হল নির্মাণতা। সর্বদা পরিপূর্ণ থাকার কারণে যে যত মহান, সে তত নির্মাণ হয়। যেমন গাছ যত ভরপুর হয়, তত ঝুঁকে থাকে। তাই এই নির্মাণতা-ই সেবা করে। যে নির্মাণ হয় সে সকলের কাছে সম্মান পায়। যে সর্বদা অভিমানের বশে থাকে তাকে কেউ সম্মান দেয় না বরং তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। যে নির্মাণ হয় সে যেখানেই যাক, যাই করুক, সেটা সুখদায়ী হবে। তার কাছ থেকে সবাই সুখের অনুভূতি করবে।

স্লোগান :- বিষন্নতাকে পরিত্যাগ করার জন্য খুশির খাজানা সর্বদা নিজের সাথে রাখো।

মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবাকে আপন করলে তোমরা কোনো কড়ি খরচ না করে সেকেন্ডের মধ্যে
জীবনমুক্তির অধিকার প্রাপ্ত করো , নিশ্চয় হলেই বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন:- তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী বাচ্চাদের কি কর্তব্য ?

উত্তর:- সত্যিকারের যাত্রা করা এবং করানো --- এই হল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী বাচ্চাদের কর্তব্য।
সত্যিকারের যাত্রা হল মনমনাভব। এই যাত্রায় থাকলে অন্য ধাক্কা ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত থাকবে।
যেমন পিতা হলেন কল্যাণকারী তেমনই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারী বাচ্চারাও পিতা সম কল্যাণকারী হবে ।

প্রশ্ন :- বাবা বাচ্চাদের কোন্ কথাটি বলেন, যে কথাটি তোমরা সবার কানে দাও ?

উত্তর :- বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা আমায় স্মরণ করো , কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবেনা।
দেহধারীকে স্মরণ করলে দেহ-অভিমানী হয়ে পড়বে, তাই সর্বদা এই কথা ভাবো যে দেহধারীর
সবাই মৃত , আমাদের শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই কথাটাই তোমরা সবার কানে দাও।

গান :- ভাগ্য উদয় করে এসেছি.... ।

ওমশান্তি। সন্তানদের ভাগ্যোন্ময়নে কোনো খরচা আছে কি ? মা-বাবার কাছে সন্তান এল , সন্তানের
কোনো খরচা হয় কি সম্পত্তির অধিকারী হতে ? জন্মের সাথেই সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়।
খবরের কাগজেও লেখা হয় যে অমুকের উত্তরাধিকারী জন্মেছে । সন্তানের কোনো খরচ হল ? না,
জন্ম নিয়ে কোনো খরচ হয়না । কোনো ধনী ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় তবে বাচ্চা অ্যাডপ্ট করে
। বাচ্চার কোনো কিছু খরচ হল ? কিছুই নয়। এখানেও গায়ন আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি ।
দুনিয়ার লোকেরা যদিও জীবনমুক্তির অর্থ জানেনা । এখন এই কথা তো জানো যে বিশ্বের মালিক
দেবতার জীবনমুক্ত ছিল। ভারতেই জীবনমুক্তি হয়। এবারে বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- বাবার আপন
হতে কোনো কিছু খরচ হয়েছে কি ? শুধু এই কথা বলা হয় যে বাবা আমি হলাম আপনার ।
গায়নও আছে জনকের সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। শুধুমাত্র বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয় , যার জন্যে
বাবা যুক্তি বলে দেন। পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক ? বলা ।
পরমপিতা তিনি হলেন পিতা। বাবা বলেন আমার আপন হতে কোনো খরচা হয়েছে ? কিছুই
নয়। শুধুমাত্র আমার আপন হও , খরচা কিছুই নেই। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । খরচের কোনো
কথাই নেই। সন্তান হলে কি খরচ হয় ? তোমরা বাবার আপন হও তাতে কি খরচা হয় ? শুধু
বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করো যে আমি হলাম আপনার । বুঝতে পারো বাবার কাছে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত
হয়। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । বর্সা প্রাপ্ত হয় স্বর্গের বাদশাহী । নিশ্চয়ের উপর নির্ভর করে
। আনা-ও খরচ না করে শুধু স্মরণের দ্বারা হীরেতুল্য হয়ে যাও। আমরা লিখেও থাকি তোমরা
জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে পারো। কড়ি খরচ না করে তোমাদের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে। তোমরা কত
ধাক্কা খাও। ভক্তিমার্গের যাত্রায় মানুষ অনেক ধাক্কা খায়। সেখানে পান্ডা থাকে বা কোনো ধর্মীয়
পুরুষ ভক্তদের জন বহল তীর্থ স্থানে হযরান করে । অনেক ধন খরচ হয় , কোনো প্রাপ্তি হয়না ।

বাবা এইসব কথা কত বুঝিয়ে বলেন কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বুদ্ধিতে টিকবেনা। কোনো যুক্তি বা উপায় করে তীর্থ যাত্রীদের হয়রানি থেকে মুক্ত করো। শুধু বাবার মুরলী শুনে অন্যদের গিয়ে শোনানো --- এমন কোনো বড় কথা নয়। তোমাদের অন্যকে কি বলা উচিত, কি করা উচিত। ট্রেনে যাত্রা করে। কি যুক্তি প্রয়োজন, বাবা যে যুক্তি বলে দেন সেইসবে এখনও কেউ আমল দেয়নি। কাউকে বোঝাতে হলে স্নেহপূর্ণ ভাষায় বলবে, পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগরের সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ? এখনও বাবাকে খবর দেওয়া হয়নি যে বাবা এই সার্ভিসে যুক্ত হয়েছি। এর ওর কাছে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বাবাকে কোনো খবর দেওয়া হয়না। বাবার কাছে তোমরা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করো জনকের মতন, যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো। বাবা ফার্স্টক্লাস কথা শোনান --- প্লাস্টিকের ছোট কার্ড প্রিন্ট করো। ভাল পোস্টকার্ড হবে যে কোনও স্থানে পাঠানো যাবে। তীর্থে গিয়ে ধাক্কা খেতেই থাকে। তোমরাও লিখতে পারো যে জন্ম-জন্মান্তরের হয়রানি থেকে মুক্ত হতে চাও তবে এই প্রশ্নের উত্তর দাও। এই প্রশ্নের উত্তর দিলে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবে। বাবা শব্দ দিয়ে দেন। কোনো বুদ্ধিবান বাচ্চা হলে সঠিক ভাবে লিখে আনবে আর ভালোভাবে প্রিন্ট করে পাঠাবে। বড় শহরে এই কাজ অবিলম্বে হতে পারে। সুন্দর প্লাস্টিকের কার্ড হবে, তাতে ত্রিমূর্তির ছাপ থাকবে, অথবা থাকবেনা। বাবা যুক্তি অনেক বলে দেন। জনকের সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। এইসব শুধুই গায়ন আছে, কেউই জানেনা। যদিও অষ্টাবক্র গীতায় লেখা আছে, কিন্তু তবুও কেউ বুঝতে পারেনা। সেইসব হল দন্ত কাহিনী। তোমরা প্রাণ্টিকালে বোঝাচ্ছো আর কেউ বুঝছেনা। যিনি বুঝবেন তিনি হলেন একমাত্র গডফাদার। বাকি সবাইকে রাবণ নন-সেন্সিবল বা অনুভূতি-শূন্য করে দিয়েছে। পবিত্রকে সংবেদনশীল, পতিতকে সংবেদনহীন বলা হয়। এই বেহদের বা অসীমের কথা কেউ জানেনা, এই কথাটি যদিও কত সাধারণ। শুধুমাত্র স্বীকার করবে হ্যাঁ ইনিই হলেন আমাদের পিতা। পিতার কাছে কোনো কিছু খরচ না করে সন্তান বর্সা বা সম্পত্তির অধিকার পেয়েই থাকে। সন্তান জন্ম নেওয়ার সঙ্গেই সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। লৌকিক পিতার কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয় জীবন-বন্ধনের। ইনি হলেন একমাত্র পিতা যাঁকে পতিত-পাবন বলা হয়। এখানেতো রাবণের অসুরী রাজত্ব রয়েছে। এই ঈশ্বর হলেন পিতা, কথায় বলে না হেভেনলী গডফাদার। তাহলে ওঁনার কাছ থেকে হেভেনের বর্সা প্রাপ্ত হওয়া উচিত। হেভেন বলা হয় নতুন দুনিয়াকে। পুরানো দুনিয়ার মহা-বিনাশ তো সম্মুখে অপেক্ষারত। সময় যত এগোবে মানুষের বিনাশের প্রতি নিশ্চয় বাড়তে থাকবে। মানুষের মনে এই কথাটি উদ্ভিত হয়। তারা ভাবে আগামীকালই যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। এই কথাটিও জানে যে মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরাও বলো আমরা হই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শিববাবার সন্তান তো বটেই, বর্সা প্রাপ্তির অধিকারীও বটে। শুধুমাত্র বাবাকে এবং বর্সাকে (স্বর্গের অধিকার) স্মরণ করো। কার্ডেও এইসব শব্দ লেখা উচিত। এই একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর দিলেই এক সেকেন্ডের মধ্যে কড়ি ইত্যাদি খরচ না করে জীবনমুক্তি লাভ করতে পারবে। শুধু পিতা এবং স্বর্গের অধিকার স্মরণ করতে হবে। তাহলেই স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। স্বর্গেও তো নম্বর অনুযায়ী পদ-মর্যাদা আছে কিনা। জ্ঞানের দ্বারা নিজেরাই বুঝবে যে কি করতে হবে। এখানে টাকাপয়সার কোনো কথা নেই। বাবা বাচ্চাদের সদা-ই বলেন --- চাওয়ার চেয়ে মরা ভাল। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করেছে তাহলে আর চাইছ কেন? মা-বাবা দুইজনেই চাইছে একটি পুত্র সন্তান উত্তরাধিকারী হোক। তোমরা এখন বাবার সন্তান হয়েছে কিনা। সবাই ফাদার বলো তাইনা। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আরে পুত্র সন্তান তো তোমরা আমারই, তবে আমাকে এবং স্বর্গের অধিকারকে স্মরণ কেন করোনা। এই পুত্র সন্তানদের (আত্মাদের) সঙ্গে কথা বলি ব্রহ্মা তনের সাহায্যে। ব্রহ্মার-ও

তোমরা সন্তান হও। তা নাহলে ব্রহ্মা গৃহে আসবে কিভাবে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দাদুর বর্ষা প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের রচয়িতা তো ব্রহ্মা নয়। ব্রহ্মা তোমাদের গুরু-ও নন। সদ্গুরু তো কেবলমাত্র একজন-ই। ব্রহ্মাও ওনার কাছেই শিখছেন, এমন নয় সে শিক্ষা নিয়ে চলে যাবে আর গদিতে আমরা বসব। নয়, এমন হয়না, সদ্গুরু কেবল একজন-ই। আমরা সবাই ওনার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে সঙ্গতি লাভ করি। বাচ্চারা অনেক সার্ভিস করতে পারে। অনেক সুযোগ রয়েছে। মন্দির ইত্যাদি স্থানে এই কার্ড নিয়ে বোঝাতে পারো। কেউ কাজ করে দেখাক। বাবা যে যুক্তি বলে দেন, সেইসব খুবই সহজ। বাবা পরীক্ষা করতেই থাকেন। দেখা যাক কোথা থেকে খবর আসে যে বাবা ট্রেনে আমরা ১০-২০ জনকে এই প্রশ্ন করেছি। একজনকে প্রশ্ন করলে দশজন শুনবে। বাড়িতে বসে কাউকে বুঝিয়েছি, এইসব কোনো বড় কথা নয়।

বাবা বলেন শুধু পিতা এবং স্বর্গের অধিকার স্মরণ করো। ছোট বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এইসব থাকেনা। যখন একটু বড় হয় তখন বুদ্ধিতে থাকে। তোমাদের অরগ্যান ইত্যাদি তো বড়দের। সেকেন্ডের মধ্যে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করো। জানো যে বাবা আমাদের স্বর্গের অধিকার দিচ্ছেন। বেচারা মানুষেরা বাইরে কত ধাক্কা খায়। তাদের কে রক্ষা কিভাবে করা যায়। এরজন্যে অনেক যুক্তির প্রয়োজন। কত বাচ্চারা ঘরে বসে লেখে যে বাবা আমরা তোমার হয়েছি। কখনও চোখে দেখিনি কখনও সাক্ষাত মিলন হয়নি। তবুও লেখে বাবা হলাম আপনার। আপনার কাছে আমরা বর্ষা প্রাপ্ত করবই। অত্যাচার সহ্য ক'রে। এমন বাচ্চারাই অনেকের চেয়ে বেশী উন্নতি লাভ ক'রে। তোমরাতো কোনো অত্যাচার সহ্য করোনা তবুও এই সার্ভিস কোনা। বাবার কথাও অন্যমনস্ক হয়ে শোনো। তোমরা যেকোনো ভাষায় কার্ড প্রিন্ট করতে পারো। কাজ করবার বুদ্ধি সর্বদা চলায়মান থাকা উচিত। বাবা কোনো অতিরিক্ত কাজের ভার তো দেননা। ঐ কলিযুগের দুনিয়ার গভর্নমেন্টের কত বড় পঞ্চায়েত রয়েছে --- বিনাশের জন্যে। তোমাদের কাছে অবিনাশী পদ প্রাপ্তির জন্যে কত ভাল ভাল যুক্তি রয়েছে। ভক্তিমার্গে অনেক খরচা করা হয় আর তোমরা দেখো কি করছ। কোনো খরচা নেই। ভক্তিমার্গে অনেক খরচা হয় --- তোমরা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করো। যে বাচ্চারা সেন্সিবল তারা কার্ড ছাপিয়ে দেখাক। আমরা কত সহজভাবে বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করি। মানুষেরা কত দুঃখ ভোগ ক'রে। অনেকে যাত্রার অর্ধেক পথ থেকে ফিরে আসে। দরিদ্র গরীব জনেরা এদিক ওদিক ঘুরে হয়রান হয়। তাদের জন্যে করুণা হয়। তোমরা গডফাদারের সন্তান হয়েছ তোমাদের স্বর্গে আসা উচিত। এখানে তোমরা নরকে রয়েছ কেন। এই কথাটি বলার জন্যে কেউ থাকা উচিত। তোমরা বোঝাতে পারো যে আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্যে। সেখান থেকেই তোমরা এসেছ। এখন বাবাকে স্মরণ করো। একমাত্র বাবাকে অন্য কাউকে নয়। গির্জা মঠবাসিনীদের বোঝাতে হবে। তোমাদের স্মরণ করতে হবে --- গডকে। ক্রাইস্ট ঊনাকেই স্মরণ করেছিলেন। যদি ব্রহ্মা চলে যান তবুও তোমাদের শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শরীর তো ত্যাগ করতেই হবে। তোমাদের তাঁকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবা বলেন শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবেনা। দেহি-অভিমানী হতে হবে। দেহধারীরা সবাই রয়েছে মৃত। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। দুনিয়ায় একে অপরকে তো দুঃখ দেওয়া হয়। এখানে একটি কথাই শোনানো হয়। খুবই সহজ কথা। অল্ক এবং বে, পিতা এবং বাদশাহীকে স্মরণ করো। এইটি প্রকৃত রূপে মনমনাভবের অর্থ। বাকি সবকিছুই হল বিস্তার। বাবা হলেন কল্যাণকারী। বাচ্চাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে। বাচ্চাদের প্রমাণ করতে হবে। আজ আমরা কতজনের কল্যাণ করেছি। কল্যাণ করতে ঘুরতে হবে। ধর্ম

স্থাপনের কার্যেও ধাক্কা খেতে হয়। আমরা এমন যাত্রা করা শেখাই যে অন্য কোনো যাত্রার প্রয়োজন থাকেনা , সেই যাত্রা হল মনমনাভব । যাত্রীদের তৈরী করার সেবায় ব্যস্ত হওয়া উচিত । বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) হীরেতুল্য হওয়ার সাধন হল বাবার স্মরণ । বাবার স্মরণ দ্বারা কড়ি খরচ না করে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে তাই নিরন্তর একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

২) চাওয়ার চেয়ে মরা ভাল--- বাবার কাছে সর্ব প্রাপ্তি হয়েছে তাই কিছু চাইবেনা। কল্যাণকারী স্বরূপে সবাইকে সত্যের পথ দেখাতে হবে।

বরদান :- দুঃখের দুনিয়া থেকে দূরে অবস্থানকারী সুখদেব, সুখ স্বরূপ হও (ভব) ।

ব্যাখা: তোমরা হলে সুখ-সাগরের সন্তান সুখ স্বরূপ, সুখদেব । দুঃখের দুনিয়া থেকে দূরে রয়েছ সুতরাং সংকল্পেও না-ই দুঃখ দেবে আর না-ই দুঃখ নেবে। যদি কারো কোনো কথা ফীল হয় তাহলেও দুঃখ নেওয়া বলা হবে। যদি কেউ দেয় কিন্তু তোমরা না নাও সেতো তোমাদের নিজস্ব নির্ণয় । এমন নয় কেউ দুঃখ দিলে তোমরা বলবে আমি কি করব ! চেক করো - নেবে কি নেবেন ! নেওয়ার সময়েও চতুর হও তবেই সুখ-স্বরূপ, সুখদেব রূপে পরিণত হবে।

স্লোগান :- স্থিতির আধার হল স্মৃতি তাই সর্বদা খুশীর স্মৃতিতে থাকো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - আগামী ২১ জন্মের জন্য রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত থাকতে চাইলে, বাবার শ্রীমত অনুসারে চলো। বাবার আসার কারণই হলো- তোমাদের সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত করা।"

প্রশ্ন ১) :- তোমাদের সবচাইতে উঁচু লক্ষ্য কি ? যে পুরুষার্থ অনেক সময় ধরে করতে হয় ?

উত্তর :- অস্তিমকালে কেবল এক বাবার স্মরণে থাকা, যাতে আর অন্য কিছুই স্মরণে না আসে। এটাই কষ্টসাধ্য সর্বোচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু যদি অন্য কেউ স্মরণে আসে, তবে আবার এই দুনিয়াতে জন্ম নিতে হবে। অতএব অনেক সময় ধরে শিববাবাকে স্মরণ করার অভ্যাসে অভ্যাসী হও।

প্রশ্ন ২) :- জ্ঞানে চলতে চলতে কোনও কোনও বাচ্চার মনের অবস্থা চঞ্চল ও অস্থির হয় - কেন ?

উত্তর :- যেহেতু তাদের নিশ্চয়তা পাকা হয় না। যখন নিশ্চয়তায় অভাব ঘটে, তখনই দোলাচল অবস্থায় উপর-নীচে হতে থাকে। কখনও অপার খুশী আবার কখনও বা খুশী হারিয়েই যায়।

গীত :- ভোলাবাবার মতন এমন অনুপম আর কেউই হয় না।

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা তো জানোই যে, তোমরা প্রত্যেকেই ভোলাবাবা শিবের সন্মুখে বসে আছো আর ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা এই সহজ-সরল রাজযোগের পার্শ্ব গ্রহণ করছো। সব বেদ-গ্রন্থ, উপনিষদ, গুরু গ্রন্থ সাহেব, ও ধর্ম-শাস্ত্রগুলির সার বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। এগুলি কেবল বি.কে-রা তাদের বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারে। চিত্রেও তা অঙ্কিত আছে, ব্রহ্মার দ্বারই এর সূচনা অর্থাৎ স্থাপনা হয়। তাই তো ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই সব ধর্মশাস্ত্র ও বেদ-গ্রন্থের সারগুলি শোনানো হয়। কিন্তু, প্রকৃত অর্থে কে তা শোনান ? -- পরমপিতা পরমাত্মা ভোলানাথ শিববাবা। যেহেতু উঁনি নিরাকার তাই সবকিছুই এই ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই বুঝিয়ে থাকেন। যাদেরকে উঁনি বোঝান, তারা আবার অন্যদেরকেও বোঝায়। আর যদি সে ঠিকমতন অন্যদের বোঝাতে না পারে, তার মানে সে নিজেই তা বোঝেনি অর্থাৎ সে অজ্ঞানী-নির্বোধ। অজ্ঞানীদের জ্ঞানী বানাবার জন্যই বাবা এভাবে বোঝাতে থাকেন। বাবা সব বাচ্চাকেই নির্বোধ বলে সন্মোদন করেন। বলেন, তোমরা কি এমন বাবাকেও চিনতে পারোনি ? পূর্বে তোমরা ভারতবাসীরাই তো সত্যযুগী স্বরাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্ষা নিয়েছিলে। কিন্তু যখন থেকে এই দুনিয়া রাবণ-রাজ্যে পরিণত হলো, তোমরা অধিকার সূত্রে পাওয়া সেই রাজ্য খুইয়ে ফেললে। সাথে সাথে রাবণ রাজ্য হবার কারণে তোমরা পতিত, নির্বোধ, কানা-কড়িহীন কাঙ্গালে পরিণত হলে। আর এখন তো গোটা দুনিয়াটাই অসুরী মত অনুসারেই চলছে। যাই হোক, এখন তো বুঝতে পেরেছো, কল্প পূর্বে বাবা ঠিক এই ভাবেই তোমাদের বুদ্ধিমান বানিয়েছিলেন। যার ফলে কেবল তোমরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়েছিলে। অথচ এখন তোমরা মায়ার দাসে পরিণত হয়েছো। কেবলমাত্র ধন-সম্পদেই নয়, সর্ব-প্রকার মায়া-রাবণেই। অর্থাৎ তোমরা এখন ৫-বিকারের শোক-বাটিকার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছো। সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই এখন রাবণ-রাজ্য। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মধ্যে, বিশেষ করে ভারতবর্ষই রাবণের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকার কারণে, তোমরা কেবল ভুল আর অন্যায় করেই চলেছো। তাই বাবা এসে সবাইকে সঠিক দিশা দেখান বলে,

একমাত্র ওনাকেই (বাবাকেই) ন্যায়বান সত্যবাবা পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। অপরদিকে রাবণকে অন্যায়কারী বলা হয়। শুরুর অর্ধকল্প ন্যায়-নীতির রাজত্ব চলে, পরের অর্ধকল্প চলে অন্যায় অনাচারের রাজত্ব। তাই তো রাবণের রাজত্বের সময়কে মিথ্যার দুনিয়া বলা হয়। কেবল তোমরা বাচ্চারা জানো, জ্ঞানসাগর পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা এসব বোঝাচ্ছেন ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে। একথা তো প্রচলিতই আছে, মুহূর্তেই জীবনমুক্তি। এখানেও অনেকে বলে, মাত্র এক সেকেন্ডেই তো জীবনমুক্তি। কিন্তু এখন যে সবাই জীবন-বন্ধে আবদ্ধ হয়ে আছে, বিশেষ করে ভারতীয়রা। আর এই ভারতীয়রাই এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকে। যেহেতু তোমরা এখন ভগবান শিববাবার একান্ত আপন বাচ্চা। স্বয়ং ভগবান নিজেই তা বলেন, তোমরা (বি.কে.-রা) তো আমার প্রকৃত বাচ্চা। তোমরা আরও জানো যে, ঈশ্বর স্বয়ং সেই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করান। আর তাই তো ওনাকে এই পতিত পুরোনো দুনিয়াতেই আসতে হয়। পুরোনো দুনিয়াকেই পতিত-ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়। যেহেতু সবাই ভগবানকে ডাকতে থাকে, হে ভগবান আমাদের জীবনমুক্তি দাও, এই দুঃখ-কষ্টের দুনিয়া থেকে মুক্ত করো। তারা তো জানে না এই দুঃখের দুনিয়া কখন থেকে শুরু হয় আর কে এর স্থাপনা করে। যদিও শাস্ত্র-পুঁথি পড়ে তারা অনেক বিদ্বান হয়। আবার এমন পুঁথি পড়া বিদ্বান-পণ্ডিতদের যথেষ্ট অহংকারও থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও এমন কেউ নেই যে অন্যদেরকেও জীবনমুক্ত করতে পারে।

আর কেউ কিন্তু এমন ভাবে বলতে পারে না যে, আমি তোমাদের বা তোমাদের সবাইকে জীবনমুক্ত করিয়ে দিতে পারি। একমাত্র আমি (শিববাবা) তোমাদের সবার সদগতি করে থাকি-বিশেষ করে ভারতবাসীদের। তাই এই জয়গাঁথার কীর্তনও করা হয়- পরমপিতা পরমাত্মাই সবার সদগতি দাতা, তিনিই সবার মুক্তিদাতা। একমাত্র তিনিই সবার দুঃখের নিবারণ করেন। কেউ কি আর সুখের নিবারণ করেন। দুঃখের নিবারণ করা- যা একমাত্র এই বাবা করেন। আচ্ছা, বলা তো- সুখের নিবারণ কে করেন ? যেখানে একদা ভারত এত সুখী ছিল। সেই সুখের নিবারণ করে ভারতকে এত দুঃখী কে বানালো ? --তোমাদের সেই সুখের নিবারণ ঘটালো রাবণ। আবার এখন রামের শ্রীমত অনুসারে চলে আগামী ২১-জন্মের জন্য তোমরা মুক্ত থাকতে পারবে, রাবণের হাত থেকে। একেই বলা হয় জীবনমুক্তি বা সদগতি। এবার তোমাদের বুদ্ধির মগজে তা ঢুকেছে তো! ভারত চিরকালই জীবনমুক্ত, যখন তা স্বর্গ-সুখের রাজ্য ছিল। সেই ভারতই এখন আবার দুঃখের রাজ্যে পরিণত হয়েছে যখন লোকেরা জীবনবন্ধে এসেছে। যদিও এটা অসীম বেহদের প্রশ্ন। বেহদের বাবা তো এমনই সব বেহদের কথা শোনাবে, যা না কি এই দুনিয়ার মানুষেরা তা জানেই না আদৌ। এমন কি তারা তো স্বর্গকেও জানে না, নরকেও জানে না। তারা কেবল এসবের কল্পনা করে মাত্র।

জীবনমুক্তও কেউ করতে পারে না। যেহেতু বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট যা বহু পূর্বেই চিত্রাঙ্কন খোঁদিত করা থাকে, যার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না। আর এই নাটকের মূখ্য চরিত্রে থাকেন শিববাবা। যাকে সৃষ্টিকর্তা ও নির্দেশক বলা হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পাটও করতে হয়। জগদম্বা যিনি, জগতের মাতা (মাঙ্গা) এবং জগত পিতা যিনি, জগতের পিতা (প্রজাপিতা ব্রহ্মা) - তাদেরও নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পাট অবশ্যই করতে হয়। দেবী-দেবতাদেরও কর্ম-কর্তব্যের পাট করতে হয় এখানে। এছাড়াও ইসলাম, বুদ্ধ ইত্যাদিদেরও তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাট অবশ্যই করতে হয়। যে যেমনটি করেছিল কল্প

পূর্বে। অবশেষে যা কেবল মাত্র একটা ধর্মে এসে দাঁড়াবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও নিজ নিজ সময়ে নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পাট পূরণায় আবার করতে থাকবে।

বাম্বারা, তোমরা বুঝতে পেরেছো, বি.কে. ব্রাহ্মণকুলের কর্ম-কর্তব্যের পাট এখন আবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণকুলের স্থাপনা চলছে, যাদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বলা যায়। যেমন ক্রাইস্ট-এর দ্বারা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের রচনা হয়। পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা ব্রহ্মা তারপর ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের রচনার ফলে এত অধিক সংখ্যায় মুখ-বংশাবলী (পোষ্য) ব্রাহ্মণ রচিত হয়। এই সম্প্রদায়ের জন্ম কোনও পতিত অর্থাৎ গর্ভ দ্বারা হয় না। যখন তোমরা অন্তর থেকে বলা, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা এই পদ্ধতিতেই সবাই পোষ্য-সন্তান হয়। পোষ্য হবার ধরণটাই এমন। প্রথমে ব্রহ্মাকে পোষ্য নেওয়া হয়, তারপর ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের পোষ্য নেওয়া হয়। আর তোমরাও তা জানো, তোমরাই ব্রহ্মার বাচ্চা আর সেই সূত্রে শিববাবার নাতি-নাতনি। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। এই সময়কালে কেবলমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই এখানকার পোষ্য হতে পারো। যা এখনও জারি আছে। পুরো কল্পে আর এরকম ভাবে পোষ্য নেওয়া হয় না। সাধু-সন্ন্যাসীরাও আবার পোষ্য নেয়, তারা তাদের অনুগামীদেরই পোষ্য নেয়। তারা সেই পোষ্যদের জানায়, তোমারা নিজেদেরকে কিন্তু অনুগামী বলবে না। যখন ঘর-সংসার ছেড়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করবে, একমাত্র তখনই তোমাদেরকে অনুগামী বলা যেতে পারে। আর এখানে তো তোমরা সবাই ব্রাহ্মণ। সবাইকেই এই প্রকৃত সহজ রাজযোগের দিশা তোমাদেরকেই দেখাতে হবে। কিছু না কিছু অবশ্যই বোঝাতে হবে। যেমন, যেখানে মাত্র এক সেকেন্ডেই বাবার আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়, তেমনি অবশ্যই তোমরা পরমপিতা পরমাত্মা থেকে মুক্তি ও জীবনমুক্তির সেই আশীর্বাদী-বর্সা পেতে পারো। কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। যিনি সকল আত্মাদেরই পিতা অর্থাৎ শিব। ওনাকে স্মরণ করতে পারলেই, তোমরাও স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে পারবে। কিন্তু লৌকিক পিতাকে স্মরণ করলে স্বর্গের অধিকারী হওয়া যায় না। ঘর-সংসারে থেকেই শিববাবাকে স্মরণ করতে পারো তোমরা। আমরা আত্মারা শিববাবা পরমাত্মার সন্তান এই নিশ্চয় বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে।

বাবার প্রতি পুরোপুরি নিশ্চয়তা না আসার কারণেই স্থিতিতে চঞ্চলতা ও অস্থিরতা আসে। যেমন পারদ ওঠা-নামা করে। এই হয়তো খুব খুশীর পারদ চড়লো, পরমুহুর্তেই আবার তা ভুলেই গেলে। তাই তো বাবা এত করে বোঝাচ্ছেন, তোমাদের তো নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আবার এসে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে। তোমরা তো এও জানো যে, তোমাদের পুনর্জন্মে আসতেই হয়। কিন্তু সাপের মতন পুনর্জন্মের প্রশ্ন নয়। সাপ তো তার পুরোনো খোলস ত্যাগ করে শরীরকে নতুন করে তোলে। যদিও তোমাদের শরীরেরও বদল হয়। তাই তো মানুষেরা যখন বুড়ো হয়, তারা ভাবতে থাকে, এবার তো যাবার পালা। তখন সে তার অন্তর-মনে দেখতে থাকে- এরপর আবার তো নতুন জন্ম নিয়ে বালক হতে হবে। তার এই জ্ঞান থাকে, এই শরীর ত্যাগ করার পর আবার যখন বালক হবো, তখন আবার সতোপ্রধান শরীর পাবো। পুরোনো শরীরকে জরাজীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু শরীর বলা হয়। তেমনি এই দুনিয়াও শুরুর দিকে নতুন অবস্থায় পরিপূর্ণ থাকে, যা ধীরে ধীরে তত্ত্বের সবকিছুতেই দিব্যতার মাত্রা কম হতে থাকে। চিত্রে যা চার-ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। জগতের লোকেরা কল্পের আয়ুকে অনেক বেশী করে বলে। তাই হিসেব মেলাতে গিয়ে তারা আত্মার ৮৪-লাখ যোনির কথাও বলে। তোমরাই সেই কল্পের আয়ুকে কত কম করে বোঝাও-যা যুক্তিগ্রাহ্যও

বটে। এবার বোঝো, এটাই কত দুঃখের। লাখ-লাখ বছরের হিসাব দেখাতে গিয়ে, তারা বোঝায় ৮৪-লাখ প্রকার যোনিতে জন্ম হয়। কিন্তু বাবা স্বয়ং এখানে বসে তার প্রকৃত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে বোঝান। যেগুলি কখনও ভোলা উচিত নয় তোমাদের। যেমন ছাত্র কখনই তার শিক্ষককে ভুলতে পারে না। আর এক্ষেত্রে তো জানো, তোমরা ঈশ্বরীয় ঘরে বসে এই পাঠ পড়ছো। বাবার মুরলী নানা জায়গায় প্রতি সেন্টারেই শোনানো হয়। কিন্তু পাঠ পড়াচ্ছেন সেই একজনই যিনি জ্ঞানের সাগর। ওনাকেই আবার জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সবার সদগতিদাতা বলা হয়। এক্ষেত্র সর্ব অর্থাৎ ভারত সহ অন্যান্য সব দেশগুলিকেই বোঝানো হয়। যেহেতু তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই ঈশ্বর শিক্ষক দ্বারা যত বেশী পড়াশোনা করবে, ততই উচ্চ-পদের অধিকারী হবে। অথচ, এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন কত সহজ-সরল। কেবলমাত্র দুটো শব্দকে দুট প্রত্যয়ের সাথে মনে গেঁথে রাখতে হয়। যাতে তোমরাও অন্যদেরকে বোঝাতে পারো, পরমপিতা পরমাত্মার বেহদের বাবাকে স্মরণ করলে তারাও বেহদের স্বর্গ-রাজ্যের সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারবে। ব্যস, কেবলমাত্র এক এই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এ কথা তো প্রচলিতই আছে, অস্তিম সময়কালে যদি স্ত্রীকে স্মরণ করা হয় তার জন্মও তবে সেই অনুসারেই হবে। তাই বাবা বার বার বলছেন, তোমাদের লক্ষ্য থাকবে অতি উচ্চ শিখরে। খুব সাবধানে নিজেকে সামলে রেখে সেই সিঁড়ি বেঁয়ে উপরের লক্ষ্যে এগোতে হবে। একে অপরকে সাবধান করতে থাকবে। সর্বক্ষণ শিববাবার স্মরণেই থাকতে হবে। বাবা বসে তার বাচ্চাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, লৌকিক জগতের গুরুদেরও উদ্ধার তো ওনাকেই করতে হয়, বি.কে. মাতাদের দ্বারা। মাতা-গুরু ছাড়া কেউ উদ্ধার হয় না। তাই তো মাতাদেরকেই নিমিত্ত বানানো হয়। এই মাতাদের মধ্যে জগদম্বা প্রধান মাতা। যার প্রভাবও অনেক। ব্রহ্মারও ততটা নেই। কেবলমাত্র পুষ্করেই ব্রহ্মার একটা মন্দির আছে। যেখানে আবার পুরুষেরাই বেশী যায়। কিন্তু অম্বা মাতার তো অনেক মান-সন্মান। যেখানে-সেখানেই দেবীদের মন্দিরের সামনে কত মেলাও বসে। গুরুদের মত অনুসারে চলে তোমরা তো অনেক ঠেলা-ধাক্কাই খেয়েছো-কিন্তু তাতে তোমাদের লাভই বা কি হয়েছে ? -- কিছুই না। দিব্যতার মাত্রা কম হতে হতে, ভারতকে তো পতিত অবস্থায় আসতেই হবে। অথচ, ঘরে (আত্মাদের ঘর) ফিরে যেতে পারে না কেউ। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, জগতের প্রতিটা মানুষেরই অবস্থা অপবিত্র-পতিত, জরাজীর্ণ। জগতের প্রত্যেককেই এর মধ্যে ধরতে হবে। তাই তো বর্তমান দুনিয়ার মানুষদের এত দুঃখ-কষ্ট। প্রতিটি মুহূর্তেই এক পা-এক পা করে সেই দুঃখ ক্রমে-ক্রমে আরও বেড়ে চলেছে।

বাচ্চারা, তোমরা যদিও বা বুদ্ধিমান-বুঝদার হয়েছো, কিন্তু অন্যেরা তো এ বিষয়ে একেবারেই নির্বোধ। তারা (আত্মারা) তো নিজেদের বাবা পরমাত্মাকেই জানে না। যদিও তারাই আবার বলে, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা। অর্থাৎ যিনি স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, তার উদ্দেশ্যে। পূর্বে কখনও নিশ্চয় এমনটাই হয়েছিলো-তাই তো ওঁনার স্মরণেই এমন গীত গাওয়া হয়। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে, আবার সেই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা কার্য শুরু হয়েছে। যখন স্বর্গ-রাজ্য থাকে, তখন অন্য আর কোনও ধর্মের অস্তিত্বও থাকে না। আর এখন যেমন অন্যান্য অনেক ধর্ম রয়েছে, কিন্তু সেই ধর্মের (আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম) এখন আর অস্তিত্বই নেই। অর্থাৎ ধর্মের ভিতটাই নেই। (তোমাদের দ্বারাই) আবার এখন সেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা কার্য শুরু হয়ে গেছে। আগামী অর্ধ-কল্প পর্যন্ত আর অন্য কোনও ধর্মের প্রকাশ ঘটবে না। ততদিন কেবলমাত্র এই একটি ধর্মই থাকবে। সেই অর্ধ-কল্পে থাকবে সূর্য-বংশীয় ও চন্দ্র-বংশীয়দের স্বরাজ্য। একমাত্র তোমাদেরই এই ঈশ্বরীয় জন্ম-সিদ্ধ অধিকার। যে জন্ম-সিদ্ধ অধিকার পেয়ে থাকো একমাত্র স্বর্গীয়

ঈশ্বরীয় পিতার থেকে। তাই তোমরা নিজেরাই তোমাদের স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনা করছো। আর রাজ্য ভোগ করার জন্য নিজেদেরকেও তার উপযুক্ত করে তুলছো। তিনিই একমাত্র পরম শিক্ষক যিনি তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে উপযুক্ত করে তুলছেন। রোজ রোজ এত ভাবে বুঝিয়ে চলেছেন, তোমাদের ধারণায় দৃঢ়তা আনার জন্য। সতর্ক করে তিনি বলছেন, মায়া কিন্তু তোমাদেরকে স্মরণের যোগে বাধা দেবে। তুমি যতই চেষ্টা করবে, মায়া ততই বাধার সৃষ্টি করবে। বাবাকে স্মরণ করতে গেলে এই ভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকে। তাই বাবা স্বয়ং বসে সে বিষয়ে বোঝাচ্ছেন তোমাদের কি কি করতে হবে। তোমরা কিন্তু কর্মযোগীও। হ্যাঁ, ঘর-সংসারের বাচ্চারা তোমাদের জ্বালাতনও করে। যেহেতু জগৎটাই এখন ভয়ঙ্কর নরকে পরিণত হয়েছে। তাই সন্তানই নিজের মাকেও দুঃখ-কষ্ট দেয়। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যের সন্তানেরা মায়েদের কেবল সুখই দিয়ে থাকে। যেহেতু সেটা সুখধাম। সেখানে কোনও বস্তুও এমন হয় না যে, যার দ্বারা দুঃখ আসতে পারে বা যা ভেজাল হতে পারে। আর এখানে দেখো কতই না দুঃখ। কত আজ-বাজে নোংরা-নোংরা অসুখ-বিসুখও হয়। পূর্বে যা ছিল না। যেমন ক্যান্সার রোগের নাম আগে কেউ শোনেইনি। স্বর্গ-রাজ্যে রোগ-শোকে ঘটেই না। যখন থেকে আসুরী-রাজ্য শুরু হয়, তখন থেকেই যত সব নোংরা রোগ-অসুখ হতে থাকে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে যা বহু পূর্ব থেকেই খোঁদিত হয়ে আছে। স্বর্গ-রাজ্যের গুরুগুলিকেও কত সুন্দর দেখতে লাগে। লোকশ্রুতি আছে, কৃষ্ণের কাছে অতি সুন্দর সুন্দর গরু থাকতো। যে কারণে কৃষ্ণকেই গোয়ালী বলে প্রচার করেছে। কিন্তু, বাস্তবে কৃষ্ণ কি গোয়ালী ছিল ? - মোটেই নয়। বরঞ্চ তোমরা বলতে পারো শিববাবা এই গরুতুল্য চৈতন্য মানুষদেরই জ্ঞানের মাঠে চড়িয়ে জ্ঞানের ঘাস খাওয়াচ্ছেন। আর জ্ঞানের কলস মাতাদের মাথার উপর রেখেছেন। বাবা বলছেন, এবার উনি যা শোনাবেন, তা সবাই মনোযোগ সহযোগে শোনো। "প্রথমতঃ তোমাদের সবাইকে মনমনা ভবঃ হয়ে থাকতে হবে। কেবলমাত্র ওনাকে স্মরণ করলেই আত্মার বিকর্মগুলি ভঙ্গ হয়ে যাবে। যা খুবই সহজ, সরল উপায়।" আচ্ছা

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণের-ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) বাবার শ্রীমত অনুসারে, সবাইকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে জীবনমুক্তির আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়াবার সেবা করতে হবে।
- ২) একমাত্র বাবার কথাই শুনতে হবে। এছাড়া যা যা শুনেছো, সবকিছুই ভুলে যেতে হবে। তোমাদের লক্ষ্য যেখানে অতি উচ্চ ও কঠিন, তাই একে অপরকে সাবধান করতে থাকবে ও বাবার কথা মনে করাতে করাতে উন্নতির শিখরে পৌঁছতেই হবে।

বরদান :- উৎসাহ-উদ্দীপনার আধারে সদা উড়তী-কলার অনুভবকারী হিম্মৎবান হও

বিস্তার :- উড়তী কলার অনুভব করার জন্য হিম্মৎ আর উদ্যম-উৎসাহের ডানা দরকার। কোনও কার্যে সফলতা পাবার জন্য উদ্যম-উৎসাহ খুবই দরকার। উদ্যম-উৎসাহ যদি

না থাকে, তবে সেই কার্যে সফলতাই আসে না। কারণ উদ্যম-উৎসাহ না থাকলে, তখন ক্লাস্তি অনুভব হবে, আর ক্লাস্ত হলে সেই কার্য সফলও হয় না। অতএব হিম্মৎবান হয়ে উদ্যম আর উৎসাহের আধারে উড়তে থাকলে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

স্লোগান :- অপরকে সাহায্য করা আর আশীর্বাদ পেতে থাকা - এটাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ব্যর্থ কথাবার্তা বলে তোমাদের অমূল্য সময়ের অপচয় কোরো না, বাবার স্মরণে থেকে সৌভাগ্যশালী হও।"

প্রশ্ন:- বাপদাদা দুজনেই নিরহংকারী হয়ে বাচ্চাদের কল্যাণের জন্য কি উপদেশ দেন?

উত্তর:- সর্বদা মনে কর যে শিববাবা আমাকে পড়াচ্ছেন। হয়তো ব্রহ্মাবাবাও তোমাদেরকে পড়াতে পারবেন কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের কল্যাণ হবে। তাই নিরহংকারী হয়ে ব্রহ্মাবাবা বলেন যে আমি তোমাদেরকে পড়াই না। কেবল বাবা-ই (শিববাবা) হলেন শিক্ষক, তাঁকেই স্মরণ কর। তাঁর স্মরণেই তোমরা বিকর্মাজীং হবে, বিকর্ম বিনাশ হবে, আমাকে স্মরণ করলে হবে না।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা অবশ্যই আছে যে পতিত-পাবন, পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর তিনিই ব্রহ্মার এই শরীরের দ্বারা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বুদ্ধি প্রথমেই শান্তিধামে যাবে তারপর এখানে আসবে। শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন আমাদেরকে রাজযোগ শেখানোর জন্য। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিতে তো এটা থাকে যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন। স্কুলে গেলে তো বুঝতে পারে যে অমুক শিক্ষক আমাদেরকে পড়ান। তাঁর নামও মনে থাকে। চোখে তাঁকে দেখাও যায়। কত প্রকারের সংসঙ্গও হয়। সেক্ষেত্রে বলবে অমুক মহাত্মা আমাদেরকে অমুক শাস্ত্র শোনান। অনেক রকমের শাস্ত্র শোনায়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এইভাবেই শুনিয়ে এসেছে। এখন তোমরা এখানে বসে বসেই শিববাবাকে স্মরণ কর। তোমরা বোঝ যে শিববাবাই হলেন পতিত-পাবন, তিনিই আমাদের বাবা। তিনিই এসে ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে পড়ান। ব্রহ্মাবাবাও পড়ান। যখন ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা পড়াতে পারে তাহলে ব্রহ্মাবাবা কি পড়াতে পারবেন না? কিন্তু তোমরা এইটাই মনে কর যে শিববাবাই পড়াচ্ছেন, ব্রহ্মাবাবা নয়? এতে তোমাদের অনেক লাভ হবে। একেই নিরহংকারিতা বলা হয়। বাবা এবং ঠাকুরদাদা দুইজনেই নিরহংকারী। ইনি বলছেন, হয়তো আমিও পড়াই, কিন্তু মনে কর শিববাবা পড়াচ্ছেন। যত শিববাবাকে স্মরণ করবে তত বিকর্মাজীং হতে থাকবে। সর্বদা মনে কর যে পতিত-পাবন শিববাবা, যিনি জ্ঞানের সাগর তিনিই আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। যতটা সম্ভব শিববাবাকে স্মরণে রাখতে হবে। উত্তরাধিকার তো তাঁর কাছ থেকেই প্রাপ্ত হবে। শিববাবা বলেন, নিরন্তর আমাকে স্মরণ কর। তিনি ব্রহ্মার আত্মাকেও বলেন যে তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। উঠতে বসতে আমাকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা কর, এর দ্বারা অনেক উপার্জন হবে। স্বাস্থ্যও ভালো হবে। কখনও সময় নষ্ট করোনা। মন্দ কিছু শুনো না, মন্দ কিছু বোলো না... জ্ঞান এবং যোগ ছাড়া অন্য কোনো ব্যর্থ কথাবার্তা বোলো না। যে কথার মধ্যে জ্ঞান কম আছে, তাতে নিশ্চয়ই অজ্ঞান আছে। পরনিন্দা - পরচর্চা করতে থাকে। এই ধরনের কথাবার্তা কখনো শোনাও উচিত নয়। যখন কেউ তোমাকে এই ধরনের ব্যর্থ কথা শোনাবে তখন বুঝবে যে সে তোমার শত্রু, ব্যর্থ কথা শুনিতে তোমার সময় নষ্ট করছে। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন, এইরকম ব্যর্থ কথা শুনো না। হয়তো কারোর নিন্দা করবে কিংবা কারোর সম্বন্ধে অন্য কিছু বলবে। এই ধরনের কথা কখনো বোলো না এবং শুনো না। যেসকল কথার মধ্যে জ্ঞান নেই সেই সকল কথা শুনলে আরও ক্ষতি হবে তাই সেবাতে ব্যস্ত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়। এইসব ছবি নিয়ে যতজনকে বোঝাবে তত ধারণ হবে। এখানে বসেও এইসব চিত্র দেখে মনন-চিন্তন কর যে ইনি হলেন শিববাবা আর ইনি ব্রহ্মাবাবা... এনার দ্বারা আমরা উত্তরাধিকার পেয়ে থাকি। তারপর

এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। এইভাবে কথা বলতে বলতে নিজেকে বদলাতে পারবে। তাতেই কল্যাণ। পরনিন্দা - পরচর্চা করলে তো পাপ আত্মা হয়ে যাবে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, পাপ আত্মা হয়ো না। দুনিয়ার খবরাখবর, অমুক ব্যক্তি ঐরকম, সে এইরকম করেছে - এইসব কথাবার্তা যে শোনে আর যে শোনায় তারা কেবল সময় নষ্ট করে। তোমরা তো কত সৌভাগ্যশালী হচ্ছ। সমগ্র বিশ্বের মালিক হচ্ছ। ভারত বরাবরই সৌভাগ্যশালী ছিল। বর্তমানে আর নেই। তাই বাবার দ্বারা পুনরায় ঐরকম হচ্ছ। বাবা এবং সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করা তো খুবই সহজ ব্যাপার। এই সঙ্গমযুগের কথা কেউই জানেনা। কলিযুগে এখন সকলেই পতিত। সত্যযুগে সবাই পবিত্র ছিল। বাবা বলছেন, আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে পতিতদেরকে পবিত্র করার জন্য আসি। এই দুনিয়াতে অজামিলের মত পাপীরাও আছে। এটা তো পাপের-ই দুনিয়া, এখানে একটুও শান্তি নেই। ওটা হল পুণ্য আত্মাদের জন্য শান্তির দুনিয়া। এইসকল কথা কেউই বোঝাতে পারবে না। কেউই জানে না যে কোথায় শান্তি পাওয়া যাবে। তোমরা এখন বোঝাচ্ছ যে সুখধামে সুখ পাওয়া যায়। এটা তো দুঃখধাম। হয়তো বড় বড় অট্টালিকা বানিয়েছ কিন্তু সমস্ত পথই তো শেষে পতিত বানিয়ে দেয়। নাহলে কিভাবে ভারতের এত অধঃপতন হয়েছে। কেবল বাবা-ই ওপরে ওঠান। বাকি সবাই নিচে নামায় - এটা অত্যন্ত বোঝার বিষয়। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। শিক্ষক যখন বলেন যে তিনি বি.এ. পড়ান তখন তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেন না। এই বেহদের বাবাও বলছেন যে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা বানাই। স্বর্গের রাজা বানাই। স্বর্গের রাজা হওয়া এবং নরকের রাজা হওয়ার মধ্যে দিনরাতের তফাৎ। নরকে যারা রাজারানী হয় তারা দান পুণ্য করে রাজা রানী হয়, অল্প সময়ের জন্য সুখ পায়। কিন্তু স্বর্গের রাজা রানী হয় পড়ার দ্বারা। তোমরা এটাও জানো যে বাবা কি পরিকল্পনা করছেন। সমগ্র দুনিয়া আজ দুঃখধাম হয়ে গেছে, একে সুখধাম বানাতে হবে। জানো যে ভারত আগে সুখধাম ছিল। তখন বাকি আত্মারা শান্তিধামে ছিল। এখন তো সকলে দুঃখধামে আছে। এরপর শান্তিধামে আর সুখধামে যেতে হবে। যারা এখন রাজযোগ শিখছে তারাই কেবল সুখধামে আসবে। বাকিরা হিসাবপত্র সমাপ্ত করে শান্তিধামে চলে যাবে। শান্তিধাম এবং সুখধাম যে কি তা দুনিয়াতে কেউই জানে না। এই বাবাও বলছেন যে আমিও জানতাম না। যে নিজে বিশ্বের মালিক ছিল সে-ই ভুলে গিয়েছিল। তাহলে অন্যান্য মানুষ কিভাবে জানবে। নাটক অনুসারে সবাইকে নীচে নামতেই হত। এখন আবার ওপরে ওঠার সময়। বাবা বলছেন, আমি সবাইকে শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যেতেই এসেছি। তোমাদের কাছে এমন অনেকে আসবে যারা বলবে মনের শান্তি চাই। কিন্তু সুখধামের কথা কেউই বলবে না। সন্ন্যাসীরা তো নিবৃত্তি মার্গের পথিক। তারা সুখের রাস্তা বলতে পারবে না। তাই বাবার দয়া হয় যে এদেরকে শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যাব। বাচ্চাদেরও বাবার পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছে হওয়া উচিত। বাবার কাছ থেকে নিশ্চয়ই ভারতবাসীরাই উত্তরাধিকার পাবে। আমরা কেন এখন নরকে আছি। আমরাই তো স্বর্গে ছিলাম। কিন্তু এইসমস্ত কথা কিছুই বুঝতে পারেনা। মায়া বুদ্ধির তালা পুরো বন্ধ করে রেখেছে। তাই এই সহজ কথাটাও বুঝতে পারেনা। ভগবান যখন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে আমাদের তো স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত। কিন্তু এখন আর নেই। কারণ এটা হল রাবণ রাজ্য। এইবার এই রাবণ রাজ্যের বিনাশ অবশ্যই হবে। তার জন্য শীঘ্রই সেই মহাভারতের যুদ্ধ হবে। এইসব খুবই সহজ কথা কিন্তু তার আগে তো বুদ্ধিতে ধারণ হতে হবে। বুদ্ধিতে ধারণ না হওয়ার কারণ হল নিজেদের মধ্যে অনেক পরনিন্দা-পরচর্চা করতে থাকে। সময় নষ্ট করে। এই ধরনের কথাবার্তা শোনা উচিত নয়। পড়াশুনাতে ব্যস্ত থাকলে তবেই উঁচু পদ পাবে। পাঠশালায় যে ভালো স্টুডেন্ট হয় সে খুব ভালোভাবে পড়ে। বিশেষ করে পরীক্ষার দিনে একান্তে গিয়ে পড়াশুনা করে যাতে না অনুত্তীর্ণ

হয়ে যায়। যারা অনুত্তীর্ণ হয় তারা হোঁচট খেতে থাকে। বাবা বলছেন, যতটা সম্ভব বাবার স্মরণে থাক। পাত্রের সাথে পাত্রীর বিবাহ হলেই ছাপ লেগে যায়। কাল যদি স্বামী মারাও যায় তাহলেও যতদিন বাঁচবে তাকে স্মরণ করবে। কিন্তু এই স্বামী তো পতিত বানায় আর বাবা বলছেন আমি তোমাকে স্বর্গের মালিক বানাই। তাই এইরকম বাবাকে কতই না স্মরণ করতে হবে। মায়া তোমাদের যোগ ভাঙার জন্য অনেক চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমাদেরকে সাহসী হয়ে থাকতে হবে। সংকল্পেও এমন অনেক ঝড় আসবে যা হয়তো অজ্ঞানকালেও আসেনি। বৈদ্যরা বলে যে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এমন না যে ভয় পেয়ে বললাম অন্য ওষুধ দিন। বাবাও বলছেন যে ভয় পেও না। মনে অনেক ঝড় আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম করো না। এক-দুজনকে জ্ঞান শুনিয়ে তাদের কল্যাণ কর। বাবা অনেক করে বোঝান যে তোমরা নিজেদের খুশিতে থাক। ঘরেই গীতা পাঠশালা খোলো। দান (চ্যারিটি) তো ঘর থেকেই শুরু হয়। সন্তানদেরকেও স্বর্গের মালিক বানাও। বাবা তো স্ত্রী এবং সন্তানদের রচনা করেন সুখের জন্য। তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন করছি। তাহলে কেননা স্ত্রী-সন্তানদেরকেও উপার্জনের সুযোগ করে দেব। তাদেরকে প্রতি মুহূর্তে বল যে কাজকর্ম করতে করতে কেবল বাবাকে স্মরণ কর। এটা এত অভ্যাস করতে হবে যাতে অন্তিমে বিনাশের সময়ে কেবল বাবাই স্মরণে থাকেন। বাবা বলছেন, তোমরা সবাই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থায় আছ। সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে। আমি তো নিয়ে যেতেই এসেছি। তোমাদের ডানা ভেঙে গেছে। সন্ন্যাসীরা তো ব্রহ্মতত্ত্বকে স্মরণ করে। তারা বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। তবে যারা দেবতা ধর্মের হবে তারা মানবে এবং বাবাকে স্মরণও করতে থাকবে। ব্রাহ্মণ না হলে তো দেবতা হওয়া যাবে না। এটা বিভিন্ন বর্ণের খেলা। শূদ্র বর্ণের ছিল। এখন ব্রাহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়ে ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকার পাচ্ছে। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি। এরপর আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হব। ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সবথেকে উঁচু। ব্রাহ্মণদের টিকি থাকে, তাই না? আমরা বাজুলি (ডিগবাজি) খেলছি। এতে ৮৪ জন্মের জ্ঞান এক সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়। যেমন বাজুলি খেলতে খেলতে (দন্ডি কাটতে কাটতে) তীর্থ করতে যায়। ভক্তি ভরে যায়। আজকাল তো তীর্থ করতে গিয়েও মদ্যপান করে। খাওয়ার অভ্যাস থাকলে লুকিয়ে পকেটে করে বোতল নিয়ে যায়। বাবার (ব্রহ্মাবাবার) তো সবকিছুরই অভিজ্ঞতা আছে। বাবা (শিববাবা) খুবই অনুভবী রথ নিয়েছেন। এঁাকেও (ব্রহ্মাবাবাকে) বাবা (শিববাবা) বলছেন, তুমি অনেক গুরু, সংসঙ্গ ইত্যাদি করেছে। কিন্তু এখন সেইসব ভুলে যাও। এখন আমি যেটা শোনাচ্ছি সেটাই শোনো। ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। রথ তো বাস্তুবে এটা। এই রথের রথী হলেন শিববাবা। তোমরা সকলেই অর্জুন হয়েছে। এখানে তো ঘোড়ার গাড়ি নেই আর কোনো সৈন্যও নেই। ওটা হল ভক্তিমার্গ। এটা জ্ঞানমার্গ। ভক্তির বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল বাবা-ই জ্ঞান দেন, বাকি সবাই তো ভক্ত। সমগ্র দুনিয়াতে যত মানুষ আছে সকল আত্মাই বলে - হে গড ফাদার । আত্মারা বোঝে যে তিনিই আত্মাদের পিতা। এটাও জানে যে আমাদের একজন লৌকিক পিতাও আছে। তাহলে কেন সেই হেভেনলি (স্বর্গীয়) গড ফাদারকেই স্মরণ করে না। কেবল দুঃখের সময়েই কেন তাঁকে স্মরণ করে? বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে এত সুখ শান্তি দিই যে আবার দুঃখের সময় আসলেই আমাকে স্মরণ কর। নিজেদের মধ্যে এইরকম জ্ঞানের আলোচনা করতে হবে। আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে এবং অফিসারদের কাছেও যেতে হবে। সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। অনেক যুক্তির দ্বারা তাদেরকে জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে। কারো বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে সেবার জন্যই যাও। তোমরা হলে গুপ্ত অহিংসক সৈনিক। তোমাদের কারোর সাথে হিংসা করা কিংবা দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পড়াশুনাতে ব্যস্ত থাকতে হবে। পরনিন্দা-পরচর্চার ব্যর্থ কথা শোনা উচিত নয়। নিজের সময় ব্যর্থ নষ্ট করো না।

২) একে অপরকে জ্ঞান শুনিয়ে কল্যাণ করতে হবে। কখনও মনের তুফানের বশীভূত হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়।

বরদান:- নিজেকে বিশিষ্ট অভিনেতা মনে করে, সাধারণত্বের সমাপ্তকারী পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হও।

বাবা যেমন পরম আত্মা, তেমনই বিশেষ ভূমিকা পালনকারী বাচ্চারাও সব ব্যাপারে পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। কেবল চলতে-ফিরতে, থাওয়ার সময় নিজেকে বিশিষ্ট অভিনেতা মনে করে নাটকের মঞ্চে অভিনয় কর। প্রত্যেক মুহূর্তে যেন নিজের কর্মের অর্থাৎ ভূমিকার ওপর অ্যাটেনশন থাকে। বিশিষ্ট অভিনেতা কখনো অসতর্ক হয় না। হিরো যদি সাধারণ অভিনেতার মত অভিনয় করে তাহলে সবাই হাসবে। তাই প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেক সংকল্প, প্রত্যেক সময় যেন বিশেষ হয়, সাধারণ নয়।

স্লোগান:- নিজের বৃত্তিকে শক্তিশালী করলে সেবার বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই হবে।

বিস্তারকে বিন্দুতে অন্তর্লীন করো

বাপদাদা এই সাকার দেহে দুনিয়াতে আসেন, তোমাদের দেহ থেকে এবং এই দুনিয়া থেকে তোমাদের সবাইকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দূরদেশবাসী সবাইকে দূরদেশ নিবাসী বানানোর জন্য আসেন। দূরদেশে এই দেহ যাবে না। পবিত্র আত্মারা বাবার সাথে নিজের বাসভূমিতে যাবে। তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত? নাকি গুটিয়ে নেওয়ার জন্য এখনও কিছু বাকি আছে? যখন একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাও, তখন সমস্ত বিস্তারকে গুটিয়ে সবকিছুর পরিবর্তন করো। তাহলে, দূরদেশে বা নিজের সুইট হোমে যাওয়ার জন্য কি প্রস্তুতি নিতে হবে? সমস্ত বিস্তারকে বিন্দুতে অন্তর্লীন করে নিতে হবে। তাহলে, বিস্তারকে সঙ্কীর্ণ করার আর অন্তর্লীন করার শক্তি এতটাই ধারণ করেছে তো? সময় হলে, এক সেকেণ্ডে বাপদাদার সাথে যাওয়ার ডিরেকশন পেলে, সেকেণ্ডে বিস্তারকে অন্তর্লীন করতে পারবে? তোমার শরীরের বিভিন্ন রকমের প্রবৃত্তি, লৌকিক প্রবৃত্তি, সেবার প্রবৃত্তি, তোমার মধ্যে থেকে যাওয়া দুর্বল সঙ্কল্প এবং সংস্কারের প্রবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাবার সাথে চলার স্নেহী হয়েছ? নাকি, কোনো কোনো প্রবৃত্তি তাদের প্রতি তোমাকে আকৃষ্ট করবে? সবরকম প্রবৃত্তির সবদিক থেকে তুমি সরে এসেছ? নাকি কিছু কিছু দিক তোমার সাময়িক সহায় হয়ে বাবার সহায়তা এবং সঙ্গ থেকে তোমাকে দূরে করে দেবে? যখন তুমি সংকল্প করেছে যে তোমাকে যেতে হবে অথবা যদি ডিরেকশন পাও তোমাকে এখন যেতে হবে, তাহলে, ডবল লাইটের উড়ান-আসনে নিজেকে সুস্থিত করে উড়তে পারবে? এইরকম প্রস্তুতি নিয়েছ নাকি তুমি ভাববে এখনও এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে? সংকোচন করার শক্তি তুমি এখন কার্যে প্রয়োগ করতে পারো? নাকি তোমার এই বিস্তার স্মরণে আসবে- আমার সেবা, আমার সেন্টার, আমার জিঞ্জাসা, আমার লৌকিক পরিবার বা আমার লৌকিক কার্য! তোমরা এই সংকল্প যেন কোরোনা, করবে তোমরা? তোমরা যেমন ড্রামা উপস্থাপন করো, যাতে তোমরা এইরকম এক সংকল্প করো এটা এখন আমাকে করতে হবে, আর করা শেষ হলেই আমি ঘরে ফিরে যাব, ঠিক ড্রামার মতো বাবার সাথে ঘরে ফেরার সীট পাওয়ার অধিকার লাভ করেছে? বঞ্চিত থেকে যাবে না তো? এখন তো অনেক বিস্তারে যাচ্ছ, কিন্তু বিস্তারে যাওয়ার লক্ষণ কি? বৃক্ষ সম্পূর্ণ বিস্তার লাভ করলে বীজে অন্তর্লীন হয়, সুতরাং, বিস্তার এখন দ্রুতগতিতে বাড়ছে আর বাড়তেই হবে। যাই হোক, এই বিস্তার যতখানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততখানিই সেবার এই বিস্তার থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে বাবার সাথে ফিরতে হবে একথা ভুলে যেওনা। নিশ্চিত হও যে মোহজালের একটা তারও যেন কোনো দিকে আর থেকে না যায়। মোহরসি সবদিক থেকে আলাগা হওয়া উচিত অর্থাৎ আগে থাকতেই সেবার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে নাও। যেমন, আজকাল এখানে জীবনের অবসান হওয়ার আগেই সমাপ্তি সমারোহ উদযাপন করে, তাহলে তো ছুটিই নেওয়া হলো, তাই না! সুতরাং, এইভাবে সবরকম প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে আগেভাগেই বিদায় নিয়ে নাও। সমাপ্তি সমারোহ পালন করো। উড়তি কলার উড়ন আসন সবসময় তৈরি রাখো। আজকাল যেমন সৃষ্টি সংসারের যে কোনো দেশে যুদ্ধ শুরু হলে, সেখানকার রাজা হোক বা প্রেসিডেন্ট, তাদের জন্য প্রথম থেকেই দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সবরকম সাধন প্রস্তুত থাকে। সেই সময় অর্ডার অনুযায়ী কিছু করারও মার্জিন থাকেনা। যুদ্ধের সঙ্কেত পাওয়ার সাথে সাথেই তারা পালিয়ে যায়। নয়তো কি হতে পারে কেউ বলতে পারেনা! রাজা বা প্রেসিডেন্টের বদলে জেলবার্ড (যারা বারবার জেল খাটে, জেলঘুমু) হয়ে যেতে পারে। নিমিত্ত হওয়া অল্পকালের অধিকারী

আত্মারাও আগে থেকেই নিজেদের সবরকমভাবে প্রস্তুত করে রাখে। তাহলে, তোমরা কে? তোমরা হলে সঙ্গমযুগের হিরো অ্যাক্টর অর্থাৎ বিশেষ আত্মা। তাহলে তো তোমাদেরও সব প্রস্তুতি করে রাখা উচিত, তাই না! নাকি সেইসময় করবে? মার্জিনই তো মাত্র এক সেকেন্ডের পাবে! সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবে সেইসময়! এমনকি ভাবারও মার্জিন পাওয়া যাবে না। এটা করবো কি করবনা, এটা করা উচিত, ওটা করা উচিত - এইরকম যারা ভাবে তারা সাথী হওয়ার পরিবর্তে বরযাত্রী হয়ে যাবে! কিন্তু তোমার অন্তঃবাহক স্থিতি তৈরি আছে তো? অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অন্তঃবাহক (ফরিস্তা স্থিতি) স্থিতি তৈরি? - এইরকম কর্মজীত অর্থাৎ অন্তঃবাহক স্থিতি, যার দ্বারা তোমরা বাবার সাথে সেকেন্ডে উড়ে যাবে, সেইরকম বাহন তৈরি তো? নাকি এখনও সময় গুনছ যে, কত সময় বাকি! "এখনও এটা হওয়ার আছে, ওটা হবে, তারপরে ওটার পরে এটা হবে" - তোমরা এইরকম ভাবছ না তো? ভাবছ কি? সবরকমভাবে প্রস্তুতি নাও। সেবার সাধনও নিতে পারো। নতুন নতুন প্ল্যানও তোমরা বানাতে পারো। যেমনই হোক, কিনারায় রসি বেঁধে যেন ছেড়ে দিওনা! সবরকম প্রবৃত্তিতে জড়িয়েও কমল ফুল হতে ভুলে যেওনা! ঘরে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে ভুলে যেওনা! নিজের অস্তিম বাহক স্থিতি - সদা পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার এবং স্নেহশীল হওয়ার শ্রেষ্ঠ সাধনের সম্পূর্ণ আয়োজন করো, সেবার সাধনে এসে ভুলে যেয়োনা। অনেক সেবা করো কিন্তু পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার বিশেষত্ব ছেড়োনা। এখন এই অভ্যাসই আবশ্যিক। হয় তোমরা একদম আলাদা হয়ে যাও নয়তো একদম প্রিয় হয়ে যাও, এইজন্য প্রিয় এবং পৃথক হওয়ার মধ্যে ব্যালান্স রাখো। সেবা করো কিন্তু আমিষ ভাব থেকে আলাদা হয়ে করো। তোমরা বুঝেছ তো কি করতে হবে? পুরানো তারগুলো ভেঙে যাচ্ছে, আর এখন তোমরা নতুন নতুন তার তৈরির আয়োজন করছ! তোমরা সবকিছু বুঝেও নতুন তারে বাঁধা হয়ে যাচ্ছে, কারণ সে সবই যে চকমকে তার। তাহলে! এই বছরে কি করতে হবে? বাপদাদা সাক্ষী হয়ে বাচ্চাদের খেলা দেখেন। তারের বন্ধনের রেসে তোমরা একে অন্যের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, এইজন্যে সদা বিস্তারের মধ্যেও সার রূপে থাকো।

বর্তমানে সেবার রেজাল্টের কোয়ালিটি খুব ভালো, কিন্তু এখন কোয়ালিটিও কোয়ালিটিতে পরিপূর্ণ করে নাও। স্থাপনার কার্যে কোয়ালিটিরও আবশ্যিকতা আছে। কিন্তু বৃক্ষপত্রের বিস্তার হবে আর ফল হবে না, তাহলে কি তোমার পছন্দ হবে? কি হওয়া উচিত, ফুলও হবে, ফলও হবে নাকি শুধু পাতা হবে? পাতা বৃক্ষের শৃঙ্গার এবং ফল হলো সদাকালের জন্য জীবনের সোর্স। এইজন্য সব আত্মাকে প্রত্যক্ষফল স্বরূপ বানাও অর্থাৎ তাদেরকে গুণের, শক্তির অনুভাবীমূর্ত বানাতে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাও। বৃদ্ধি ভালো কিন্তু সদা বিঘ্ন-বিনাশক, শক্তিশালী আত্মা হওয়ার বিধি শেখানোর জন্য বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সফলতা স্বরূপ হওয়ার গতিপথ দেখানোয় অ্যাটেনশন দাও। তারা তাদের সামর্থ অনুযায়ী স্নেহী এবং সহযোগী হবে, কিন্তু যাতে শক্তিশালী আত্মা হয়ে নিজেদের বিঘ্ন এবং পুরানো সংস্কারের মোকাবিলা করে মহাবীর হতে পারে সেইদিকে তোমাদের বিশেষ অ্যাটেনশন বাড়াতে হবে। যারা স্বরাজ্য অধিকারী সেই তারাই বিশ্বরাজ্য অধিকারী, এমন উত্তরাধিকারী-কোয়ালিটির কোয়ালিটি এখন বাড়ানো। অনেকে সেবাধারী হয়েছে, কিন্তু সর্বশক্তি এবং বিশেষত্বে ভরপুর আত্মাদের বিশ্ব-স্টেজে নিয়ে এসো।

এই বছর - বিশেষতঃ অনুভাবীমূর্ত হয়ে এবং অনুভাবীর আকর (খনি) হয়ে সকল আত্মাকে অনুভাবীমূর্ত হওয়ার মহাদান দাও যাতে তারা তাদের অনুভবের আধারে অঙ্গদ সমান হয়ে যায়।

শুধু চলছে, শুধু করছে, শুনছে, শোনাচ্ছে, না ! এইরকম নয় বরং এইসবের পরিবর্তে, অনুভবের ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছে - এইরকম গান গাইতে গাইতে যেন খুশির দোলায় দুলতে থাকে ।

এই বছরে - সেবার উদ্যমের সাথে সাথে উড়ন্ত কলার উদ্যমও বাড়াতে হবে । সেবার উদ্যমের সাথে সাথে এমন উত্সব পালন করো যে, তোমার পরম উদ্যম অবদমিত না হয় । তোমরা বুঝেছ ? সদা উড়তি কলার উত্সাহে থেকে সবার উত্সাহ বাড়াও ।

এই বছরে - তোমাদের সবাইকে এই লক্ষ্য রাখতে হবে, বিভিন্ন বর্গের আত্মাদের সেবা করে, প্রত্যেককে বাবার বানিয়ে, বিভিন্ন বর্গের আত্মাদের পুষ্পস্ববকরূপে প্রস্তুত করে বাবার সামনে আনতে হবে । যাই হোক, তাদের সবাইকে রুহানী গোলাপ হতে হবে । বৃক্ষ ভ্যারাইটি হতে পারে যাতে ভি .আই .পি-রা, আলাদা আলাদা অক্যুপেশনে (পেশায়) যুক্ত আত্মারা, সাধারণ মানুষ এবং গ্রামবাসীও থাকতে পারে । যতই হোক, অনুভবের আকর দ্বারা সবাইকে অনুভাবী মূর্ত এবং প্রাপ্তিস্বরূপ বানিয়ে বাবার কাছে আনো, একেই বলা হয়ে থাকে রুহানী গোলাপ । পুষ্পস্ববক বানাও কিন্তু তাতে কোনোরকম আমিশ্বকে প্রশ্রয় দিওনা । আমার ফুলের তোড়াই সবচেয়ে ভালো - এইভাবে মনে করলে তারা রুহানী গোলাপ হতে অসমর্থ হবে । যদি তোমাদের 'আমিশ্ব' ভাব থাকে, তবে ফুলের তোড়া তার তাজা ভাব হারিয়ে ফেলবে । অতএব, তাদের বাবার বাচ্চা ভেবে, ভুলে যাও, তারা তোমার । যদি তোমরা তাদেরকে তোমাদের বানাও, তবে তোমরা সেই আত্মাদের বেহদের অধিকার থেকে দূরে করে দেবে । এটা কোনো ব্যাপার নয়, আত্মা কত মহান ! যত মহানই হোক তাদের সর্বগুণ বলা যাবেনা । সাগর বলা যাবেনা, সুতরাং কোনও আত্মাদের বেহদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত কোরোনা । নয়তো, সেই আত্মারা পরে অভিযোগ করবে কেন তারা তাদেরকে 'আমার' পুষ্পস্ববক বানিয়ে বেহদের উত্তরাধিকার লাভ করা থেকে বঞ্চিত করেছে ! সেই সময় তাদের মর্মান্তিক বিলাপ তোমরা সহন করতে পারবেনা । সেই বিলাপ হবে হৃদয়বিদারক, তাই এই বিশেষ বিষয়টা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বোঝো । বিশেষ সেবা করতে পারো । তোমাদের তনের শক্তি, মনের শক্তি, ধনের শক্তি, সহযোগ দেওয়ার শক্তি, যা শক্তি তোমাদের আছে, এমনকি সময়েরও শক্তি - এই সব শক্তিকে সমর্থ-কার্যে প্রয়োগ করো । ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভেবোনা । যত প্রয়োগ করেছে ততো তোমার জমা হয়েছে । তোমরা বুঝেছ তো তোমাদের কি করতে হবে ! সর্বশক্তি লাগিয়ে দাও । সদা নিজেকে উড়তি কলায় ওড়াও আর অন্যকেও উড়তি কলায় নিয়ে যাও । তোমরা উত্সাহের স্লোগানও পেয়েছ, তাই না !

এই বছরে, ডবল উত্সব উদযাপন করো এবং তোমরা সবাই রুহানী গোলাপের স্ববক তৈরি করো । আজ যারা এখানে এসেছে তারাও ভ্যারাইটি ফুলের তোড়া । চারিদিকের আত্মারা এসেছে । দেশ-বিদেশের ভ্যারাইটি ফুলের স্ববক তৈরি হয়েছে, তাই না ! ডাবল বিদেশীরা লাস্ট ডুবে প্রাপ্তির অংশ তুলে নিয়েছে । বাপদাদাও এখানে আসার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমরা সবাই অভিনন্দিত হয়েছে, তাহলে তো মিলনও হয়েছে, তাই না ! সবাই তোমরা মিলিত হয়েছে ! সংবর্ধনা পেয়েছ, তবে আর বাকি কি রইলো ? টোলি ! তাহলে তোমরা সবাই লাইন করে এসে তোমাদের টোলি নাও । এইরকম সময়ও আসবে । এখনও এত বড় হল বানাচ্ছ, তখন কি অবস্থা হবে ? সদা একই পদ্ধতি অবিরাম চলতে পারেনা । এই বারে, বাবা বিশেষভাবে ভারতবাসী বাচ্চাদের দুঃখের প্রতিকার করেছেন । প্রত্যেক সিজনের নিজের রীতিনীতি থাকে । পরের বছরে কি হবে শুধু দেখ ! এখনই যদি বাবা তোমাদের বলে দেন, তবে মজা হবেনা ! তোমরা সবাই তো ফুলের স্ববক সহ আসবে, তাই না ! কোয়ালিটিতে ভরে এনো, কারণ কোয়ালিটির সাথে কোয়ালিটির ভিত্তিতে তোমাদের নম্বর দেওয়া হবে

। এমনকি রাজনৈতিক নেতারাও এইরকম ভিড়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকে ! কোয়ালিটি হোক, কিন্তু কোয়ালিটির সাথে । এইরকমই ফুলের তোড়া নিয়ে এসো । শুধু পাতার স্তবক যেন এনোনা ! আচ্ছা ।

এইরকম সদা অগ্নিম বাহনের সাথে এভার রেডি, সকল আত্মাদের অনুভাবী মূর্ত বানানোর মহাদানী, সদা বরদাতা, ভাগ্যবিধাতা, বেহদের বাবার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার অন্যদের প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত আত্মারা, সেবাধারী বানিয়ে তাদের শক্তিশালীও বানায়, বৃদ্ধির সাথে সাথে যথার্থ বিধি প্রয়োগ দ্বারা মহত্ কার্যের সাফল্য লাভ করে এইভাবে বাবা সমান সেবা করে, সেবা থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে বাবার সাথে চলার স্নেহী, এইরকম নিকটবর্তী হওয়া এবং সমান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

সেবাধারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

এক হলো, আত্মাদের বাবার পরিচয় দিয়ে বাবার বরসার অধিকারী বানানোর নিমিত্ত আত্মা আর দ্বিতীয় হলো, যজ্ঞ সেবাধারী । এই সময় তোমরা যজ্ঞ সেবার পার্ট প্লে করছ । তোমরা খুব ভালো জানো যে, যজ্ঞ সেবার গুরুত্ব কত মহান ! যজ্ঞের এক এক কণার কত মহত্ব ! এক এক কণা মূল্যবান মোহরের সমান । যদি কেউ এক কণাও সেবা করে তবে মোহর সমান উপার্জন জমা হয়ে যাবে । সুতরাং, তুমি সেবা করনি কিন্তু উপার্জন জমা করেছ । প্রথমতঃ, তোমরা অর্থাৎ সেবাধারীরা বর্তমানে বরদান ভূমি, মধুবনে থাকার সুযোগ পেয়েছ এবং দ্বিতীয়তঃ, সদা শ্রেষ্ঠ বাতাবরণে থাকার ভাগ্য এবং তৃতীয়তঃ, উপার্জন জমা করার ভাগ্য লাভ করেছ । তোমরা অর্থাৎ সেবাধারীদের নিজে থেকেই কত রকমের প্রাপ্তি হয়ে যায় । নিজেদের এমন ভাগ্যবান সেবাধারী আত্মা মনে করে সেবা করো ? তোমাদের এমনই রহানী নেশা স্মৃতিতে থাকে নাকি সেবা করতে করতে ভুলে যাও ? সেবাধারী নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দ্বারা অন্যদের মধ্যে উত্সাহ- উদ্দীপনা তৈরি করে দেওয়ার নিমিত্ত হতে পারে । সব সেবাধারী যত সময় ধরে যে সেবাতেই থাকুক, নির্বিঘ্নে থাকবে, এমনকি মন্ডা সেবাতেও ! কখনও কোনও প্রকার বিঘ্ন বা পারিপার্শ্বিক অস্থিরতা না আসলে তাকে বলা হবে, সেবায় সফলতামূর্ত । সংস্কার এবং পরিস্থিতি যতই উপর-নীচ হোক, যে সদা বাবার সাথে থাকে, সদা ফলো ফাদার এবং সী (see) ফাদার করে, তারা সদা বিঘ্নমুক্ত থাকবে । আর যদি তোমরা অন্য আত্মাদের দেখ বা অন্য আত্মাদের ফলো করো তাহলে মনের অস্থিরতা তৈরি হবে । সুতরাং, সেবাধারীদের জন্য সেবায় সফলতা পাওয়ার আধার হলো - সী (see) ফাদার অর্থাৎ বাবাকে দেখ । তোমরা তাহলে সবাই প্রকৃত হৃদয় দিয়ে সেবা করেছ, তাই না ! সেবা করাকালীন স্মরণের চার্ট কেমন ছিলো ! আচ্ছা, তোমরা তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানিয়েছ । রেজাল্ট ভালো । তোমরা খুব ভাগ্যবান আত্মা যারা যজ্ঞ সেবার চান্স পেয়েছ । সুতরাং, করণীয় কর্ম এমনভাবে করে যাও, যাতে তোমার স্মৃতিচিহ্ন তৈরি হয়ে যায় এবং কখনও আবশ্যকতা হলে তোমাকেই ডাকা যায় ! অক্লান্তভাবে যারা সেবা করে তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত, দুইয়েরই ফল জমা হয়ে যায় । তোমরা সবাই খুব ভালোভাবে তোমাদের পার্ট প্লে করেছ । আচ্ছা ।

বরদানঃ- সদা বিজয়ের স্মৃতিতে আনন্দে থেকে সবাইকে খুশি দিয়ে আকর্ষণমূর্ত ভব

"প্রতি কল্পের আমি বিজয়ী আত্মা" , বিজয় তিলক ললাটে সদা জ্বলজ্বল করলে তবে এই বিজয় তিলক অনেকেও খুশি দেবে কারণ, বিজয়ী আত্মার চেহারা সদা উজ্জ্বল এবং পুলকিত থাকে । পুলকিত

চেহারা দেখে খুশির পেছনে সবাই নিজে থেকেই আকৃষ্ট হয় । যখন অন্তিমে কারও কাছে শোনার সময় থাকবেনা তখন তোমার আকর্ষণের প্রতিমূর্তি চেহারাই অনেক আত্মাদের সেবা করবে ।

স্লোগানঃ- অব্যক্ত স্থিতির লাইট চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়াই লাইটহাউজ হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এক শিব বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, কোনো দেহধারীকে নয়, জ্ঞান ছাড়া কোনো ব্যর্থ কথা শোনাও উচিত নয় আর শোনানোও উচিত নয়।"

প্রশ্ন -- বাবা সমস্ত বাচ্চাদের কোন্ সাবধানী দিয়ে থাকেন ?

উত্তর -- বাচ্চারা, বাবার যখন হয়েছ তখন এই ঈশ্বরীয় পথের শিশুকালকে কখনোই ভুলে যেও না। কোনো বিকর্ম করো না। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে তাঁকে ত্যাগ করো না। যদি বাবাকে ভুলে যাও তাহলে মায়া তোমাদের খুশী হরণ করে নেবে, তখন বুদ্ধি হয়রান হবে আর তোমরাও ঘাবড়ে যাবে। ফলে বিকর্ম করতে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির তালাও বন্ধ হয়ে যাবে, তাই শিব বাবার যখন হয়েছো, এই ঈশ্বরীয় শিশুকালকে সর্বদা স্মরণে রেখো।

গীত :- ছোটবেলার দিন ভুলে যেও না.....

ওম শান্তি। বাচ্চারা অর্থ কি বুঝেছ ? বাচ্চারা সামনে বসে আছে, আর তারা জানে যে ব্রহ্মার দ্বারা আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার জন্য আমরা তাঁর বাচ্চা হয়েছি আর এও তারা খুব ভালোভাবে জানে যে আমরা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার অবিনাশী সন্তান। এখন আমরা সামনে বসে আছি, দূরে থাকলে অনেক বাচ্চাই ভুলে যায়। মিত্র - সম্বন্ধী, গুরু গোঁসাই আদিদের দেখো, এরা ছোটবেলার কথা ভুলে যায়। এখানে যারা সামনে বসে থাকে তারা তো কখনোই ভোলে না। অবিনাশী শিব বাবার থেকে আমরা স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা নিষ্ছি, এ তো খুবই খুশীর কথা, তাই না ? আমাদের আবার শিব বাবা আপন করে নিয়েছেন স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য, যে স্বর্গের মালিক আমরাই একদিন ছিলাম। কিন্তু পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন নরকের মালিক হয়েছি, আবার স্বর্গের মালিক হবো। তোমরা জানো যে শিব বাবা যিনি নিরাকার, তিনি এই শরীরে প্রবেশ করেন। তিনিই আমাদের শ্রীমত দেন যে, আমি নিরাকার শিব বাবাকে স্মরণ করো। তিনি সমস্ত আত্মাদেরই বলেন কেননা তিনিই সকলের লিবারেটর। লিবারেটর অর্থাৎ সঙ্গতি দাতা। তিনি তো মানুষেরই সঙ্গতি করবেন। জন্তু জানোয়ারদের তো নয়, লিবারেটর আর গাইড হলেন মানুষের। তাকে নলেজফুল, ব্রিসফুল বলা হয়। এখানে তোমরা সামনে বসে থাকলে তোমাদের নেশা চড়তে থাকে। বাবা জানেন যে ঘরে গেলে তোমরা বাচ্চারা ভুলে যাও। মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয়। এখানে তোমাদের বুদ্ধিতে কোনো সাধু - সন্ত, গুরু বা লৌকিক সম্বন্ধী নেই। এখন হল পারলৌকিক সম্বন্ধ। শিব বাবা এনার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা দেন। নিরাকারকে অবশ্যই সাকারে আসতে হবে। তিনি বলেন, আমার হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা আবার নতুন করে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার জন্য এসেছো। তোমাদের জিজ্ঞেসও করা হয় যে শিব বাবার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তোমরা বলবে, আমরা ওঁনার অবিনাশী বাচ্চা। আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাকারী বাচ্চা, কেননা তোমরা পুনর্জন্ম নিয়ে থাকো। পরের জন্মে সকলে তো আর তাঁর বাচ্চা হবে না। ছোটবেলার এই কথা ভুলো না। আমরা হলাম শিব বাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মার সন্তান। তোমরা এখানে এসেছো আবার স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়ার জন্য। এখন সবাই নরকে আছে। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছো, এ কতো সহজ কথা। বুড়ো মানুষরাও ধারণ করতে পারে, এই কথা ভুলো না। কিন্তু এমন অনেকে আছে, যারা বাইরে গেলে ভুলে যায়। সারাদিন তারা ভুলে থাকে তাই সেই খুশী তাদের থাকে না। তারপর

বলে, বাবা জানি না আমাদের কি হয়। বাস্তবে এতে বাচ্চাদের অপার খুশী হওয়া চাই। বাবা স্বর্গের মালিক বানান, আর কি চাই? এই বাবাকে ভোলার কারণেই তোমরা ঘাবড়ে যাও, হয়রান হয়ে যাও এবং বিকর্ম করে ফেলো। ইনি কোনো গুরু নন। ইনি হলেন সত্য বাবা। বাবা বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। তোমরা ব্রহ্মার দ্বারা শিব বাবার হয়েছো। উঁনিও বাবা আর ইনিও বাবা। এত ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, আশীর্বাদী বর্ষা কোথা থেকে পায়? শিব বাবার থেকে। তিনিই হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তোমরা এখন এমন বাপদাদার সামনে বসে আছো, যে বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা কোনো বিকর্ম করো না। নতুনরা এলে বলো আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করো - আমাকে ভুলবে না। মায়া তোমাদের বার বার ভুলিয়ে দেবে তাই বুঝিয়ে বলেন, তোমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়, মুরলীতেও সব বাচ্চা শুনবে, বুঝতে পারবে মধুবনে বাবা বাচ্চাদের কিভাবে বসিয়ে বোঝান। তোমরা জানো যে এই ছেলেমানুষী মায়া তোমাদের কিভাবে বার বার ভুলিয়ে দেয়। বুদ্ধির তালা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আত্মা যখন অতীন্দ্রিয় সুখ পায় তখন খুশীতে থাকে। এখন আমরা বাবাকে পেয়েছি। বাবা আমাদের সব দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন, কেননা তিনি হলেন সুখদাতা। সমস্ত মানুষের সঙ্গতিদাতা তিনিই। এমন নয় যে তোমরা ৮৪ লাখ জন্ম ভোগ করে এসেছো। লাখ জন্মের কোনো কথাই নেই। এ তো ৮৪ জন্মের চক্র। তোমরা জানো যে ৫ হাজার বছর আগে আমাদের রাজ্য ছিলো। খৃষ্টান ঘরানার ৩ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিল, তারপর কিভাবে নরক হলো তা কেউ জানে না। বাবা বসে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। এখানে শাস্ত্র আদির কোনো কথাই নেই। যদি ভুল বোঝো বা সংশয় আসে তাহলে চলে যেতে পারো। শিব বাবাও যেমন তোমাদের পিতা আবার ব্রহ্মা বাবাও তোমাদের পিতা। শিব বাবা বলেন, আমি এই ব্রহ্মা তনে প্রবেশ করে একে বাচ্চা বানাই। তারপর এনার দ্বারা অন্য বাচ্চাদের দওক নিই আর তাদের শিক্ষা দিয়ে স্বর্গের মালিক বানাই। তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে এখন নরকে আছো। তোমরা দেখো যে আমরা বাবার সামনে বসে আছি। আমরা বাচ্চারা ঠাকুরদাদার আশীর্বাদী বর্ষার অধিকারী। তোমাদের পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র হওয়া ছাড়া আত্মা উড়তে পারে না। এরা সব গালগল্প করতে থাকে যেমন অমুকে নির্বাণ ধামে গেছে বা জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে। একজনও সেভাবে যায় না। যত অভিনেতা আছে সবাইকে এখানে হাজির হতে হবে। যতক্ষণ না এই বিনাশ শুরু হয়, ততক্ষণ ধরে হাজির হতে হবে। আত্মারা আসতেই থাকে। যখন ওখান থেকে আসা সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখনই লড়াই লাগে। তোমাদের রাজধানীও স্থাপন হয়ে যায়। ওখান থেকেও সবাই এসে যায়। এইসব কথা বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। কিন্তু তোমরা তা ভুলে যাও। কতটা ভুললে তোমরা বাবাকে তালুক দিয়ে দাও। কতো ভালো ভালো বাচ্চারা বাবার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে, এখান থেকে যাওয়ার সময় চোখের জল ফেলে যায় কিন্তু ওই দুনিয়ায় নরকবাসীদের সঙ্গে এসে সব ভুলে যায়। বাবা সতর্ক করেন, বাচ্চারা, এই ঈশ্বরীয় ছেলেবেলাকে কখনো ভুলো না। তোমাদের তো এক শিব বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। কোনো গুরু - গোঁসাইয়ের ছবিও রাখবে না। নিরাকার শিব বাবার ছবি তো তোলা যাবে না। বাচ্চারা তোমাদের এখন শিববাবা ভালো কাজ করানো শেখান। এমন ভালো কর্ম আর কেউই শেখাতে পারে না। তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে চলেছ। যখন তোমরা শরীর ত্যাগ করবে তখনও পরবর্তী জন্মে উচ্চ সেবাই করবে কারণ তোমাদের এখন চড়তি বা উত্তরণের কলা তবুও যে যতটা পুরুষার্থ করবে সেই অনুযায়ী। বাবা তবুও বলেন এখানে তোমরা সামনে বসে আছো। এখানে তোমরা সব শোনো, মনেও থাকে কিন্তু বাইরে গেলেই ঝট করে ভুলে যাও। এমনও হয় যে নিজেদের মধ্যে গালগল্প বা কোনো কারণে উল্টাপাল্টা কথা শুনতে বা শোনাতে থাকে। জ্ঞান না থাকলে একে অপরকে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে মাথা খারাপ করে দেয়। বাবা তোমাদের নিতে এসেছেন। বাবা

বলেন বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে অনেক উঁচু পদ পাবে এই কারণে জ্ঞান ছাড়া অন্য কারোর গ্লানি ইত্যাদি উল্টাপাল্টা কথা শুনো না ।

বাবাকে বলা হয় হেভেনলি গড ফাদার, স্বর্গ স্থাপনাকারী এই বিশ্বের গড ফাদার । এখন মনুষ্য মাত্রেরই বাবা হলেন এই নিরাকার শিব বাবা । তোমরা হলে এক ধর্মের, যারা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হয়েছে , পরে অন্য ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকবে । সত্যযুগে এক দেবী দেবতা ধর্মই হবে । সবাই গোরা এবং সুন্দর হবে । ইসলামীরা পরে আসবে । তাদের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা । বৌদ্ধদের চেহারা দেখো কেমন অন্যরকম । সমস্ত ধর্মের মানুষদের চেহারা আলাদা । এখন অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । তোমরা এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে । মনে রেখো তোমাদের শত্রু এই মায়া অতি শক্তিশালী । জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো অপ্রয়োজনীয় শুনলে তোমরা বাবার থেকে সরে দুঃখের দুনিয়ায় চলে যাবে । বাবা বার বার বুঝিয়ে বলেন । তোমাদের কাজই হলো.....বাবার থেকে এই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার যুক্তি সবাইকে বলা । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ তা বড় বোর্ড লাগিয়ে লিখে দাও । খুব সুন্দর লেখা হওয়া চাই । ব্রহ্মাকুমারীর নাম শুনলেই লোকে ভয় পায় তাই খুব সুন্দর যুক্তি দিয়ে লিখতে হবে । যাতে এই বোর্ডের লেখা পড়েই বাপদাদার পরিচয় জানতে পারে, যে অবশ্যই এই সাকারের মাধ্যমেই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । শিব বাবা হলেন স্বর্গের স্থাপনাকারী । মুসলমানেরা বলে থাকে বেহেশ্ত স্থাপনাকারী । এখন তোমরা তাঁর বাচ্চা হয়েছে তাই এমন বাবাকে কখনো ভুলো না । এই মায়া কত জবরদস্ত । তাই বাবা বলেন, এই শিশুকালকে ভুলে যেও না , সবাই তো বাচ্চা, তাই না ? যত বড় মানুষই হোক না কেন বাবা বলেন, তোমাদের এই মায়াই হলো সবথেকে বড় শত্রু । বাবা বোঝান যে, তোমরা কোনো ফালতু কথা বলো না । তোমরা মাঝা, বাবা বলে থাকো, তাই তাদের অনুসরণ করে উঁচু পদ পাও । প্রিয় বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্মের বোঝা নেমে যাবে, না হলে তোমাদের তা ভোগ করতে হবে আর সেই সময় খুব কষ্ট হবে । অন্তিম সময়ে এমন হবে যে অনেক সময় ধরে যেন এই কর্মের ফল ভোগ করে চলেছো, এই হিসেব - নিকেশ শেষ হলেই ঘরে ফিরে যেতে পারবে । সেইসব সাক্ষাৎকার হতে থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) সঙ্গদোষে এসে এই ঈশ্বরীয় ছেলেবেলাকে ভুলে যেও না, নিজেদের মধ্যে কোনরকম ব্যর্থ বা উল্টাপাল্টা কথা শুনবেও না আর শোনাতেও না । জ্ঞানের কথাই বলতে হবে ।

২) প্রত্যেকে যাতে বাবার আশীর্বাদী বর্সা পায় তার যুক্তি তৈরী করতে হবে । মাঝা - বাবাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে উঁচু পদ পাওয়ার অধিকারী হতে হবে । একমাত্র বাবার স্মরণের ফলেই এই বিকর্মের বোঝা নামতে পারে ।

বরদান : - সাধারণ জীবনে থেকে এই ভালোবাসার ভাবনাকে আধার করে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানিয়ে প্রতি পদে ভাগ্যবান হও ।

বাপদাদার সাধারণ আত্মাই পছন্দ । বাবা স্বয়ং সাধারণ শরীরেই আসেন । আজকের কোটিপতিও সাধারণ । সাধারণ বাচ্চাদের মধ্যে ভাবনা থাকে আর যে বাচ্চাদের ভাবনা থাকে তেমন বাচ্চাই বাবার প্রয়োজন, দেহ - অভিমান আছে, এমন বাচ্চা নয় । নাটকের নিয়ম অনুসারে এই সঙ্গম যুগে সাধারণ জীবন যাপন হল ভাগ্যের নিদর্শন । এই সাধারণ বাচ্চারাই বাবাকে নিজের করে নিতে পারে, তাই তারা অনুভব করে যে, "ভাগ্যের উপর আমার অধিকার ।" এমন অধিকারীই প্রতি পদে ভাগ্যবান হতে পারে ।

স্লোগান : - সেবাকাজে হৃদয়কে উদার এবং বড় রাখতে পারলে অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যাবে ।